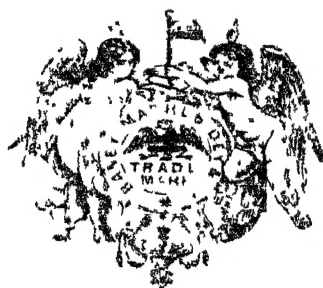


রাধাতন্ত্রম্ ।

সংস্কৃত টীকা বঙ্গভাষানুবাদ সহিতঃ ।

শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
আজ্ঞানুসারে

শ্রীকামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।



কলিকাতা

শ্রীঅকণ্ঠেশ্বর ঘোষদ্বারা অপরচিৎপুররোড শোভাবাজার ২৮
সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১২৮৩ সাল ।

বিজ্ঞাপন ।

কাল পরম্পরাভূতি নানাকারণ বশতঃ যে চিরপ্রচলিত সনাতন পরম পবিত্র হিন্দুধর্ম দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তদ্বিবন্ধে হিন্দুধর্মোপযোগী পুস্তকতন পুস্তকাদির অভাব ও একটি প্রধান কারণ; অধুনা হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেকেই উক্ত অভাব নিরাকরণ মানসে চেষ্টা, অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যাহাতে বিলুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবল হইয়া ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করে এমনত চেষ্টা করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের অনুগামী হইয়া “রাধাতন্ত্র” নামক পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থে নানা-প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা শাস্ত্র বৈষ্ণব সকলেরই অনেক উপকার হইতে পারে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ক দিগের ইষ্টসাধন বিষয়ে অশেষ উপকার হয়। গ্রন্থখানি অভিনিবেশপূর্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তন্ত্রশাস্ত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে; আমি যতদূর জানি তাহাতে বিলক্ষণ বলিতে পারি যে, এইকপ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এত অধিক উপদেশ অতি বিরল। এই গ্রন্থের সংস্কৃত নিতান্ত সরল নহে অতএব সাধারণের স্বখ-বোধ হেতু সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করিলাম। যদিও গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত বটে তথাপি টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে ইহার কলেবর বিলক্ষণ স্কুল হইয়াছে; ইহার মুদ্রাক্ষর বিষয়ে পরিশ্রমের ক্রটি করা যায় নাই কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারায় সংস্কৃত টীকা অনুবাদ ও বঙ্গভাষা সংশোধন করিয়া লইলাম আর এই তন্ত্র যদি আমার অনুমতি ভিন্ন কেহ মুদ্রিত করে তাহা হইলে তাহার উপর আইন ও দাবি করিব এইক্ষণ যদি এই গ্রন্থদ্বারা হিন্দুসামাজ্যে কিঞ্চিৎাত্ম উপকার হয় তবেই শ্রম সফল ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

শ্রীকামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ।



রাধাতন্ত্রম্ ।

ତ୍ରୀପାର୍ବତ୍ୟୁବାଚ ।

গণেশ নন্দ চন্দ্রেশ বিষ্ণুনা পরিষেবিত ।
দেব দেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥ ১ ॥

ভাষা ।

শ্রীমন্নগেন্দ্রনন্দিনী মহাদেবকে স্তুতি পাঠপূর্বক জিজ্ঞাসা
করিতেছেন। হে চন্দ্রশেখর! হে নন্দিবন্দিত! হে প্রমথগণা-
ধীশ! হে নারায়ণ পরিষেবিত পাদ, হে মহাদেব! তুমি সকল দেব
শ্রেষ্ঠ; তুমি হৃত্যুকে জয় করিয়া মহাপ্রলয়ান্তেও বিরাজমান
আছ; তুমি সর্ববেত্তা, সর্বদর্শী এ জগতে তোমার কিছুই অশো-
চর নাই ॥ ১ ॥

अर्थः ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବଲମ୍ବନଃ । ସନ୍ୟାସଃ ପୂର୍ବବତନାଃ କବିଶ୍ରବିଚାରୋ ହସ୍ତା ହତହଃ କଣ୍ଠ ଦୁ-
 ଶ୍ରୀମତଃ ବରୁଣାଳବଃ କତିଗତାଃ ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦୀନାମୟଃ । ସାବାନୀ ବିଦୁଷୀଂ ସୁତିଃ
 ସୁତିମତୀଂ ବିନ୍ଦ୍ୟାହି ବିନ୍ଦ୍ୟାବତୀଂ ସାବାନୀ ବଳତୀଂ ମନା କ୍ଷମି ମହାଜ୍ଞାନକତା-
 ଶ୍ଚଂଶିନୀ ॥ ଉତ୍କଳାରଂ ମୟୁକ୍ତତ୍ୟା ତାଞ୍ଜିକାମାଂ ମନୋହରଂ । ସାଧାତକଂ



রহস্যং বামুদেবস্য রাধাতন্ত্রং মনোহরং ।
 পূৰ্বং হি স্মৃতিতং দেব কথা মাত্রেণ শঙ্কর ॥
 রূপয়া কথয়েশান তন্ত্রং পরম দুৰ্লভং । ২ ।

ভাষা ।

এইকণ এ অধিনীর প্রতি কৃপাবলোকন পূৰ্বক তোমার
 পূৰ্ব স্বীকৃত মনোহর পরম দুৰ্লভ বসুদেব তনয়কপী নারায়ণ
 রহস্য রাধাতন্ত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ॥ ২ ॥

অন্বার্থঃ ।

সুপ্তং বিবৃণোমি যথামতি ॥ অধিকল ত্রিভুবন ত্রাণনারিনী নগেন্দ্র
 নন্দিনী নিখিল লোক পরিভ্রাণঃ চিকীর্ষতী কটিতি জ্ঞানসাধনোপায়
 দেবতারাদি কৌশলং প্রকাশয়ামিতি মনসিকৃত্য তচ্চ পারদর্শিনঃ
 সকল তন্ত্র বক্তারং ভগবন্তং দেব দেবং মহাদেবং আভিপ্রায়ঃ পরিপূচ্ছসি
 জ্ঞিপার্কভ্যুবাচেতি ॥ গণেশোত্তাদি । হে গণেশ গণানাং প্রমথানাং
 রুদ্রানুচরণাং ঈশ অধীশ্বর ; হে নন্দিচক্রেণ নন্দিনঃ নন্দিকেধরস্য
 চক্রেণ চ শশিমৌলিস্থাং, ঈশ নিয়ন্তঃ ; হে বিষ্ণুনাগরিসেবিত বিষ্ণুনা
 নারায়ণেন পরিবেষিত আরাধিত । তথাচ মহাপুরুষ বাক্যং । হরিস্তে
 সাহস্র্যং কমল বলি নাথায় পদয়োঃ দ্বিকোনে তপ্তিম্বিজ মূদ হরস্বত্র
 কমলং । হে দেবদেব দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং দেব, হে মহাদেব, হে সূচ্য-
 ক্ষয় যম বিজেতঃ হে সনাতন নিত্য মহাপ্রলয়ান্ত স্থায়িন্ ॥ ১ ॥ হে শঙ্কর
 মঙ্গলপ্রদ ; পূৰ্বং পূৰ্বজিন্ কথামাত্রেণ বাজ্যাত্রেণ স্মৃতিতং রাধাতন্ত্রং
 বক্ষ্যামিতি প্রতিজ্ঞতং বামুদেবস্য বসুদেবসুতস্য কংসাদি দৈত্যবিনা-
 শার্থং বসুদেব সুত রূপেণাবতীৰ্ণস্য নারায়ণস্য রহস্যং গোপনীয়ং মনো-
 হরং সাধকজন মনোরঞ্জন হেতুভূতং পরম দুৰ্লভং দুস্প্রাপং রাধাতন্ত্রং
 রাধাতন্ত্রাখ্যং তন্ত্রং সাধনোপায় শাস্ত্রং রূপয়া মব্যবগ্ৰহেণ কথয় সবি-
 তরং বর্ণয় ইতি লোক ভয়েনাব্যয়ঃ ॥ ২ ॥ পার্কতীপ্রদ্বানন্তরং পরম-

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং বরাননে ।
অত্যন্ত গোপনং তন্ত্রং বিশুদ্ধং নিৰ্মলং সদা ॥
কালীতন্ত্রং যথা দেবি তোলনঞ্চ তথা প্রিয়ে ।
সৰ্বশক্তিময়ং বিদ্যা বিদ্যায়াঃ সাধনায় বৈ ॥
নিগদামি বরারোহে সাবধানা বধারয় । ৩ ।

ভাষা ।

পার্বতী জিজ্ঞাসানস্তর পরম কৃপাবান মহাদেব বাসুদেব
রহস্য রাধাতন্ত্র প্রকাশ মানসে পার্বতীর প্রতি কহিতেছেন ; হে
প্রিয়ে সুন্দরি ! যেমন কালীতন্ত্র ও তোলনতন্ত্র অতি বিশুদ্ধ ও
নিৰ্মল তদ্রূপ অতি স্বগুপ্ত সছুপদেশপূর্ণ সৰ্বশক্তিময় ও পুরু-
ষার্থ সাধন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বাসুদেব রহস্য রাধাতন্ত্র লোক
হিতার্থ তোমার নিকট বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অন্যার্থঃ ।

কৃপালুর্ভগবান্ মহাদেবো বাসুদেব রহস্যং রাধাতন্ত্রং বক্তু মিচ্ছন্
পার্বতীং প্রত্যাহ ঈশ্বরউবাচেতি । হে বরাননে আয়তলোচনে হে
বরারোহে পরম সুন্দরি ; হে দেবি হে প্রিয়ে প্রীতিকরি প্রাণবলভে
ইতি যাবৎ যথা কালীতন্ত্রং নীলতন্ত্রং তোলনং তোলন তন্ত্রঞ্চ নিৰ্মলং
নির্দোষং সছুপদেশ পূৰ্ণমিত্যর্থঃ । বিশুদ্ধং পাবনং তথা অত্যন্ত
গোপনং কদাপি ন প্রকাশিতং বাসুদেবস্য বিষ্ণোরহস্যং রাধাতন্ত্রং
রাধা তন্ত্রাখ্যং সৰ্বশক্তিময়ং সৰ্বশক্ত্যাক্তকং তন্ত্রং সাধন শাস্ত্রং বিদ্যা
পরমোত্তম পুরুষার্থ সাধনীভূতা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা তস্যাঃ সাধনায় দিক্যার্থং
নিগদামি কথ্যামি সাবধানাবধারায় সাবধানং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
বাসুদেব ইত্যাদি । বিদ্যায়াঃ সাধনায় নিগদামীতি যদুক্তং তদেব বিহ-

বাসুদেবো মহাভাগঃ সত্ত্বরং মম সন্নিধিং ।
 আগত্য পরমেশানি বদুক্তং তচ্ছৃণু প্রিয়ে । ৪ ।
 মৃত্যুঞ্জয় মহাবাহো কিং করোমি জপং প্রভো ।
 তন্মে বদ মহাভাগ বৃষধ্বজ নমোহস্ততে । ৫ ।
 সংসার তরণে দেব তরনিস্ত্বং তপোধন ।
 হ্যং বিনা পরমেশান নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে । ৬ ।
 ভাষা ।

হে পরমেশানি প্রাণবল্লভে পার্শ্বতি ! মহাভাগ বসুদেব তনয়
 সত্ত্বর আমার নিকট আসিয়া বাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি
 শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো ! তুমি সৰ্বনিয়ন্তা সৰ্বেশ্বর তুমি মৃত্যুকে জয়
 করিয়াছ ; এইক্ষণ কি জপ করি তাহা আমার প্রীতি অমুকম্পা
 প্রদর্শনপূর্বক উপদেশ কর, হে বৃষবাহন ! তোমাকে নমস্কারকরি। ৫ ।

হে যোগনিষ্ঠ এই ভবজলধি তরণে তুমি তরনিস্বরূপ তুমি
 বিনা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না ॥ ৬ ॥

• অন্ত্যর্থঃ ।

নোতি । হে পরমেশানি ইত্যত্রি হে প্রিয়ে প্রীতিদে, মহাভাগো বাসুদেবঃ
 সত্ত্বরং শীঘ্রং যথাল্যাক্রম্য মম সন্নিধিং মৎসমীপং আগত্য উপস্থায়
 হৃদয়েনেতি শেষঃ বদুক্তং মতং পৃষ্ঠং সাধোনোগায় মিতি শেষঃ তৎস্বাহু-
 দেবায়োক্তং শৃণু আকর্ষণ ॥ ৪ ॥ বাসুদেবোক্তিমাহ মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি । হে
 প্রভো জগদধীশ হে মৃত্যুঞ্জয় যমবিজেত বৃষবাহন তে তুভ্যং নমোহস্ততঃ ।
 ॥ ৫ ॥ সংসার ইত্যাদি হে তপোধন নদা যোগ তৎপর, দেব ত্বং সংসার
 তরণে ভবজলধি পার গমনে তরসিঃ নৌস্বরূপঃ ত্বমেব লোকান্ ভবজলধি
 পারং নয়সি ইতি জ্ঞানঃ । হ্যং বিনা বহুতে সিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং নহি
 প্রজায়তে নোৎপাদ্যতে ত্বমেব পুরুষার্থ সাধন কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

এতচ্ছূয়া মহেশানি বিবেণা রমিততেজসঃ ।

পীষুষ সংযুতং বাক্যং বাসুদেবস্য যোগিনি ।

ষদুক্তং বাসুদেবায় তৎসর্বং শৃণু পার্শ্বতি । ৭ ।

না ভয়ং কুরু তো বিবেণা ত্রিপুরাং তজ্জমুন্দরীং ।

দশবিদ্যা বিনা দেব নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে । ৮ ।

ভাষা ।

হে পরমেশ্বর! আমি বাসুদেব তনয় অমিততেজা বিষ্ণুর সেই পীষুষময় বাক্য অবগণ করিয়া বাসুদেবের নিকট যে লোক ত্রাণকারণ রাখাত্তর বলিয়াছি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি অবগণ কর ॥ ৭ ॥

হে বাসুদেব! তুমি ভীত হইও না তৃতীয় বিদ্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনা কর । দশবিদ্যার আরাধনা ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

অন্তার্থঃ ।

এতচ্ছূয়াভ্যাদি । হে পরমেশানি পরমেশ্বর! হে যোগিনি যোগবতি অমিত তেজসঃ অতুল শক্তে বাসুদেবস্য বাসুদেবাত্মজস্য বিবেণাঃ পীষুষ সংযুক্তং অযুতময়ং এতৎবাক্যং কৃত্বা আকর্ষ্য বাসুদেবায় বিবেণে বদুক্তং কথিতং ন্যেতি শেষঃ হে পার্শ্বতি নগরাদিনি তৎসর্বং শৃণু আকর্ষণ তুমি শেষঃ । যথা বাসুদেবায় সাধনোপায় ভূতং যজ্ঞাধাতজ্জ মুক্তং তৎসর্বং কথয়ামি ইতি বাবৎ ॥ ৭ ॥ না ভয় মিত্যাদি হে বিবেণা ভয়ং নাকুরু নাতৈতদীঃ ত্রিপুরাং সুন্দরীং তৃতীয়বিদ্যাং তজ্জ আরাধয় দশবিদ্যা বিনা কাল্যাদি দশবিদ্যাহতে সিদ্ধিঃ মোক্ষো নহি প্রজায়তে নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ তথাচ তজ্জাতয়ে । কালী কালীমহাবিদ্যা বোভশী জুবনেশ্বরী

তস্মা দশমু বিদ্যাসু প্রধানং ত্রিপুরা পরা ।

চতুৰ্গৰ্গপ্রদাং দেবীমীশ্বরীং বিশ্বমোহিনীং ।২।

সুন্দরীং পরমারাধ্যাং বিশ্বপালন তৎপর্যং ।

সদা মম হৃদি স্থাংতাং নমস্কৃত্য বদাম্যহং ।১০

ভাষা ।

সেই কালিকাদি দশ বিদ্যার মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব-
প্রধানা ; তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষাত্মক চতুৰ্গৰ্গ প্রদান করিতে
পারেন সেই ত্রিভুবনেশ্বরী বিশ্ববিমোহিনী ত্রিপুরাদেবী স্বরূপ
লাবণ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি সকলকেই বিমোহিত করিয়া-
ছেন ॥ ৯ ॥

সদা আমার হৃদয়বাসিনী পরমারাধ্যা জগৎকর্ত্রী সেই ত্রিপুরা
সুন্দরীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আরাধনার ক্রম ও মন্ত্র বলি-
তেছি অবগত কর ॥ ১০ ॥

অন্যার্থঃ ।

ঈশ্বরী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধুমাবতীতথ ॥ বগলা সিদ্ধি বিদ্যাচ মাতঙ্গী
কমলাঙ্গিবা ॥ এতাদশমহাবিদ্যা সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাদি-
ত্যাदि । দশমু বিদ্যাসু কাল্যাণিষু মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রধানং লেই-
তমা । চতুৰ্গৰ্গপ্রদাং ধর্মার্থ কাম মোক্ষদায়িনীং বিশ্বমোহিনীং ত্রিভু-
বন মোহনকর্ত্রীং ওল্যা রূপেণ শিবান্ধোপি মুহুন্তে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥
সুন্দরীমিত্যাदि । পরমারাধ্যাং পরমারাধনীয়্যং বিশ্বপালনে জগৎকালে
তৎপর্যং নিরতাং সদা মম হৃদি স্থাং হৃদয়বাসিনীং তাং এবমুত্যাং সুন্দ-
রীং ত্রিপুরাসুন্দরীং নমস্কৃত্য অন্যং অহং বদামি ॥ ১০ ॥ তস্য মনো-

ব্রহ্মাণীঞ্চ সমুদ্ভূত্য তগবীজং সমুদ্ভব ।
 রতিবীজং সমুদ্ভূত্য পৃথিবীজং সমুদ্ভব ।
 মায়াবাস্তু ততো দত্ত্বা বাণ্ডবং কুরু যত্নতঃ ।
 ইদংহি বাণ্ডবং কূটং সদা ত্রৈলোক্য মোহনং ॥ ১১ ॥
 শিববীজং সমুদ্ভূত্য ভৃগুবীজং ততঃপরং ।
 কুমুদ্বতীং ততো দেবি শূন্যঞ্চ তদনন্তরং ।
 পৃথিবীজং ততশ্চোক্ত্বা অস্তেমায়া পরাক্রমীং ।
 কামরাজমিদং দেবি কূটং পরম দুর্লভং ॥ ১২ ॥

ভাষা ।

মন্ত্র যথা, দ্বাদশস্বরে বিন্দুযোগ করিয়া ককারে লকার ঈকার
 ও বিন্দুযোগ করিবে । তৎপরে মায়াবীজ ও বাণ্ডীজযোগ করি-
 লেই এক মন্ত্র ইহল । এই বিশ্ব-বিমোহন মন্ত্র অতি গোপনীয়
 ও দুর্লভ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তর বলিতেছি, প্রথমতঃ হকার তৎপরে সকার, তৎপরে
 ককার যোগ করিয়া মায়াবীজ যোগ করিবে এই কূট মন্ত্রের নাম
 কামরাজ মন্ত্র ইহা অতি দুর্লভ জানিবে ॥ ১২ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

কারোমখা । ব্রহ্মাণী অকারঃ তগবীজং ওকারঃ দ্বয়োত্রৈক্যেন সর্বিন্দু
 দ্বাদশ স্বর উচ্চৃতঃ । ততো রতি বীজং ততঃ পৃথ্বী বীজং লকারঃ । অস্তে
 মায়া বাণ্ডবং মন্ত্রা মন্ত্রা বিজ্ঞাবয়েদিতি । ইদং এতদুক্তং বাণ্ডীজ পুষ্টিতং
 ত্রৈলোক্য মোহনং ॥ ১১ ॥ মন্ত্রান্তরং যথা । শিববীজং হকার ভৃগুবীজং
 সকারঃ কুমুদ্বতী ককারঃ । শূন্যং নাহবিন্দু যুক্তং । পুনঃ পৃথিবীজং

ভৃগুবীজং সমুদ্ভূতং সমুদ্ভব কুমুদভীং ।
 ইন্দ্রবীজং ততো দেবি তদন্তে বিকটা পরা ১৩৷
 বাসুদেবোহপি তং শ্রুত্বা ক্রতং কাশীপুরং যযৌ
 যত্র কাশী মহামায়া নিত্যা যোনি স্বকপিনী ।
 সা কাশী পরমারাধ্যা ব্রহ্মাদৈঃ পরিষেবিতা ।

১১৪ ।

ভাষা ।

মন্ত্রান্তর কহিতেছি শ্রবণ কর প্রথমে সকার তৎপরে ককার
 তদন্তে লকার উদ্ধার করিয়া সর্বাঙ্গে মায়াবীজ যোজনা করিবে
 ইহাতে চতুরক্ষরী মন্ত্র হইল ॥ ১৩ ॥

বাসুদেব সেই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ক্রতবেগে কাশীধামে গমন
 করিলেন যে কাশীপুরী নিত্য ও যোনি স্বকপিনী সেই পর
 মারাধ্যা কাশীকে ব্রহ্মাদি দেবগণ সদা সেবা করিতেছেন । ১৪ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

লকারঃ । অন্তে মায়া সবিন্দু হকার ত্রৈলোক্য উদ্ধারঃ । ইদং মন্ত্রং পরম
 দুর্লভং । কুটং বাঞব কুটং ॥ ১২ ॥ মন্ত্রান্তরং বক্ষ্যামি ভৃগুবীজ-
 মিত্যাদি ভৃগুবীজঃ লকারঃ উদ্ভূত্য উল্লিখ্য কুমুদভীং ককারঃ উচ্চরতং ।
 হে দেবি ততঃ স্বংগপতাং ইন্দ্রবীজং লকারঃ উচ্চরেদিত্তি শেষঃ । তদন্তে
 লকার ককার লকারাণামন্তে বিকটা মায়াবীজং উচ্চরেদিত্তি শেষঃ ।
 এতেন চতুরক্ষরী মন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইত্যাদি ।
 বাসুদেবঃ তং মন্ত্রং শ্রুত্বা ক্রতং গীত্বা যযৌ তথা কাশীপুরং যযৌ
 গত্যনু । মহামায়া বিশ্ববিনোদিনী ॥ ১৪ ॥ বসুদেবমিত্যাদি । যত্র

মুহূর্তং যত্র যজ্ঞপ্তং লক্ষবর্ষ ফলং লভেৎ ।
 তত্র গঙ্গা বাসুদেবঃ সংপূজ্য জপমারভেৎ ৷ ১৫ ৷
 সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং ভবানীং পরমেশ্বরীং ।
 আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য বরাননে ।
 সদাশিব পুরেরম্যে পুঙ্করে শক্তিসংযুতে ।
 ভূমৌ শিরঃ প্রোথনঞ্চ পাদোর্দ্ধং পরমেশ্বরী ১৬

ভাষা ।

কাশীতে মুহূর্ত কাল জপ করিলে লক্ষবর্ষ পর্য্যন্ত সেই ফল
 ভোগ হয় ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর বাসুদেব যথাবিধি পূজা কার্য্য সমাপন করিয়া
 ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করিলেন, শিবপুরী বারাণসীতে
 পুঙ্কর তীর্থে ও শক্তি সন্নিধানে আত্মমন বাক্যের ঐক্য করিয়া
 কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

* অস্ত্যর্থঃ ।

কাশ্যাং মুহূর্তমপি যৎ জপ্তং তেন জপেন লক্ষবর্ষফলং লভেৎ লক্ষবর্ষ
 পর্য্যন্তং ফলভোগী ভবতীতি ভাষঃ । বাসুদেব স্তত্র কাশ্যাং গঙ্গাজপং
 আরভেৎ ॥ ১৫ ॥ সংপূজ্যেত্যাদি । বিধিবৎ বিধি মনু হৃদয়েত্যর্থঃ পর-
 মেশ্বরীং ত্রিপুরাসুন্দরীং । আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য আত্মবাক্যানোক্তি
 তেকাং দেবীং বিভাব্য ইত্যর্থঃ । পুঙ্করে পুঙ্করাখ্য তীর্থে । শক্তি সংযুতে
 শক্তি সন্নিধৌ বরাননে পরমেশ্বরীতি পার্শ্বত্যাঃ সম্বোধনং । ভূমৌ
 শিরঃ প্রোথনং কিতৌ শিরঃপ্রোথনং কৃদ্ব্যত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পাদোর্দ্ধং পাদা-
 বুর্জীকৃত্য । সদাশিবপুরে কাশ্যাং । মুকুরং বর্দ্ধ দুঃসাধ্যং তপস্চরণং
 কৃৎসাপি সিদ্ধিঃ লাভনং নহি জায়তে নসিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ । অন্যৎসুগমং ।

কৃষ্ণা স্মদুষ্করং কস্য নাই সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 এবং ক্রুতে মহেশানি সহস্রাদিত্য সংজ্ঞকং ।
 গতবান্ বাসুদেবস্য বিষ্ণো রমিত তেজসঃ ।
 তথাপি পরমেশানি নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥
 আবিরাসী মহামায়া তৎক্ষণাৎ কমলেক্ষণে ।
 আবিভূষ মহামায়া ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ।
 বিলোকয়েদ্বাসুদেবং স্বাসধারণ মাত্রকং ।
 বিলোক্য কৃপয়া দৃষ্ট্যামৃতৈঃ সিঞ্চেদ্বিব প্রিয়ো ১৮
 ভাষা ।

হে বরাননে ! বাসুদেব ভূমিতে মস্তক প্রোথিত করিয়া
 উৰ্দ্ধপাদ হইয়া সেই পরমেশ্বরী ভবানী ত্রিপুরাসুন্দরীর আরা-
 ধনায় তৎপর হইলেন । কিন্তু এইকপ ছুস্কর কঠোর তপস্তা
 করিয়াও তাহার কোনরূপেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইল না । হে
 পরমেশানি ! অমিত তেজা বিষ্ণু এইকপ কঠোর ব্রতসাধন
 করিতে করিতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন ॥ ১৭ ॥

হে পরমেশানি বাসুদেব উক্ত প্রকার তপস্তা করিয়াও
 সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না । হে কমলাক্ষি ! তৎক্ষণাৎ
 মহামায়া আবিভূতা হইলেন । মহামায়া ত্রিপুরাসুন্দরী আবি-
 ভূত হইয়া বাসুদেবকে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট দেখিলেন, এবং কৃপা-
 দৃষ্টিতে তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অমৃতভিষেকে পুন
 রুজ্জীবিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

তথাপীত্যাदि । তথাপি পুৰ্ব্বোক্ত উপলক্ষণেনি ॥ ১৭ ॥ আবিষ্কৃত্যাदि ।
 হে কমলেক্ষণে পদমেন্দ্রে । তৎক্ষণাৎ মহামায়া আবিরাশীৎ প্রত্যক্ষী

ত্রিপুরোবাচ ।

উত্তিষ্ঠ বৎস হে পুল্ল কিমর্থং তপ্যসে তপঃ ।
 ভোপুল্ল শীঘ্র মুত্তিষ্ঠ বরং বরয় রেমুত । ১৯ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা পরমং বাক্যং ত্রিপুরায়াঃ সুধাশ্রবং ।
 বাক্য স্তস্য স্ততঃ শ্রদ্ধা ত্যক্ত্বা যোগন্ত তৎক্ষণাৎ ।
 পপাত চরণোপান্তে ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে । ২০ ।

ভাষা ।

হে বৎস ! তুমি শীঘ্র উঠ কেন এই কঠোর তপস্শ্রা করি-
 তেছ ; তুমি শীঘ্র উঠিয়া আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা
 কর ॥ ১৯ ॥

বাসুদেব ত্রিপুরার সেই অমৃতবর্ষি পরম পরিতোষজনক
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরার
 চরণোপান্তে নিপতিত হইলেন ॥ ২০ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বভূব । মহামায়া ত্রিপুরা আনিভূষ সাক্ষাৎ ভুজ্য বাসুদেবং স্বাস ধারণ
 মাত্রিকং প্রাণ মাত্রাবশিকং বিলোকয়েৎ পশ্যেদিত্যর্থঃ । হে প্রিয়ে
 কৃপয়া দৃষ্ট্য কৃপাপরেণ চক্ষুয়া বিলোক্য দৃষ্ট্বা তমিতিশেষঃ অমৃতৈতঃ
 নিকৈঃ অমৃতমেকেন স্বস্থ মকরোৎ ॥ ১৮ ॥ ত্রিপুরোবাচ । হে বৎস পুল্ল
 উত্তিষ্ঠ কিমর্থং কিং প্রয়োজনং তপস্তপ্যসে । ভোপুল্ল শীঘ্র উত্তিষ্ঠ
 রেমুত বরং অভিলষিত কামং বরয় প্রার্থয় ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরায়াঃ পরমং
 সুধাশ্রবং অমৃত বর্ষিণং তদ্বচঃ শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ যোগং ত্যজ্য কে শুচি-
 স্মিতে বিশদ মন্দকাংসে । ত্রিপুরায়াঃ চরণোপান্তে পপাত বাসুদেব ইতি
 শেষঃ ॥ ২০ ॥ ততো বাসুদেবঃ ত্রিপুরাং তৌহি নমাস্ত ইত্যাদি হে ভুগ

নমস্তে ত্রিপুরে মাত নমস্তে দুঃখনাশিনি ।
 নমস্তে শঙ্করাধ্যে কৃষ্ণাধ্যে নমোহস্ততে ।
 ত্রিলোক জননী মাত নমস্তে মৃতদায়িনি ।
 আবিভূতাতু যা দেবী বিষ্ণো হৃদয় সংস্থিতা ৷ ২১ ৷
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

ভাষা ।

তদনন্তর বাসুদেব স্তব করিতেছেন । হে ত্রিপুরাসুন্দরি !
 তুমি জীবের দুঃখনাশ কর হে মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 তুমি শঙ্করের আরাধ্যা ও নারায়ণের চিন্তনীয়। তোমাকে
 নমস্কার করি । তুমি ত্রিভুবন প্রসব করিয়াছ এবং এইক্ষণ
 অমৃতসেক করিয়া আমার চেতনা প্রদান করিয়াছ হে মাত ।
 তোমাকে নমস্কার করি । তুমি বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী আমাকে
 প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছ হে মাত ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

ইতি প্রথম পটল ।

অন্ত্যর্থঃ ।

নাশিনি মাত ত্রিপুরে তে ভূত্যাং নমোহস্ত । হে শঙ্করাধ্যে শিবসেব্য
 হে কৃষ্ণাধ্যে নারায়ণচিন্ত্যে স্বং ত্রিলোক জননী ত্রিভুবন প্রসবিত্রী ।
 হে অমৃতদায়িনি ! অমৃত দানেন মর্ত্যতনু দাত্রি বিষ্ণো হৃদয় সংস্থিতা
 যাতুং আবিভূতাতু মৎপ্রত্যক্ষতাংগতা তে ভূত্যাং নমোহস্ত ॥ ২১ ॥

ইতি জীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বিরচিতো রাধাতন্ত্র ন্যাখ্যানে

প্রথম পটলঃ ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো শূণ্যমে পরমং বচঃ ।
 স্বংহি দেব স্মৃত শ্রেষ্ঠ কিমর্থং তপ্যসে তপঃ ।
 কুলাচারং বিনা পুত্র নহিসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 শক্তি হীনস্যতে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক ৷২২৥
 মমাংশ সম্ভবাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বাকিং তপ্যসেতপঃ ।
 বৃথাশ্রমং বৃথা পূজাং জপঞ্চ বিফলং স্মৃত ৷২৩৥

ভাষা ।

বাসুদেবের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কহিতেছেন
 হে মহাবাহো বাসুদেব ! আমার সারভূত বাক্য শ্রবণ কর তুমি
 কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যা করিতেছ কুলাচার ব্যতিরেকে মন্ত্র
 'সিদ্ধি হয় না তুমি শক্তিহীন কি রূপে তোমার সিদ্ধি হইতে
 পারে ॥ ২২ ॥

আর দেখ লক্ষ্মী আমার অংশসম্ভূতা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ
 করিয়া কেন বৃথা তপস্যা করিতেছ । হে স্মৃত ! শক্তিযোগ ব্যতি-
 রেকে পূজা জপ ও তপস্যাদির পরিশ্রম সকলই বৃথা ॥ ২৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ত্রিপুরোবাচেত্যাদি । হে বাসুদেব মেমম পরমং সারভূতং বচঃ
 শূণ্য । হে স্মৃত শ্রেষ্ঠ স্বং কিমর্থং তপস্তপ্যসে । হে পুত্র কুলাচারং বিনা
 সিদ্ধির্নহি জায়তে শক্তিহীনস্য শক্তিরহিতস্য তে ভব সিদ্ধিঃ কথং ভবতি
 শক্ত্যা কুলাচারঞ্চ বিনা ন কে।পি সিদ্ধোভবতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ মমাংশে-
 ত্যাদি । মম অংশ সম্ভুতাং একাংশেনোৎপন্নং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা কিং তপ-
 স্যসে । হে স্মৃত অমং তপশ্চরণীয়ামং বৃথা পূজাং বৃথা জপং চিহ্নঞ্চ

সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যাসহ তপোধন ।
 যোগং বিনা স্মৃতশ্রেষ্ঠবিদ্যা সিদ্ধির্নজায়তে ॥ ২৪ ॥
 সাধকে ক্ষোভমাপনৈ দেবতা ক্ষোভ বাঞ্ছয়াৎ ।
 তস্মাদভোগ যুতো ভূত্বা জপকর্ম সমারভেৎ ।
 ভোগং বিনা স্মৃতশ্রেষ্ঠ নহি মোক্ষঃ প্রজায়তে ।
 শৃণু তত্ত্বং স্মৃতশ্রেষ্ঠ দীক্ষয়া আনুপূর্বিকীং ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

অতএব তোমাকে উপদেশ দিতেছি হে তপোধন ! তুমি
 যত্নপূর্বক শক্তির সহিত যোগ কর শক্তিযোগ না হইলে কদাচ
 পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না ॥ ২৪ ॥

পুরুষার্থ সিদ্ধির অভাবে সাধক ক্ষোভিত হইলে দেবতা ও
 ক্ষোভ প্রাপ্ত হন । ভোগযুক্ত হইয়া জপকর্ম আরম্ভ করা
 বিধেয় । হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ ! ভোগ ব্যতিরেকে অপবর্গ লাভ হইতে
 পারে না । তোমাকে হিতোপদেশ দিতেছি তুমি দীক্ষার আনু-
 পূর্বী শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিফলমিত্যর্থঃ । কুহুতিশেষঃ শক্ত্যাবিনা পূজাদিকং কৃৎস্না ন কিমপি
 ফলসিদ্ধিরভীতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥ হে তপোধন যত্নেন শক্ত্যাসহ যোগং কুরু ।
 যোগং প্রকৃতি পুরুষয়োঃ টরক্যং বিনা বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং
 নজায়তে ॥ ২৪ ॥ সাধকেত্যাদি । যদি সাধক স্তপশ্চরণ ইবকল্যাণ পরা-
 ত্ত্বমাপোতি তদা দেবতাসি স্তুত্বা ভবেদিতি । তস্মাদিতি ভোগ যুতঃ
 ভোগবান্ । ভোগং বিনা ভোগাতায়েন মোক্ষো নজায়তে ইতি ॥
 দীক্ষয়া আনুপূর্বিকীং দীক্ষাক্রমঃ ॥ ২৫ ॥ দশবর্ষে নংপ্রাপ্তে দশম বর্ষে ।

দশবর্ষেতু সংগ্রাহ্যে দ্বাদশাভ্যন্তরে স্মৃত ।
শৃণুয়াক্ষরি নামানি ষোড়শানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬ ॥
হরিনাম্নো বিনা পুত্র কর্ণশুদ্ধি নর্জায়তে ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু মাত মহামায়ে বিশ্ববীজ স্বরূপিণি ।
হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরী ॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

দশমবর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ষোড়শ হরিনাম পৃথক্
পৃথক্ শ্রবণ করিবে ॥ ২৬ ॥

‘হে পুত্র হরিনাম বিনা কর্ণশুদ্ধি হয় না ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব কহিতেছেন হে মাত ! তুমি বিশ্বের কারনীভূত
মহামায়া স্বরূপা আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া হরিনাম আমাব
নিকট বল ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বাদশাভ্যন্তরে দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে । শৃণুয়াক্ষরিনামানি শ্রুতঃ পৃথক্ পৃথক্
হরিনামানি শৃণুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ হরি নাহইত্যাদি । হে পুত্র হরিনাম্নো বিনা
হরিনাম্নো বিনা কর্ণশুদ্ধি নর্জায়তে ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব উবাচেতি হে মহা-
মায়ে হে বিশ্ববীজ স্বরূপিণি ক্রমং কারণভূতে শৃণু আকর্ণয় মমঃ স্মৃতি
শেষঃ । হরিনাম্নো ক্রমং বদ কথয় ॥ ২৮ ॥ বাসুদেবস্যোগ্রহাতিশয়া দর্শনং

ত্রিপুরোবাচ ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে । ২৯ ।
 দ্বাত্রিংশ দক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্বদা ।
 শৃণুচ্ছন্দঃ সূত শ্রেষ্ঠ হরিনাম্নঃ সদৈবহি । ৩০ ।
 ছন্দোহি পরমং গুহ্যং মহৎপদ মনব্যয়ং ।
 সর্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম তপোধন ॥ ৩১ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে পুত্র ! শ্রবণ কর বলিতেছি ;
 হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম
 রাম রাম হরে হরে ॥ ২৯ ॥

এই দ্বাত্রিংশদক্ষর হরিনামই কলিযুগে জ্ঞান করে ।
 হে সূতশ্রেষ্ঠ ! এই মন্ত্রের ছন্দ অতি স্বগোপ্য হে তপোধন ! এই
 হরিনামাত্মক মন্ত্র সর্ব শক্তিময় ॥ ৩০ ॥

এই মন্ত্রের চিন্তনে সর্বশক্তির চিন্তা করা হয় এবং মহৎপদ
 প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

দেবী আহ ত্রিপুরোবাচেতি । হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি এষএব দ্বাত্রিংশদক্ষরো
 হরিনাম্নঃ । ২৯ ॥ কলৌ সর্বদা সর্কেষু কালেষু দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব নামানি
 হরিনামানি এতন্ময় কীর্তনেনৈব কলৌ মোক্ষো ভবতীতি ভাবঃ । পরমং
 গুহ্যং অতি গোপ্যং ছন্দঃ হরিনাম্নঃ শৃণু ॥ ৩০ ॥ হে তপোধন হরিনাম
 মন্ত্রং সর্বশক্তিময়ং সর্বশক্ত্যাঙ্ককং মহৎপদং মহৎ পদ প্রাপ্তি হেতু-
 ভূতং । ৩১ । হরিনাম্নঃ ইত্যাদি । হরিনাম্নঃ হরিনামাত্মকস্য মন্ত্রস্য রাষ্ট্রদেব

হরিনামো মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ।
 গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা ।
 মহাবিদ্যা সূসিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 এতন্মন্ত্রং স্মৃত শ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ৩২ ॥
 শ্রদ্ধাদ্বিজ মুখাৎ পুত্র দক্ষ কর্ণে তপোধন ।
 আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং শ্রদ্ধা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ।
 দ্বাদশাত্যন্তরে শ্রদ্ধা কর্ণশুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

হরিনাম মন্ত্রেব বাসুদেব ঋষি গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপুরাসুন্দরী
 দেবতা পুরুষার্থ সাধনে ইহার নিয়োগ হয় । হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ । প্রথ-
 মতঃ এই মন্ত্র শ্রবণ করিবে ॥ ৩২ ॥

হে তপোধন ! ব্রাহ্মণমুখ হইতে দক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিবে ;
 মন্ত্র শ্রবণের ক্রম এইরূপে আদিতে ছন্দ তদনন্তর মন্ত্র শ্রবণ
 করিবে এইরূপে দীক্ষিত হইলে সকলেই শুদ্ধ হয় । এবং
 দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই হরিনাম মন্ত্র শ্রবণ করিলে কর্ণশুদ্ধি
 হয় ॥ ৩৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঋষিঃ । ছন্দোগায়ত্রী, দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী । মহাবিদ্যাসূসিদ্ধার্থং পুরুষার্থ
 সাধনার বিনিয়োগঃ বিনিয়োজনং ॥ ৩২ ॥ দ্বিজমুখাৎ ব্রাহ্মণস্য শ্রদ্ধাদ্বিজাৎ
 দক্ষকর্ণে দক্ষিণে অরণে । দ্বাদশাত্যন্তরে দ্বাদশবর্ষমধ্যে ছন্দো মন্ত্রাদিকং
 শ্রদ্ধা কর্ণশুদ্ধিঃ প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ কণ্ঠ্যাদি যঃ পুরুষঃ নারীবা কী

কর্ণশুদ্ধিং বিনা পুত্র মহাবিদ্যা মুপাস্যচ ।
 নারীবা পুরুষো বাপি তৎক্ষণা নারকী ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
 ততস্ত্ব ষোড়শে বর্ষে সংপ্রাপ্তে সুরবন্দিত ॥
 মহাবিদ্যাং ততঃ শুদ্ধাং নিত্যাং ব্রহ্ম স্বকপিণীং ।
 শ্রদ্ধা কুল মুখাং বিপ্রাং সাক্ষা দ্রুক্ষময়ো ভবেৎ ॥
 ১৩৫ ।

কুর্যাৎ কুলরহস্যং যঃ শিবোক্তং তপোধন ।
 বিদ্যা সিদ্ধির্ভবেত্তস্য অকৈশ্বর্য মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
 ভাষা ।

আদৌ দেবতা তৎপরে ছন্দ ও তৎপরে মন্ত্র শ্রবণ করিবে
 দ্বাদশবর্ষ মধ্যে কর্ণশুদ্ধি ব্যতিরেকে যে পুরুষ কিম্বা নারী এই
 মন্ত্র শ্রবণ করে তাহার তৎক্ষণাৎ নরকগামী হয় ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর ষোড়শবর্ষ সময়ে শুদ্ধা নিত্যা ব্রহ্ম স্বকপিণী
 বিদ্যা । কুলাচাররত বিপ্রমুখ হইতে শ্রবণ করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
 ময় হয় ॥ ৩৫ ॥

হে তপোধন ! যে ব্যক্তি শিবোক্ত কুলরহস্য বিধিতে নিরত
 থাকে তাহার বিদ্যাসিদ্ধি হয় ও অনিমাди অষ্টসিদ্ধিলাভ
 হয় ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কর্ণশুদ্ধিং বিনা মহাসিদ্ধৌ তৎক্ষণাদেব নরকগামী ভবেদ্বিতি ভাষঃ ॥ ৩৪ ॥
 ব্রহ্মস্বকপিণীং ব্রহ্মময়ীং নিত্যাং ননাভনীং । কুলমুখাং বিপ্রাং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
 ময়োভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ কুর্যাদিভ্যাং । হে তপোধন শিবোক্তং কুল-
 রহস্যং যোজনঃ কুর্যাৎ তস্য বিদ্যাসিদ্ধিঃ মোক্ষসাধনং ভবেৎ স অষ্টসি-

রহস্যংহি বিনা পুত্র শুম এবহি কেবলং ।
 অতএব সূত শ্রেষ্ঠ রহস্য রহিতস্যতে ।
 রহস্য রহিতাং বিদ্যাং ন জপেতু কদাচন । ৩৭ ।
 এতদ্রহস্যং পরমং हरिनाम स्तुপোধन । ৩৮ ।
 হকারস্ত সূত শ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ।
 রেফস্ত ত্রিপুরাদেবী দশমূর্তিময়ী সদা ।
 একারঞ্চ ভগং বিদ্যাং সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন ।
 হকারঃ শূন্য রূপীচ রেফো বিগ্রহ ধারকঃ । ৩৯ ।

ভাষা ।

মন্ত্রার্থাদি ব্যতিরেকে কেবল পরিশ্রমমাত্র সার হয়, হে সূত-
 শ্রেষ্ঠ ! তুমি রহস্যহীন কিপ্রকারে সিদ্ধি হইতে পার । রহস্য
 রহিতা বিদ্যার কদাচ আরাধনা করিবে না ॥ ৩৭ ॥

অতএব তোমাকে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি हरिनाम মন্ত্রের গোপ-
 নীয় পরম রহস্য বলিতেছি ॥ ৩৮ ॥

হকার সাক্ষাৎ শিব রেফ দশবিদ্যাময়ী ত্রিপুরাদেবী একার
 যোনিপীঠ স্বরূপ । হে তপোধন ! পুনর্বার হকার, চিহ্নয়
 ঈশ্বররূপী রেফ শরীরধারী ব্যক্ত ঈশ্বর স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বর্ঘ্যঃ অগ্নিমানি অষ্ট শক্তিঃ অবাপ্ন য়াং ॥ ৩৩ ॥ হে পুত্র রহস্যং মন্ত্রার্থ
 মন্ত্র টীকাদিকং বিনা শ্রম এব কেবলং ন কিঞ্চিদুপলভ্যমিতি । রহস্য
 রহিতস্য মন্ত্রার্থাদিজ্ঞান হীনস্য ॥ ৩৭ ॥ এতদ্বিত্যাদি । हरिनाम মন্ত্রস্য
 রহস্যং নিগূঢ়ার্থং শ্রুতি শিষ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্রার্থ
 নাই হকারেত্যাদি । হকারঃ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ঈশ্বরঃ । রেফঃ রূপদং

হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষা ন্মম মূর্তি নসংশয়ঃ ।
 ককারং কামদা কামকপিণী ক্ষুরদব্যয়া ।
 ঞ্জকারস্ত সূত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা ।
 ককারঞ্চ ঞ্জকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা ॥ ৪০ ॥
 ষকার শচন্দ্রমা দেবঃ কলা ষোড়শ সংযুতঃ ।
 গকারঞ্চ সূত শ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নিবৃতি কপিণী ।
 দ্বয়োরৈক্যং তপঃ শ্রেষ্ঠ সাক্ষা ত্রিপুর তৈরবী ॥ ৪১ ॥

ভাষা ।

হকার ও রেফমিলিত হরি এই শব্দার্থ সাক্ষা আমার মূর্তি
 স্বরূপ জানিবে । কৃষ্ণ এই পদান্তর্গত ককারের অর্থ কামপ্রদা
 কামকপিণী নিত্যশক্তি ও ঞ্জকারের অর্থ পান্যশক্তি । আর
 ককার ও ঞ্জকার মিলিতকৃ এই পদে বৈষ্ণবী কলা ॥ ৪০ ॥

ষকারের অর্থ ষোড়শকলাপূর্ণ শশধর, এবং গকারের অর্থ
 শাস্তিপ্রদাশক্তি ও ষকার গকার মিলিতকৃ এই পদের অর্থ
 সাক্ষাৎ ত্রিপুর তৈরবী ॥ ৪১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দশমূর্তিমযী দশবিদ্যাশকপা ত্রিপুরা ত্রিপুরাসুন্দরী । একারং তপঃ যোনি
 পীঠং । হকারঃ শূন্যকণী চিশূন্যঃ রেফো বিগ্রহধারকঃ দেহবান্ ॥ ৩৯ ॥
 হরিঃ সত্বাঙ্কজ হকার রেফ মিলিত হরিশব্দঃ ন্মম ত্রিপুরায়ামূর্তিঃ ।
 ককারং কৃষ্ণ ইত্যত্র কবর্ণং কামদা কামদাত্রী কামকপিণী কামাক্ষিকা ।
 ঞ্জকারঃ কৃষ্ণ ইত্যত্র ঞ্জবর্ণং রেফা পরমাশক্তিঃ ইরিতা কথিতা ককারঞ্চ
 ঞ্জকারঞ্চ ককার ঞ্জকারং মিলিতা সং কৃষ্ণ ইত্যঙ্করং কামিনী কামপ্রদায়িনী
 বৈষ্ণবী বলা বিষ্ণুশক্তিঃ ॥ ৪০ ॥ ষোড়শকলাসংযুতঃ পুণ্ড্র ইত্যঙ্করঃ । নিবৃতি
 কপিণী শাস্তিদেয়পা । দ্বয়োরৈক্যং ষকারয়োঃ ঐক্যং ইত্যঙ্করং ত্রিপুর

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৃত শ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী ।
 হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিণী ৷৮২৥
 হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময়ী পরা ।
 রেফস্ত ত্রিপুরা সাক্ষাৎ দানন্দামৃত সংযুতা ।
 মকারস্ত মহামায়া নিত্যাতু রুদ্ররূপিণী ॥ ৮৩ ॥
 বিসর্গস্ত স্মৃত শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা ।
 রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং স্মৃত ।
 হরে হরে পিচ পদং শক্তিদ্বয় সমন্বিতং ॥ ৮৪ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই পদের অর্থ জগন্ময়ী মহামায়া হরে এই
 শব্দের অর্থ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ॥ ৮২ ॥

হররাম এই শব্দার্থ জ্যোতির্ময়ী প্রকৃতি । রেফ সাক্ষাৎ
 ত্রিপুরাসুন্দরী মকার সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময়ী নিত্যশক্তি ॥ ৮৩ ॥

বিসর্গে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বোধ হয় রাম রাম এই পদ
 শিবশক্তি জ্ঞাপক হরে হরে এইপদে উভয়শক্তি বুঝায় ॥ ৮৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভৈরবী ত্রিপুরাসুন্দরীরূপা । ৮১ । কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পদদ্বয়ং জগন্ময়ী জগৎ-
 স্বরূপা মহামায়া । শিবশক্তিরূপিণী প্রকৃতি পুরুষাত্মকং ব্রহ্মইত্যর্থঃ । ৮২ ।
 আমল সংযুতা নিত্যানন্দময়ী । রুদ্ররূপিণী রুদ্রশক্তিঃ । ৮৩ । বিসর্গ ইত্যাদি
 বিসর্গঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকো বর্ণবিশেষঃ । কুলকুণ্ডলিনী স্থলাধারস্থিত
 শিবশক্তিঃ । অমর্যং সুবোধং । ৮৪ । আদ্যন্ত ইত্যাদি আদৌ অন্তে চ সজ্জ-

আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যোজ্যপে দশধা দ্বিজঃ ।
 স ভবেৎ সূত বর শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ ৷ ১৪৫ ৷
 এষা দীক্ষা পরাজ্ঞেয়া জ্যেষ্ঠা শক্তি সনন্বিতা ।
 হরিনামঃ সূত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাতু বৈষ্ণবী স্বয়ং ৷ ১৪৬ ৷
 বিনাস্ত্রী বৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সন্মারো বিনা ।
 কোটিবর্ষং সন্মাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ৷ ১৪৭ ৷

ভাষ্য ।

হে সূতশ্রেষ্ঠ ! এই নব্বের আদ্যন্তে প্রণব যোজনা করিয়,
 যে সাধক যোড়শবার মাত্ৰ জপ করে সে মহাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ
 জ্ঞানবান হয় ॥ ১৪৫ ॥

হে সূতশ্রেষ্ঠ ! আদ্যাশক্তিগুণ এই দীক্ষা সকল দীক্ষাব
 প্রধান এই সৰ্বপ্রধান হরিনাম দীক্ষা স্বয়ং বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ১৪৬ ॥

বৈষ্ণবী দীক্ষা ও সন্তুপ্তির কৃপাব্যতিরেকে কোটিবর্ষ জপ
 করিলেও তাহার সিদ্ধি হয় না প্রত্যুত যোরতর নরকগামী
 হয় ॥ ১৪৭ ॥

অন্ত্যার্গঃ ।

সেইহি শেষঃ প্রণবং ওম্ ইতি মন্ত্ৰং দত্ত্বা সংযোগ্যমঃ সাধকো দশধা দশ-
 বারং জপেৎ স মহাবিদ্যাসু মহাবিদ্যাবিশয়েষু সুন্দরঃ একজ্ঞানঃ ৷ ১৪৫ ৷
 এষেত্যাদি স্মরণোপঃ ৷ ১৪৬ ৷ বিনেত্যাদি বৈষ্ণবীদীক্ষা বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণং তথা
 সন্তুপ্তরোঃ প্রসাদং কৃপা বিনা কোটিবর্ষং সন্মাদায় জপ্ত্বাপি রৌরবং
 নৈকবর্ষং মহাকালং নরকং ব্রজেৎ ৷ ১৪৭ ৷ এবং পূর্বের জ্ঞানি হস্তক

এবং ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশ দক্ষরাণি চ ।
 আদ্যন্তে প্রণবঃ দত্ত্বা চতুস্ত্রিংশদন্তুত্তমং ৷৮৮৥
 হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষাচ বিফলা ভবেৎ ।
 কুলদেব মুখাচ্ছ্রদ্ধা হরিনাম পরাক্ষরং ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বিট্ শূদ্রাঃ শ্রদ্ধা নান পরাক্ষরং ।
 দীক্ষাং কুৰ্যুঃ স্মৃত শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর ৷৮৯৥

ভাষা ।

হরেশ্বর ইত্যাদি মন্ত্রান্তর্গত ষোড়শনাম ও দ্বাত্রিংশদক্ষর
 ন্ত্র আদ্যন্তে প্রণবযোজনা করিয়া জপ করিবে ॥ ৪৮ ॥

হে পুত্র ! হরিনাম ব্যতিরেকে দীক্ষা বিফল হয় । ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্কর্মেই কুলগুরুর নিকটে পরমাক্ষর
 হরিনাম শ্রবণ করিয়া মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হইবে ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্রান্তর্গতানি ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি মন্ত্রানি চ ॥ ৮৮ ॥
 হরীত্যাदि । হরিনাম্না বিনা হরিনাম ব্যতিরেকেন, দীক্ষা নক্ষ সংস্কারঃ ;
 পুত্র ইতি সংস্বাদনং । কুল ইত্যাদি কুলদেবমুখাৎ কুলগুরোঃ সকাশাৎ পরা-
 ক্ষরং পরমব্রহ্মস্বরূপং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ ।
 সর্বে বর্ণা এব হরিনামাধিকারিণ ইতি ভাবঃ । স্মৃতশ্রেষ্ঠ সুন্দর ইতি পদ-
 দ্বয়ং সংস্বাদনং ॥ ৮৯ ॥ হরিনামেত্যাদি । হে প্রিয় পাশ্বতি হরিনাম, অথ
 সমুচ্চয়ে দীক্ষাং মন্ত্রগ্রহণং শূদ্রমুখাৎ বা দিষ্টা অকুলাৎ কুলগুরুদিভিন্নাৎ
 যোজনোগৃহীয়াৎ তস্য পাপফলং শূণু আকণ্যেত্যম্বয়ঃ ॥ . শূদ্র ইত্যাদি ।
 শূদ্রাণাঃ শূদ্র পত্ন্যাঃ । বিদ্যাঃ পুরুষার্থ সাধনং জ্ঞানং । কোটি
 বর্ষান্ শতলক্ষ বৎসরং ব্যাপেত্যর্থঃ । ত্রৌরবং মহাঘোরনরকং । অন্যৎ

হরিনামাথ দীক্ষাং বা যদি শূদ্রমুখাং প্রিয়ে ।
 অকুলাদ্যস্ত গৃহীয়াং তস্য পাপ ফলং শৃণু ।
 শ্রদ্ধা শূদ্রোহপি শূদ্রাণ্য বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমং ।
 কোটিবর্ষান্ সমাদায় রৌরবং প্রতি গচ্ছতি ৷৫০৷
 অপিদাতৃ গৃহীত্রোর্বা দ্বয়োরেব সমং ফলং ।
 ব্রহ্মহত্যা নবাপ্নোতি প্রত্যক্ষর নিতীরিতং ।
 শৃণুপুত্র বাসুদেব প্রসঙ্গা দ্বচনং নম ॥ ৫১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! যে ব্যক্তি কুলগুরুর অন্যত্র কিম্বা শূদ্রের নিকট
 দীক্ষিত হয় বা হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করে ; তাহার পাপফল বলি
 তেছি অবগণ কর । যদি শূদ্র ও শূদ্রাণীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া
 মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হয় তবে তাহার শতলক্ষবর্ষপর্য্যন্ত মহাঘোর-
 নরকে বসতি করিতে হয় ॥ ৫০ ॥

উক্ত রূপ দীক্ষায় গুরু শিষ্য উভয়েরই মন্ত্রাকর সমসংখ্যক
 ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইতে হয় ; হে পুত্র বাসুদেব ! প্রসঙ্গ-
 ক্রমে দীক্ষা বিষয়ে কিছু বলিতেছি অবগণ কর ॥ ৫১ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

স্তবোধং ॥ ৫০ ॥ আপিত্যাদি । দাতৃগৃহীত্রোঃ শু ক্রশিষ্যয়োর্দ্বয়োঃ ফলং
 সমং তুল্যং উভাবেব পাপিণ্যবতিভাবঃ । পাপমেব বিবৃণোতি ব্রহ্ম-
 হত্যেত্যাদি । প্রত্যক্ষরং অক্ষরং অক্ষরং এতি । মন্ত্রাকর সম সংখ্যক
 ব্রহ্মহত্যা পাপভাগ্যভবতী ভাবঃ । বচনং দীক্ষা বিচারবাক্যং ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয় পটল ব্যাখ্যা ।

ত্রিপুরোবাচ ।

সংপ্রাপ্তে ষোড়শবর্ষে দীক্ষাং কুর্যাৎ সমাহিতঃ
যদি নো কুরুতে পুত্র সংপ্রাপ্তে বর্ষে ষোড়শে ।
হরিনাম বৃথা তস্য গতেতু বর্ষে ষোড়শে ॥ ১ ॥
তস্মাদ্যত্নেন কর্তব্য্য দীক্ষাহি বর্ষে ষোড়শে ।
অন্যথা পশুবৎ সর্বং তস্য কর্ম ভবেৎ সূত ॥ ২ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরাদেশী, আমি তোমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে দীক্ষাবিষয়ক সমস্ত ক্রম বলিব এই পূর্বপ্রতিশ্রুত বিষয় বলিতেছেন ; ষোড়শ-বর্ষ প্রাপ্ত মাত্রেই সুসমাহিত হইয়া দীক্ষা কার্য্য করিবে ; যদি ষোড়শবর্ষ মধ্যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করে তবে ষোড়শবর্ষ গতে হরিনাম দীক্ষার অধিকার থাকে না । তাহার সেই হরিনাম দীক্ষা বৃথা জানিবে ॥ ১ ॥

অতএব ষোড়শবর্ষ মধ্যেই যত্নপূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে । অন্যথা তাহার সকল কর্ম পশুকর্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শুণুপুত্র মহাবাহোঃ প্রসঙ্গান্তচনঃ মমেন্তি যৎপূর্বং প্রতিশ্রুতং তাদ-
বাহ ত্রিপুরোবাচেতি ॥ ষোড়শবর্ষে সংপ্রাপ্তে সমুৎস্থিতে সুসমাহিতঃ
সুসংযতঃ সন্ম দীক্ষাং কুর্যাৎ ॥ ষোড়শবর্ষে এবদীক্ষায়াঃ প্রশস্তকাল ইতি
ভাবঃ । হে পুত্র হরে ! যদি ষোড়শবর্ষে নোকুরুতে দীক্ষামিতিশেষঃ ।
ষোড়শবর্ষগতে ষোড়শবর্ষাৎ পরং তস্য ষোড়শবর্ষমধ্যে অদীক্ষিতস্য
হরিনাম বৃথাভবেৎ নাতিমহৎ ফলপ্রদং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তস্মাদ্
ষোড়শবর্ষস্যেব প্রশস্তকালত্বাৎ ষোড়শবর্ষে দীক্ষামন্ত্রগ্রহণং কর্তব্য্য ॥

বাসুদেব মহাবাহো রহস্যং পরমং শূণু ।
 প্রকটার্থং হরেনাম সভায়াং যত্র তত্রৈব ।
 মহাবিদ্যা সূত শ্রেষ্ঠ তদগুপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
 প্রজপে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং তপোধন ।
 অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি গচ্ছং স্থিষ্ঠন স্বপন্নপি ॥৪॥

ভাষা ।

হে বাসুদেব ! পরমরহস্য বলিতেছি অবগ কর ; হে সূত-
 শ্রেষ্ঠ ! সভাতে কি অন্য যে কোন স্থানেই হউক সর্বত্রই হরি-
 নাম প্রকাশ্য এট হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা কদাচও গুপ্তা
 নহে ॥ ৩ ॥

হে পুত্র তপোধন ! অশুচি কি শুচি, গমনশীল কি স্থিতিশীল
 অথবা শয়ানই হউক সর্বদাই মহাবিদ্যাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বিধেয়ঃ । অন্যথা ষোড়শবর্ষাদক্ষাৎ দীক্ষাং বিনা তস্য অদীক্ষিত্যসম্বন্ধং
 কর্মপাশবদ্ধবেৎ পশোঃকর্মইব নিষ্ফলং ভবতীতিভাবঃ ॥ ২ ॥ হে মহা-
 বাহো বাসুদেব পরমং রহস্যং শূণু আকর্ষয় ; হরেনাম সভায়াং পরিসদি
 যত্র তত্র যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদেবস্থানে প্রকটার্থং প্রকটনীয়ং । হে সূত-
 শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা এষা হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা অগুপ্তা সর্বত্রৈব হরিনাম
 প্রকাশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ প্রজপেদিত্যাदि । হে পুত্র তপোধন অশুচি-
 পবিত্রঃ শুচিঃ পবিত্রঃ গচ্ছন্ গমনশীলঃ তিষ্ঠন্ স্থিতিশীলঃ স্বপন্ নিদ্রাং
 লভন্ অনিশং নিরন্তরং মহাবিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাবিদ্যা

মহাবিদ্যাং জপেদ্ধীমান যত্র কুত্রাপি মাধব ।
 সংপূজ্য শিবলিঙ্গস্ত মহাবিদ্যাং জপেত্তু যঃ । ৫ ।
 পূজয়ে দ্বিবিধং লিঙ্গং বিল্বপত্রাদিভিঃ প্রিয়ে ।
 ভাবয়ে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং হৃদাত্মনা ॥ ৬ ॥
 নিশায়াং শক্তিয়ুক্তশ্চ পূজয়ে দ্বিবিধং জপেৎ ।
 শবোক্ত তন্ত্রবৎ সর্বং কুলাচারং হি মাধব ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

হে মাধব ! যে ধীমান্ ব্যক্তি যেকোন স্থানে শিবলিঙ্গ অর্চনা
 করিয়া মহাবিদ্যা জপকরে ॥ ৫ ॥

এবং বিল্বপত্রাদিদ্বারা বিবিধ শিবলিঙ্গপূজা করিয়া সর্বদা
 স্বহৃদয়ে মহাবিদ্যা ধ্যানকরে ॥ ৬ ॥

কিন্ধা নিশাযোগে শক্তিয়ুক্ত হইয়া শিবোক্ত তন্ত্রানুসারে
 কুলাচার পুরঃসর মহাবিদ্যার আরাধনা করিবে ॥ ৭ ॥

অম্ব্যর্থঃ ।

মিত্যাদি । ধীমান্ জ্ঞান সম্পন্নঃ যত্রকুত্রাপি যন্মিহ কন্মিহ স্থানে অন্যৎ
 স্মৃগমং ॥ ৫ ॥ পূজয়েদিত্যাদি । হেপ্রিয়ে ইতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ।
 দিল্পপত্রাদিভিঃ বিবিধং লিঙ্গং শিবলিঙ্গং পূজয়েৎ আত্মনা হৃদা স্বীয়
 মনসা মহাবিদ্যাং বিভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ নিশায়ামিত্যাদি ।
 নিশায়াং রাত্রৌ শক্তিয়ুক্তঃ সশক্তিকঃ । শিবোক্ত তন্ত্রবৎ শিব কথিত
 তন্ত্রানুসারেণ সর্বং কুলাচারং যঃসাধকঃ কুর্হ্যাৎ তস্য সিদ্ধির্দায়তে সমিদ্ধে
 ভবতীর্থঃ ॥ ৭ ॥ কুলাচারমিত্যাদি হে পুত্র কুলাচারং বিনা বামাচার

যঃ কুর্যাৎ সততং পুত্র তস্য সিদ্ধির্হি জায়তে ।
কুলাচারং বিনা পুত্র তব সিদ্ধি ন জায়তে ॥ ৮ ॥

ত্রিপুরোবাচ ।

শৃণু পুত্র মহাবাহো নম বাক্যং মনোহরং ।
রহস্যং পরমং গুহ্যং সুগোপ্যং ভুবনত্রেয়ে ॥ ৯ ॥
কথয়িষ্যামিতে বৎস কথাং চিত্র বিচিত্রিতাং ।
বক্ষঃস্থল সমাসীনামালাং চিত্র বিচিত্রিতাং ॥ ১০ ॥

ভামা ।

হে পুত্র ! যে ব্যক্তি সর্বদা কুলাচার রত হইয়া আরাধনা
করে তাহার বিদ্যা সিদ্ধি হয় কুলাচার ব্যতিরেকে কখনও তোমার
সিদ্ধি হইবে না ॥ ৮ ॥

ত্রিপুরা কহিতেছেন হে পুত্র মাদব ! পরমরহস্য ত্রিভুবনে
সুগোপ্য অতি মনোহর আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

হে বৎস ! অতি মনোহর কথা তোমাকে বলিব এবং
আমার হৃদয়বাসিনী অতিচিত্র বিচিত্রিতা যে মালা আছে তাহাও
তোমার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১০ ॥

অশ্ব্যার্থঃ ।

ব্যক্তিরেকেন সিদ্ধির্ন জায়তে ন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ত্রিপুরা পুনরপ্যাহ
ত্রিপুরোবা চেত্যাদি ॥ হে পুত্র ভুবনত্রেয়ে ত্রিভুবনে সুগোপ্যং গোপনীযং
পরমং রহস্যং শৃণু ॥ ৯ ॥ কথয়িষ্যামীত্যাদি । হে বৎস চিত্রবিচিত্রিতাং
অতি মনোহরাং কথাং কথয়িষ্যামি বক্ষঃস্থল সমাসীনামালাং মম হৃদয়বাসিনীং
মালাং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ সদত্যাদি । আশ্ব্যকৃপা বেদ-

সদা আমায় কপাচ বিভাতি হৃদয়ে মম ।
 মাণিক্য রচিতা মালা যবাকুসুম সম্ভিতা ॥ ১১ ॥
 নানারত্ন প্রসূতাচ হস্ত্যশ্ব রথ পত্তয়ঃ ।
 কৌস্তুভো মণিনামাথ মালামধো বিরাজতে ॥ ১২ ॥
 হস্তিনীয়ং মহামালা মম দূতী সদা স্মৃত ।
 অন্যাহি পদ্মমালায়া বিভাতি হৃদয়ে মম ॥ ১৩ ॥

ভাষা ।

বেদস্বরূপা যবাকুসুমের স্তায় অতিলোহিতা মাণিক্যনির্মিতা
 মালা আমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত আছে ॥ ১১ ॥

ঐ মালা নানারত্নপ্রসবিনী ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি প্রদায়িনী ।
 কৌস্তুভ মণিনির্মিত যে মহামালা অধোভাগে বিরাজিত আছে
 তাহার নাম হস্তিনী মালা ॥ ১২ ॥

এই মালা সদা আমার দূতী স্বরূপিনী । অন্য যে পদ্মমালা
 তাহা সদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত আছে ॥ ১৩ ॥

অম্বার্থঃ ।

স্বরূপিনী মাণিক্য রচিতা মাণিক্যনির্মিতা যবাকুসুম সম্ভিতা যবাপুষ্প বদতি
 লোহিতা মালা সদা মমহৃদয়ে বিভাতি বিরাজতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ নানৈ-
 ত্যাদি । নানারত্ন প্রসূতা মণিমাণিক্যপ্রসবিনী হস্ত্যশ্ব রথ পত্তয়ঃ হস্ত্যশ্ব
 রথপতি প্রদায়িনী কৌস্তুভঃ কৌস্তুভ স্বরূপা মালা অধো বিরাজতে
 বিভাতি ॥ ১২ ॥ হে স্মৃত ইয়ং মহামালা হস্তিনী হস্তিন্যাখ্যা সদা স্মৃতেদম
 মম দূতী স্বরূপা দৌত্যকর্ম কর্ত্রী ॥ অন্যেত্যাদি । অন্য যে পদ্মমালা
 মমহৃদয়ে বিভাতিবিরাজতে ॥ ১৩ ॥ সাপম্বিনী পরমাশ্চর্যা অতিমনোহরা ।

পদ্মিনী পরমাশ্চর্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনী রূপিণী ।
 চিত্র মালাতু যা পুত্র নানা চিত্র বিচিত্রিতা ॥ ১৪ ॥
 এষা তু চিত্রিণী জ্ঞেয়া চিত্র কৰ্ম্মানু সারিণী ।
 যামালা গন্ধিনী প্রোক্তা পরমাশ্চর্যা গন্ধভাক ॥ ১৫ ॥
 এষা দূতী সূত শ্রেষ্ঠ সদা নম হৃদিস্থিতা ।
 এষা দূতী সূত শ্রেষ্ঠ অষ্টৈশ্চর্যা সমন্বিতা ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

ইহা পরমাশ্চর্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনী স্বরূপিণী পদ্মিনীমালা ।
 আর যে নানাচিত্র বিচিত্রামালা তাহা চিত্রিণী ॥ ১৪ ॥

এই চিত্রিণীমালা চিত্রকৰ্ম্মানুসারিণী জানিবে । পরমাশ্চর্যা
 গন্ধবতী যে মালা তাহার নাম পদ্মিনী ॥ ১৫ ॥

এই পদ্মিনী মালা সদা আমার হৃদয়বাসিনী ও সিদ্ধিকার্য্যে
 দূতী স্বরূপা । আর এই পদ্মিনীমালা অনিমাদি অষ্টশক্তি-
 যুক্ত ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চিত্রমালা চিত্রাংখ্যমালা ॥ ১৪ ॥ এষেত্যাদি : চিত্রকৰ্ম্মানুসারিণী
 চিত্রকৰ্ম্মপ্রয়োজিকা । চিত্রিণীমালা চিত্রকৰ্ম্মণ্যেব কুশলা । পরমাশ্চর্যা
 গন্ধভাক অতিমোহক গন্ধবতী যামালা সাগন্ধিনী ॥ ১৫ ॥ এষা দূতী-
 ত্যাদি । হে সূতশ্রেষ্ঠ এষা পদ্মিনী মালা দূতী সাধন সহকারিণী অষ্টৈ-
 শ্চর্যা সমন্বিতা অনিমাদি অষ্টশক্তি যুক্তা ॥ ১৬ ॥ হস্তিনীত্যাদি । হস্তি-

হস্তিনী পদ্মিনী চৈব চিত্রিণী গন্ধিনী তথা ।
 যামালা পদ্মিনী পুত্র সদাকাম কলাযুতা । ১৭ ।
 চিত্রিণী চিত্ররূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
 গন্ধিনীচ তথা পুত্র সর্বং ব্যাপ্য বিজৃম্বতে ।
 হস্তিনী চ সূত শ্রেষ্ঠ সর্বং দিগ্গজ সঞ্চয়ং । ১৮ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা বাণ লোচনা ।
 পারিজাতস্য মালায়াঃ পদ্মস্য চ তপোধনে । ১৯ ।
 সূত্রেণ ষ্ঠিতা মালা গ্রথিতা কাম সূত্রেণ ।
 অসিদ্ধ সাধনৌ মালা গ্রথিতা কাম সূত্রেণ । ২০ ।

ভাষা ।

হে পুত্র ! হস্তিনী, পদ্মিনী, গন্ধিনী ও চিত্রিণী এই চতু-
 ষ্ঠয় মালা কামকলা যুক্ত ॥ ১৭ ॥

চিত্রিণীমালা চিত্ররূপে সর্বত্র ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান আছে ;
 গন্ধিনীমালা গন্ধরূপে সর্বত্র প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বাণলোচনা ত্রিপুরাদেবী এইরূপে পারিজাত ও পদ্মমালা
 বর্নন করিলেন ॥ ১৯ ॥

যে মালা সাধারণ সূত্ররহিত ও কামসূত্রে গ্রথিত তাহা অসিদ্ধ
 সাধনী ॥ ২০ ॥

অম্বার্থঃ ।

ন্যাদি চতুর্বিধা মালা সদা কামকলাযুতা কামাংশবর্তী ॥ ১৭ ॥ চিত্রিণী-
 ত্যাদি চিত্রিণী মালা ব্রহ্মাণ্ডং নিখিলং জগৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বর্ততে । দিক্-
 জ্বতে প্রকাশতে । হস্তিনী মালা দিগ্গজ সঞ্চয়ং দিগ্গজ সমূহং ব্যাপ্য তিষ্ঠ-
 তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ হে তপোধন বাণলোচনা বাণাক্ষী ত্রিপুরা । পারিজাতস্য

নানারত্নময়ী মালা বিদ্যুৎ কোটি সমপ্রভা ।
 পঞ্চাশ মাতৃকা বর্ণ সহিতা বিশ্বমোহিনী ॥ ২১ ॥
 অর্থদা ধর্মদা মালা কামদা মোক্ষদা সূত ।
 বাসুদেব মহাবিষেগ শূণু পুত্র তপোধন ॥ ২২ ॥
 নমনয়া দুরাধর্ষা মাতৃকা শক্তি রব্যয়া ।
 আশ্চর্য্যং পরমং পশ্য সাবধানেন মাধব ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য ।

নানা রত্নময়ী বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভা পঞ্চাশমাতৃকাবর্ণ
 সহিতা এই মালা বিশ্বমোহিনী ॥ ২১ ॥

হে বাসুদেব ! ধর্মার্থকাম মোক্ষাত্মক চতুর্দগ প্রদায়িনী
 মালা তোমাকে বলিলাম্ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

আমার মায়াকপিনী মাতৃকাশক্তি এই নিত্য শক্তি বিশ্ব-
 ব্যাপিনী কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেনা । হে মাধব !
 তুমি সাবধানে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন কর ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

পরম্য চ মালামিতি শেষঃ ॥ ২১ ॥ সূত্রেণ রহিতা লৌকিক সূত্রেণ বিনা ।
 কামসূত্রকে গ্রথিতা মতী অসিদ্ধসাধনী ॥ ২০ ॥ নানেন্ত্যাদি । বিদ্যুৎ
 কোটি সমপ্রভা অতিভেদবিনী । পঞ্চাশমাতৃকাবর্ণ সহিতা অকারাদি
 ককারান্ত পঞ্চাশবর্ণময়ী ॥ ২১ ॥ অর্থদেত্ত্যাদি । এতেন মালেন্যং চতু-
 র্দগপ্রদা, সূত ইতি বাসুদেব সম্বোধনং ॥ ২২ ॥ মমেত্ত্যাদি । মাতৃকা-
 শক্তির্মমমায়ঃ দুরাধর্ষা দুরতিক্রমণীয়া অব্যয়া নিত্য ॥ ২৩ ॥ ইতী-

ইত্যুক্ত্বা ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ।
মালা মাক্লষ্য মালায়াঃ ক্লষ্যয় সত্ত্বরং দদৌ ।
আশ্চর্য্যং পরমং কিঞ্চিদদশয়িত্বা জনার্দনং ৷ ২৪ ৷

মহাদেব উবাচ ।

তত্রাশ্চর্য্যং মহেশানি বর্ণিতুং নহি শক্যতে ।
অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশ ন্মাতৃকা ব্যয়া ৷ ২৫ ৷

ভাষা ।

বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুকে এই মাত্র বলিয়া
স্বীয় মালা হইতে মালা সমাকর্ষণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরমাশ্চর্য্যরূপ
প্রদর্শন করিয়া শীঘ্র মালা সমর্পণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে মহেশানি ত্রিপুরাদেবী জনার্দনকে
যে পরমাশ্চর্য্য রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমি বর্ণন করিতে
অক্ষম । অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকাশক্তি
নিত্যা ॥ ২৫ ॥

অস্বার্থঃ ।

ত্যাদি । বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী ইতি একপ্রকারেণ উক্তা মালা-
মিতিশেষঃ মালায়াঃ স্বমালাতঃ মালামাক্লষ্য আদায় সত্ত্বরং যথা বিষ্ণবে
দদৌ দদাতিস্ম । আশ্চর্য্যং স্বরূপপ্রকটনাদি পরমাত্মতং ॥ ২৪ ॥
মহাদেবউবাচেতি । হে মহেশানি পার্শ্বতি ত্রিপুরাদেবী জনার্দনং যৎ-
পরমাশ্চর্য্যং দর্শয়ামাস তদ্বর্ণিতুং নহি শক্যতে ময়েতিশেষঃ । মাতৃকা কিস্তা-
বদিত্যাহ অকারাদীতি ষোড়শস্বরঃ ষট্‌ত্রিংশৎ দ্ব্যঙ্কনানি সমাহারেণ
পঞ্চাশন্মাতৃকা ভবতীতি ॥ ২৫ ॥ অব্যয়েত্যাदि । অবয়ানিত্যা

অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ত্রিপুরা কণ্ঠসংস্থিতা ।
 ককারাৎ পরমেশানি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশয়ঃ ২৬
 প্রসূয় তৎক্ষণাৎ সর্বং সংহারঞ্চ তথাপিবা ।
 এবং ক্রমেণ দেবেশি পঞ্চাশন্মাতৃকা সদা ২৭।
 সৃষ্টিস্থিতিং চ কুরুতে সংহারঞ্চ তথা প্রিয়ে ।
 ক্রমোৎক্রমা ন্মহেশানি দৃষ্ট্বা মোহং গতো হরিঃ ।

॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা মাতৃকা মালা অব্যয়া ও অপরিচ্ছিন্না ।
 হে পরমেশানি ! মাতৃকান্তর্গত ককার হইতে কোটি কোটি
 ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

হে দেবি ! এইকপে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাগণ সক-
 লেই কতকত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন স্থিতি বিলয় করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

এবং অনুলোম বিলোমে মাতৃকাবর্গ হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়
 দেখিয়া হরি মুগ্ধ প্রায় হইলেন ॥ ২৮ ॥

অর্থার্থঃ ।

অপরিচ্ছিন্না ইয়ং ওয়া পরিচ্ছেদ্বুমশক্যা । ককারাৎ মাতৃকান্তর্গত কবর্ণাৎ
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডা আসন্ ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ প্রসূয়েত্যাদি প্রসূয় উৎপাদ্য
 তৎক্ষণাৎ সংহারকাকরোদিত্যর্থঃ । পঞ্চাশন্মাতৃকাপি এবং ক্রমে সৃষ্টি-
 দিক মকরোদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ সৃষ্টিত্যাदि । ক্রমোৎক্রমাৎ অনুলোম
 বিলোমেণ সৃষ্টিস্থিতিং সংহারঞ্চ কুরুতে । দৃষ্ট্বা মাতৃকা প্রভাবনিতিশেষঃ ।
 হরিঃ মোহং গতঃ বিস্মিতোভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দনঃ

গতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষো বামুদেব স্তপোধনঃ ।
 অগুরাশৌ মহেশানি সৰ্বং দৃষ্ট্বা জনার্দনঃ ॥ ২৯ ॥
 সৰ্বং দৃষ্ট্বা বিনিশ্চিত্য হৃদয়ে বিষ্ণু রব্যয়ঃ ।
 পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং পরমং পদং ॥ ৩০ ॥
 নিত্যা ভগবতী তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
 সতীদেহং পরিত্যজ্য পার্শ্বতীত্বং গতা পুনঃ ॥ ৩১ ॥
 তবাজ্জাং পরমেশানি কুন্তলং যত্র পার্শ্বতি ।
 পতিতং যত্র দেবেশি স্থানেতু নগনন্দিনি ॥ ৩২ ॥

ভাষা ।

অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দন অদ্ভুত মাতৃকা মহাত্ম্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

সনাতন বিষ্ণু পরমাশ্চর্য্য সকল দর্শন করিয়া পঞ্চাশৎ পীঠ সংযুক্ত ভারত প্রদেশ পরম পবিত্র স্থান মনে মনে চিন্তা করিলেন ॥ ৩০ ॥

সেই ভারত প্রদেশে জগন্ময়ী মহামায়া সতীদেহ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বতীদেহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

হে ঈশ্বর ! যে স্থানে তোমার অঙ্গ হইতে একটীমাত্র কেশ পতিত হইয়াছে সেই স্থানই পীঠস্থান বলিয়া গণ্য ॥ ৩২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সৰ্ব্ব মদুতং দৃষ্ট্বা গতবান্ মহেশানীতি পার্শ্বতী সন্মোদনং ॥ ২৯ ॥
 অব্যয়ঃ নিত্যঃ পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং তদাখ্যং প্রদেশং পরমং
 পদং পবিত্র স্থান মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ নিত্যেত্যাদি । নিত্যা জগন্ময়ী মহা-
 মায়া তত্র ভারতে সতীদেহং ত্যক্ত্বা পার্শ্বতীত্বং গতা পৰ্ব্বতনন্দিনী অসী-
 দিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ হে পরমেশানি পার্শ্বতি তবাজ্জাং যত্র কুন্তলং কেশং

সর্বং দৃষ্টং মহেশানি কামাখাদ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 যদ্যদৃষ্টং মহাপীঠং সর্বং বহু ভয়াবহং । ৩৩ ।
 সৌম্যমূর্তিঃ স্নাহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ।
 দৃষ্ট্বাতু পরমেশানি আশ্চর্য্যং স্থান মুক্তমং । ৩৪ ।
 তৎক্ষণাৎ পরমেশানি সর্বাহন্তু হিতাঃ ভবন্ ।
 মাতরো মাতৃকাদ্যাশ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দনং । ৩৫ ।

ভাষ ।

হে দেবি ! আমি কামাখ্যা প্রভৃতি সকল পীঠস্থান পৃথক
 পৃথক রূপে দেখিয়াছি কিন্তু আমি যতযত মহাপীঠস্থান দর্শন
 করিয়াছি তাহা সকলই অতি ভীষণ ॥ ৩৩ ॥

কেবল মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে তোমার সৌম্যমূর্তি দর্শন করি-
 য়াছি । ঐ স্থানে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা অতি উত্তম ও
 চমৎকার ॥ ৩৪ ॥

মাতৃকাগণ ও মাতা ত্রিপুরাদেবী এই রূপে জনার্দনকে দর্শন
 দিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অর্থ্যার্থঃ ।

পতিতঃ ॥ ৩২ ॥ হে মহেশানি সর্বং পীঠস্থানং দৃষ্টং । কামাখ্যাাদ্যাঃ যে
 মহাপীঠান্তে পি পৃথক পৃথক প্রত্যেকং দৃষ্টং ইতি শেষঃ । যদ্যন্যত্র পীঠং
 ময়া দৃষ্টং তন্তদেব ভয়াবহং ভয়ঙ্করং ॥ ৩৩ ॥ হে মহেশানি মথুরা ব্রজ-
 মণ্ডলে মথুরায়া ব্রজে চ সৌম্য মূর্তিঃ শান্তপ্রকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥ মাতৃকাদ্যা
 মাতরঃ স্তবক্ষণাদেব অন্তর্হিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব স্মৃত শ্রেষ্ঠ হৃদয়ে কিং বিভাব্যসে ।
 বিমনা স্ত্বং কথং পুত্রমালাং কণ্ঠে বিধারয় ॥৩৬॥
 মালায়াস্তু প্রভাবেন ভদ্রং তব ভবিষ্যতি ।
 রহস্যং পরমং গুহ্যং পঞ্চাশত্ত্বয় সংযুতং ॥৩৭॥
 কলাবতী মহামালা গম কণ্ঠে সদাস্থিতা ।
 শুক্লাভা রক্তবর্ণাভা পীতাভা ক্লৃষ্ণকপিণী ॥৩৮॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব! তুমি মনে মনে
 কি চিন্তা করিতেছ, কেনইবা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ এই মালা কণ্ঠে
 ধারণ কর ॥ ৩৬ ॥

এই মালা প্রভাবে তোমার মঙ্গল হইবে । এই পঞ্চাশত্ত্বয়
 সংযুক্ত মালা অতিগোপনীয় ॥ ৩৭ ॥

এই কলাবতী মালা সদা আমার কণ্ঠে বিরাজমান থাকিত,
 এই মালা নামভেদে নানাকপিণী হয় ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

কিং বিভাব্যসে কিং চিন্তয়সি । বিমনাঃ অন্যান্যকৃত চিন্তাইব উদ্বিগ্ন ইতি
 যাবৎ ॥ ৩৬ ॥ মালা মাহাত্ম্যতত্ত্ব মঙ্গলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । গুহ্যং
 সুগোপ্যং পঞ্চাশত্ত্বয় সংযুতং অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কং ॥ ৩৭ ॥
 কলাবতী পূর্ণকলা । কাচিন্মালা শুক্লবর্ণা কাচিদ্ভা রক্ত পীতাদি বর্ণা ॥৩৮॥

পদ্মোদ্ভবাতু যা মালা রঞ্জিনী কুসুমপ্রভা ।
 হস্তিনী শুক্লকপাচ শুক্ল স্ফটিক সন্নিভা । ৩৯ ।
 চিত্রিণী পীতবর্ণাভা সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী ।
 গন্ধিনী যা সূতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণা গন্ধ সমপ্রভা । ৪০ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া আদিশক্তিঃ সনাতনী ।
 পরংব্রহ্ম মহেশানি যস্যাস্তু নখরদ্বিষঃ । ৪১ ।

ভাষ্য ।

পদ্মোদ্ভবা যে মালা ত হা শতমূলী কুসুম প্রভা, হস্তিনী
 মালা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ ॥ ৩৯ ॥

চিত্রিণী মালা পীতবর্ণা এই মালা হইতে সর্বসম্পদ লাভ
 হয় । গন্ধিনীমালা শোভাঞ্জন কুসুমসম কৃষ্ণবর্ণা ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশক্তি সনাতনী মহামায়া ত্রিপুরাদেবী এই রূপে
 উপদেশ প্রদান করিলেন । যাহার নখর প্রভা পরংব্রহ্ম
 স্বরূপ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ ।

মালায়াবর্ণনামান্যাহ পদ্মোদ্ভবেত্যাদি ; রঞ্জিনী কুসুমপ্রভা রঞ্জিনী
 শতমূলী তৎপুষ্পাভা । হস্তিনী যামালা সাস্ত্রকবর্ণা ॥ ৩৯ ॥ চিত্রিণী
 মালা পীতবর্ণা । গন্ধিনী মালা কৃষ্ণবর্ণা গন্ধসমপ্রভা শোভাঞ্জন কুসুম
 প্রভা ॥ ৪০ ॥ আদিশক্তিঃ আদ্যা প্রকৃতিঃ সনাতনী নিত্যাহ মহে-
 শানি পার্শ্বকৃতি যস্য নখরপ্রভা, পরংব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ যস্য

যস্যাস্তু নখকোট্যংশঃ পরং ব্রহ্ম সনাতনং ।
 যস্যাস্তু নখরাগ্রস্য নির্মাণং পঞ্চদৈবতং ৷ ৪২ ৷
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
 এতে দেবা মহেশানি পঞ্চজ্যোতির্ময়াঃ সদা ৷ ৪৩ ৷
 জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিস্তু তুরীয়ং পরমেশ্বরি ।
 সদাশিবো যস্তু দেবি স্পৃশ্ত ব্রহ্ম সএবহি ৷ ৪৪ ৷

ভাষা ।

যে দেবীর নখরশতলক্ষাংশ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ, যাহার
 নখরাগ্রভাগ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চদেব
 বহন করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

হে মহেশানি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই
 পঞ্চদেব সৰ্ব্বদা জ্যোতির্ময় ॥ ৪৩ ॥

হে পরমেশ্বরি ! ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহ জাগ্রদবস্থাপন্ন
 কেহবা স্বপ্নাবস্থ কেহবা সুষুপ্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন । যিনি
 সদাশিবরূপী তিনি স্পৃশ্তব্রহ্ম ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নখ কোটিংশঃ নখরশত লক্ষভাগঃ । সনাতনং নিত্যং । নখরাগ্রস্য
 দেব্যা নখাগ্রভাগস্য নির্মাণঃ গঠনং পঞ্চদৈবতং ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতা বিন্য-
 স্তং ৷ ৪২ ৷ কেতে পঞ্চদেবা স্তদেবাহ ব্রহ্মেত্যাদি । হে মহেশানি এতে
 ব্রহ্মাদয়ঃ পঞ্চদেবা জ্যোতির্ময়া স্তজেকরূপাঃ ॥ ৪৩ ॥ জাগ্রদিত্যাদি ।
 স্বপ্নঃ নিদ্রা সুষুপ্তিঃ পুরীতকী মনঃসংযোগঃ । তুরীয়ং ব্রহ্ম । হে দেবি
 যঃ সদাশিবঃ সস্পৃশ্তব্রহ্ম যোগ নিদ্রাপ্রয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ হে মহে-

অতঃপরং মহেশানি নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে ।

বাসুদেবেঃ যন্তু দেবঃ সএব বিষ্ণু রব্যয়ঃ । ৪৫ ।

শুদ্ধ সত্বাতিকে দেবি মূল প্রকৃতি কপিণী ।

ততস্তু ত্রিপুরা নাতা বাসুদেবায় পার্শ্বতি ।

যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি তচ্ছৃণু সমাহিতা । ৪৬ ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো না ভয়ং কুরুরে স্মৃত ।

এতাং মালাং স্মৃত শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির্বিগ্রহ কপিণী । ৪৭ ।

ভাষা ।

হে মহেশানি ! আমার জ্ঞানে ইতোহপিক আর কিছুই উদিত
হইতেছে না যিনি বাসুদেব তিনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৪৫ ॥

হে নির্মল সত্ত্বগুণবতি ! মূলপ্রকৃতিকপিণী ত্রিপুরাদেবী
তৎপরে বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার নিকট
বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥

ত্রিপুরা বলিতেছেন ; হে বাসুদেব ! তুমি ভয় করিও না ;
তোমাকে যে মালা প্রদান করিয়াছি তাহা মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ
স্বকপিণী ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

শানি মামকে মদীয়ে জ্ঞানে । অতঃপরং মজ্জান বিষয়ীভূতং কিমপি
মাস্তীতি ভাবঃ যে বাসুদেবঃ সএব অব্যয়ে নিত্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ ৪৫ ।
শুদ্ধইত্যাদি । শুদ্ধ সত্বাতিকে নির্মল সত্ত্ব গুণ বতি । মূল প্রকৃতিকপিণী
আদ্যাশক্তিপরূপা ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায় যদুক্তং হে মৃগশাবাক্ষি বাস
মৃগলোচনে সমাহিতা অবহিতচিত্তাসমতী তৎত্রিপুরোক্তং শৃণু আক-
র্য ॥ ৪৬ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি । হে মহাবাহো বাসুদেব ভয়ং মাকুরু
শানিদ্ভ্যঃ এষা মালা মূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী বিগ্রহকপিণী দেহস্বরূপা ॥ ৪৭ ॥

কার্য্যসিদ্ধিং স্মৃতবর এষা তব করিষ্যতি ।
মাতৈ শ্মাতৈঃ স্মৃতবর বিদ্যাসিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ৷৮
শিব উবাচ ।

বাসুদেবঃ প্রসন্নাত্মা প্রণিপত্য পদাশ্লুজে ।
দেবী স্মৃক্তেন সন্তোষ্য ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীং ৷৯
তব পাদার্চন স্মৃথং বিস্মরামি কদাচন ।
কিং করোমি ক্লগচ্ছামি হে মাতঃ পরমেশ্বরী ৷১০
ভাষা ।

হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে যে মালা অর্পণ করিয়াছি
সেই মালাই তোমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে । তুমি ভীত হইও না
অবশ্য তোমার বিদ্যাসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৮ ॥

* শিব কহিতেছেন বাসুদেব ত্রিপুরার পাদপদ্মে নমস্কার
করিয়া ত্রিপুরাস্মৃক্ত পাঠপূর্ব্বক পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবীকে প্রসন্ন
করিলেন এবং স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

হে মাতঃ পরমেশ্বরী ! আমি তোমার পাদার্চনস্মৃথ কখনই
বিস্মৃত হইব না ; এইক্ষণ আমাকে সত্বপদেশ প্রদান কর যে
আমি কি করি ও কোথায় গমন করি ॥ ৫০ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

এষা মালা তব কার্য্য সিদ্ধিঃ অভিলাষ পূর্ণ করিষ্যতি । মাতৈঃ
ভয়ং মাকুরু ; বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থ সাধনং ॥ ৪৮ ॥ শিব উবাচেতি ।
বাসুদেবঃ পাদাশ্লুজে পাদপদ্মে ত্রিপুরায়া ইতি শেষঃ প্রণিপত্য নমস্কৃত্য
দেবীস্মৃক্তেন ত্রিপুরামর্দ্রেন ত্রিপুরাং সন্তোষ্য সংস্তুত্য প্রসন্নাত্মা হৃষ্ট-
চিত্তঃ সন্ উবাচেতিশেষঃ ॥ ৪৯ ॥ বাসুদেবোক্তি মাহ তবেত্যাदि ।
হে মাতঃ ত্রিপুরে কদাচ কদাপি তবপাদার্চন স্মৃথং নবিস্মরামি তবার্চন
স্মৃথং সতদন মম স্মৃতিপথাক্রমং স্থাস্যতীতি ভাবঃ । অহং কিং করোমি,

ত্রিপুরোবাচ ।

শূণুবিষো মহাবাহো বাসুদেব পরম্পর ।

যামালা তব কণ্ঠস্থ সর্বদা সা কলাবতী ॥ ৫১ ॥

সর্বংহি কথয়ামাস রে পুত্র গুণসাগর ।

তস্য বাক্যং স্মৃত শ্রেষ্ঠ শ্রুত্বা কার্যং সমাচর ॥ ৫২ ॥

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা জগদীশ্বরী ।

তৎক্ষণাজ্জগতাং মাতা তত্রৈবান্তর ধীয়ত ॥ ৫৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে বাসুদেব ! শ্রবণ কর । তোমার
কণ্ঠস্থিত যে মালা আমি অর্পণ করিয়াছি তাহা কলাবতী । ৫১ ।

হে গুণসাগর ! ঐ মালাই তোমাকে সকল উপায় বলিয়া
দিবে, তাহার বাক্যানুসারে কার্য কর ॥ ৫২ ॥

জগন্মাতা মহামায়া জগদীশ্বরী ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবকে
এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

ক কুত্ৰবা গচ্ছামি তদ্বদেতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি । হে
মহাবাহো বিষো ! শূণু সঙ্গপদেশমিতিশেষঃ তব কণ্ঠস্থা হৃদয়বাসিনী
মদর্পিতেতিশেষঃ যামালা সাকলাবতী পূর্বা ॥ ৫১ ॥ হে গুণসাগর !
বহুল গুণ সম্পন্ন । সর্বং ভবেদ্বিতং কথয়ামাস সামালেতিশেষঃ । তস্য
মালায়া বাক্যং শ্রুত্বা তদ্বচনানুসারেণেত্যর্থঃ । কার্যং তপশ্চরণাদিকং
সমাচর কুরু ॥ ৫২ ॥ জগতাং মাতা জগৎকর্ত্রী ত্রিপুরাদেবী ইত্যুক্ত্বা
বাসুদেবায়েতিশেষঃ তৎক্ষণাৎ অন্তরধীয়ত অর্হিতা অভবদিত্যর্থঃ । ৫৩ ।

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

পার্কত্যাচ ।

দেব দেব মহাদেব বিচার্য্য কথয় প্রভো ।
 ততঃ কলাবতীং দেবীং মহাদেব সনাতন ॥ ১ ॥
 কণ্ঠে মালাং বাসুদেবো বিধৃত্য পরমেশ্বর ।
 রহস্যং পরমং ভক্ত্যা পূচ্ছামি সুর পূজিত । ২ ।

ভাষা ।

পার্কতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবাদিদেব মহাদেব !
 তুমি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কলাবতী দীক্ষা আমার নিকট
 বল ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর ! বাসুদেব যে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরম
 রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমি ভক্তিপূর্বক জিজ্ঞাসা করি-
 তেছি ॥ ২ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

পার্কত্যাচেষতি । হে প্রভো মহাদেব বিচার্য্য সম্যগ্ বিচ্য কলা-
 বতীং দেবীং দীক্ষাং কথয় সবিস্তরং বর্ণয় । সনাতন উৎপত্তি বিনাশা-
 ভাববন্ ॥ ১ ॥ হে পরমেশ্বর মহাদেব ! সুরপূজিত দেবারাধ্য !
 বাসুদেবঃ কণ্ঠে মালাং বিধৃত্য যৎপরমং রহস্যং প্রাপ ইতিশেষঃ তৎ-
 পূচ্ছামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বরউবাচেষতি হে প্রোচে যৌবনাতীতে যুগশাবাক্ষি

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামি শৃণু প্রোঢ়ে অত্যন্ত জ্ঞান বর্দ্ধনং ।
ততঃ কলাবতী দেবী বাসুদেবায় পার্শ্বতি ।
ষদুক্তং মৃগশাবাক্ষি সাবধানাবধারয় ॥ ৩ ॥

কলাবতীবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো বরং বরয় সাম্প্রতং ।
করিষ্যামি তবং কার্য্য মধুনা সুর পূজিত ।
মালাং দেব সুদুষ্ঠাং যত্তুচ্ছীযুঃ স্মর সুন্দর । ৪ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রোঢ়ে ! তুমি অত্যন্ত জ্ঞান বর্দ্ধন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ; হে পার্শ্বতি ! কলাবতী দেবী বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, হে বালমৃগাক্ষি ! তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

কলাবতী কহিতেছেন হে বাসুদেব ! তুমি সাম্প্রতি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ; হে সুরপূজিত ! এইরূপ আমি তোমার কার্য্য করিব । যে মালা সুদুষ্ঠী তাহা শীঘ্র স্মরণ কর ॥ ৪ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বালমৃগলোচনেপার্শ্বতি ততস্তদনন্তরং কলাবতী দেবী বাসুদেবায় অত্যন্ত জ্ঞানবর্দ্ধনং তত্ত্বজ্ঞান হেতুভূতং ষদুক্তং তন্নিগদামি শৃণু ॥ ৩ ॥
কলাকৃত্য বাচেতি হে বাসুদেব সাম্প্রতং সাম্প্রতি বরং বরয় অভিলষিতং প্রার্থয়, হে সুরপূজিত মধুনা তবং কার্য্যং করিষ্যামীত্যর্থঃ । যদিত্যব্যয়ং^১ বাং মালাং সুদুষ্ঠাং তুচ্ছীযুঃ স্মর চিন্তয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ বাসুদেব উবা-

বাসুদেব উবাচ ।

যদুষ্টিং পরমেশানি নহি বন্ধুং হিশক্যতে ।
তব পাদার্চনং দেবি সংস্মরামি পুনঃ পুনঃ । ৫ ।

শ্রীপার্কৃত্যুবাচ ।

যদুষ্টিং বাসুদেবেন তৎ সৰ্বং কথয় প্রভো ।
যদুষ্টিং পদ্মমালায়া মাশ্চর্য্যং পরমং পদং । ৬ ।

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন হে পরমেশানি ! আমি স্মৃষ্টী মালা
বলিতে পারি না, হে দেবি ! কেবল পুনঃ পুনঃ তোমার পাদার্চন
চিন্তা করিতেছি ॥ ৫ ॥

পার্কৃতী কহিতেছেন হে প্রভো ! বাসুদেব পদ্মিনী মালাতে
যে যে পরামাশ্চর্য্য রূপা দর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয় আমার
নিকট বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চেতি হে পরমেশানি কলাবতি দুষ্টিং মালাং বন্ধুং নহি শক্যতে ময়েতি
শেষঃ । পুনঃ পুনঃ সदैব তবপাদার্চনং স্মরামি চিন্তয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীপার্কৃত্যুবাচেতি । হে প্রভো বাসুদেবেন যদুষ্টিং তৎসৰ্বং কথয় । পদ্ম
মালায়াং যৎ পরামাশ্চর্য্যং দৃষ্টিং বাসুদেবেনেতি শেষঃ তদপি কথয় ইত্য
র্থঃ ॥ ৬ ॥ করিমালাসু হস্তিনীমালাসু গজমালাসু গন্ধিনীমালাসু

করিমালাসু যদৃষ্টং গন্ধমালাসুচ প্রভো ।
 চিত্রমালাসু যদৃষ্টং ক্রমেণ পরমাত্মনা ।
 তৎ সৰ্বং কথ্যেশান বিচিত্র কথনং প্রভো ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমেশানি সাবধানাবধারয় ।
 অতিচিত্রং মহদগুহ্যং পীযুষ সদৃশং বচঃ ।
 অতি পুণ্যং মহতীর্থং সৰ্ব সারময়ং সদা ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

হে প্রভো ! ইন্দ্ৰিনী মালাতেও গন্ধিনী মালাতে এবং চিত্রিণী মালাতে পরমাত্মা কৃষ্ণ বাহ্য সন্দর্শন করিয়াছেন হে ঈশান ! সেই সকল বিচিত্র কথা আমাকে বলুন ॥ ৭ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি ! অতি বিচিত্র মহদ-
 গুহ্য পীযুষসদৃশ মহতীর্থভূত অতিশয় পুণ্যজনক সৰ্বসারময়
 বাক্য বাসুদেব রহস্য বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

অন্যার্থঃ ।

চিত্রমালাসু চিত্রিণীমালাসু পরমাত্মনা পরাস্থ স্বরূপেণ ক্রমেণ যদৃষ্টমিতি
 শেষঃ তৎসৰ্বং বাসুদেবেণ যদৃষ্ট মিত্যর্থঃ কথয় সবিস্তরং বর্ণয়েতি
 ভাবঃ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বরউবাচেতি । হে পরমেশানি ! অতিচিত্রং অত্যশ্চর্য্যং
 মহদগুহ্যং অতিগোপ্যং পীযুষ সদৃশং অমৃতোপমং অতিপুণ্যং বহুপুণ্য-
 জনকং মহতীর্থং মহতীর্থ স্বরূপং সৰ্বসারময়ং জগৎসারভূতং বচঃ সাব-
 ধানাবধারয় সাবহিতচিত্তং শৃণুত্বার্থঃ ॥ ৮ ॥ বাসুদেবত্যাদি । বাসু-

বাসুদেবস্য কণ্ঠে যা মালা সাচ কলাবতী ।
 পঞ্চাশ দক্ষর শ্রেণী কলা রূপেণ সাক্ষিনী ॥ ৯ ॥
 অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না নিত্য রূপা পরাক্ষরী ।
 পঞ্চাশদক্ষরং দেবি মূর্ত্তি বিগ্রহ ধারিণী ॥ ১০ ॥
 শ্যামাঙ্গী চ তথা গৌরী শুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভা ।
 তপ্ত হাটক বর্ণাভা কৃষ্ণবর্ণা চ সুন্দরী ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

বাসুদেব যে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন তাহা কলাবতী
 অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী ও কলারূপে সৰ্বসাক্ষি স্বরূপা ॥ ৯ ॥

ঐ কলাবতী মালা নিত্যরূপা, পরমাত্মস্বরূপা । হে দেবি
 উক্ত পঞ্চাশদক্ষর বিগ্রহধারী মূর্ত্তিমান ইহা অপরিচ্ছিন্না কেহই
 ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

হে সুন্দরী ! কেহ শ্যামাঙ্গী কেহবা গৌরবর্ণা কেহ শুদ্ধ-
 স্ফটিকবৎ অতি উজ্জ্বলা কোন দেবী তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা কেহবা
 কৃষ্ণবর্ণা ॥ ১১ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

দেবস্য কণ্ঠে যামালা বিদ্যতে ইতি শেষঃ নামালা কলাবতী পঞ্চাশদক্ষর
 শ্রেণী অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী কলারূপেণ সাক্ষিনী সৰ্বসাক্ষি ভূতা । ৯ ।
 অব্যয়েত্যাদি । অব্যয়া নিত্য অপরিচ্ছিন্ন ইয়ত্তয়াপরিচ্ছেদু মশক্যা
 নিত্যরূপা পূৰ্ণা পরাক্ষরী পরংব্রহ্ম স্বরূপা । হে দেবি ! পঞ্চাশদক্ষরং
 অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণং মূর্ত্তি মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহধারিণী দেহবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
 কলাবতীঃ বিশিনষ্টি শ্যামাঙ্গীত্যাদি গৌরী গৌরবর্ণা শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভা
 শুদ্ধস্ফটিক বদুজ্জ্বলা তপ্তহাটক বর্ণাভা তপ্ত কাঞ্চননিভা কৃষ্ণবর্ণা চ কদাচিত্
 কৃষ্ণরূপিণ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ চিত্রেত্যাদি । চিত্রবর্ণা নানাবর্ণ চিত্রিতা

চিত্র বর্ণা তথা দেবি নবযৌবন সংযুতা ।
 সদা ষোড়শ বর্ষীয়া সদা চাঞ্জন লোচনা ॥ ১২ ॥
 প্রফুল্ল বদনাস্তোজা ঈষৎস্মিতমুখী সদা ।
 দাড়িমী বীজ সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি রনুভ্রমা ॥ ১৩ ॥
 মৃণাল সদৃশাকারা বাহুবল্লী বিরাজিতা ।
 শঙ্খ কঙ্কন কেয়ূর নানাভরণ ভূষিতা ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য ।

হে দেবি ! কেহ নানাবর্ণ বিচিত্রাঙ্গী ষোড়শবর্ষীয়া নবীন-
 স্থির যৌবনসম্পন্না নেত্রাঞ্জন বিভূষিতা ॥ ১২ ॥

কোন দেবীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কেহ
 সর্বদা ঈষৎস্বাদনা দাড়িম্ববীজ সদৃশ দন্ত শ্রেণীতে অতি
 সূশোভিতা ॥ ১৩ ॥

কেহ মৃণালতন্তুসদৃশ অতি সূক্ষ্মা কেহবা ভুজলতা পরি-
 শোভিতা, শঙ্খ কঙ্কন ও কেয়ূরাদি নানাভরণ ভূষিতা ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নবযৌবন সংযুতা অতি যুবতী ; সদা সর্বদৈব ষোড়শবর্ষীয়া নকদাচি-
 স্বকৃতি ভাবঃ ; অঞ্জনলোচনা কঙ্কলনেত্রা ॥ ১২ ॥ প্রফুল্লবদনাস্তোজা
 প্রফুল্ল কমলাননা, ঈষৎস্মিতমুখী ঈষৎস্বাদনা, দাড়িমী বীজ সদৃশয়া
 দাড়িম্ব বীজবদন্তিলোহিতয়া দন্তপঙ্ক্ত্যা দর্শনশ্রেণ্যা অনুভ্রমা অতি
 শোভনা ॥ ১৩ ॥ মৃণালসদৃশাকারা বিষতন্তু বদন্তি সূক্ষ্মা বাহুবল্লী
 বিরাদিতা ভুজলতা শোভিতা । শঙ্খেত্যাदि ; শঙ্খকঙ্কনাদি নানাভরণ

নানাগন্ধ স্রুগন্ধেন মোদিতাখিল দিগ্‌মুখা ।
 রুদ্রাক্ষ রচিতামালা জপমালা বিধারিণী ॥ ১৫ ॥
 এতাঃ সর্বানহেশানি মাতৃকাঃ পরদেবতাঃ ।
 মালাৰূপেণ সা দেবী বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা সদা ।
 শৃণু নামানি দেবেশি মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥
 পূৰ্ণোদরীস্যা বিরজা শাল্মলী তদনন্তরং ।
 লোলান্ধী বহুলান্ধীচ দীর্ঘঘোনা প্রকীর্তিতা ॥ ১৭ ॥
 ভাষা ।

কোন দেবী নানা সুরভিগন্ধে নিখিলদিগ্‌গুল আমোদিত করিয়া বিরাজিতা আছেন । কেহবা রুদ্রাক্ষনির্মিত জপমালা ধারিণী ॥ ১৫ ॥

হে পরমেশানি ! এই সকল পরদেবতা মাতৃকাগণ ও দেবী মালাৰূপে সর্বদা বিষ্ণুর কণ্ঠে বাস করিতেছেন । হে দেবেশি ! মাতৃকাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

মাতৃকা নাম যথা পূৰ্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলান্ধী, বহুলান্ধী ও দীর্ঘঘোনা এই নামধেয়া দেবতা মাতৃকাশক্তি ॥ ১৭ ॥
 অস্বার্থঃ ।

জিস্তা ॥ ১৪ ॥ নামাগন্ধ স্রুগন্ধেন দিবিধ সুরভি মৌরভেন মোদিতা সুরভীকৃতা অখিলদিগ্‌মুখাঃ সকল দিগ্‌ভাগায়রা সাতগোক্তেত্যর্থঃ রুদ্রাক্ষ রচিতা মালাযস্যঃ সা জপমালা বিধারিণী অক্ষসুত্রবতী ॥ ১৫ ॥ এতা ইত্যাদি এতাঃ পূৰ্ণোক্তাঃ পরদেবতাঃ পরমদেবতারূপা মাতৃকা মাতৃকাদেবী মালাৰূপেণ বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা বাসুদেব হৃদয় বাসিনীত্যর্থঃ । মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং নামানি শৃণু আকর্ণয়েত্‌ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পূৰ্ণোদেবী পূৰ্ণোদরী নাম্নী কাচিন্মাতৃকা, তদনন্তরং বিরজা শাল্মলী কাচিন্মাতৃকা বিরজা নাম্নী কাচিন্মাতৃকাশাল্মলী নাম্নী ; এবং

সুদীর্ঘমুখী গোমুখ্যো দীর্ঘ জিহ্বা তথৈব চ ।
 কুস্তোদযুর্দ্ধকেশীচ তথা বিকৃত মুখ্যপি । ১৮ ।
 জ্বালামুখী ততো জ্যেয়া পশ্চাদুঙ্কামুখী ততঃ ।
 সুশ্রীমুখীচ বিদ্যোত মুখ্যোতাঃ স্বরশক্তিযঃ । ১৯ ।
 মহাকালী সরস্বত্যৌ সর্বসিদ্ধি সমন্বিতে ।
 গৌরী ত্রৈলোক্য বিদ্যায়া মন্ত্রশক্তি স্তুতঃপরং ২০

ভাষা ।

ইতোঃপিক বলিতেছি ; সুদীর্ঘকেশী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা
 কুস্তোদরী, উর্দ্ধকেশী, ও বিকৃতমুখী ॥ ১৮ ॥

জ্বালামুখী উল্লামুখী সুশ্রীমুখী ও বিদ্যোতমুখী এই সকল
 দেবতা স্বরশক্তি ॥ ১৯ ॥

মহাকালী ও সরস্বতী ; এই দুই দেবী অনিমাди অষ্টশক্তি-
 যুক্তা, এবং গৌরী ও ত্রৈলোক্য বিদ্যা ইহারা মন্ত্রশক্তি ॥ ২০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

লোলাক্ষী বহুলাক্ষী চেত্যাদি নামানি অর্থানি । লোলাক্ষী চঞ্চল-
 লোচনা, বহুলাক্ষী বহুনেত্রা, দীর্ঘাঘানা দীর্ঘনাশা ॥ ১৭ ॥ সুদীর্ঘমুখী
 আয়ত বদনা, গোমুখী গবাকৃতি মুখা, দীর্ঘজিহ্বা বিস্তৃত রসনা, কুস্তো-
 দরী কুস্তবজ্জঠরা, উর্দ্ধকেশী উর্দ্ধচিকুরা, বিকৃতমুখী, বিকৃতবদনা ॥ ১৮ ॥
 জ্বালামুখী প্রদীপ্তমুখা, উল্লামুখী, আলোকিতবদনা, বিদ্যোতমুখী,
 প্রদীপ্তমুখা, এতাদৃশ পূর্বোদযাদি মাতৃকাঃ স্বরস্য মাতৃকাঙ্গত অকা-
 রাদি স্বরবর্ণনা শক্তিযঃশক্তি রূপিন্যঃ ॥ ১৯ ॥ মহাকালীত্যাদি ।
 সর্বসিদ্ধি সমন্বিত অনিমাди অষ্টশক্তিযুক্তে মহাকালী সরস্বত্যৌ মহা-
 কালী সরস্বতী চ তথা ত্রৈলোক্য বিদ্যা গৌরীচ মন্ত্রশক্তিঃ মন্ত্রস্যশক্তি স্বর-

আদ্যাশক্তি ভূত মাতা তথা লম্বোদরী মতা ।
 দ্রাবিণী নাগরী ভূমিঃ খেচরীচৈব মঞ্জরী ॥ ২১ ॥
 রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পুতনা ।
 স্যান্ড্রকালী যোগিন্যো শঙ্খিনী গজ্জিনী তথা ।
 ॥ ২২ ॥

তে কালরাত্রি কুজিন্যো কপর্দিন্যপি বজ্রয়া ।
 জয়াচ স্মৃখী শ্বর্য্যো রেবতী মাধবী তথা । ২৩ ।

ভাষা ।

আদ্যাশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী দ্রাবিণী, নাগরী ভূমি,
 খেচরী মঞ্জরী ॥ ২১ ॥

রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পুতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী,
 শঙ্খিনী, ও গজ্জিনী, ॥ ২২ ॥

কালরাত্রি কুজিনী, কপর্দিনী, বজ্রয়া, জয়া, স্মৃখী, ঈশ্বরী
 রেবতী, মাধবী, ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।

পেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ আদ্যাশক্তি স্মূলপ্রকৃতিঃ ভূতমাতা ক্রিত্যাদিভূত
 জননী লম্বোদরী দীর্ঘজঠরা দ্রাবিণী নাগরী, ভূমিঃ খেচরী, মঞ্জরীচেতি
 মাতৃকাশক্তি বিশেষাঃ ॥ ২১ ॥ রূপিণী বীরিণীত্যাদি মাতৃকাশক্তি
 নামানি । ভদ্রেবতনোতি । রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, অপি সমুচ্চয়ে
 পুতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী শঙ্খিনী, গজ্জিনী, ॥ ২২ ॥ কালরাত্রিঃ
 কুজিনী কপর্দিনী, বজ্রয়া, জয়া স্মৃখী ঈশ্বরী, রেবতী, মাধবী ॥ ২৩ ॥

বারুণী বায়সী প্রোক্তা পশ্চাদ্ধ্রুক্ষ বিদারিণী ।
 ততশ্চ সহজা লক্ষ্মী ব্যাপিণী মায়য়া তথা ॥২৪॥
 এতাস্তু মাতৃকা দেবি মালায়াং সংস্থিতাঃ সদা ।
 যথাতু রুদ্রপীঠস্থা সিন্দূরারুণ বিগ্রহা ।
 বক্তোৎপল কপালাঢ্যা অলঙ্কৃত কলেবরা ॥২৫॥

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্থঃ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

বারুণী, বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিণী
 ও মায়্যা ॥ ২৪ ॥

এই মাতৃকাদেবীগণ সদা মালাতে অবস্থিতি করিতেছেন;
 রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রাণীর স্থায় ইহাদের শরীরকান্তি সিন্দূরবৎ অরুণ-
 বর্ণ; ইহারা সকলেই রক্তোৎপল ও কপালধারিণী এবং নানা-
 ভূষণে ভূষিত ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থপটলঃ ।

অর্থঃ ।

বারুণী, বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা লক্ষ্মী, ব্যাপিণী, মায়্যাচেতি ॥২৪॥
 বারুণী, এতাঃ উক্তাঃ রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রপীঠ সংস্থিতা সিন্দূরারুণ বিগ্রহা
 সিন্দূরবদতি লোহিতা রক্তোৎপল কপালাঢ্যা রক্তপদ্ম কপাল ধারিণী
 অলঙ্কৃত কলেবরা নামাভরণ ভূষিত বিগ্রহা মাতৃকাঃ সদা সর্বদেব
 মালায়াং মাতৃকামালায়াং সংস্থিতা আসীদিত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি জীতেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে চতুর্থপটলঃ ।

বাসুদেবো মহাবিশ্বদৃষ্টাশ্চর্য্যং গতঃ প্রিয়ে ।
 একৈকেন মহেশানি কোটিশো হুগুরাশয়ঃ ।
 পৃথক্ পৃথক্ প্রসূয়ন্তে দিব্যরাশিঃ শুচিস্মিতে ॥১॥
 ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি রজঃসত্ত্ব তমোময়ং ।
 তমঃ সত্ত্বং রজো দেবি রুদ্র বিশ্ব পিতামহাঃ ॥২॥

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! পার্শ্বতি মাতৃ কাগণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব
 করিতে লাগিলেন এবং একএক মাতৃ কা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন
 হইল, হে শুভ্র মন্দহাসে ! মহাবিশ্ব বাসুদেব এই সকল দেখিয়া
 বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ১ ॥

হে পরমেশানি ! সমস্ত জগৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়
 হরি বিরিক্তি ও হররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে ॥ ২ ॥

অর্থ্যার্থঃ ।

বাসুদেব ইত্যাদি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি মহাবিশ্বদৃষ্টাবাসুদেবঃ দৃষ্টা
 মাতৃকামাহাত্ম্যমিতি শেষঃ আশ্চর্য্যংগতঃ বিস্ময়মগমদিত্যর্থঃ । একৈকেন
 মাতৃকাবর্গেন কোটিশঃ বহুকোটয়ঃ অগুরাশয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডাঃ প্রসূয়ন্তে উৎপা-
 দ্যন্তে ইত্যর্থঃ । হে শুচিস্মিতে বিশদমন্দহাসে ; পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যে-
 কেন দিব্যরাশিঃ ব্রহ্মাণ্ডং ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদি । ব্রহ্মাণ্ডং জগৎ
 রজঃ সত্ত্ব তমোময়ং ত্রিগুণাত্মকং । হে দেবি তমঃ সত্ত্বং রজ এতদ্বর্ণাঞ্জি-
 তয়ঃ রুদ্র বিশ্ব পিতামহাঃ শিব বিশ্ব ব্রহ্মাণঃ ॥ ২ ॥ সপ্তারণ সংযুতং

ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি সপ্তাবরণ সংযুতং ।
 তদ্বার্যং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া কোটি কোটিশঃ ।
 ॥ ৩ ॥

দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহেশানি বিষ্ণুস্তু বিস্ময়ান্বিতঃ ।
 প্রতিডিম্বে মহেশানি ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমেশ্বরী । ৪।
 প্রতিডিম্বং বরারোহে এতদ্বিশ্বোপমং প্রিয়ে ।
 সর্বং দৃষ্টং মহেশানি ক্রবেণ পরমাত্মনা ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বরী ! এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ সংযুত মাতৃকাগণ ঐকপ
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩ ॥

হে মহেশানি ! ঐকপ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
 বিরাজনান আছেন । বিষ্ণু ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরী ! মাতৃকাগণ যে যে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছিল
 তাহা সকলই এই অখিল জগদ্বূল্য পরমাত্মা বিষ্ণু এইকপ
 অভ্যুত ব্যাপার সকল দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

সপ্তাষ্টাদশ পরিবৃত্তং সপ্তমাগর প্রাচীর বেষ্টিতমিতি বাবৎ । তদ্বিশ্বং
 সমস্তং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া অনায়াসেন ধার্য্যং ধারণীয়মিত্যর্থঃ মাতৃকান্তি-
 রিতিশেষঃ ॥ ৩ ॥ দৃষ্টেত্যাदि । হে মহেশানি বিষ্ণুঃ আশ্চর্য্যং
 বিস্ময়করমিত্যর্থঃ দৃষ্টা বিস্মিতঃ আশ্চর্য্যং গত ইত্যর্থঃ । প্রতি ডিম্বে
 প্রতিব্রহ্মাণ্ডেব ; ব্রহ্মাদ্যাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঃ আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ প্রতী-
 ত্যাदि । হে বরারোহে সুন্দরী প্রতিডিম্বং প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডমেব এতদ্বি-
 শ্বোপমং এতজ্জগদ্বূল্যং । হে মহেশানি পরমাত্মনা ক্রবেণ সর্বং মাতৃকা-

দৃষ্টংহি ভারতং বর্ষং পঞ্চাশৎ পীঠ সংস্থিতং ।
 তত্র সর্বাণি পীঠানি মহাভয়-যুতানি চ ॥ ৬ ॥
 মথুরা মণ্ডলং দেবি যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।
 তত্র বৃন্দা মহামায়াদেবী কাত্যায়নী পরা ।
 আন্তে সদা মহামায়া সততং শিব সংযুতা ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্ত ভারতস্থান দর্শন করিলেন, তাহাতে যত যত মহাপীঠস্থান দেখিলেন সকলই অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৬ ॥

‘ হে দেবি ! কেবল মথুরামণ্ডল শাস্ত্রস্থান দেখিলেন, যেখানে গোবর্দ্ধনগিরি সতত বিরাজমান আছে । সেই মথুরাতে শিব সহিতা মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নীরূপে সর্বদা স্থিত আছেন ॥ ৭ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

চেষ্টিতং দৃষ্টং অপশাদিত্তিভাবঃ ॥ ৫ ॥ দৃষ্টমিত্যাदि । পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং ভারতং বর্ষং ভারত বর্ষাখ্যাদেশঃ দৃষ্টং তত্র ভারতবর্ষে মহাভয় যুতানি অতি ভয়ঙ্করানি সর্বাণিপীঠানি দৃষ্টানি বিষ্ণুনেতি-শেষঃ ॥ ৬ ॥ মথুরেত্যাদি । মথুরা মণ্ডলং মথুরাখ্যস্থানং । যত্র মথুরায়াং গোবর্দ্ধনগিরিঃ গোবর্দ্ধন পর্বতঃ আন্তে ইতি শেষঃ । তত্র মথুরায়াং মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নী কাত্যায়নীরূপা সততং শিব সংযুতা সর্বদা শিবসহিতা আন্তে বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ মথুরা ব্রজ মণ্ডলং

শিবশক্তিময়ং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ।
 তবান্ধজানি দেবেশি পীঠানি বিবিধানি চ ॥ ৮ ॥
 মথুরা যা মহেশানি স্বয়ংশক্তি স্বরূপিনী ।
 যমুনা যা মহেশানি সাক্ষাৎ শক্তিঃ শুচিস্মিতে ॥ ৯ ॥
 গোবর্দ্ধনং মহেশানি উর্দ্ধ শক্তি স্বরাননে ।
 নানাবন সমায়ুক্তং নারায়ণ সমন্বিতং ।
 নানাপক্ষি গণাকীর্ণং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং ।
 কোটরং বহুরন্যংহি নানাবল্লী সমাকুলং ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! মথুরা ও ব্রজমণ্ডল উভয়ই শিবশক্তিময় । হে দেবেশি ! তোমার অন্ধজাত বহুবিধ পীঠস্থান আছে ॥ ৮ ॥

হে মহেশানি ! মথুরা যে পীঠস্থান তাহা শক্তিস্বরূপিনী । হে মহেশানি ! মথুরা ও ব্রজমধ্যবর্তিনী যে যমুনা আছে তাহাও সাক্ষাৎ শক্তিরূপা ॥ ৯ ॥

মথুরাতে যে গোবর্দ্ধনগিরি আছে তাহা উর্দ্ধশক্তিময় । হে সুন্দরি ! ঐ গোবর্দ্ধন গিরি ; নানা উপবন শোভিত ও বহু কোটরবিশিষ্ট অতি মনোহর ॥ ১০ ॥

অন্যার্থঃ ।

শিবশক্তি ময়ঃ শিবশক্ত্যাম্বলং । হে দেবেশি তবান্ধজানি ত্বদেহ জানি-
 পীঠানি ত্বদেহ খণ্ডপতিত স্থানানি । সম্ভূতিশেষঃ ॥ ৮ ॥ হে মহেশানি
 যা মথুরা সা স্বয়ং শক্তিস্বরূপিনী শক্তিরূপা । যা যমুনা সাপি শক্তিরিত্য-
 স্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ গোবর্দ্ধনং গোবর্দ্ধনগিরিঃ উর্দ্ধশক্তিঃ আকাশ শক্তিঃ ।
 নানাবন সমায়ুক্তং বিবিধবনযুতং নারায়ণ সমন্বিতং নারায়ণাধিষ্ঠিতং
 নানাপক্ষিগণৈঃ বিবিধবিহ্টৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং নত।

সহস্রদল পদ্মান্ত মধ্যং সৰ্ব্ব বিমোহনং ।
 গোপ গোপী পরিবৃতং গোধুনৈঃ পরিতো বৃতং ।
 ॥ ১১ ॥

এবং ব্রজং মহেশানি ভারতেষু বরাননে ।
 দৃষ্টাতু বিস্ময়া বিষ্টি বিষ্ণুঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥ ১২ ॥

ভাষা ।

গোবর্ধন গিরি সহস্রদল কমল গর্ভে, সৰ্ব্ব বিমোহন ও
 গোপ গোপীগণ পরিবৃত । তাহার চতুর্দিকে সর্বদা বৃন্দাবনস্থ
 গাভীগণ বিচরণ করে ॥ ১১ ॥

হে মহেশানি ! কমল লোচন বিষ্ণু এই রূপে ভারতে ব্রজ-
 স্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

তত্র পরিশোভিতং । বহুরম্যং অতি মনোহরং ॥ ১০ ॥ সহস্রেত্যাদি ।
 গোবর্ধনঃ বিশিনষ্টি ; সহস্রদল পদ্মং অন্তর্মধ্যে যস্য তথোক্তং বিশ্ব-
 মোহনং অতি মনোহরং গোপৈঃ গোপগণৈঃ গোপীভিঃ পরিবৃতং সমা-
 কুলং পরিভঃ সমস্তাং গোধুনৈর্বৃতং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ গোবর্ধন গিরৌ সৰ্ব্ব-
 ত্রৈব গাব শ্চরন্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ এবমিত্যাदि । এবং মথুরা-
 মণ্ডলবদিত্যর্থঃ ব্রজং ব্রজস্থানং বৃন্দাবনমিতি যাবৎ । পদ্মদলেক্ষণঃ
 কমলদল লোচনঃ বিষ্ণুঃ দৃষ্টা ব্রজমিতি শেষঃ । বিস্ময়াবিষ্টিঃ বিস্মিতঃ
 জড়ুদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ হে পরমেশানি মথুরা মথুরাস্থানং তব কেশ-

মথুরা পরমেশানি তব কেশযুতা সদা ।
 কেশ পীঠং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥১৩॥
 তব কেশং মহেশানি নানাগন্ধ সমায়ুতং ।
 নানাপুষ্পৈঃ সমাকীর্ণং সুগন্ধি মাল্যসংযুতং ।
 ভ্রমরৈঃ শোভিতং তাদৃক্ তব কেশং মনোহরং ।

॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! মথুরা মণ্ডল তোমার কেশসংযুক্ত স্থান । হে
 মহেশানি এই নিমিত্ত মথুরা ব্রজ মণ্ডলকে কেশ পীঠ বলিয়া
 থাকে ॥ ১৩ ॥

হে দেবি তবকেশ কলাপ নানা সুরভি পূর্ণ এবং নানা পুষ্প
 সমাকীর্ণ ও সুগন্ধি মালা বেষ্টিত তোমার ঐ মনোহর কেশ
 পাশের সৌগন্ধে ভ্রমরগণ চতুর্দিকে পরি ভ্রমণ করে ॥ ১৪ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

যুতা তব কেশ, মথুরায়াং পতিতাইত্যর্থঃ । মথুরাব্রজমণ্ডলং মথুরামণ্ডলং
 ব্রজস্থানক কেশপীঠং কেশপতন স্থানং ॥ ১৩ ॥ কেশং বিশিনতি
 তবকেশানি তবকেশং নানাগন্ধ সমায়ুতং নানাসুরভিগন্ধাদিতং নানাপুষ্পৈ
 র্বেন্দ্রিধকুটমৈঃ সমাকীর্ণং শোভিতং । সুগন্ধিমাল্য সংযুতং সন্দাক্ষ-
 ণা সৌবন্ধিগমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ভ্রমরীত্যাদি । তবকেশী কেশবিন্যাসঃ

কবরী তব দেবেশি দেবানা মপি মোহিনী ।
 নানারত্ন সমায়ুক্তা নানা স্মৃথময়ী সদা ॥ ১৫ ॥
 কেশ জালেন মহতা নির্মিতং ব্রজমণ্ডলং ।
 মাতৃকাগণ সংযুক্তং কালিন্দীজলপূরিতং ॥ ১৬ ॥
 কালিন্দী তীর বাসাদ্য ইন্দ্রাদ্য এব দেবতাঃ ।
 জপং চক্ৰুঃ স্মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

হে দেবেশি তব কেশ বিন্যাস সন্দর্শনে দেবগণও বিমো-
 হিত হন, ঐ কবরী নানা রত্ন ভূষিত ও নানা স্মৃথময়ী ॥ ১৫ ॥

হে দেবি ! মাতৃকাগণ সংযুক্ত যমুনা জল পূরিত ব্রজমণ্ডল
 কেশজালে নির্মিত ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ যমুনা তীরে কাত্যায়নী সম্মিথানে তপ-
 শচরণাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ ।

দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং মোহিনী মোহন কারিণী নানারত্ন সমায়ুক্তা বিবিধ
 ভূষণ খচিতা নানাস্মৃথময়ী সর্বমৌখ্যদায়িনীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কেশ-
 ত্যাди । মহতা অতি বহুলেন কেশজালেন চিকুর কলাপেন ব্রজমণ্ডলং
 ব্রজস্থানং নির্মিতং রচিতমিত্যর্থঃ । ব্রজং কিন্তু তং তদবধৌ মাতৃকেত্যাদি
 মাতৃকাগণ সংযুক্তং মাতৃকাভিঃ পরিবৃতং কালিন্দীজলপূরিতং যমুনা জল-
 পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রাদ্যাঃ শক্রাদয়ো দেবতাঃ কালিন্দীতীরং
 যমুনাতটং আসাদ্য প্রাপ্য কাত্যায়নী ব্রজস্থা মহাদেবী তস্যাঃ সমীপতঃ
 সম্মিথৌ জপং চক্ৰুঃ আরাধয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ কেশমণ্ডল

কাত্যায়নী চ যা দেবী কেশমণ্ডল দেবতা ।
 যমুনোপবনেসেকে তরুপল্লব শোভিতে ।
 কাত্যায়নী মহামায়া সততং তত্র সংস্থিতা ॥ ১৮ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 পঞ্চমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

ব্রজমণ্ডল স্থিত। যে কাত্যায়নী দেবী তিনি তোমার কেশ
 মণ্ডল দেবতা আর মথুরা ব্রজমধ্যবর্তিনী যে যমুনা তাহার তরু-
 পল্লব শোভিত উপবনে সর্বদা মহামায়া কাত্যায়নী বিরজমানা
 আছেন ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চম পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবতা কেশাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা কাত্যায়নী সা মহামায়া তরুপল্লব
 শোভিতে তত্র যমুনোপবনে সততং সदैব সংস্থিতাহৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 পঞ্চমঃ পটলঃ ।

—

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো না ভয়ং কুরু পুলক ।
 মথুরাং গচ্ছ তাতেতি তব সিদ্ধি ভবিষ্যতি ॥১৥
 গচ্ছগচ্ছ মহাবাহো পদ্মিনী সঙ্গম্যাচর ।
 পদ্মিনী মম দেবেশ ব্রজে রাধা ভবিষ্যতি ।
 অন্যশ্চ মাতৃকা দেব্যঃ সদা তস্যানুচারিকাঃ ॥২

ভাষা ।

কাত্যায়নৌ বলিতেছেন ; হে মহাবাহো ! তুমি ভয় করিও না । হে তাত ! তুমি মথুরাতে গমন কর, তবেই তোমার বিদ্যা সিদ্ধি হইবে ॥ ১ ॥

হে বাসুদেব ! তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন করিয়া পদ্মিনীর সঙ্গকর, হে দেবেশ ! আমার অংশভূতা পদ্মিনী বৃন্দাবনে রাধা রূপে অবতীর্ণ হইবেন । এবং অন্যান্য মাতৃকাগণ তাঁহার অনুচারিকা হইবে ॥ ২ ॥

অর্থঃ ।

কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে তাত বাসুদেব ! ভয়ং মাকুরু মথুরাং গচ্ছ ; তবসিদ্ধিসিদ্ধি সাধনং ভবিষ্যতীত্যম্বয়ঃ । মথুরাং গচ্ছন পূর্ণকামো ভবেতি-
 ভাবঃ ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো গচ্ছগচ্ছ মথুরামিতিশেষঃ পদ্মিনীসঙ্গং
 পদ্মিন্যা মমাংশভূতায়ঃ সঙ্গং সহবাসং আচর কুরু । হে দেবেশ !
 ব্রজে বৃন্দাবনে মম অংশ ভূতেতিশেষঃ পদ্মিনী রাধাভবিষ্যতীত্যম্বয়ঃ ।
 অন্যশ্চ মাতৃকাঃ সদা সর্বদৈব তস্যারাদায়ী অনুচারিকা সহচর্যঃ ভবিষ্য-
 তীতিশেষঃ । ২ ॥ হে চতুর্ভুগপ্রদায়িনি ! ধর্মার্থ কামমোক্ষদাত্রি ।

বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু মাত ম্হামায়ে চতুর্ভগ প্রদায়িনি ।
 স্বাং বিনা পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধির্ন জায়তে । ৩
 পদ্মিনীং পরমেশানি শীঘ্রং দশয় সুন্দরি ।
 প্রত্যয়ং মম দেবেশি তদা ভবতি মানসং ॥ ৪ ॥
 ইতিশ্রদ্ধা বচ স্তস্য বাসুদেবস্য তৎক্ষণাৎ ।
 আবি রাসী ওদা দেবী পদ্মিনী পরসংস্থিতা ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন হে মহামায়ে তুমি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-
 ত্বক চতুর্ভগ প্রদান কারিণী । হে পরমেশানি তুমি বিনা
 বিদ্যাসিদ্ধি হয় না ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি ! তুমি শীঘ্র পদ্মিনীকে দেখাও, তবেই আমার
 মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় ॥ ৪ ॥

পদ্মিনী দেবী বাসুদেবের এই কপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তৎক্ষণাৎ তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

শৃণু আকর্ষণ, স্বাং বিনা তদৃশে বিদ্যাসিদ্ধি ন জায়তে ন ভবতী-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ শীঘ্রং পদ্মিনীং দর্শয় যেনোপায়েনাহং পদ্মিন্যা
 দর্শনংলভ্যানি তৎ কুর্ষিত্যর্থঃ । তদা মম মানসং চেতঃ প্রত্যয়ং বিশ্বস্তং
 ভবতি । পদ্মিন্যাদর্শনে নৈবাহং দৃঢ় বিশ্বাসোভবামীতিভাবঃ ॥ ৪ ॥
 পদ্মিনী বাসুদেবস্য ইতি বচঃ শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ তদৈব আবিরাসীং প্রত্য-
 ক্ষণাৎ গতেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ পদ্মিনীং বিশিনক্তি রক্তেত্যাदि । রক্ত

রক্ত বিদ্যুলতা কারা পদ্মগন্ধ সমন্বিতা ।
 রূপেণ মোহয়ন্তী সা সখীগণ সমন্বিতা ॥ ৬ ॥
 সহস্রদল পদ্মান্ত মধ্যস্থান স্থিতা সদা ।
 সখীগণ যুতে দেবী জপন্তী পরমাক্ষরং ॥ ৭ ॥
 একাক্ষরী মহেশানি সাএব পরমাক্ষরা ।
 কালিকা যা মহাবিদ্যা পদ্মিন্যা ইষ্টদেবতা ।
 বাসুদেবো মহাবাহু দৃষ্টু বিস্ময় নাগতঃ ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনীদেবী বিদ্যুলতার আয় লোহিতবর্ণা এবং পদ্মগন্ধে
 সুগন্ধ যুতা এবং স্বীয় রূপ লাভণ্যে সকলের মোহন কারিণী ও
 সখীগণ সঙ্গে বিহার কারিণী ॥ ৬ ॥

তিনি সর্বদা সহস্রদল কমলের মধ্যস্থান নিবাসী এবং সখী-
 গণ পরিবৃত্ত হইয়া পরমাক্ষর পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি ! পদ্মিনী যে কালিকার একাক্ষরী মহাবিদ্যা
 জপ করিয়াছিলেন তাহাই পরমাক্ষরা শক্তি, পদ্মিনীর ইষ্ট-
 দেবতা । মহাবাহু বাসুদেব এই রূপ পদ্মিনীকে দেখিয়া
 বিস্ময়াব্বিত হইলেন ॥ ৮ ॥

অন্যার্থঃ ।

বিদ্যুলতাকার। বিদ্যুলতাবল্লোহিতা রূপেণ স্বরূপ লাভল্যাদিনা মোহ-
 যন্তী সর্কেষাং বিস্ময় মাপাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ সহস্রেত্যাদি । সর্ক-
 ষ্টদৈব সহস্রদল কমলান্তর্কাসিনীত্যর্থঃ । সখীগণযুতা সহচরীপরিবৃত্তা ;
 পরমাক্ষরং পরমাত্মানং জপন্তী ॥ ৭ ॥ যা একাক্ষরী পদ্মিনী জপোতি-
 শেষঃ স একাক্ষরী এব মহাবিকালিকা পদ্মিন্যাঃ ইষ্টদেবতা পদ্মিন্যা-
 বাধনীয়া মহাবাহুর্বাসুদেবঃ দৃষ্টু পদ্মিনীমিতিশেষঃ বিস্ময়নাগতঃ

পদ্মিন্যুবাচ ।

ব্রজং গচ্ছ মহাবাহো শীঘ্রংহি ভগবন্ প্রভো ।
 স্রয়া সহ মহাবাহো কুলাচারং করোম্যহং ॥ ৯ ॥

- বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু পদ্মিনি মে বাক্যং কদা তে দর্শনং ভবেৎ ।
 কুপয়া বদ দেবেশি জপং কিম্বা করোম্যহং ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনী কহিতেছেন, হে মহাবাহো ভগবন্ প্রভু বাসুদেব !
 আপনি শীঘ্র ব্রজে গমন করুন । আমি আপনার সহিত
 কুলাচার করিব ॥ ৯ ॥

বাসুদেব বলিতেছেন ; হে পদ্মিনি আমার বাক্য শ্রবণ
 কর । কোন সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং আমি
 কি জপ করিব হে দেবি ! কৃপা করিয়া এই বিষয় আমাকে
 বল ॥ ১০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিস্মিতোঃ ভূদিত্তাঃ ॥ ৮ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি । হে মহাবাহো
 ভগবন্ শীঘ্রং ব্রজং বৃন্দাবনং গচ্ছ অহং স্রয়াসহ কুলাচারং
 করোমি করিষ্যামিতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমান ॥ ৯ ॥ বাসুদে
 উবাচেতি । হে পদ্মিনী ! মে মন বাক্যং শৃণু কদা কুত্র স্থানে তে
 দর্শনং ভবেৎ হে দেবেশি কুপয়া, অহং কিং জপং করোমি তব
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি হে দেবদেবেশ তবাগ্রে তব পূর্বে

পদ্মিন্যবাচ ।

তবাগ্রে দেবদেবেশ জন জন্ম ভবিষ্যতি ।
 গোকুলে মাথুরে পীঠে বৃকভানু গৃহে ধুবং ১১
 দুঃখং নাশ্তি মহাবাহো নন সংসগহেতুনা ।
 কুলাচারোপযুক্তা যা সামগ্রী পঞ্চলক্ষণা ।
 মালায়াং তব দেবেশ সদা স্তাস্যতি নান্যথা ১২
 ইত্যুক্তা পদ্মিনী সাতু সুন্দর্যা দূতিকা তদা ।
 অন্তর্ধ্যানং ততো গম্বা মালায়াং সহসাক্ষণাৎ ১৩
 ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! আমি তোমার
 পূর্বেই মাথুরা পীঠে বৃকভানু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিব ॥ ১১ ॥

‘হে মহাবাহো ! আমার সংসর্গে কোন দুঃখ ভোগ করিবে
 না । কুলাচারোপযোগী যে পঞ্চ লক্ষণা সাধন সামগ্রী তাহা
 সর্বদাই তোমার কণ্ঠমালাতে থাকিবে ; ইহার অন্যথা হইবে
 না ॥ ১২ ॥

ত্রিপুরা দূতী সেই পদ্মিনী দেবী বাসুদেবকে এই রূপ
 বলিয়া ভংক্ষণাং মালাতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

এব মাথুরাপীঠে মাথুরাখ্যপীঠস্থানে বৃকভানুগৃহে বৃকভানু রাজভবনে
 মমজন্ম ভবিষ্যতি অহং তবপূর্বত এব জনিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ হে
 বেদেহ ! মম সংসর্গহেতুতঃ মম সহবাসাদ্দুঃখং নাশ্তি মৎসাহায্যে নৈব জ্ঞং
 জ্ঞখী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । কুলাচারোপযুক্তা বামাচারোপযোগিনী যা পঞ্চ
 লক্ষণাপঞ্চ মকারাঙ্কিকা সামগ্রী উপহারং সদা তবকণ্ঠে স্তাস্যতি ॥ ১২ ॥
 সুন্দর্যা ত্রিপুরাদেব্যা দূতিকা সঃ পদ্মিনী ইতি উক্তা বাসুদেবমিতি

বাসুদেবোপি তাং দৃষ্ট্বা ক্ষীরাক্ষিঃ প্রযযৌ ধুবং ।
 ত্যক্ত্বা কাশীপুরং রম্যং মহাপীঠং দুরাসদং ॥ ১৪ ॥
 প্রযযৌ মাথুরং পীঠং পদ্মিনী পরমেশ্বরী ।
 যত্র কাত্যায়নী দুর্গা মহামায়া স্বরূপিনী ॥ ১৫ ॥
 নারদাদ্যৈ স্মৃনিশ্চেষ্টৈঃ পূজিতা সংস্কৃতা সদা ॥
 কাত্যায়নী মহামায়া যমুনাজলসংস্থিতা ॥ ১৬ ॥

ভ.ষা ।

বাসুদেবও পদ্মিনীকে অন্তর্হিতা দেখিয়া দুষ্প্রাপ্য মহাপীঠ
 কাশীপুরী পরিভাগ করিয়া অতি সহর গমনে ক্ষীরোদ সাগরে
 প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর পরমেশ্বরী পদ্মিনী দেবী মহাপীঠ মথুরাতে গমন
 করিলেন । যেখানে মহামায়া দুর্গা কাত্যায়নীরূপে সর্বদা
 বিরাজ মান আছেন ॥ ১৫ ॥

নারদাদি দেবর্ষি মহর্ষিগণ সর্বদা যমুনা জল বাসিনী মহা-
 মায়া কাত্যায়নী দেবীকে অর্চনা ও স্তব করিতেন ॥ ১৬ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

শেষঃ তৎক্ষণাৎ তদৈব মালায়াং পদ্মিনী মালায়াং অন্তর্ধানং অদৃশ্যস্ত-
 গতী ॥ ১৩ ॥ বাসুদেবো বিষ্ণুরপি তাং পদ্মিনীং দৃষ্ট্বা দুরাসদং
 দুষ্প্রাপ্যং মহাপীঠং কাশীপুরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরাক্ষিঃ ক্ষীরোদং যযৌ
 জগাম ॥ ১৪ ॥ পরমেশ্বরী পরং ব্রহ্ম স্বরূপিনী যত্র মথুরায়াং মহা-
 মায়া স্বরূপিনী দুর্গা কাত্যায়নী রূপেণাশ্রীতি শেষঃ তৎ মাথুরং
 পীঠং মথুরাখ্য পীঠস্থানং প্রযযৌ গতবতী ॥ ১৫ ॥ নারদাদ্যৈ
 নারদাদিভিঃ মহর্ষিভিঃ । নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ সর্বত্রৈব মথুরা বাসিনীঃ
 কাত্যায়নীং তুষ্টিব্রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ তত্র মথুরায়াং যমুনাজলঃ

যমুনায়া জলং তত্র সাক্ষাৎ কালী স্বরূপিণী ।
 বহু পদ্ম যুতং রম্যং শুক্ল পীতং মহৎ প্রভং ॥ ১৭
 রক্তং কৃষ্ণং তথাচিত্রং হরিতং সৰ্ব্ব মোহনং ।
 কালিন্দ্যাখ্যা মহেশানি যত্র কাত্যায়নী পরা ॥ ১৮
 কালিন্দী কালিকা নাতা জগতাং হিত কাম্যয়া ।
 সদাধ্যাস্তে মহেশানি দেবর্ষিসংস্কৃতা পরা ॥ ১৯

ভাষা ।

কালিন্দীজল সাক্ষাৎ কালী স্বরূপ তাহাতে নানাবিধ কমল
 প্রস্ফুটত হইয়া অতি মনোরম শুক্লপীতাদি নানা বর্ণে অতি
 উজ্জ্বল শোভা সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

কালিন্দীজল সময় সময় রক্ত কৃষ্ণ হরিতাদি বিবিধ বর্ণে
 বিচিত্রিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া থাকে । হে
 মহেশানি ! সেই যমুনাভীরে কালিন্দী নামে কাত্যায়নী বির-
 জিত আছেন ॥ ১৮ ॥

কালিকা নাতা জগতের হিত কামনায় কালিন্দী রূপে
 সৰ্বদা মথুরাতে বাস করিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! দেবর্ষিগণ
 সেই পরাক্রমা কাত্যায়নীর স্তব করেন ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থঃ ।

কালিন্দী মলিলং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপা কালীস্বরূপিণী কালীএব মথুরায়াং
 কালিন্দী ভোয় রূপেণাবতীর্ণেত্যর্থঃ । জলং বিশিনক্তি ; বহু পদ্মযুতং বহু
 কমল পূর্ণং । শুক্লপীতং শুক্লং পীতঞ্চ কদাচিদিত্যর্থঃ । মহৎ প্রভং
 অত্যুজ্জ্বলং ॥ ১৭ ॥ রক্তং লোহিতং কৃষ্ণং অসিতং চিত্রং নানাবর্ণ
 চিত্রিতং হরিতবর্ণং সৰ্ব্বমোহনং সৰ্ব্বেষাং বিস্ময় করমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
 জগতাং হিতকাম্যয়া জগন্মঙ্গলেচ্ছয়া বালিকা কালিকা দেবী কালিন্দী

সহস্র দল পদ্মান্বভূষ্যে মাথুর মণ্ডলং ।
 কেশবন্ধে মহেশানি যৎপদ্মং সততং স্থিতং ৷ ২০ ৷
 পদ্মমধ্যে মহেশানি কেশ পীঠং মনোহরং ।
 কেশবন্ধং মহেশানি ব্রজং মাথুর মণ্ডলং ৷ ২১ ৷
 যত্র কাত্যায়নী মায়ামহামায়াম্ জগন্ময়ী ।
 ব্রজং বৃন্দাবনং দেবি নানা শক্তি সমন্বিতং ৷ ২২ ৷

ভাষ্য ।

হে দেবেশি ! ভগবতীর কেশবন্ধে যে সহস্রদল পদ্ম
 সতত বিদ্যমান ছিল তাহা পতিত হইয়া মাথুরা মণ্ডল মহাপীঠ
 হইয়াছে ॥ ২০ ॥

হে মহেশানি ! সহস্রদল কমল পরিবেষ্টিত অতি মনোহর
 কেশ বন্ধ ছিল তাহাই মহাপীঠ ব্রজ মণ্ডল হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যেখানে মহায়া জগন্ময়ী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠান করিতে-
 ছেন ; সেই মহাপীঠ বৃন্দাবনধাম সর্ব শক্তি যুক্ত ॥ ২২ ॥

অন্ত্যার্গঃ ।

কালিন্দী রূপা সদা অধ্যাস্তে বিদ্যতে কালিকৈব কালিন্দী রূপেণ মথু-
 রায়ামবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ সহস্রদল কমল গভমধ্যে কেশবন্ধে
 চিকুর বিন্যাসে যৎপদ্মং স্থিতং তদেব মাথুর মণ্ডলং মথুরাখ্য পীঠস্থান
 মিত্যর্থঃ । মহেশানীতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ॥ ২০ ॥ পদ্মমধ্যে কেশ-
 পীঠং ভগবতী কেশপতিত স্থানং মনোহর মিত্যর্থঃ । হে মহেশানি !
 যদেব কেশ বন্ধং তদেব মাথুর মণ্ডল মিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ যত্র পীঠে
 জগন্ময়ী মহামায়াম্ কাত্যায়নী বিদ্যতে তদেব নানাশক্তি সমন্বিতং বৃন্দা-

শক্তিস্তু পরমেশানি কলা রূপেণ সাক্ষিণী ।
শক্তিং বিনা পরং ব্রহ্ম বিভাতি শবরূপবৎ ॥ ২৩

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ষষ্ঠ পটলঃ ।

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! পরমশক্তি সর্বত্র কলা রূপে সর্ব সাক্ষী-
ভূতা ; হে দেবি ! শক্তি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্ম ও শবের ন্যায়
নিশ্চেষ্ট তিনিও শক্তি বিনা কোন বিষয়ে প্রভু হইতে পারেন
না ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ পটলঃ ।

অস্ম্যর্থঃ ।

বনমিতি ॥ ২২ ॥ হে পরমেশানি শক্তিস্তু কলা রূপেণ সাক্ষিণী সর্ব
সাক্ষিভূতা । শক্তিং বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ বিভাতি অকাশতে শক্তি
ব্যতিরেকেণ ন কোপি প্রভুরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন ষষ্ঠ পটলঃ ।

—

দেব্যুবাচ ।

ব্রজং গত্বা মহাদেবা করোং কিং পদ্মিনী তদা ।
কস্য বা ভবনে সাতু জাতা সা পদ্মিনী পরা ॥ ১ ॥
তং সর্বং পরমেশান বিস্তরাহুদ শঙ্কর ।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী পদ্ম গন্ধা সা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে ।
আবিরাসী ভূদাদেবী কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

পার্কতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব ! পদ্মিনী ব্রজ-
পুরে গমন করিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কাহার ভবনে
বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

হে শঙ্কর ! ঐ সকল পদ্মিনী বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তর
বর্ণন কর ; যদি এ বিষয়ে আমাকে বঞ্চনা কর তবে আমি
নিশ্চয় তোমার সাক্ষাৎ দেহ ত্যাগ করিব ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে প্রিয়ে ! কৃষ্ণপ্রেমময়ী পদ্মগন্ধা
পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবিস্ফুট হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেব্যুবাচেতি । হে মহাদেব পদ্মিনী ব্রজং গত্বা কিমর্থং কস্যবা
ভবনে জাতা আবিস্ফুটত্বার্থঃ ॥ ১ ॥ তদ্বিতি হে শঙ্কর ! তৎপদ্মিনী
বিবরণং বিস্তরাহুত্বলোভ বদ যদি নো কথ্যতে তদা তনুং দেহং বিমু-
ঞ্চামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবিরাসী-
দুঃপন্নত্বার্থঃ । কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া আদি প্রেমময়ীত্বার্থঃ ॥ ৩ ॥ কদা

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং পুষ্য সংযুতে ।
 কালিন্দী জল কল্লোলে নানা পদ্ম গণাবৃতে ।
 আবিরাসী তদা পদ্মা মায়াডিম্বং মুপাশ্রিতা ॥ ৪ ॥
 ডিম্বং ভূত্বা তদা পদ্মা স্থিতা কনকমধ্যতঃ ।
 কোটিচন্দ্র প্রতীকাশং ডিম্বং মায়াসমম্বিতং ॥ ৫ ॥
 পুষ্যায়ুক্ত নবম্যাং বৈ নিশ্যর্কে পদ্মমধ্যতঃ ।
 আবিরাসী তদা পদ্মা রঞ্জিনী কুসুমপ্রভা ।
 তরুণাদিত্য সংকাশে পদ্মে পরম কামিনি ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কালিন্দী-
 জল তরঙ্গযুক্ত নানা পদ্ম গণাবৃত স্থানে মায়াডিম্ব আশ্রয় করি-
 য়া আবিভূতা হইলেন ॥ ৪ ॥

পদ্মিনী কনক মধ্য হইতে ডিম্বরূপ ধারণ করিলেন ; ঐ
 মায়াময় ডিম্ব প্রভা কোটি কোটি শশধরের ন্যায় সমুদ্ভুল ॥ ৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে শতমূলী
 কুসুম প্রভা পদ্মিনী পদ্মমধ্য হইতে তরুণাদিত্য সঙ্কাশ অতি
 মনোহর পদ্ম বনে উদ্ভিত হইলেন ॥ ৬ ॥

অস্তুার্থঃ ।

আবিরাসীদিত্যাহ চৈত্রে ইত্যাদি পুষ্যসংযুতে পুষ্যানক্ষত্রে কালিন্দী
 জল কল্লোলে যমুনাতরঙ্গ বিশিষ্টে, মায়াডিম্ব মুপাশ্রিতা মায়াব্রহ্ম ডিম্বা-
 বিষ্ঠিতা ॥ ৪ ॥ পদ্মিনী স্বয়মেবডিম্বং ভূত্বা স্থিতেত্যর্থঃ ডিম্বং বিশিনক্তি
 কোটীতি মায়াসমম্বিতং মায়াময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ পুষ্যোতি পুষ্যানক্ষত্র
 যুক্ত নবম্যা অর্দ্ধরাত্রৌ পদ্মিনী আবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ অরুণেতি নবোদ্ভিত

বৃকভানু পুরং দেবি কালিন্দী পারমেরচ ।
 নাম্না পদ্মপুরং রম্যং চতুর্ভগং সমন্বিতং ॥ ৭ ॥
 ডিম্বজ্যোতির্মহেশানি সহস্রাদিত্য সম্নিতং ।
 তৎক্ষণাৎ পরমেশানি গাঢ় ধ্বান্ত বিনাশকৃৎ । ৮ ।
 বৃকভানু ম্মহাত্মা স কালিন্দীতট মাস্থিতঃ ।
 মহাবিদ্যাং মহাকালীং সততং প্রজপেৎ সুধীঃ ।
 আবিরাসী ম্মহামায়া তদা কাত্যায়নী পরা । ৯ ॥

ভাষা ।

হে দেবি যমুনাতীরে বৃকভানু পুর অতি রমণীয় স্থান তাহার নাম পদ্মপুর চতুর্ভগ প্রদ ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি ! ঐ ডিম্ব জ্যোতিঃ সহস্রাদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল ; তাহার প্রভায় তৎক্ষণাৎ গাঢ়াস্তকার বিনাশ হইল । ৮ ।

মহাত্মা বৃকভানু যমুনাতীরে আশ্রয় করিয়া সতত মহাবিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিতে লাগিলেন । এবং মহামায়া কাত্যায়নী তাহারসাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সূর্য্য সঙ্ক্বেশে পদ্মবনে বৃকভানুপুরে জাতেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ বৃকেতি । কালিন্দীপারং যমুনাতীরবর্ত্তি ; নাম্না পদ্মপুরং পদ্মপুরাভিধং ॥ ৭ ॥ ডিম্বেন্তি মহেশানীতি পার্শ্বতী সম্বোধনং । ডিম্বং পুনঃ সহস্রসূর্য্যবৎ প্রকাশমানং গাঢ়াস্তকার বিনাশনকৃৎ ॥ ৮ ॥ মহাত্মা বৃকভানুঃ কালিন্দীতট সম্নিতো সর্ব্বদা মহাকালীং প্রজপেদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শৃণু পুত্র মহাবাহো বৃকভানো মহীধর ।

সিদ্ধোহসি পুরুষশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সাম্প্রতং ১০।

বৃকভানু কবাচ ।

সিদ্ধোহং সততং দেবি ত্বং প্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ।

ত্বং প্রসাদা মহানায়ে যথামুক্তো ভবান্যহং ১১।

ত্বং প্রসাদা মহানায়ে অসাধ্যং নাস্তি ভূতলে ।

আত্মনঃ সদৃশাকারাং কন্যামেকাং প্রয়চ্ছমে ১২

ভামা ।

কাত্যায়নী কহিতেছেন, হে মহাবাহু! যশস্বিন বৃকভানু
তোমার কার্য সিদ্ধি হইয়াছে; এইক্ষণে অভিলষিত বর
প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥

বৃকভানু বলিতেছেন, হে মহাদেবি! আমি তোমার অনু-
গ্রহে কৃত কার্য হইয়াছি। হে মহামায়ে! আমি তোমার
প্রসাদতঃ মুক্ত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

হে মহামায়ে! তোমার অনুগ্রহে এই ভূতলে কিছুই
অসাধ্য নাই। এইক্ষণ প্রার্থনা এই যে তোমার সদৃশরূপা
একটি কন্যা আমাকে প্রদান কর ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শ্রুতি । পত্নীনি বৃকভানু মাহ; যশোধর যশস্বিন বরং বরয়
অভিলষিত বরং প্রার্থয়েতি ॥ ১০ ॥ বৃকভানুরূবাচেতি । অহং সিদ্ধঃ
কৃতকার্যঃ; ত্বংপ্রসাদাৎ তবানুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥ ত্বদ্বিতি । তবপ্রসা-
দাৎ অসাধ্যং নাস্তি আত্মনঃ সদৃশাকারাং ত্বন্তুল্যামেকাং কন্যাং

তচ্ছৃণু পরমেশানি তদা কাত্যায়নী পরা ।
 মেঘগম্ভীরয়া বাচা যদাহ বৃকভানবে ॥
 তচ্ছৃণু মহেশানি পীযুষ সদৃশং বচঃ ॥ ১৩ ॥
 তক্ত্যা ত্বদীয় পত্ন্যাস্তু তুষ্ঠাহং ত্বয়ি সুন্দর ।
 এতন্ধি বচনং বৎস তব পত্ন্যা সুষুজ্যতে ॥ ১৪ ॥
 ইত্যুক্ত্বা সহসা তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
 প্রদদৌ পরমেশানি তস্মৈ ডিম্বং মনোহরং ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে পার্শ্বতি ! অনন্তর কাত্যায়নী বৃকভানুর সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে যাহা বলিয়া ছিলেন সেই পীযুষ
 তুল্য কথা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

হে বৃকভানো ! তোমার ভক্তিতে আমি তোমার প্রতি এবং
 তোমার পত্নীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । আমার এই
 বাক্য তোমার পত্নীতে শোভন ফল প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

মহামায়া জগন্ময়ী সেই কাত্যায়নী দেবী বৃকভানুকে এই-
 রূপ বলিয়া তাহাকে অতি মনোহর একটা ডিম্ব প্রদান করি-
 লেন ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

প্রায়শ্চ দেহীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ তদিতি । পরমেশানীতি পার্শ্বতী সম্বো-
 ধনং মেঘগম্ভীরয়া মেঘজলনিবদতি গম্ভীরয়া । পীযুষ সদৃশং অমৃত
 বদতি সুপ্রাচ্যং ॥ ১৩ ॥ তক্ত্যেতি ত্বদীয় পত্ন্যাঃ ত্বয়ীব অহং তুষ্ঠা
 সুপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৪ ॥ ইতীতি । মহামায়া পদ্মিনী এবং কথয়িত্বা বৃক-
 ভানবে ডিম্বং দদাতিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ বৃকেতি বিশাল কটিঃ বিপুল

বৃকভানু স্মহাত্মাস তৎক্ষণাদ্ভূ হ মা যযৌ ।
 ভাৰ্য্যা তস্য বিশালাক্ষী বিশাল কটি মোহিনী ১৬
 রত্ন প্রদীপ মাভাষ্য রত্নপর্যঙ্ক মাশ্রিতা ।
 তস্যা হস্তে তদা ভানুঃ প্রদদৌ ডিম্ব নোহনং ১৭
 তং দৃষ্ট্বা পরমেশানি বিস্ময়ং পরমং গতা ।
 হস্তে কুত্বাতু ডিম্বং বৈ নিরীক্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ ১৮

ভাষা ।

মহাত্মা বৃকভানু তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে গমন করিলেন তাহার
 ভাৰ্য্যা অতি বিপুল নিতম্ববতী ও বিশ্বমোহিনী ॥ ১৬ ॥

• স্বীয় পত্নী রত্নদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া স্বর্ণপর্যঙ্কে উপবিষ্টা
 আছেন । বৃকভানু তাহার হস্তে মনোহর ডিম্ব প্রদান করি-
 লেন ॥ ১৭ ॥

বৃকভানু গেহিণী সেই ডিম্ব অবলোকন করিয়া অতি বিস্মি-
 তা হইলেন । এবং হস্তে করিয়া বারবার নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নিতম্ববতী মোহিনী চিত্তরঞ্জিনী ॥ ১৬ ॥ রত্নেতি : আভাষ্য দীপয়িত্বা
 রত্নপর্যঙ্কে স্বর্ণগুটিয়াং । ভানু বৃকভানুঃ স্বপত্ন্যা হস্তে ডিম্বং দদাবি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তসিতি । পরমেশানীতি পার্শ্বভী সম্বোধনং । বিস্ময়
 মাশ্চর্য্যং ॥ ১৮ ॥ নানেনতি । • নানি গুরুযুতং বহুস্বরভী পূর্ণং । সর্ব-

নানা গন্ধযুতং ডিম্বং সৰ্বশক্তি সমন্বিতং ।

নানা জ্যোতির্ময়ং ডিম্বং তৎক্ষণাচ্চ দ্বিধা ভবৎ

..

॥ ১৯ ॥

তত্রাপশ্য ন্মহা কন্যাং পদ্মিনীং কৃষ্ণমোহিনীং ।

রক্ত বিদুল্লতা কারাং সৰ্ব সৌভাগ্য বর্ধিনীং ।

তাং দৃষ্ট্বা পরমেশানি সহসা বিস্ময়ং গতা ৷২০॥

কীর্তিদোবাচ ।

হে মাতঃ পদ্মিনীকপে কপং সংহর সংহর ।

ততস্ত পরমেশানি তদ্রূপং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ।

সংহৃত্য সহসা দেবী সাগান্যং কপ মান্বিতা ৷২১

ভাষা ।

নানা সুরভী পূর্ণ, সৰ্বশক্তিময় অতি জ্যোতির্মান সেই ডিম্ব
তৎক্ষণাৎ দ্বিধা হইল ॥ ১৯ ॥

সেই ডিম্ব মধ্যে কৃষ্ণননোমোহিনী পদ্মিনীকপা কন্যা
দেখিলেন । ঐ কন্যার আকৃতি বিদুল্লতার ন্যায় অতি লোহিত
ও সৌভাগ্য বর্ধিনী । তাহাকে দেখিবা মাত্র বৃকভানু ভাষ্যা
বিস্মিত হইলেন ॥ ২০ ॥

বৃকভানু গোহিনী কীর্তিদা বলিতেছেন ; হে মাতঃ ! তুমি
এই পদ্মিনীকপ গোপন কর । তদনন্তর সেই কন্যা ঐ পদ্মিনী
কপ গোপন কারণে তৎক্ষণাৎ সাগান্য কপ ধারণ করিলেন ৷২১

অন্যার্থঃ ।

শক্তি সমন্বিতং সৰ্বশক্তি যুতং দ্বিধা অভবৎ । দ্বিধাণ্ডে হুতুদিত্যর্থঃ
ডিম্বমিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈতি । তত্র ডিম্বে কৃষ্ণমোহিনীং কন্যাং
অপশ্যাদিত্যর্থঃ । অতি লোহিতাং তাং কন্যাং দৃষ্ট্বা তৎক্ষণাৎ দেব
বিস্মিতে হুতুদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কীর্তিদোবাচ । কীর্তিদা বৃকভানু

ততস্তু কীর্ত্তিদা দেবী রূপন্তস্য। ব্যলোকয়ৎ ।
রঙ্গিনী কুসুমাকার। রক্ত বিদ্যুৎ সমপ্রভা ॥২২॥

কন্তোবাচ । ..

হে মাতঃ কীর্ত্তিদে ভদ্রে ক্ষীরং পায়য় স্তুন্দরি ।
স্তনং দেহি স্তনং দেহি তব কন্যা ভবাম্যহং ৷২৩৥
তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে ।
অপায়য়ৎ স্তনং তসৈ্য পদ্মিন্যৈ নগনন্দিনি ৷২৪৥

ভাষা ।

তৎপর কীর্ত্তিদা দেবী তাহার সেই রূপ অবলোকন করিতে
লাগিলেন । তাহার রূপ শতমূলী কুসুমের ন্যায় এবং বিদ্যা-
তের ন্যায় আভাযুক্ত ॥ ২২ ॥

অনন্তর কন্যা বলিতে লাগিলেন ; হে কীর্ত্তিদে মাতঃ !
আমাকে দুগ্ধ পান করাও । শীঘ্র আমাকে স্তন প্রদান কর
আমি তোমার কন্যা হইলাম ॥ ২৩ ॥

কীর্ত্তিদা কন্যার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে স্তন পান
করাইলেন ॥ ২৪ ॥

অন্যার্থঃ ।

ভাষ্য । হে মাতঃ ইদং রূপং সংহর গোপয় । ততঃ কীর্ত্তিদা বচনাৎ সা
দেবী তৎক্ষণাৎ স্বরূপং গোপয়িত্বা সামান্যং রূপং দধাতি ভাবঃ ॥২১॥
তত ইত্যাদি । কীর্ত্তিদা তস্য রূপ মগশ্যদিত্যর্থঃ । রঙ্গিনীকুসুমপ্রভা
শতমূলী প্রসূনাভা ॥ ২২ ॥ কন্তোবাচেতি । কন্যা অভিনবজাতা
ভিষোৎপন্ন । হে মাতঃ ক্ষীরং দুগ্ধং পায়য় মামিতিশেষঃ । মম স্তনং
দেহি ; অহং তব কন্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ তদ্বিতি । তস্যাঃ কন্যায়।
বচনং শ্রুত্বা স্বীয় স্তনং পায়য়দিত্যর্থঃ । কমলেক্ষণে, নগনন্দিনীতি পা-

চকার নাম তস্যাংস্তু ভানুঃ কীর্তিদয়ান্বিতঃ ।
 রক্ত বিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে ।
 তস্মাৎ রাধিকা নাম সর্বলোকেষু গীয়তে ॥২৫॥

ঈশ্বর উবাচ ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে ।
 এবং হি মাথুরে পীঠে চকার ব্রজবাসিনী ।
 তস্মাদ্ভাদ্র পদে নাসি ক্লেশো হভূৎ কমলেক্ষণঃ ।

॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

অনন্তর বৃকভানু কীর্তিদা দেবীর সহিত তাহার নাম করিলেন । সেই কন্যা বিছাল্লতার ন্যায় অতি লোহিত বলিয়া তাহার নাম রাধিকা রাখিলেন । এবং ঐ নামই জগদ্বিখ্যাত হইল ॥ ২৫ ॥

মহাদেব বলিতেছেন ! ঐ কন্যা বৃকভানু গৃহে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তৎপর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৬ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

কীর্তী সঙ্কলনং ॥ ২৪ ॥ চকারেতি কীর্তিদয়ান্বিতঃ কীর্তিদা সহিতঃ ভানু বৃকভানুঃ তস্যাঃ কন্যায়া রাধিকেতি নাম চকার ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি ! দিনে দিনে বর্দ্ধমানা অতিদিন মেঘ উপচিতবতী । তস্মাৎ রাধিকা জননাৎ পরং ভাদ্রপদেনাসি কৃষ্ণঃ অতুৎ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্ৰকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

সপ্তম পটলঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

শ্রয়তাং পদ্মপত্রাক্ষি রহস্যং পদ্মিনী মতং ।
 সংগ্রাপ্তে পরমেশানি দ্বিতীয়ে বৎসরে তদা ॥
 কুর্যা দ্ব্যত্নেন দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূজনং ॥১॥
 প্রজপেৎ পরমাংবিদ্যাং কালীং ব্রহ্মাণ্ডরূপিণীং
 পূজয়ে দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ গন্ধৈশ্চ স্তবনোহরৈঃ ।
 ফলৈঃ স্বহবিধৈঃ ভদ্রে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ॥২॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন ! হে পদ্মপত্রাক্ষি অতি গোপনীয়
 পদ্মিনী চরিত্র অবগণ কর । দ্বিতীয়বর্ষ সময়ে পদ্মিনী যত্নপূর্বক
 শিবলিঙ্গ অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর গন্ধ পুষ্প ফল প্রভৃতি বিবিধ উপহারে জগন্ময়ী
 মহাবিদ্যা কালিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মহাদেব উবাচেতি । দ্বিতীয়ে সংবৎসরে সংগ্রাপ্তে উপস্থিতে যৎ-
 পদ্মিনী মতং পদ্মিনী চরিতং তৎশ্রয়তাং । হে দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূ-
 জনং কুর্যাৎ পদ্মিনীতিশেষঃ ॥ ১ ॥ প্রজপেদিতি । ব্রহ্মাণ্ডরূপিণীং
 জগন্ময়ীং । গন্ধপুষ্প ফলোপহারাদিভিরিত্যর্থঃ । ভদ্রে ইতি পার্শ্বভী
 সম্বোধনং ॥ ২ ॥ পদ্মিনী কাত্যায়নীং স্তোতি পদ্মিন্যুবাচেতি । হিন্দ্যা

পাণ্ডিত্যবাচ ।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্য ধীশ্বরী ।
 দেহি দেহি মহামায়ে বিদ্যা সিদ্ধি মনুতমাং । ৩।
 সিদ্ধিঞ্চ বাসুদেবস্য দেহি মাত নমোহস্ততে ।
 ত্বাং বিনা ব্রহ্ম নিঃশব্দং নিশ্চলং সততং সদা । ৪।
 শরীরস্থং হি কৃৎসন্য কৃৎস জ্যোতির্ময়ং সদা ।
 বিনা দেহং পরং ব্রহ্ম শব্দরূপ বদীরিতং ।
 অতএব মহামায়ে ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

তৎপর পাণ্ডিনী কাত্যায়নীকে স্তব করিতেছেন । হে মহা-
 মায়ে হে যোগরূপে হে ঈশ্বরী হে কাত্যায়নি আমার স্বার্থসিদ্ধি
 সম্পন্ন কর ॥ ৩ ॥

হে মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার করি আমাকে বাসুদেব
 সাক্ষাৎকার প্রদান কর । তুমিই জগৎকর্ত্রী তুমি বিনা জগ-
 দীশ্বর ও সর্বদা নিঃশব্দ ও নিশ্চল ॥ ৪ ॥

কৃৎস শরীরস্থ যে কৃৎস জ্যোতির্ময় তব দেহ তদ্ব্যতিরেকে
 ব্রহ্মও শব্দবৎ অকর্মণ্য ; হে মহামায়ে ! অতএব তুমিই জগ-
 তের আদি কারণ ॥ ৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সিদ্ধিং স্বার্থসাধনং দেহি সম্পাদয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ সিদ্ধিঞ্চৈতি বাসুদেবস্য
 সিদ্ধিং বাসুদেব সাক্ষাৎকারং । নিশ্চলং ব্যাপার হীনমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
 শরীরেতি কৃৎসন্য শরীরস্থং জ্যোতির্ময়ং দেহং বিনা পরং ব্রহ্মাপি শব্দবৎ
 নির্ব্যাপারং । হে মহামায়ে কাত্যায়নি ব্রহ্মণঃ কারণং ভ্রমেবেতি ॥ ৫ ॥

এবং প্রার্থ্য মহেশ্যানি সততং পরমেশ্বরীং ।

সংপূজ্য পরয়া ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বাতু মানসং ॥

বরং প্রাপ্তা মহেশ্যানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ । ৬

কাত্যায়ন্যবাচ ।

পদ্মিনি শৃণু বদ্যাক্যং শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি কেশবং ৭

ইত্যুক্ত্বা পরমেশ্যানি তত্রৈবান্তরধীয়ত ।

কাত্যায়নী মহামায়া সদা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনি এইরূপে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া পরম ভক্তি পূর্ব্বক মানসে লক্ষ জপ করিয়া কাত্যায়নীর নিকটে বর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে পদ্মিনি ! আমার বাক্য শ্রবণ কর শীঘ্র তুমি বাসুদেবকে পাইবে ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী মহামায়া কাত্যায়নী এই মাত্র বলিয়া তথা-
তেই অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

এবমিতি । পরমেশ্বরীং এবমুক্ত প্রকারেণ প্রার্থ্য আরাধ্য পরয়া অধি-
করা ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বা কাত্যায়নী মন্ত্রমিতি শেষঃ কাত্যায়নী সমীপতঃ
বরং প্রাপ্তা । কাত্যায়নী তস্মৈ বরং সদাবিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ কাত্যায়ন্য-
বাচেতি । শীঘ্রং কেশবং বাসুদেবং প্রাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥ ইতি কথয়িত্বা
অন্তরধীয়ত অন্তর্ধ্যামং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ হুকেতি । রাধা চন্দ্রকলা

বৃকভানু সূতা রাধা সখীগণ ক্লুতা সদা ।
 বর্দ্ধমানা সদা রাধা যথা চন্দ্রকলা প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
 সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা ক্ষুরচ্চকিত লোচনা ।
 সর্বাঙ্গকার সংযুক্তা সাক্ষাৎ শ্রীরিব পার্শ্বতি ॥ ১০ ॥
 চচার গহনে ঘোরে পদ্মিনী পর সুন্দরী ।
 যা রাধা পরমেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ॥ ১১ ॥
 পদ্মস্য বনমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠতি কাগিনি ।
 অন্য মূর্তিঃ মহেশানি দৃষ্ট্বা চৈবাত্মসম্মিতাঃ ।
 আত্মনঃ সদৃশাকারাঃ রাধামন্যাঃ সমর্জসা ॥ ১২ ॥
 ভাষা ।

রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃকভানু গৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তাহার বেশ ভূষায় কামানুরাগ প্রকটিত হইতে লাগিল । সচকিত নয়না রাণী সর্বাভরণে ভূষিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং পদ্মিনী গহনবনে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন রাধিকা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী পদ্মিনীকৃপা ॥ ১১ ॥

সর্বদা পদ্মবনে অবস্থান করিতে করিতে আপনার ন্যায় অল্প এক মূর্তি দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ইব বর্দ্ধমানা বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ রাধাঃ বিশিনক্তি সর্কেতি । সর্বশৃঙ্গার বেশাঢ্যা সকল কামানুরাগ ভূষিতা ; ক্ষুরচ্চকিত লোচনা চক্ৰ-
 লাক্ষী ॥ ১০ ॥ চচারেতি গহনে অতি নিবিড়ে, চচার বজ্রাম । পরমে-
 শানীতি পার্শ্বতী সম্বোধনঃ ॥ ১১ ॥ পদ্মস্যেতি হেকাগিনি পদ্মস্য
 বনং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি পদ্মিনীতি শেষঃ । আত্মসম্মিতাঃ স্বজল্যাঃ সমর্জত

যা সাতু কৃত্রিমা রাধা বৃকভানু গৃহে সদা ।
 অযোনি সন্তবা যাত পদ্মিনী সা পরাক্ষরা ॥
 কৃত্রিমা যা মহেশানি তস্যাস্তু চরিতং শৃণু ॥১৩॥
 বৃকভানু ম্হাহায়া স তস্য বৈবাহিকীং ক্রিয়াং ।
 কারয়ামাস যত্নেন পঞ্চবর্ষেভ সুন্দরি ॥ ১৪ ॥
 তস্যাস্তুচোভয়ং বংশং সাবধানা বধারয় ।
 শ্বশুরস্য বৃকস্যপি বংশং পরম সুন্দরং ॥১৫॥

ভাষা ।

বৃকভানু গৃহস্থিতা রাধা কৃত্রিমা, পদ্মিনী অযোনি সন্তবা ।
 হে মহেশানি ! কৃত্রিম রাধার চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

মহাত্মা বৃকভানু পঞ্চমবর্ষ সময়ে যত্নপূর্ব্বক কৃত্রিম রাধার
 বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

কৃত্রিম রাধার পিতৃকুল ও শ্বশুর বংশ বলিতেছি সাবধানে
 শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভ্যাজ ॥ ১২ ॥ যেতি । বৃকভানুগৃহে যা রাধা সা কৃত্রিমা অযোনি
 সন্তবা যাত সা পদ্মিনী । হে মহেশানি কৃত্রিমায় রাধায় চরিতং শৃণু ॥
 ॥ ১৩ ॥ বৃকেতি মহাত্মা বৃকভানুঃ পঞ্চবর্ষেভ পঞ্চমবর্ষ সময়ে তস্য রাধা-
 য় বৈবাহিকীং ক্রিয়াং বিবাহ সঙ্কারং কারয়ামাস । ১৪ ॥ তস্য ইতি
 তস্য রাধায়াঃ শ্বশুরস্য বৃকস্য পিতৃক উভয়ং বংশং সাবধানাবধারয়
 সাবধান মাৰ্গণয় ॥ ১৫ ॥ ইত্বর উবাচেতি । অতিমন্যকঃ অমর্ষপূর্ণঃ ।

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉବାଚ ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ତ ଜଟିଳା ଧ୍ୟାତା ପତିର୍ଯ୍ୟାନୋ ଽତିମନ୍ୟୁକଃ ।
 ନନାନ୍ଦା କୁଟିଳା ନାମ୍ନୀ ଦେବରୋ ଦୁର୍ମଦାଭିଧଃ ॥ ୧୬ ॥
 ତିଳକଂ ଅରମାଦାଧ୍ୟଂ ହରୋହରି ମନୋହରଃ ।
 ରୋଚନୋ ରତ୍ନତାଡ଼କ୍ଷୋ ଷ୍ଟେ ଯୁକ୍ତପ୍ରତା କରି ॥ ୧୭ ॥
 ଛତ୍ରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପ୍ରତିଛାୟଂ ପଦ୍ୟନ୍ତ ମଦନାଭିଧଂ ।
 ସ୍ୟମନ୍ତକାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଃ ଶଞ୍ଜୁଚୂଡ଼ ଶିରୋମଣିଃ ॥ ୧୮ ॥
 ପୁଷ୍ପବନ୍ତୋ କ୍ଷିପଳକା ମୋହାନ୍ୟ ମଣି ଋଚ୍ୟତେ ।
 କାଞ୍ଚି କାଞ୍ଚନ ଚିତ୍ରାନ୍ତି ନୂପୁରେ ଚିତ୍ର ଗୋପୁରେ ॥ ୧୯ ॥
 ଭାଷା ।

ମହାଦେବ ବଳିତେହେନ, ଜଟିଳା ଶାନ୍ତରୀ ପତି ଅତି କ୍ରୋଧ
 ପରତତ୍ତ୍ୱଃ । ନନାନ୍ଦା କୁଟିଳା, ଦେବର ଦୁର୍ମଦ ॥ ୧୬ ॥

ପଦ୍ମିନୀ ଭୂଷଣ ବିବରଣ କରିତେହେନ, ଅରମାଦାଧ୍ୟ ତିଳକ ।
 ହରି ନାମାଭିଧ ମନୋହରହାରଓ ରୋଚନାଧ୍ୟ ତାଡ଼କ୍ଷୁଗଳ ॥ ୧୭ ॥

ପ୍ରତି ନାମକ ଛତ୍ର, ମଦନାଭିଧ ପଦ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତକ ମଣି ଶୋଭିତ
 ଶଞ୍ଜୁଚୂଡ଼ ନାମେ ଶିରୋଭୂଷଣ ମୁକୁଟ ॥ ୧୮ ॥

ଅକ୍ଷି ପଲକେ ଯେନ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାୟ କାଞ୍ଚନ ଚିତ୍ରିତ କଟି-
 ହୂତ୍ର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ନୂପୁର ॥ ୧୯ ॥

ଅନ୍ତର୍ଥଃ ।

ନନାନ୍ଦା ପତିଷ୍ଠା । ଦେବରଃ ପତିତାତା । ଦୁର୍ମଦାଭିଧଃ ଦୁର୍ମଦନାମା ॥ ୧୬ ॥
 ରାଧାୟା ଭୂଷଣଂ ବିବରାଣାତି । ଅରମାଦାଧ୍ୟଂ ତିଳକଂ ନାମାଭୂଷଣଂ ହରିନାମ-
 କୋହାରଃ । ରୋଚନ ନାମକ ଛାଡ଼କ୍ଷଃ ॥ ୧୭ ॥ ଛତ୍ରମିତି ସ୍ୟମନ୍ତକୋ ମଣି-
 ବିଶେଷଃ ॥ ୧୮ ॥ ପୁଷ୍ପେତି । ଅକ୍ଷି ପଲକା ଶଞ୍ଜୁଃ ମହାରାଃ ବାଞ୍ଚିଃ

মধুসূদন বাবক্ষে যয়োঃ সিঞ্চিত মাধুরী ।
 বাসো মেঘাস্বরং নাম কুরুবিন্দ নিভং সদা ॥২০॥
 আদ্যং সুপ্রিয় নভ্রাভং রক্তনভ্যং হরেঃ প্রিয়ং ।
 সুধাশো দর্পহরণো দর্পাণা ননি বান্ধবঃ ॥২১॥
 শলাকা নন্দদা হৈমী স্বস্তিকা নাম কঙ্কতিঃ ।
 কন্দর্প কুহরী নাম কটিকা পুষ্প ভূষিতা ॥২২॥

ভাষা ।

যাহাদের কপ মাধুরী মধুসূদনকেও মুগ্ধ করে । মাণিক্যবৎ
 অতি উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

যে আদ্যবস্ত্র মেঘাস্বর অর্থাৎ নীলাস্বরী অতি মনোহর ।
 দ্বিতীয় বস্ত্র রক্তবর্ণ তাহা হরির অতিপ্রিয় । সুধাশ নামে
 দর্পণ তাহা অন্যের দর্পহারী ॥ ২১ ॥

স্বর্ণনির্মিত অঞ্জন শলাকা হস্তে আছে এবং স্বস্তিক নাম
 কঙ্কন, কন্দর্প কুহরী নাম পুষ্পময় কটী ভূষণ ॥ ২২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কটীমুদ্রং ॥ ২০ ॥ মধুসূদনেতি । যয়ো রাধা পশ্যিন্যোঃ মাধুরী দেহ
 সৌন্দর্য্যং । কুরুবিন্দনিভং মাণিক্য বদুজ্জ্বলং । মেঘাস্বরং নাম বাসো
 বসনং ॥ ২১ ॥ আদ্যমিতি । আদ্যং বাসঃ অভ্রাভং মেঘসদৃশং নীলা-
 স্বরমিত্যর্থঃ । অভ্র্যং বসনং রক্তং । সুধাশোনাম দর্পণং ননি বান্ধবঃ
 ননিখচিতঃ ॥ ২১ ॥ শলাকেতি শলাকা তঞ্জন শলাকা হৈমী স্বর্ণময়ী ।
 কঙ্কতিঃ কঙ্কনং কটিকা কটীভূষণং ॥ ২২ ॥ স্বর্ণেতি স্বর্ণমুখী তড়িৎস্নোতি

স্বর্ণমুখী তড়িহলী কুণ্ডাখ্যাতা স্বনামতঃ ।
 নীপানদী তটে যস্য রহস্য কথন স্থলী ॥ ২৩ ॥
 মন্দারশ্য ধনুঃ স্ত্রীশ্চ রাগো হৃদয় মন্দগৌ ।
 ছানিক্যং দয়িতা নিত্যং বল্লভা রুদ্র ধন্বকী ॥ ২৪ ॥
 সখ্যঃ খ্যাতাঃ সদা ভদ্র চারুচন্দ্রাবলী মুখাঃ ।
 গন্ধর্বাস্ত কলাকণ্ঠী স্নকণ্ঠী পিক কণ্ঠিকা ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

স্বর্ণমুখী তড়িহলী নামে কদম্ব বন শোভিত নদী তটে রহস্য
 কথোপকথন স্থল ॥ ২৩ ॥

পারিজাত কুম্ভম ধনুঃ । এবং শরীর কান্তি ও অনুরাগ
 উভয়ই হৃদয় শোভন বল্লভা রুদ্র ধন্বকী নামে দুইটি প্রিয়
 সখী ॥ ২৪ ॥

অতঃপর চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণের বিবরণ বলিতেছি ;
 গন্ধর্বা, কলাকণ্ঠী, স্নকণ্ঠী, পিককণ্ঠিকা ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

স্বনামপ্রসিদ্ধা রহস্য কথনস্থলী কুণ্ডাখ্যাতা স্থলঃ । নীপানদীতটে কদম্ববন
 শোভিত নদীতীরে ॥ ২৩ ॥ মন্দারশ্যেতি । মন্দারঃ পারিজাতঃ ধনুঃ
 কাশ্মুকঃ । স্ত্রীঃ কান্তিঃ রাগোঃ অনুরাগঃ উভৌ হৃদয়মন্দগৌ মনোলোভ-
 নীয়ে ॥ ২৪ ॥ সখীগণঃ বিবৃণোতি । চন্দ্রাবলী মুখাঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃ-
 তয়ঃ । গন্ধর্বা কলাকণ্ঠীত্যাदि স্বনাম প্রসিদ্ধাঃ ॥ ২৫ ॥ কলাকণ্ঠীতি ।

কলাবতী রসোল্লাসা গুণবত্যা দয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 যা বিশাখা ক্লুতগীতি গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ ॥২৬॥
 বাদয়ন্ত্যদ্য শুষিরং তাললঙ্ঘন যনন্তুপি ।
 মাণিক্যা নন্দদা প্রেমবতী কুসুম পেষলাঃ ॥২৭॥
 দিবাকীর্তি তনুহ্যেত সুগন্ধা নলিনী ত্যুভে ।
 মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গ বত্যাখ্যে রজকস্য কিশোরিকে ॥২৮॥

ভাষা ।

কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণবতী, ইহারা রসকেলির সহ-
 কারিণী । বিশাখা নামে যে সখী সে স্নানসঙ্গীতদ্বারা কৃষ্ণের
 সুগ বর্ধন করে ॥ ২৬ ॥

নন্দদা, প্রেমবতী, মাণিক্যা ও কুসুম পেষলা প্রভৃতি সখীগণ
 গগনস্পর্শী বংশীবাদনে কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করে ॥ ২৭ ॥

দিবা ও কীর্ত্তি দুই সখী সুগন্ধা নলিনী দুই সখী এবং মঞ্জিষ্ঠা
 রঙ্গবতী দুই সখী ইহা সমান বয়স্কা ও পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সহ-
 চরীর কার্য্য করে ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

রসোল্লাসা রসবতী । বিশাখাদিভির্গানেন ক্লুতগীতিপ্রীত ইত্যর্থঃ ।
 ॥ ২৬ ॥ বাদেতি । শুষিরং বংশীবাদ্যং বাদয়ন্তী বাদন তৎপরা ।
 তাললঙ্ঘনং অতুল্যনাদং । মাণিক্যেত্যাদি পুনামখ্যাভাঃ সখী বিশে-
 ষাঃ ॥ ২৭ ॥ দ্বিবেতি । দিবাকীর্ত্তিতিদ্বয়ং সুগন্ধা নলিনীতিদ্বয়ং মঞ্জিষ্ঠা
 রঙ্গবতীতিদ্বয়ং পৃথক্ পৃথক্ সখীভূতং ॥ ২৮ ॥ পালীতি । পালিঙ্কী

পালিন্ধি সম সৈরিন্ধী বৃন্দা কন্দলতাদয়ঃ ।
 ধনিষ্ঠা গুণ বত্যা দ্যা ধনুবেশ্বর গেহগাঃ ॥২৯॥
 কামদা নামধা প্রেয়ী সখী ভাব বিশেষ ভাক্ ।
 লবঙ্গমঞ্জরী রাগনঞ্জরী গুণনঞ্জরী ॥ ৩০ ॥
 শুভানু মত্যানুপমা সুপ্রিয়া রতিনঞ্জরী ।
 রাগলেখা কলাকেলী ভুরিদাদ্যাশ্চ নায়িকাঃ ॥৩১॥
 নান্দীমুখী বিন্দুমুখী আদ্যাঃ সন্ধি বিধায়কাঃ ।
 সুহৃৎপদ্ম তয়াখ্যাতাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥৩২॥

ভাষা ।

পালিন্ধী, সৈরিন্ধী, বৃন্দা, কন্দলতা ধনিষ্ঠা গুণবতী ॥ ২৯ ॥
 কামদা লবঙ্গমঞ্জরী রাগনঞ্জরী ও গুণমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণ
 সবিশেষ অনুরাগ ভাজন ॥ ৩০ ॥

শুভা, অনুমতী, অনুপমা, সুপ্রিয়া, রতিনঞ্জরী, রাগলেখা,
 কলাকেলী ও ভুরিদাদ্যা প্রভৃতি নায়িকা ॥ ৩১ ॥

নান্দীমুখী বিন্দুমতী শ্যামা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ অতি
 প্রিয়তর ও মেলনকারিণী ॥ ৩২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সৈরিন্ধী অভূতয়ঃ সখ্যঃ স্বনামধাতাঃ সখীবিশেষাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥
 নান্দীতি । নান্দীমুখী বিন্দুমতী আদ্যাঃ সন্ধিবিধায়িকাঃ মেলন সম্পা-
 দিকাঃ ॥ ৩২ ॥ প্রতীতি । প্রতিপক্ষতয়া পরস্পর বৈরভাবেন । উক্তে

প্রতিপক্ষ তয়া শ্রেষ্ঠা রাধা চন্দ্রাবলী ত্যুভে ।
 সমূহাস্তুষয়োঃ সন্তিকোটি সংখ্যা নৃগী দৃশাং ॥
 ১১ ৩৩ ১১
 তয়ো রপ্যতয়ো স্মধ্যে সর্বনাধুষ্যতো হধিকা ।
 শ্রীরাধা ত্রিপুরা দূতী পুরাণ পুরুষপ্রিয়া ॥ ৩৪ ॥
 অসমান গুণোদয়্যা ধূর্যো গোপেন্দ্র নন্দনঃ ।
 যস্যাঃ প্রাণ পরাধ্বানাং পরাধ্বাদতি বল্লভঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাবা ।

পরস্পর বৈরভাব হেতুক রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখী
 প্রধানা ; এবং তাহাদের কোটি সংখ্য নারী সহচরী ছিল ॥ ৩৩ ॥

রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখীর মধ্যে পুরাণ পুরুষ প্রিয়া
 ত্রিপুরা দূতী রাধা সৌন্দর্য্যাতিশয় হেতু শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥

রাধিকা অসামান্য গুণগ্রামের একাধার, গোপেন্দ্রনন্দন
 শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধিনায়ক । এবং তাহার অসংখ্য সখীগণ প্রাণা-
 পেক্ষাও ভল্লভা ছিল ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

রাধা চন্দ্রাবলীসংযুগঃ । যয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোঃ, নৃগীদৃশাং যুবতীনামি-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ভয়োরিতি । তয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোর্মধ্যে সর্বনাধু-
 র্য্যতঃ নিখিল সৌন্দর্য্যং । শ্রীরাধা অধিকা শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥ অসমানেতি ।
 অসাধারণ গুণগ্রামবতী । ধূর্য্যঃ অধিনায়কঃ । গোপেন্দ্রনন্দনঃ । শ্রীনন্দ-

শ্রেষ্ঠা সা মাতৃকাদিত্য স্তত্র গোপেন্দ্র গেহিনী ।
 বৃষভানুঃ পিতা যস্যাবৃষভানু বিধো মহান্ ॥ ৩৬ ॥
 রত্নগর্ভা ক্ষিতো খ্যাতা জননী কীর্তিদা ক্ষয়া ।
 উপাস্যো জগতাং চক্ষু ভগবান্ পদ্মবান্ধবঃ ৩৭ ॥
 জপ্যঃ স্বাভীষ্ট সংসর্গে কাত্যায়ন্যা মহামনুঃ ।
 পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

নন্দ গোপগেহিনী যশোদা পঞ্চাশ মাতৃকাগণ হইতে
 শ্রেষ্ঠা । রাধিকার পিতা বৃষভানু ॥ ৩৬ ॥

রত্নগর্ভা কীর্তিদাদেবী তাহার মাতা তিনি জগচ্চক্ষু ভগবান
 পদ্ম বান্ধব সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

এবং স্বাভীলাষের প্রত্যাশায় সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী ভগ-
 বতী কাত্যায়নীর মহামন্ত্র জপ করিতেন ॥ ৩৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শ্রুতঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রেষ্ঠেতি । মাতৃকাদিত্যঃ । পঞ্চাশ মাতৃকাস্ত্যঃ ।
 গোপেন্দ্র গেহিনী যশোদা । যস্য রাধায়াঃ পিতা বৃষভানুঃ ॥ ৩৬ ॥
 স্তত্রেতি । কীর্তিদা কীর্তিদা নামী বৃষভানু গেহিনী । জগতাং চক্ষুঃ
 সূর্য্যঃ উপাস্যঃ আরাধ্যঃ ॥ ৩৭ ॥ জপ্যেতি । স্বাভীষ্ট সংসর্গে স্বাভি-
 লষিত সিদ্ধি বিষয়ে মহামনুঃ মহামন্ত্রঃ জপ্যশ্চিত্তনীয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ পিতেতি ।

পিতামহো মহীভানু বিন্দু মাতামহোমতঃ ।
 মাতামহী পিতামহ্যৌ সুখদা মোক্ষদা ভিধে ৩৯
 রত্নভানুঃ স্বভানুশ্চ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ ।
 ভদ্রকীর্তিঃ মহাকীর্তিঃ কীর্তি চন্দ্রশ্চ মাতুলঃ ৪০
 স্বসঃ কীর্তিমতী মাতু ভানুমুদ্রা পিতৃষসঃ ।
 পিতৃষস্পতিঃ কাশ্যো মাতৃষস্পতিঃ কুশঃ ৪১

ভাষা ।

তাহার পিতামহ মহীভানু ; মাতামহ বিন্দু, সুখদা পিতা
 মহী মোক্ষদা মাতামহী ॥ ৩৯ ॥

ভানু, রত্নভানু ও স্বভানু ইহারা পিতৃব্য । ভদ্রকীর্তি মহা-
 কীর্তি ও চন্দ্রকীর্তি এই সকল মাতুল ॥ ৪০ ॥

কীর্তিমতী মাতৃষসঃ অর্থাৎ মাসী ; ভানুমুদ্রা পিতৃষসঃ
 অর্থাৎ পিশী । কাশ্য পিতৃষস্পতি এবং কুশ মাতৃষস্পতি ॥ ৪১ ॥

অন্যার্থঃ ।

পিতামহঃ পিতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুঃ পিতা সুখদা পিতৃমাতা মোক্ষদা
 মাতৃমাতা ॥ ৩৯ ॥ বক্তেতি । রত্নভানুভাদয়ঃ পিতৃব্যঃ ভদ্রকীর্তি প্রভৃ-
 তয়ে মাতুলঃ ॥ ৪০ ॥ মাতৃষসঃ মাতৃভগিনী মাসীতি ভাষা । পিতৃষ-
 সঃ পিতৃভগিনী পিশীতি লৌকিকঃ ॥ ১ ॥ মাতুলী মাতুল ভাষ্যে

মাতুলী মেনকামেনা ষষ্ঠী ধাত্রীতু ধাতকী ।
 শ্রীদামা পূর্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠা নঙ্গমঞ্জরী ॥৪২॥
 পরম প্রেষ্ঠ সখ্যস্ত ললিতা চ বিশাখিকা ।
 বিচিত্রা চম্পক লতা রঙ্গদেবী স্নদেবিকা ॥৪৩॥
 তুঙ্গ বেদ্যাঙ্গ লেখাচ ইত্যর্ঘ্যোচ গণামতাঃ ।
 প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী মণ্ডলী মানকুণ্ডলা ॥৪৪॥
 মালতী চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা ।
 মঞ্জু মেয়া শশিকলা স্নমধ্যা মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

ভাবা ।

মেনকা ও মেনা মাতুলানী, ষষ্ঠী ও ধাত্রী এই দুই উপমাতা ।
 শ্রীদাম পূর্বজভ্রাতা কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৪২ ॥
 ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, স্নদেবী ॥৪৩॥
 তুঙ্গবেদ্যা অঙ্গলেখা এই অষ্ট সখী রাধিকার পরম প্রেমা-
 স্পদ । কুরঙ্গাক্ষী, মণ্ডলী ও মানকুণ্ডলা প্রভৃতি রাধিকার প্রিয়-
 সখী ॥ ৪৪ ॥
 মালতী, চন্দ্রলতিকা, মাধবী মদনা, অলসা, মঞ্জু মেয়া, শশি-
 কলা, মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

মামো বস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ । ধাত্রী উপমাতা ॥ ৪২ ॥ পরম প্রেষ্ঠ সখ্যঃ
 পরম প্রেমাস্পদী ভূতাঃ সহচর্য্যঃ । কাঙ্ক্ষা ইত্যাহ ললিতৈত্যাदि ॥ ৪৩ ॥

কমলা কামলতিকা কান্তচূড়া বরাজনা ।
 মধুরী চন্দ্রিকা প্রেম মঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ৪৬ ॥
 কন্দর্প সুন্দরী মঞ্জুবেশী চাদ্যাস্ত কোটিশঃ ।
 রক্তাজীবিত সাখ্যাতা কলিকা কেলিসুন্দরী ১৪৭।
 কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়স্বদা ।
 মদোন্মাদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিনী ॥ ৪৮ ॥
 রত্নবেণী মালবতী কপূর তিলকাদয়ঃ ।
 এতা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ প্রায়ঃ সাক্ষ্য মাগতাঃ ৪৯

ভাষা ।

কমলা, কামলতিকা, কান্তচূড়া, বরাজনা মধুরী, চন্দ্রিকা
 প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ৪৬ ॥

কন্দর্পসুন্দরী ও মঞ্জুবেশী প্রভৃতি কোটি কোটি সখী ও
 কলিকা, কেলিসুন্দরী ॥ ৪৭ ॥

কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়স্বদা, মদোন্মাদা, মধু-
 মতী, বাসন্তী, কলভাষিনী ॥ ৪৮ ॥

রত্নবেণী, মালবতী, ও কপূরতিলকাপ্রভৃতি সখীগণ বৃন্দা-
 বনেশ্বরী রাধিকার অংশরূপা ॥ ৪৯ ॥

অস্বার্থঃ ।

॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ কন্দর্পেতি । এতাঃ সখ্যাঃ বৃন্দাবনেশ্বর্যা
 রাধায়াঃ সাক্ষ্য মাগতাঃ স্বল্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ মদোন্মাদা

নিত্য সখ্যস্ত কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী ।

সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মুদিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

কানানাদি গতা স্তস্য বিহারার্থং কলাইব ।

অথ তস্যাঃ প্রকীৰ্ত্তন্তে প্রেয়স্যাঃ পরমাস্তুতাঃ ॥

॥ ৫১ ॥

বনাদিত্যোপ্যরু প্রেম সৌন্দর্য্য ভবভূষিতাঃ ।

চন্দ্রাবলীচ পদ্মাচ শ্যামা সৈকাচ ভদ্রিকা ॥ ৫২ ॥

তারা চিত্রাচ গন্ধর্বা পালিকা চন্দ্রমালিকা ।

মঙ্গলা বিমলা নীলা ভবনাক্ষী মনোরমা ॥ ৫৩ ॥

ভাষা ।

কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা, চন্দনবতী, কৌমুদী
ও মুদিতা এই সকল রাধিকার নিত্য সখী ॥ ৫০ ॥

অনন্তর যে যে সখী বনবিহারার্থ সঙ্গিনী হইত তাহাদের
বিবরণ করা যাইতেছে ॥ ৫১ ॥

তাহারা সকলেই পরমা সুন্দরী, নানাভরণ ভূষিত ও রাধি-
কার প্রেমাশক্তা । যথা ; চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্যামা, সৌকা,
ভদ্রিকা ॥ ৫২ ॥

তারা, চিত্রা, গন্ধর্বা, পালিকা, চন্দ্রমালিকা, মঙ্গলা, বিমলা,
নীলা, ভবনাক্ষী, মনোরমা ॥ ৫৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

প্রকৃত্যস্ত নিত্য সখ্যঃ ॥ ৫০ ॥ অথ বনবিহারার্থং যাঃ সখ্যঃ কলাইব
তাঃ কথ্যন্তে ॥ ৫১ ॥ আসাং উক্তাসাং সখীনাং শতশো বৃথানি

কল্পলতা তথা মঞ্জুভাষিণী মঞ্জুমেখলা ।
 কুমুদা কৈরবী পারী সারদাক্ষী বিসারদা ॥৫৪॥
 শঙ্করী কুমুমা কৃষ্ণা সারাদী প্রবিনাশিনী ।
 তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥
 হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতিচ ।
 আসাং যুথানি শতশঃ খ্যাতান্যন্যানি সুব্রুবাং ।
 ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ সংখ্যাস্তু কথিতা যুথে যুথে বরাজনাঃ ।
 মুখ্যাস্তু তেষু যুথেষু কান্তাঃ সর্ব গুণোত্তমাঃ ॥৫৭
 ভাষা ।

কল্পলতা, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুমেখলা, কুমুদা, কৌরবী, পারী,
 সারদাক্ষী, বিসারদা ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করী, কুমুমা, কৃষ্ণা, সারাদী, প্রবিনাশিনী, তারাবলী,
 গুণবতী, সুমুখী, কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥

হারাবলী, চকোরাক্ষী, ভারতীও, কামিনী, ইত্যাদি শত
 শত সখীগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য রমণী রাধিকার প্রিয়সখী
 ছিল ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ সংখ্যক বরাজনা রাধিকার প্রিয় সহচরী ছিল তন্মধ্যে
 নিম্নলিখিত সখীগণ প্রধান ॥ ৫৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

খ্যাতানীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষ সংখ্য বরাজনাঃ কথিতাঃ ।
 তেষু সখী যুথেষু মধ্যে চন্দ্রাবল্যাদ্যা মুখ্যাঃ প্রধানাঃ । তাসাং জনম
 মধুদাস এব ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ পুণ্যানঙ্কত্র যুক্তে নবম্যাং শুক্লপক্ষে অয়ং
 অষ্টমিরূপা পঞ্জিনী জাতা । মহেশানি শুচিন্মিতে ইতি দ্বয়ং পার্শ্বতী

রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ ।
 জন্মনাম্নাথ সাখ্যাতা মধুমাংসে বিশেষতঃ ॥৫৮॥
 পুষ্যর্ক্ষেচ নবম্যাং বৈ শুক্লপক্ষে শুচিস্মিতে ।
 জাতা রাধা মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী ॥৫৯॥
 তাস্মুরেমে মহেশানি স্বয়ং ক্লৃষ্ণঃ শুচিস্মিতে ।
 রমণং বাসুদেবস্য মন্ত্ৰ সিদ্ধেস্তু কারণং ॥৬০॥

দেবুবাচ ।

ভো দেবতাপসাং শ্রেষ্ঠ বিস্তারা হৃদ ঈশ্বর ।
 কথং সা পদ্মিনী রাধা সদা পদ্মবনে স্থিতা ॥
 পিতরং মাতরং ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং সমর্জসা ৬১
 ভাষা ।

যথা ; রাধা, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামলা ও পালিকা । ইহা-
 দেব সকলেই মধুমাংসে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল ॥ ৫৮ ॥

স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী রাধাকপে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে জন্ম-
 গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হে সুন্দরি ! কৃষ্ণ স্বয়ং ঐ সকল স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া-
 করিয়াছেন । কিন্তু কেবল মন্ত্ৰসিদ্ধিই ক্রীড়া কারণ ॥ ৬০ ॥

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! তুমি
 আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন কর যে, কি কারণে সেই পদ্মিনী
 সদা পদ্মবনে অবস্থিতি করিয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ
 করিয়া আত্মতুল্যা রাধাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬১ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

সম্বোধনং ॥ ৫৭ ॥ তাস্মৈ সখীষু ক্লৃষ্ণঃ স্বয়ং রেমে । তত্ররমণং মন্ত্ৰসিদ্ধি
 কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ দেবুবাচেতি । দেবতাপসাং
 সুরতপস্বিনাং । পদ্মিনী কথং পিতরং মাতরঞ্চ ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং

পদ্ম মাশ্রিত্য দেবেশ বৃন্দাবন বিলাসিনী ।
 সদাধ্যাস্তে মহেশানি এতদ্ব্যুৎ বদপ্রভো ॥৬২
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 অষ্টমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

বৃন্দাবন বিলাসিনী পদ্মিনী পদ্মবন আশ্রয় করিয়া সদা
 বাস করিতেন এই গুহ্য কথা আমার নিকট বল ॥ ৬২ ॥

ইতি অষ্টম পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

সমসংক্ষেপার্থঃ ॥ ৬১ ॥ হে দেবেশ সা পদ্মিনী বৃন্দাবন বিলাসিনী মতী
 কথং সদা অধ্যাস্তে এতদ্ব্যুৎ বদেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি জীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন
 অষ্টমঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

যা রাধা মৃগশাবাক্ষি পদ্মিনী বিষ্ণু বল্লভা ।
 মহামায়া জগদ্ধাত্রী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ॥ ১ ॥
 তনয়া দূতী মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 কৃষ্ণস্য দৃঢ়ভক্তাত্ত পদ্মিনী তস্য বল্লভা ॥ ২ ॥
 বৃকভানো স্নহেশানি দৃঢ়ভক্তিঃ শুচিস্মিতে ।
 দুহিতৃৎ গতা দেবী পদ্মিনী গন্ধমালিনী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, যে রাধা সেই বিষ্ণু বল্লভা পদ্মিনী ।
 ত্রিপুরাদেবী মহামায়া জগৎকর্ত্রী ও পরমেশ্বরী ॥ ১ ॥

হে মহেশানি ! পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী ত্রিপুরাদেবীর দূতী
 বাসুদেবে নিতান্ত অনুরক্তা ॥ ২ ॥

হে পার্শ্বতি ! বৃকভানু অতি মহাত্মা ও কৃষ্ণভক্ত পদ্মিনী
 স্বয়ং যাহার দুহিতৃৎ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । যা রাধা সা এব পদ্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়েতি ভাষঃ ॥ ১ ॥
 তস্য ইতি । যা পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবী তস্য দূতী পদ্মিনী কৃষ্ণস্যতি
 ভক্তা ॥ ২ ॥ বৃকেতি পদ্মিনী যস্য দুহিতৃৎ গতা স বৃকভানু রতিভক্ত

কুত্বাতু স্তনপানং হি রাধামন্যাং সমর্জসা ।
 পদ্মষণ্ডং সমাশ্রিত্য যমুনা জলমধ্যতঃ ॥ ৪ ॥
 মহাকাল্যা মহামন্ত্রং প্রজপে মির্জনেবনে ।
 অন্যা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা ॥ ৫ ॥
 পূর্বোক্তং যদগুণং দেবি পদ্মিনী কমলেক্ষণে ।
 তৎসর্বং পদ্মিনী সৃষ্টং নান্যয়া পরমেশ্বরী । ৬ ॥

ভাষা ।

রাধার স্তন পানের সময় অতীত হইলে পদ্মিনী পরিত্যাগ করিয়া যমুনা জলমধ্যে পদ্মন আশ্রয় করিলেন ॥ ৪ ॥

এবং নির্জনে কাননে প্রবেশ করিয়া মহাকালীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন অন্যা পদ্মা বৃকভানু গৃহেই রহিলেন ॥ ৫ ॥

পূর্ব পূর্বে যে যে গুণ কীর্তন করা হইয়াছে তাহা সকলই পদ্মিনী গুণ অন্যের নহেন ৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কুত্বতি । পদ্মষণ্ডং পদ্মবনং ॥ ৪ ॥ মহতি নির্জনে
 বনে মহাকাল্যা মন্ত্রং জপেনিত্যর্থঃ । অন্যা রাধা চন্দ্রাবলী রূপেণ বৃক-
 ভানু গৃহে স্থিতেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ পূর্বেতি । পূর্বোক্তং যদগুণং তৎ
 পদ্মিনী সৃষ্টং পদ্মিন্যা সৃজ্যতে নান্যেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাধিকেনি চজ

রাধিকা ত্রিবিধা প্রোক্তা চন্দ্রাতু পদ্মিনী তথা ।
 ন পশ্যেৎ পরমেশানি চন্দ্র সূর্য্যং শুচিস্মিতে ।
 মানবানাং মহেশানি বরাকাণাং হি কথ্যমাণা ।
 আত্মনোপহবং কৃত্বা পদ্মিনী পদ্মমাশ্রিতা ।
 ত্রিপুরায় মহেশানি পদ্মিনী অনুচারিণী ॥ ৮ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 নবম পটলঃ ।

ভাষা ।

এক রাধিকা ত্রিবিধাকারে আবির্ভূত হইলেন । রাধা
 পদ্মিনী তেজোময়ী । রাধা স্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়া, পদ্মিনী চন্দ্রাবলী
 রূপে রহিলেন । তেজোময়ী জিনি তাঁহাকে চন্দ্রসূর্য্যও
 দেখিতে পান না ॥ ৭ ॥

ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাঁহার রূপ দেখে । তিনি
 আত্মগোপন করিয়া পদ্মবন আশ্রয় পূর্ব্বক ত্রিপুরা দেবীর
 সহচারিণী হইলেন ॥ ৮ ॥

ইতি নবম পটলঃ ।

অস্তুার্থঃ ।

সূর্য্যং ন পশ্যেৎ অতি গোপনীয়ত্বাৎ ॥ ৭ ॥ মানবেতি । বরা-
 কাণাং ক্ষুদ্রানাং । মানবাঃ কদাপি নতাং পশন্তীতিভাৱঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীচক্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

নবম পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃপরং মহেশানি চরিতং পরমাদ্ভুতং ।
উত্তমং বাসুদেবস্য নরলোক রসায়নং ॥ ১ ॥
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারণ ।
যৎশ্রদ্ধা পরমেশানি শ্রব্যমন্যং নরোচ্যতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

ভারাবতারণং দেবি ছলং ক্লৃপা শুচিস্মিতে ।
ষারিরাসীম্মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ৩ ॥
ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে মহেশানি ! আমি অতঃপর
পরমাত্মার্য্য বাসুদেব চরিত বলিতেছি যাহাতে নরলোকের মঙ্গল
সিদ্ধি হয় ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর ! আমি বলিতেছি তুমি সাবধানে শ্রবণ
কর । যে কথা শুনিলে অন্য কথাতে কুচি হয়না ॥ ২ ॥

পুনর্বার মহাদেব বলিতেছেন হে দেবি ! ভূভার হরণচ্ছলে
রাধা মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবিভূতা হইলেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । অতঃপরং বাসুদেবস্য অদ্ভুতং চরিতং নিগদা-
মীতি পরেণাশ্রয়ঃ । নরলোক রসায়নং মানব হিতকরং ॥ ১ ॥ নিগদা-
মীতি । নিগদামি কথয়ামি । সাবধানাবধারণ । সাবধান মাকর্ষয়ে-
ত্যর্থঃ । যৎশ্রদ্ধা বাসুদেব চরিতং শ্রদ্ধা অন্যঃশ্রাব্যং নরোচ্যতে অন্যস্মিন
শ্রাব্যে ন কুচিভবতীতিভাষঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । ভূভার হরণার্থং
মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবিরাসীং আবিভূতা ভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ মথুরেতি ।

মথুরা পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী ।
 কেশপীঠং বরারাহে মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৪ ॥
 চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধা পদ্মদলেক্ষণা ।
 যত্রাস্তে সততং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৫ ॥
 অত্যন্ত মধুরং শান্তং সুস্বাদুং সুমনোহরং ।
 আবিরাসীমহেশানি রাধা চন্দ্রাবলী প্রিয়ে । ৬
 যুথে যুথেবরা রোহে মথুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 অন্যত্র বিরলাদেবী মথুরায়াং গৃহে গৃহে ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! যেই মথুরা ব্রজমণ্ডলে মহামায়া আবিভূতা
 হইয়াছেন ; সেই মথুরা ব্রজমণ্ডল কেশ পীঠ ৪ ॥

হে দেবি ! যেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী সতত বিরাজমান
 আছেন ॥ ৫ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডল অত্যন্ত মধুর, শান্ত, সুস্বাদু ও সুমনোহর ;
 যেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী আবিভূত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে যুথে যুথে রাধিকা বিদ্যমান আছে ;
 অন্যত্র অতি বিরল । কিন্তু মথুরাতে প্রতি গৃহে রাধিকা
 আছেন ॥ ৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কেশপীঠং যত্র জগদ্ব্যপারঃ কেশাঃ পতিতাঃ স্তত্র যৎস্থানং সুস্বাদুং মনোহ-
 রমিতি ॥ ৪ ॥ চন্দ্রাবলী । যত্র চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধাচাস্তে তদেব
 মথুরা ব্রজমণ্ডলমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ অত্যন্তেতি । স্বাদুং সুশীতলং আবি-
 রাসীং আবিভূতা ॥ ৬ ॥ যুথেইতি । মথুরা ব্রজমণ্ডলে প্রতি গৃহ-
 মেব রাধা বিরাজমানা অন্যত্র সা বিরলাদুপাস্তা ॥ ৭ ॥ সংক্ষেপেতি ।

সর্বশক্তিময়ে পীঠে মথুরায়াং শুচিস্মিতে ।
 যত্রাস্তে পরমেশানি সাক্ষাৎ কাত্যায়নীপরা । ৮
 কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 বসন্তাদ্যা মহেশানি ঋতবশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৯ ॥
 নানাগন্ধ স্রুগন্ধেন মোদিতা মথুরা সদা ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ১০ ॥
 যত্রাস্তে সা মহামায়া যশোদা গর্ভপঙ্করে ।
 এতদ্বাহন্য বৃত্তান্তং ভারতেষু প্রণীযতে ॥ ১১ ॥
 ভাষা ।

মথুরা ব্রজমণ্ডল সর্বশক্তিময় পীঠস্থান, যেখানে স্বয়ং
 কাত্যায়নী বাস করেন ॥ ৮ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে কিছুই অসাধ্য নাই। হে মহেশানি !
 এখানে সর্বদা ছয় ঋতু বর্তমান থাকে ॥ ৯ ॥

মথুরা স্থান সর্বদা নানা সৌগন্ধ পরিপূর্ণ এবং এখানে
 কিছুই অসাধ্য নাই ॥ ১০ ॥

হে মহেশ্বর ! যেখানে সেই মহামায়া যশোদা গর্ভ মধ্যে
 অবস্থান করিতেন । এই সকল বাহ্য বৃত্তান্ত ভারতে সর্বিশেষ
 বর্ণিত আছে ॥ ১১ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

মথুরা পীঠে সর্বশক্তি ময়মিতি ॥ ৮ ॥ কিমিতি মথুরা ব্রজমণ্ডলে
 ন কিমপ্যসাধ্যং সর্বমৈব সাধ্যমিত্যর্থঃ । বসন্তাদ্যা ঋতবঃ সदैব
 গৃহে গৃহে বিরাজন্তে ॥ ৯ ॥ নানেনতি । মথুরা সदैব নানা স্রুতি
 পূর্ণেনি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ যত্রেনিতি । যশোদা গর্ভপঙ্করে যশোদায়া

ব্যাসোক্ত মেতৎ সর্বংহি ব্যাসো মম তনুঃ সদা ।
 মম দেহধরো ব্যাসঃ সততং পরমেশ্বরী ॥ ১২ ॥
 ভাদ্রে মাস্যসিতেপক্ষে অষ্টম্যাংবরবর্ণি নি ।
 নিশ্যর্কে রোহিণীযুক্তে হরিরাবিরভূৎপ্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
 যথা বিষ্ণু স্তথা মায়া আবিভূতা বরাননে ।
 মহামায়াতু যা দেবী কৃষ্ণবক্ষে নিবাসিনী ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

সমস্ত ভারত বেদব্যাস প্রণীত ; ব্যাসদেব আমার অংশ ॥ ১২ ॥
 হে সুন্দরি ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্ধরাত্রি সময়ে
 হরি আবিভূত হইলেন ॥ ১৩ ॥
 যেমন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন তেমন মহামায়াও আবিভূত
 হইলেন ॥ ১৪ ॥

..

অন্ত্যার্থঃ ।

গর্তাস্তরে । ভারতেশু মহাভারতাদৌ প্রণীয়তে কীর্ত্যতে ॥ ১১ ॥
 ব্যাসেতি যন্মহাভারতং ব্যাসেন কথিতং স ব্যাসঃ মমাংশভূতঃ ॥ ১২ ॥
 ভাদ্রইতি । ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যা নিশ্যর্কে হরির্জাতঃ ॥ ১৩ ॥ যথা হরির্জাত
 স্তথা মহামায়াপি জাতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হরি

ঈশ্বর উবাচ ।

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ বরে বর হিতপ্রিয়ে ।
 শরীরংহি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥
 নিবৃত্য বিগ্রহং নায়াং হরি জ্যোতির্ময়ঃ সদা ॥ ১৫ ॥
 প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং চতুর্ভাষ সমন্বিতং ।
 শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং মকরাকৃতি সুন্দরং ।
 শ্রীবৎস কৌস্তভোদীপ্তং হৃদয়ং বজ্রসম্নিভং ।
 পীতাম্বর ধুরং দেবং দলিতাঞ্জন চিকণং ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

মহাদেব পুনর্বার বলিতেছেন, হে প্রিয়ে পার্শ্বতি ! বিষ্ণু ত্রিগুণাতীত তাঁহার শরীর প্রকৃতি রূপিণী । বাসুদেব জ্যোতির্ময় শরীর পরিত্যাগ করিয়া মায়াময় শরীর ধারণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

বাসুদেবের কিবা মনোহর মূর্তি ; বিকশিত শ্বেত কমলের ন্যায় নয়নদ্বয়, কর্ণে মকরাকৃতি অতি মনোহর কুণ্ডল । চারিহস্ত, শ্রীবৎস চিক্লিত অতি বিস্মৃত বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি দীপ্তি পাইতেছে ; পীতাম্বর পরিধান, দলিতঅঞ্জনের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ॥ ১৬ ॥

অন্যার্থঃ ।

নিগুণ ত্রিগুণাতীতঃ নিবৃত্য ত্যক্ত্বা বিগ্রহং শরীরং ॥ ১৫ ॥ প্রফুল্ল-
 লেতি । প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং বিকশিত শ্বেতারবিন্দ নয়নং । মকরাকৃতি
 কুণ্ডলং মকর সদৃশ কর্ণভূষণং । শ্রীবৎসং চিক্রবিশেষঃ কৌস্তভোমণি
 বিশেষঃ তাত্ত্ব্য মুচ্ছল হৃদয়ং । চিকণং উদীপ্তং ॥ ১৬ ॥ সাদেতি ।

সারদেন্দু প্রসম্মাস্য শঙ্খচক্রাদি ধারিণং ।
 মালয়া শোভিতং দেবং চতুর্ভাষ ধরং সদা ॥ ১৭ ॥
 কিক্কিনীং কটি মধ্যোত্তু ধারয়ন্তং মনোহরং ।
 কেয়ুরাঙ্গদবলয়ৈ রতীব সুন্দরং প্রিয়ে ।
 ত্রিপুরয়া মহেশানি দত্তমালা মনোহরং ॥ ১৮ ॥
 এবং মায়্য বিগ্রহঞ্চ ধৃত্বা ক্লৃষ্ণঃ পরাংপরঃ ।
 বসুদেবগৃহে দেবি দেবকী গর্ভ সম্ভবঃ ।
 আবিরাসী মহেশানি ক্লৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন বদন ভুজ চতুষ্ঠয়ে
 শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজমান আছে । বনমালা শোভিত
 কলেবর ॥ ১৭ ॥

কটিদেশে কিক্কিনীযুক্ত মনোহর কাঞ্চীগুণ, হস্ত চতুষ্ঠয়
 কেয়ুর বলরাদি ভূষিত ; ত্রিপুরাদেবীর প্রদত্ত মাতৃকা মালা
 ধারণ করাতে অতি রমণীয় ॥ ১৮ ॥

পরাংপর কৃষ্ণ উক্ত রূপ মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া বসু-
 দেব গৃহে দেবকী গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥

অস্বার্থঃ ।

শরৎ পূর্ণ চন্দ্রবৎ প্রসন্নবদনং । মালয়া বন কুসুম স্রজা ॥ ১৭ ॥ কিক্কিনী-
 মিত্তি কিক্কিনীং ক্ষুদ্রাং কটিকাং কটিনধ্যে ধারয়ন্তং । ত্রিপুরা প্রদত্ত
 মাতৃকা মালা ধারণেনাতি সুন্দরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ এবমিতি এবং উক্ত
 রূপেণ মায়্য বিগ্রহং মায়াময় শরীরং ধৃত্বা পরাংপরঃ পদ্মলোচনঃ কৃষ্ণঃ
 বসুদেব গৃহে আবিরাসীং আবির্ভূতো ভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ এবমিতি

এবং শব্দ ময়োভূত্বা কৃষ্ণস্তু পরমো হব্যয়ঃ ।
 তএব মহেশানি শব্দ ব্রহ্ম হরিঃ সদা ॥ ২০ ॥
 কার্য্যকারণয়ো ন্মধ্যে মহামায়ান্বিতঃ সদা ।
 নকার্য্য কারণঞ্চাত্র ঈশ্বরঃ কমলেক্ষণঃ ॥ ২১ ॥
 কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব মহামায়া জগন্ময়ী ।
 মায়া বিগ্রহ নাশ্রিত্য হরি রাবিরভূৎ স্বয়ং ॥ ২২ ॥
 ইদনাশ্চর্য্য রূপংহি দৃষ্ট্বা বিস্ময় মাগতঃ ।
 পিতা মাতা মহেশানি আশ্চর্য্যং বিস্ময়ং গতাঃ
 ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

* এবং শব্দ রূপী সনাতন বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিয়া
 হরি শব্দ ব্রহ্ম বাচ্য হইল ॥ ২০ ॥

কার্য্য ও কারণ ও এই উভয়ের মধ্যে মহামায়ান্বিত হরিকেই
 কার্য্য কারণ বলা যায় । কিন্তু কেবল পদ্য লোচন কৃষ্ণ কার্য্যও
 কারণ নয় । হরি মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং আবি-
 ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই এই রূপ অদ্ভুত রূপ দর্শনে
 বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

শব্দময়ঃ শব্দরূপী । অব্যয়ো নিত্যঃ । অতএব কৃষ্ণঃ কার্য্য কারণ রূপং
 জগদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কার্য্যোতি । কার্য্য কারণয়ো ন্মধ্যে নৈকমপি
 কৃষ্ণঃ অপিতু দ্বয় মেব মহামায়েতি । তস্য বিগ্রহ এব মায়াময় ইত্যর্থঃ ॥ ২১
 ॥ ২২ ॥ ইদমিতি ইদমুক্ত রূপং বিস্ময় মাগতো বিস্মিতোভূদिति ॥ ২৩ ॥

বসুদেব উবাচ ।

নমস্তৃত্যং ভগবতে ক্লৃণায় বৈকুণ্ঠ মেধসে ।
 এতদ্ভূপং মহাবাহো সংহরাশু মহাবিভো ॥২৪॥
 এতচ্ছত্রা বচস্তস্য বসুদেবস্য পার্শ্বতি ।
 বিধৃত্য প্রাকৃতং রূপং নরলোক বিড়ম্বনং ॥২৫॥
 প্রাকৃতংহি মহেশানি বিগ্রহং যচ্চ সুন্দরি ।
 তদেব প্রাকৃতং মায়াং ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনীং পরাং ।

॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

বসুদেব উক্ত প্রকার অদ্ভুত রূপ ধারী কুমার দেখিয়া ঈশ্বর
 বোধে স্তব করিতেছেন । হে ভগবন ! বৈকুণ্ঠ পাতি কৃষ্ণ
 তোমাকে নমস্কার করি; হে বিভো ! তুমি এই রূপ হরণকর ॥২৪॥

ভগবান বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় রূপ অ-
 হরণ পূর্বক লোক বিড়ম্বনার্থ প্রাকৃত রূপ ধারণ করিলেন ॥২৫॥

হে সুন্দরি ! প্রাকৃত বিগ্রহে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে
 তাহাই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহামায়া ॥ ২৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বসুদেবঃ কুমার মদ্ব্যুত রূপং দৃষ্ট্বা ঈশ্বরোয়মিতি নিশ্চিত্য স্তোতি বসুদেব
 উবাচেতি ॥ ২৪ ॥ এতদিতি বসুদেব বচন মাকর্ষ্য নরলোক মোহনীয়ং
 প্রাকৃতং রূপং দাধী ॥ ২৫ ॥ প্রাকৃতমিতি হরৈরহং প্রাকৃতং রূপং টমব
 ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতিরূপিনী মায়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ বিধৃত্যেতি হরিঃ

বিধূতা প্রাকৃতং রূপং কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
 বাল্য কৈশোর পৌগণ্ড কৰ্ম্মাপি হরি মেধসঃ ॥ ২৭ ॥
 দিবসে দিবসে দেবি যচ্চক্রে কনলেক্ষণঃ ।
 অত্যন্ত গোপনং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরং ।
 তত্ত্বেহং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানা বধারয় ॥ ২৮ ॥

দেবুবাচ ।

কৃষ্ণস্য বিগ্রহং দেব পরমেশ পুরাতন ।
 নানালক্ষণ সংযুক্তং নানারূপ ধরং সদা ।
 তৎসর্বং পরমেশান বিস্তরং বদ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥
 ভাষা ।

পদ্ম লোচন কৃষ্ণ প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া ক্রমতঃ বাল্য
 কৌসোর ও পৌগণ্ড কাল অতি বাহিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

হে দেবি কৃষ্ণ প্রতিদিন যে যে ক্রীড়া করিয়াছেন তাহা
 অতি গোপনীয়, সেই সারতর গোপনীয় বিষয় আমি তোমার
 নিকট বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥

পার্কর্তী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব ! নানা
 লক্ষণ সংযুক্ত বিবিধিকার কৃষ্ণদেহ আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন
 কর ॥ ২৯ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

প্রাকৃতং রূপমাছ্য বাল্যাঙ্গি পৌগণ্ডাস্তং কাল মতিবাহয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
 দিবোতি । বাবুদেবস্য প্রতিদিন কৃত ব্যাপারং তব কথয়ামীতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥
 দেবুবাচেতি বিগ্রহং শরীরং পরমেশ পুরাতন ইতি মহাদেব সম্বো-

ঈশ্বর উবাচ ।

উর্দ্ধরেখা যবচ্চক্রং ছত্রং পদ্ম ধ্বজাকুশং ।

বজ্রং তথাষ্ট কোণঞ্চ স্বস্তিকানাঞ্চ চতুর্ঘ্যং ॥ ৩০ ॥

পঞ্চজম্বু ফলন্তত্র দক্ষিণে চরণে হরেঃ ।

শঙ্খাশ্বরং ধনুশ্চৈব গোম্পাদাখ্যং ত্রিকোণকং ।

॥ ৩১ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রত্রয়ঃ কুম্ভো জম্বুফল চতুর্ঘ্যং ।

পাদমূলে তদালীনং দ্বাত্রিংশ দুপলক্ষণং ॥ ৩২ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! শ্রবণ কর আমি বৃক্ষ-
দেহে যে যে লক্ষণ আছে তাহা বলিতেছি । দক্ষিণ পাদে উর্দ্ধ
রেখা, যব, চক্র, ছত্র, ধ্বজ, পদ্ম, অক্ষু, অষ্টকোণ বজ্র, স্বস্তিক
চতুর্ঘ্য, পঞ্চ জম্বুফল, শঙ্খ, অশ্বর, ধনুঃ ও ত্রিকোণ গোম্পাদ
ইত্যাদি বিবিধাকার চিহ্ন আছে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবং বামপাদে অর্দ্ধচন্দ্রত্রয়, কুম্ভ জম্বুফল চতুর্ঘ্য ইত্যাদি
দ্বাত্রিংশ চিহ্ন বিদ্যমান আছে ॥ ৩২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ধনং । বিস্তরং বদ বাহুল্যেন কথয় ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হরি
দক্ষিণ চরণে উর্দ্ধরেখাদি চিহ্নিতং । যবো যবাকার রেখা বিশেষঃ ।
চক্রাদয়োপেযং তন্ত্রদাকার চিহ্নস্বাক্ষিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥
অর্কেতি । পাদমূলে বামপাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি দ্বাত্রিংশ চিহ্নানি
সুচিতানীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যদিতি । হে পার্শ্বতি সুন্দরি অন্যৎ উক্ত

অন্যচ্চ শৃণু চার্বঙ্গি ব্রহ্ম বিগ্রহ কারণং ।
 কৃষ্ণস্য রূপং দেবেশি সর্বশক্তি সমন্বিতং ॥ ৩৩ ॥
 যবশচক্রং পুষ্পমালা বলয়া কাঞ্চিরুত্তমা ।
 মালা মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রং কমলঞ্চ ধ্বজন্তুথা ॥ ৩৪ ॥
 উর্দ্ধরেখা চার্কিপাদে অঙ্কুশ ধারণায়ুজে ।
 দক্ষেশঙ্খং মহেশানি মীনঞ্চ পদমূলয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! ব্রহ্মদেহ সূচক আর যে যে চিহ্ন আছে তাহাও
 বলিতেছি অবগন কর । হে দেবি ! কৃষ্ণ রূপে সর্ব শক্তি বিরাজ
 মান রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ শরীরে যব, চক্র, পুষ্পমালা বলয় ও কাঞ্চীগুণে
 শোভিত ; মালামধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র, কমল ও ধ্বজ বর্তমান
 আছে ॥ ৩৪ ॥

অর্দ্ধ পাদে উর্দ্ধ রেখা পাদ মূলে অঙ্কুশ চিহ্ন দক্ষিণ পাদে
 শঙ্খ উভয় পাদে মীন চিহ্ন ॥ ৩৫ ॥

অস্ফার্থ ।

যব চিহ্নাদ্যধিকং ব্রহ্মশরীর নিরূপণং চিহ্নং শৃণু ॥ ৩৩ ॥ যবেতি
 পুষ্পমালা বনকুম্মশ্রব্ । কাঞ্চী কটিভূষণং অর্দ্ধচন্দ্রং ধ্বজঞ্চমালা মধ্য এ
 বাস্ত্যুতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ উর্দ্ধেতি । পাদিস্যার্দ্ধভাগে উর্দ্ধরেখা সমস্ত পাদ
 অঙ্কুশ চিহ্নমিত্যর্থঃ । দক্ষিণ চরণে শঙ্খং মীন চিহ্নকোমল চরণয়ো
 রিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ গদামিতি । তত্রপাদে গদাকার চিহ্নমপি বিদ্যতে ।

গদাঞ্চ শোভনান্তত্র এবং সপ্তদশ প্রিয়ে ।
 এবং নানাবিধং ভদ্রে লক্ষণং পরমাদুতং । ৩৬।
 লক্ষণং পরমেশানি সর্বশক্তি সমন্বিতং ।
 নানা জ্যোতির্নয়ং দেহং প্রধানাং প্রকৃতিং পরাং
 ॥ ৩৭ ॥

জ্যোতিস্তু পরমেশানি নিত্য প্রকৃতিকপিণী ।
 এবং নানাবিধং ভদ্রে শক্ত্যালক্ষণ লক্ষিতং । ৩৮
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 দশমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

তাহাতে গদা চিত্র এবং সপ্তদশ প্রকার পরমাদুত বিবিধ
 প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

হে পরমেশ্বর ! কৃষ্ণদেহস্থিত চিত্র সকল সর্ব শক্তিযুক্ত
 ও দেহ জ্যোতির্নয় প্রকৃতি স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

হে ঈশ্বর ! কৃষ্ণদেহ জ্যোতিঃ সাক্ষাৎ নিত্য প্রকৃতি স্বরূপ ।
 হে ভদ্রে ! কৃষ্ণদেহ উক্ত বিবিধ লক্ষণে লক্ষিত ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশম পটল ।

অন্ত্যার্থঃ ।

এব যুক্ত প্রকার পরমাদুত নানাবিধ চিত্রং বরিগাদে বিদ্যত ইত্যর্থ । ৩৬।
 লক্ষণমিতি হরেদেহং নানা জ্যোতির্নয়ং প্রধানাং প্রকৃতি ভূতা-
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ জ্যোতিরिति । প্রকৃতি রেব হরি দেহে জ্যোতিরূপেণা-
 বির্ভতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীভক্তকুমার ভট্টাচার্য্য কৃত রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 দশম পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং জগন্মোহন সংজ্ঞকং ।
 যৎ শ্রদ্ধা পরমেশানি সাধকস্য চ যদুবেৎ ॥১॥
 শ্রদ্ধাতু সাধক শ্রেষ্ঠো ইষ্টৈশ্বর্য্য মবাপ্নুয়াৎ ।
 তৎসর্বং শৃণু চার্বঙ্গি কথয়ামি তবানয়ে ॥ ২ ॥
 গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং হৃদ্যং পরমানন্দ কারণং ।
 অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং । ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, এই পরম রহস্য অতি গোপনীয় বিষয়
 ইহার ভাব কেহই বুঝিতে পারে না । হে ঈশ্বর ! এই রহস্য
 কথা শ্রবণ করিলে সাধকের অভিলষিত ফললাভ হয় । হে
 স্বন্দরি সেই সকল কথা আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

এই বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয়, হৃদয়ঙ্গম, পরমানন্দ-
 প্রদ, অতি আশ্চর্য্য জনক, ও পরম মঙ্গল কর ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । যদ্বাসুদেব রহস্যং শ্রদ্ধা সাধকোহভিলষিত ফলং
 লভতে পরমং গুহ্যং তৎকথয়ামি শৃণু তুমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ গুহ্যেতি ।
 ইদং তদ্ব্যমতি গুহ্যং । হৃদ্যং হৃদয়ঙ্গমং পরমানন্দ জনকমিত্যর্থঃ । শিবং
 শ্রেয়স্করং ॥ ৩ ॥ দুর্লভেতি । অতি দুস্প্রাপ্যং কোপি নাস্য কারণং

দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং সৰ্বমোহনং ।
 সৰ্বশক্তিময়ং দেবি সৰ্বতন্ত্ৰেষু গোপিতং ॥ ৪ ॥
 নিত্যং বৃন্দাবনং নাম সতী কেশোপরি স্থিতং ।
 পুনরুন্ধ সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দ মব্যয়ং ॥ ৫ ॥
 বৈকুণ্ঠ সদৃশাকারং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ।
 যচ্চ বৈকুণ্ঠ মৈশ্বর্য্যং গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতং ৬
 বৈকুণ্ঠ বৈভবং দেবি দ্বারকায়াং প্রকাশিতং ।
 যদ্বন্ধ শক্তি সংযুক্তং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং ॥ ৭ ॥
 ভাষা ।

ত্রিভুবনের দুর্লভ, সৰ্বমোহনকারী, সৰ্বশক্তিয়ুক্ত ও সকল
 তন্ত্ৰে গোপিত ॥ ৪ ॥

দক্ষসুতা সতী দেবীর কেশ পীঠোপরি বিনির্মিত এই
 বৃন্দাবন স্থান নিত্য, নিত্যানন্দময় ও নিত্য সুখ সম্পৎ প্রদ ৥ ৫ ॥
 এই বৃন্দাবন পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ তুল্য স্থান । বৈকুণ্ঠে যে যে
 সুখ সম্পৎ বিদ্যমান আছে গোকুলে ও তাহা প্রতিষ্ঠিত রহি-
 য়াছে ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠ বিভব সকলই বৃন্দাবনে প্রকাশিত ; এবং সৰ্বশক্তি-
 ময় ব্রহ্ম ও বৃন্দাবনকে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

বুধ্যতে সৰ্বএব মোহন্তীতিভাবঃ । এতন্ম কুত্রাপি তন্ত্ৰে প্রকাশিত নিত্য-
 ং ॥ ৪ ॥ নিত্যমিতি সতী দক্ষকন্যা ভগবতী তস্যাঃ কেশ পীঠো-
 পরি নির্মিতং । ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যসুখ সম্পদযুক্তং ॥ ৫ ॥ বৈকু-
 ণ্ঠেতি । বৃন্দাবন স্থানং বৈকুবৎ সুখ কারণনিত্যর্থঃ । বৈকুণ্ঠে যদৈ-
 শ্বর্য্যাদিকং গোকুলেপি তদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠেতি । বৈভবং
 সম্পৎ । শক্তিসংযুতং ব্রহ্ম বৃন্দাবন এবান্তীতিভাবঃ ॥ ৭ ॥ তদ্বিতি ।

তৎকূলে নাথুরং বৃন্দাবন মধ্যে বিশেষতঃ ।
 জম্বুদ্বীপে মহেশানি ভারতং বিষ্ণুমোহনং ॥ ৮ ॥
 নিগূঢ়ং বিদ্যতে বিষ্ণুঃ পর্য্যন্ত মবধিষ্ঠিতং ।
 সহস্রপত্র কমলাকারং নাথুর মণ্ডলং ॥ ৯ ॥
 শক্তি চক্ৰোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণব মদ্বুতং ।
 কর্ণিকা পত্র বিস্তারং রম্যং বৈ কথিতং প্রিয়ে ॥

॥ ১০ ॥

ভাষা ।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে এই ভারতবর্ষ বিষ্ণুর অতি প্রিয়তম। বিশেষতঃ মথুরা মণ্ডল অতি প্রধান স্থান ॥ ৮ ॥

মথুরা মণ্ডল সহস্রদল পদ্মাকার এই স্থানে বিষ্ণু সর্বদা গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন ॥ ৯ ॥

শক্তি চক্ৰোপরিস্থিত শ্রীমদ্বৈষ্ণুধাম অতি অদ্ভুতাকার ; ইহার কর্ণিকা বিস্তার অতি মনোরম ॥ ১০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বৃন্দাবন মধ্যে মথুরামণ্ডলমেব প্রধান মিত্যর্থঃ । এবং জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষাখ্যং স্থান মেব বিষ্ণুপ্রিয়মিতি ॥ ৮ ॥ নিগূঢ়মিতি । নিগূঢ়মতি গুপ্তং যথা তথ্যেতি ভারতবর্ষ প্রাস্তস্থিতং মথুরামণ্ডলং সহস্রদল পদ্মাকার মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ শক্তিচিহ্নমিতি বিষ্ণুপ্রিয়ং শ্রীমদ্ধাম শক্তি চক্ৰোপরিস্থিতমিতি ॥ ১০ ॥ ক্রমেতি । পরস্পরং দ্বাদশ কুম্ভকলি স্থান দ্বাদশ

ক্রমশো দ্বাদশারণ্যং নামানি কথয়ামিতে ।

ভদ্র শ্রীলৌহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদীরকাঃ ॥ ১১ ॥

বহন্য কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবন স্তথা ।

বিশেষং শৃণু বক্ষ্যামি ক্রমং পরম সুন্দরি ॥ ১২ ॥

ভদ্রং তাপসী মূর্তি স্তাপিনী শ্রীবন স্তথা ।

ধূমা লৌহ বনং ভদ্রা ভাণ্ডীর মুক্তনং বনং ॥ ১৩ ॥

মহাতাল বনং ভদ্রে জ্বালিনী পরমা কুলা ।

রুচিস্তু খদিরং ভদ্রে বনং পরম শোভনং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

ক্রমশ দ্বাদশ বনের নাম তোমার নিকট বলিতেছি । ভদ্র-
বন, শ্রীবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন,
বহবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন । হে সুন্দরি !
এই দ্বাদশ বনের বিশেষ তোমার নিকট বলিব ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

রাধিকার এক এক মূর্তি এক এক বন রূপে অবতীর্ণ হই-
য়াছে তাহার বিশেষ এই । ভদ্রবন তাপসীমূর্তি, শ্রীবন তাপিনী-
মূর্তি, ধূম্রামূর্তি লৌহবন, ভদ্রামূর্তি ভাণ্ডীরবন ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে জ্বালিনীমূর্তি মহাবন ও তালবন এবং রুচিমূর্তি
খদিরবন এই সকল বন অতি মনোহর ॥ ১৪ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

বন নামানি কথ্যমীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বহুনেতি দ্বাদশবনমধ্যে বৃন্দাবনস্য
বিশেষং শৃণুত্যর্থঃ দ্বাদশবনানি যথা ; ভদ্রবনং শ্রীবনং লৌহবনং ভাণ্ডীর
বনং মহাবনং তালবনং খদিরবনং বহুবনং কাম্যবনং কুমুদবনং বৃন্দাবন-
ক্ষেতি ॥ ১২ ॥ ভদ্রেতি । গঙ্গিন্যা মূর্তিবিশেষ এব বনরূপেণাবতীর্ণেতি ।

সুসুম্না বহন। ভদ্রে কুমুদং ভোগদা প্রিয়ে ।
 বিশ্বা মধুবনং প্রোক্তং বৃন্দাচ ধারিণী তথা ॥ ১৫ ॥
 কাম্যঞ্চ মালিনী দেবি মহদ্বনং ক্রমা তথা ।
 বন মুখ্যা দ্বাদশৈতাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ১৬
 অন্যচো পবনং ভদ্রে কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থলং ।
 কদম্ব খণ্ডিকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥
 নন্দমানন্দ সুপ্তঞ্চ পলাশা শোক কেতকী ।
 সুগন্ধি মোদনং কৌল মমৃতং ভোজন স্থলং ১৮
 ভাষা ।

সুসুম্নামূর্ত্তি বহবন ভোগদামূর্ত্তি কুমুদবন বিশ্বামূর্ত্তি মধুবন,
 ধারিণীমূর্ত্তি বৃন্দাবন ॥ ১৫ ॥

মালিনীমূর্ত্তি কাম্যবন ক্রমামূর্ত্তি মহাবন । এই দ্বাদশবন
 সর্ববন প্রধান ; কালিন্দীর পশ্চিম ভাগে বিদ্যমান ॥ ১৬ ॥

কদম্ব খণ্ডিকা নন্দবন ও নন্দীশ্বর বন প্রভৃতি আর আর যে
 উপবন আছে তাহা কৃষ্ণের ক্রীড়া রসস্থান ॥ ১৭ ॥

নন্দন ও আনন্দ নামে দুই বন কৃষ্ণের শয়ন স্থান । পলাশ
 অশোক ও কেতকী বনে কৃষ্ণ গন্ধামোদ সুখ সেবা করেন ।
 কৌলবন অমৃতাস্বাদন স্থান ॥ ১৮ ॥

অস্বার্থ ।

পাণিনিয়া যাতাপনী মূর্ত্তি শুদেব ভদ্রবনং এব মন্যাক্রাণি । এতদ্বাদশবন
 মেব প্রধানং তত্র কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমেভাগে সপ্তবনং বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
 ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ অন্যদ্বিতী অন্যান্য কদম্ব খণ্ডিকাদি দ্বাত্রিংশদ্বনং
 পরম কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থল মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ নন্দেতি । নন্দনবনং সুপ্তং

সুখ প্রসাধনং বৎস হরণং শেষ শায়িকং ।
 শ্যামপূর্য্যং দধিগ্রামং বৃষভানু পুরং তথা ॥১৯॥
 সঙ্কেত-দ্বিপদ ঠৈব রাস ক্রীড়ন্ত ধূষরং ।
 কেমুদ্গমং সরোবীনং নবমং মুকচন্দনং ॥ ২০ ॥
 সংখ্যা বনস্য দ্বাত্রিংশ দিখং সাধন সিদ্ধিদাঃ ।
 পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বন মুত্তমং ॥২১॥
 তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদা হৃতং ।
 নানাবিধ রসক্রীড়া নানা লীলাময়ং স্থলং ॥২২॥

ভাষা ।

বন প্রদেশে বৎসহরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুখ সেবায় কাল-
বর্তন করেন ॥ ১৯ ॥

সঙ্কেত, দ্বিপদ প্রভৃতি যে আর কতকগুলি বন আছে তা-
হাতে কৃষ্ণ রাসক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ আমোদ করিতেন ॥ ২০ ॥

উক্ত দ্বাত্রিংশদ্বন সাধন সিদ্ধিপ্রদ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবন
সর্ব্ববন শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ২১ ॥

এই সকল বনের উত্তরে চতুর্থ বন নামে এক বন আছে
তাহা সর্ব্ববন শ্রেষ্ঠ ও নানাপ্রকার রসলীলা স্থল ॥ ২২ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

শয়নবনং । অমৃতবনং ভোজন স্থলং ॥ ১৮ ॥ সুখেতি সুখকর বৎস-
তরণাদিক নিতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥ সঙ্কেতেতি সঙ্কেতবনং রাসক্রীড়া স্থল-
মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংখ্যেতি । ইখং দ্বাত্রিংশদ্বনং তত্র পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশ-
বনং প্রধানমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ তত্রোত্তরে । দ্বাত্রিংশদ্বনস্যোত্তরে নানা-

দল কেশর বিস্তার রহস্য গীরিতং ক্রমাৎ ।
 সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং শুচিস্মিতে ॥
 তৎকর্ণিকা মহদ্ধাম ক্লৃষ্ণস্য স্থান মুত্তমং ॥ ২৩ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 একাদশঃ পটল ।

ভাষা ।

পদ্মেরদল কেশর বিস্তার রহস্য ক্রমত তোমার নিকট বলি-
 যাছি । গোকুল স্থান সহস্রদল কমল, তৎকর্ণিকা অতি প্রধান
 স্থান ও কৃষ্ণের অতিপ্রিয় ॥ ২৩ ॥

ইতি একাদশ পটল ।

অন্ত্যার্থঃ ।

শ্রীড়াহলং চতুর্ধ্বনমিতি ॥ ২২ ॥ দলেতি । পত্র কেশরাদীনাং রহস্যং
 ক্রমাৎ কথিতং । সহস্রদলং যৎকমলং তদেব গোকুলমিতি ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 একাদশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে ।
 দক্ষিণাদি ক্রমাদিক্ষু বিদিক্ষু দল মীরিতং ॥ ১ ॥
 যদলং দক্ষিণে প্রোক্তং গুহাদ্ গুহতমং প্রিয়ে
 তত্রাবাসং মহাপীঠং নিগমাগম সুন্দরং ॥ ২ ॥
 যোগীন্দ্রে রপি দুষ্পাপ্যং সত্যং পুংসা মগোচরং
 দলমাদৌ দ্বিতীয়ঞ্চ তদ্রহস্যং দ্বয়ং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, তদুপরি মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বর্ণপীঠে
 দক্ষিণাদি চতুর্দিকে ও অগ্ন্যাदि চতুষ্কোণে অষ্টদল বিদ্যমান
 আছে ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে ! দক্ষিণাদিকে যে দল আছে তাহা অতি গোপ-
 নীয় ; সেই দলোপরি অতি সুন্দর মহাপীঠ আছে ॥ ২ ॥

ঐ মহাপীঠ যোগিগণেরও দুষ্পাপ্য ও সর্ব পুরুষের অগো-
 চর । হে প্রিয়ে আদ্যদল ও দ্বিতীয়দল উভয়ই অতি গোপ-
 নীয় ॥ ৩ ॥

অস্তুার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । স্বর্ণপীঠে সুবর্ণাসনে মণ্ডিতে শোভিতে । দিক্ষু
 দক্ষিণাদি চতুর্দিক্ষু দিদিক্ষু অগ্ন্যাदि চতুষ্কোণেষু ॥ ১ ॥ যদলমিতি ।
 দক্ষিণদিখার্ভদলং অতি গোপনীয়ং ॥ ২ ॥ যোগীতি । প্রথমদলং দ্বিতীয়-
 দলক অতি গোপনীয়ং স্থনি প্রদাতেন রপি দুষ্পাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ পূর্বে-

পূৰ্বেদলং তৃতীয়ঞ্চ তত্র কেশী নিপাতিতা ।
 গঙ্গাদি সৰ্বতীৰ্থঞ্চ তদলে সদা ৭৭ সদা । ৪ ।
 চতুৰ্থ দল মৈশান্যাং সিদ্ধ পৌঠেপ্সিত প্রদং ।
 কাত্যায়ন্য চ্চনাদোগী যত্র লেভে পতিং হরিং ৫
 বস্ত্রালঙ্কার হরণং তদলে সমুদাহৃতং ।
 উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সৰ্ব দলোত্তমং । ৬

ভাষা ।

পূৰ্ব্বেদিথ্যৰ্ত্তি তৃতীয়দলে কেশীনামে অম্বর নিপতিত ইহী-
 য়াছে । এবং গঙ্গাদি নিখিল তীৰ্থ ঐ দলে বিদ্যমান আছে ॥ ৪ ॥

ঈশানকোণে যে দল তাহা চতুৰ্থ এই দল সৰ্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ ।
 গোপীগণ এইদলে কাত্যায়নীর অৰ্চনা করিয়া হরিকে পতি
 রূপে লাভ করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

উত্তরে পঞ্চমদল ইহা সৰ্বদল শ্রেষ্ঠ এই দলে কৃষ্ণ গোপী-
 গণের বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

তি । পূৰ্ব্বেদিথ্যৰ্ত্তি তৃতীয়দলে গঙ্গাদি সৰ্বতীৰ্থং সদা বিরাজত ইতিভাঃ ৪
 চতুৰ্থেতি ঈশান্যাং চতুৰ্থদলং সিদ্ধক্ষেত্র মন্ডিলষিত প্রদক্ষেতি । যত্রদলে
 গোপী কাত্যায়নী সৰ্চ্চয়িত্বা হরিং পতিং লেভে ॥ ৫ ॥ বজ্জেতি । চতুৰ্থ-
 দলএব কৃষ্ণঃ গোপীনাং বস্ত্রালঙ্কারাদি জহার । উত্তরে পঞ্চমং দলং
 সৰ্বদল শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বজ্জেতি যত্র পঞ্চমদলে ছাদশাদিত্যা দ্বিভ-

যত্রৈব দ্বাদশাদিত্যা দলঞ্চ কর্ণিকা সমং ।
 বায়ব্যাস্ত্ৰ দলং ষষ্ঠং তদ্রকালী হৃদঃ স্মৃতঃ ॥৭॥
 দলোত্তমোত্তমং দেবি প্রধানং দল মূচ্যতে ।
 সর্বোত্তমং দলশ্রেষ্ঠং পশ্চিমে সপ্তমং দলং ॥৮॥
 যজ্ঞ পত্নীগণানাঞ্চ যদীপ্সিত বরপ্রদং ।
 অম্বাসুরোপি নির্বাণং লেভে যত্র দলে প্রিয়ে ॥৯॥

ভাষা ।

বায়ুকোণে যে দল তাহা ষষ্ঠ, সর্বদল প্রধান এই দলে দ্বাদশাদিত্য বিদ্যমান আছেন, ইহা কর্ণিকা তুল্য এবং ইহাকে কালীহৃদ বলে ॥ ৭ ॥

পশ্চিমদিকে যে দল তাহা সপ্তমদল এই দল অতি প্রধান ও সর্বদলোত্তম ॥ ৮ ॥

এই দলে যজ্ঞ পত্নীগণ অভীষ্ট লাভ করিয়াছিল এবং অম্বাসুর মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

অন্ব্যর্থ ।

স্ত্রীতিশেষঃ । এতদ্বদলং কর্ণিকা তুল্যং । বায়ব্যং ষষ্ঠদলং তত্র তদ্রকালী হৃদঃ ॥ ৭ ॥ দলেতি পশ্চিমে সর্বদলশ্রেষ্ঠং সপ্তমং দলং তিষ্ঠতীশেষঃ । ॥ ৮ ॥ যজ্ঞেতি । তত্র সপ্তমদলে যজ্ঞপত্নীগণা ইপ্সিতং বরং লেভিরে অম্বাসুরোপি নির্বাণ মুক্তিং লেভে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মেতি ঐনঞ্চত্যা

ব্রহ্মণো মোহনং তত্র দলং ব্রহ্ম হৃদাবধি ।
 নৈঋত্যাস্ত্র দলং প্রোক্ত মৰ্মমং ব্যোমঘাতনং ১০
 শঙ্খচূড়বধ স্তত্র নানাকেলি রসস্থলং ।
 এতদৰ্শ দলং তদ্রে বৃন্দারণ্যান্তর স্থিতং ॥ ১১ ॥
 শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং ।
 অধিষ্ঠাতা তত্র শম্ভু লিঙ্গং গোপীশ্বরভিধং ১২

ভাষা ।

নৈঋতদিকে অষ্টমদল আছে ইহা ব্রহ্মমোহনকারী ও ব্রহ্ম
 হৃদাবধি বিস্তৃত ॥ ১০ ॥

এই দলে শঙ্খচূড় বধ হইয়াছিল ও নানাপ্রকার রসকেলি
 সম্পাদিত হইত । বৃন্দাবন মধ্যে এই অষ্টদল বিদ্যমান
 আছে ॥ ১১ ॥

অতি রমণীয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন ধাম যমুনার মধ্যগত । গোপী-
 শ্বর নামে শিব লিঙ্গ ইহার অধীশ্বর ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যদষ্টমদলং তদ্রহ্মমোহনং ব্রহ্মহৃদাবধি রিস্তীৰ্ণ মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খো-
 তি । অষ্টম দলে শঙ্খচূড়াপুরবধঃ । এতদলং বৃন্দাবন মধ্যগতং নানা-
 রসস্থল মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শ্রীমদ্বিতি । শ্রীমদ্বৃন্দাবন মতি রমণীয়ং তস্য-
 অধিষ্ঠাতা শম্ভু গোপীশ্বরভ্য লিঙ্গরূপেণ বিরাজতে ॥ ১২ ॥ তদ্বিতি । এত

তদ্বাহে ষোড়শদলে মাহাত্ম্য ক্রম ঈর্ষ্যতে ।
নৈঋত্যাদি ক্রমাৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যং যথাতথা ।

॥ ১৩ ॥

মহৎপদং মহাক্লাম প্রধানং তদ্র ষোড়শ ।
প্রথমঞ্চ দলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ১৪
তদলে মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ।
আদ্যং কেশর মাপূজ্যং ত্রিগুণাভীত নীশ্বরং ১৫

ভাষা ।

এই অষ্টদলের বহির্ভাগে ষোড়শ দল আছে তাহার মায়া
অতি আশ্চর্য্য । নৈঋত্যাদি ক্রমে এই ষোড়শদল আছে । ১৩ ।

এই ষোড়শদলের প্রথমদল মহৎপদ ও মহাক্লাম এবং
কর্ণিকা সম ॥ ১৪ ॥

এই দলে মধুবন আছে এবং এখানেই হরি আবির্ভূত হইয়া
ছিলেন । আদ্য কেশর সকলের পূজ্য ও ত্রিগুণাভীত ঈশ্বর
স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

অন্তার্থঃ ।

দষ্টদল বাহ্যে ষোড়শদলস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে । এতৎ ষোড়শদলং নৈঋ-
ত্যাদি ক্রমেণ যথাযথং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মহামিতি এতৎ ষোড়শ-
দলং মহৎপদং প্রধানং । প্রথমং দলং কর্ণিকা তুল্যং ॥ ১৪ ॥ তদি-
তি । প্রথমদল এব মধুবনং তত্র হরিঃ প্রাদুরভূৎ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ভুজ-

চতুর্ভুজং মহাবিকুং সর্ব কারণ কারণং ।
 অধিষ্ঠিতং দেব দেবং সর্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমে ॥ ১৬ ॥
 যত্র ক্ষেত্রপতি দেবো ভূতেশ্বর উমাপতিঃ ।
 দলং দ্বিতীয় মাখ্যাং কিঞ্চিল্লীলা রসস্থলং ॥ ১৭ ॥
 খদিরক্ষেতি তত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতং ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ দলং প্রোক্তং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ॥ ১৮ ॥

ভাষা ।

সর্বপ্রধান দলোত্তমে সর্বকারণ দেব দেব চতুর্ভুজ মহা-
 বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৬ ॥

যেই ক্ষেত্রের অধিপতি ভূতেশ্বর উমাপতি মহাদেব । বি-
 খ্যাত দ্বিতীয় দল লীলা রসস্থল ॥ ১৭ ॥

এই দলেতে খদিরবনে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ রসকলি করি-
 তেন । এই দল সর্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা সম ॥ ১৮ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

মিতি । সর্বকারণং জগদ্বীজং । অধিষ্ঠিতং আশীনমিত্যর্থঃ । সর্বশ্রেষ্ঠ
 দলোত্তমে প্রধানদলে ॥ ১৬ ॥ যত্রৈতি । যত্রদলে উমাপতিঃ শিবঃ
 অধীশ্বরঃ লীলারসস্থলং ক্রীড়া কৌতুকাগার মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ খদি-
 রেতি । তত্রৈব দ্বিতীয়দলে খদির বনমাসীদিত্যর্থঃ । কর্ণিকা সমং কর্ণি-
 কা তুল্য মাহাত্ম্যং ॥ ১৮ ॥ তত্রৈতি । দ্বিতীয়দলে গোবর্দ্ধন পর্কতে

তত্র গোবর্দ্ধন গিরৌ নিত্যং রম্য ফলাদিকং ।
 দলং তৃতীয়কং ভদ্রে সর্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং । ১৯
 হরি র্মস্য পতিঃ সাক্ষাদ্ গোবর্দ্ধন মহীভূতঃ ।
 চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাদ্ভুত রসস্থলং ॥ ২০ ॥
 কদম্ব ভাণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দ রসাত্মকঃ ।
 শিখরং হৃদয়ং প্রিয়ং রম্যং দলঞ্চ সমুদাহতং । ২১

ভাষা

এই দলमध्ये গোবর্দ্ধন পর্বতে হরি নিত্য রম্য ফলাদি
 ভোগ করেন । হে সুন্দরি তৃতীয়দল সর্বপ্রধান ও সর্বো-
 ত্তম ॥ ১৯ ॥

বিখ্যাত চতুর্থদল রহস্য রসকেলি স্থান । গোবর্দ্ধনধারী
 হরি যাহার সাক্ষাৎ অধিপতি ॥ ২০ ॥

পঞ্চমদলে কদম্ব ভাণ্ডীর প্রভৃতি পূর্ণানন্দ রসাত্মক বিবিধ
 কৃষ্ণকেলি বন বিদ্যমান আছে ; এই স্থান অতি শিখর, মনো-

অস্তুার্থঃ ।

বহুতরং রম্যস্থল মন্ত্রীতি । তৃতীয়ং সর্বশ্রেষ্ঠং ॥ ১৯ ॥ হরিরিতি ।
 গোবর্দ্ধনধারী হরি র্মস্যাধীশ্বরঃ । চতুর্থদল মাশ্চর্য্য রসস্থানং ॥ ২০ ॥
 কদম্বৈতি । তত্রৈব চতুর্থদলে কদম্ববনং ভাণ্ডীরবনঞ্চৈতি । শিখরং সুশী-
 তলং হৃদয়ং মনোরমং ॥ ২১ ॥ নন্দীশ্বরমিতি । নন্দীশ্বরাভিধ পঞ্চম-

নন্দীশ্বরং দলশ্রেষ্ঠং তত্র নন্দালয়ং প্রিয়ে ।
 কর্ণিকা সম মহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥২২॥
 তদধিষ্ঠাতৃ গোপালো ধেনুপালন তৎপরঃ ।
 দলং ষষ্ঠং যদ ক্ষোভং তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতং ২৩
 সপ্তমং বহুনা রম্যং দলং রম্যং প্রকীৰ্ত্তিতং ।
 দলার্কমং তালবনং তত্র ধেনু বধঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥

ভাষা ।

হর ও প্রিয়তর ; ইহার বিশেষ নাম নন্দীশ্বর দল এখানে
 নন্দরাজের ভবন ইহার মহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ষষ্ঠদল নির্ভয় স্থান তাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান আছে ;
 ইহার অধিপতি ধেনুপালন তৎপর গোপালরূপী স্বয়ং হরি । ২৩

সপ্তমদল অতি রম্য ও সর্বপ্রধান কীর্ত্তিত আছে । অষ্টমদল
 কৃষ্ণ ক্রীড়া রসস্থান এবং এখানে ধেনু নামক অশ্বরের বিনাশ
 হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দলে নন্দালয় মাসীদিত্যর্থঃ । অস্যাপি মহাত্ম্যং কর্ণিকা সমমিতি । ২২ ।
 তদ্বিতি । ধেনুপালন তৎপরঃ গোচারণ নিরতঃ । গোপালরূপী হরিঃ
 ষষ্ঠদলস্যধিপতি রিত্যর্থঃ । অত্রৈব দলে বৃন্দাবন মন্তীতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥
 সপ্তমমিতি । সপ্তমদল মতি মনোহরং । অষ্টমদলে তালবন মাসী-

নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং শুচিস্মিতে ।
 কাম্যারণ্যং দলং হৃদ্যং প্রধানং সৰ্ব্ভকারণং ৷ ২৫ ৷
 ব্রহ্মস্থানং দলং তত্র বিষ্ণু বৃন্দ সমন্বিতং ।
 কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থানং দশমং দলমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 দলমেকাদশং প্রোক্তং তক্তানুগ্রহ কারণং ।
 সেতুবন্ধস্য নির্মাণং নানারত্ন রসস্থলং ॥ ২৭ ॥

ভাষা ।

নবমদলে কুমুদবন আছে ইহা অতি রমণীয় স্থান এবং এখানেই কাম্যবন বিদ্যমান রহিয়াছে । এই দল অতি মনোহর ও সৰ্ব্ভকারণ ॥ ২৫ ॥

দশমদল ব্রহ্মস্থান এই দলে বিষ্ণু বিবিধরূপে বিরাজ করিতেছেন । এবং ইহাকেই কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থান বলে ॥ ২৬ ॥

একাদশদল তক্তবৃন্দের বাঞ্ছা পূর্ণ করে । এখানে সেতুবন্ধ নির্মিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ নানারূপ রসকেলি করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

দ্বিতি ॥ ২৪ ॥ নবমমিতি । নবমদলে কুমুদবনং কাম্যবনকোটি । হৃদ্যং মনোহরং । সৰ্ব্ভকারণং সৰ্ব্ভহেতু ভূতমিতি ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মেতি । দশমদলং ব্রহ্মস্থানং অত্রৈব দলে বিষ্ণু রূপবিধং রসক্ৰীড়াং চকারেতি । ২৬ । দলমিতি । একাদশদলে হরিভক্ত মনোরথং পুরস্কাস্য সেতুবন্ধাদিকং নানারসক্ৰীড়াং চকারেতি ॥ ২৭ ॥ ভাণ্ডীরেতি । ষষ্ঠ্যাদীরবনং উদেব

ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরং ।
 কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারম্য স্তত্র কুসুমাদি সহায়তঃ ॥ ২৮ ॥
 ত্রয়োদশ দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং ।
 চতুর্দশ দলং প্রোক্তং সর্ব সিদ্ধিপ্রদং স্থলং ২৯
 শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্বৈশ্বর্যস্য কারণং ।
 কৃষ্ণলীলাময় দলং শ্রীকান্তি কীর্তিবর্দ্ধনং ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

- দ্বাদশদলে ভাণ্ডীর বন আছে ইহা অতি রমণীয় স্থান এবং কৃষ্ণ এখানে নানাবিধ কুসুম সহায়ে রসকেলি করেন ॥ ২৮ ॥
 ত্রয়োদশদল সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে ভদ্রবন আছে । চতুর্দশদল সর্ব সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ ২৯ ॥
 পঞ্চদশদলে অতি মনোহর সর্ব সম্পৎপ্রদ শ্রীবন আছে । ইহা কৃষ্ণলীলা রসময় স্থান এবং শ্রী, কান্তি ও কীর্তিবর্দ্ধনকারী ।

অস্যার্থঃ ।

দ্বাদশদলং । অত্র কৃষ্ণঃ কুসুমাদি সহায়েন নানারসক্রীড়া মকোরো-
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ত্রয়োদশমিতি । ত্রয়োদশদলং ভদ্রবনং । চতুর্দশ-
 দলং সর্বসিদ্ধিপ্রদং ॥ ২৯ ॥ জীতি । তত্রৈব চতুর্দশদলে শ্রীবন মতি
 মনোহরং । শ্রীকান্ত্যাদিবর্দ্ধনং । সর্বসম্পৎ প্রদমিতি ॥ ৩০ ॥ দল-

দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্ঠং তত্র নৌহরণং শুভং ।
 কথিতং ষোড়শ দলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ৩১
 মহাবনং দলং প্রোক্তং তত্রাস্তে গুহ্য মুত্তমং ।
 বাল্যক্রীড়া রসস্তত্র বৎসবালৈঃ সমাবৃতঃ ৩২ ।
 পুতনাদি বধ স্তত্র যমলার্জুন ভঞ্জনং ।
 অধিষ্ঠাতা তত্রবালো গোপালঃ পঞ্চমাদিকঃ ৩৩

ভাষা ।

এই দলে কৃষ্ণ নৌকাহরণ কেলি করিয়াছেন । ষোড়শদল সৰ্ব্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এই দলেতে মহাবন নামে বন আছে, এখানে কৃষ্ণ গুহ্য-ক্রীড়া করিতেন । এবং বৎস বালকগণের সহিত বাল্যক্রীড়া এখানেই হইত ॥ ৩২ ॥

গোপাল পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া পুতনা ও যমলার্জুন নামে অসুর বিনাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মতি । পঞ্চদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র পঞ্চদশদলে নৌকাহরণাদি ক্রীড়ারসঃ ।
 ষোড়শদলং কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যমিতি ॥ ৩১ ॥ মহেতি । অত্র দলে
 কৃষ্ণ বৎসবালৈঃ সমাবৃতঃ মনু অতি গুহ্যং বাল্যক্রীড়া রস সুপাগতঃ
 ইতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥ পুতনেতি । অত্রৈব দলে পঞ্চমাদিকে বাল গোপালঃ
 পুতনাবধঃ যমলার্জুন বধ মকরোদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ নান্তেতি নান্না

নামাদামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দ রসার্ণবঃ ।
 প্রসিদ্ধ দলনাখ্যাতং সর্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমং ॥৩৪॥
 কৃষ্ণক্ৰীড়া রস স্তত্র বিহার দলমুচ্যতে ।
 সিদ্ধি প্রধান কিঞ্জল্কং বনঞ্চ সমুদাহতং ॥৩৫॥

শ্রীপার্কৃত্যুবাচ ।

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্রুতং ।
 রসং প্রেমতথানন্দং সর্বংমে কথয় প্রভো ॥৩৬॥

ভাষা ।

হরি দামোদর নামে প্রেমানন্দ রসাস্বাদে নিয়ত ছিলেন ।
 এই বিখ্যাত দল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ॥ ৩৪ ॥

এইদলে নিয়ত কৃষ্ণ ক্রীড়া হয় এই জন্য ইহাকে বিহার দল বলে । এইদল কেশর সর্ব সিদ্ধিদাতা রূপে বর্ণিত ॥ ৩৫ ॥

পার্কর্তী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ও প্রেমানন্দ রস আমার নিকট বাহুল্যরূপে বর্ণন কর ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

দামোদরঃ দামোদরাখ্যঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ প্রেমানন্দ পূরঃ ॥ ৩৪ ॥
 কৃষ্ণেতি । তত্রদলে কৃষ্ণক্ৰীড়া রসঃ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া সুখ যুগভুক্ত ইত্যর্থঃ ।
 কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপার্কৃত্যুবাচেতি । অদ্রুতং বৃন্দাবন
 মাহাত্ম্যং প্রেমরস মানন্দ রসঞ্চ মে কথয়েতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্রেতি ।

যত্র বৃন্দাদি পুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং ।
 কিং পুনশ্চেতনা যুক্তৈর্বিষ্মুভক্তিঃ কি মুচ্যতে । ৩৭
 কথিতংতে প্রিয়তমং গুহ্যদগুহ্যতমং প্রিয়ে ।
 রহস্যানাং রহস্যঞ্চ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভং ॥ ৩৮ ॥
 ভারতে গোপিতং দেবি কেশপীঠং মনোহরং ।
 ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিতং স্থানং দেবগন্ধর্ব সেবিতং । ৩৯

ভাষা ।

যেখানে তরুলতা প্রভৃতি অচেতন পদার্থও প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করে ; সেখানে চেতনাবুক্ত মানবদির আর কথা কি ? কৃষ্ণ ভক্তির কি অপার মহিমা ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রিয়ে পার্শ্বভি তোমার নিকট অতি দুর্লভ রহস্য কথা বলিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দেবি কেশপীঠ ভারতে অতি গোপনীয় স্থান । ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা ইহা বাঞ্ছা করেন, এবং দেবগণ ও গন্ধর্বগণ সর্দা সেবা করে ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

যত্র বৃন্দাবনে । প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং পাতিতং চেতনাবতাং যা বিস্মুভক্তি সা বিস্মুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ কথিতেতি । তেতব প্রিয়তমং গোপনীয়ং দুর্লভং রহস্যং কথিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ভারতেতি । ভারতে ভারতবর্ষে । এতৎ কেশপীঠং বৃন্দাবনং গোপনীয়ং । যৎ পীঠং ব্রহ্মাদয়োপি বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চাশন্মাতৃকায়ুক্তং নিত্যানন্দময়ং প্রিয়ে ।
 যত্র কাত্যায়নী মায়ামহামায়াজগন্ময়ী ॥ ৪০ ॥
 কিমসাধ্যং মহেশানি পূজ্যাতত্র বরাননে ।
 লতাকন্দং মহেশানি বৃন্দেতি কথিতং প্রিয়ে ১৪১
 লতাকন্দং মহেশানি স্বয়ং কাত্যায়নী পরা ।
 অতএব মহেশানি যোগেন্দ্রেঃ পরিসংস্কৃতং ১৪২

ভাষা ।

এই স্থান পঞ্চাশন্মাতৃকায়ুক্ত ও নিত্যানন্দ ধাম । যেখানে
 মহামায়াজগন্ময়ী কাত্যায়নী বিরাজমানা আছেন ॥ ৪০ ॥

• এই কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করিলে কিছুই অসাধ্য
 থাকেনা হে মহেশ্বরী বৃন্দা শব্দের অর্থ লতা ও কন্দ ॥ ৪১ ॥

হে মহেশানি বৃন্দাবনে কাত্যায়নী স্বয়ং লতাকন্দ রূপে
 অবতীর্ণা হইয়াছেন । অতএব যোগিগণ সদা স্তব করিয়া
 থাকে ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যর্থ ।

পাঞ্চতি । অকারাদি পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ যুক্তং কেশপাঠং নিত্যানন্দময়ং
 যত্র মহামায়াজগন্ময়ী কাত্যায়নী বিরাজতে ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । তত্র বৃন্দাবনে
 কাত্যায়নী পূজ্যচেৎ ন কিমপ্যসাধ্যং স্যাদিতি । বৃন্দা শব্দেন লতাকন্দ
 অভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥ লতেতি । বৃন্দাবনস্থিতং যং লতাকন্দং তদেব
 কাত্যায়নী অতএব বৃন্দাবনং যোগীন্দ্রেঃ সেব্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অপ্সরোভিষ্য গন্ধর্বৈ নৃত্য গীতং নিরন্তরং ।
 শ্রীমদ্বন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দ রসাপ্রয়ং ॥ ৪৩ ॥
 ভূমি চিন্তামণিস্তোয়ং সততং রস পুরিতং ॥ ৪৪ ॥
 বৃক্ষঃ সুরঙ্গম স্তত্র সুরভী বৃন্দ সেবিতং ।
 পূর্ণস্ত পরমেশানি পঞ্চাশৎ কলয়াযুতং ॥ ৪৫ ॥
 আনন্দো যন্ত দেবেশি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 যা ভূমিঃ পরমেশানি সাতু পৃথী বরাননে ॥ ৪৬ ॥

ভাষা ।

শ্রীমদ্বন্দাবনধানে অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ সদা নৃত্য গীত
 করিয়া থাকে । এখানে প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ বিরাজমান আছে ।
 বৃন্দাবন ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, ও জল অমৃত রস পূর্ণ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥
 বৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষ তুল্য নানারূপ মৌগন্ধ
 পরিপূর্ণ । এবং বৃন্দাবন স্থান পঞ্চাশৎ কলাযুক্ত ও নিত্যানন্দ
 ধাম ॥ ৪৫ ॥

হে দেবেশি প্রকৃতি দেবী বৃন্দাবনের মূর্ত্তিমান আনন্দ ;
 বৃন্দাবন ভূমি স্বয়ং ভূতধাত্রী পৃথিবী ॥ ৪৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অপ্সর ইতি । অপ্সরো গন্ধর্বাদিভি নৃত্য গীত পূর্বং বৃন্দাবনং নিত্য
 সুখাপ্রয় মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ভূমীতি । ভূমি বৃন্দাবন ভূমিশ্চিন্তামণি
 রভিলষিত ফলপ্রদঃ । তোয়ং জলং রস পুরিতং সর্বরস পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
 বৃক্ষ ইতি । বৃক্ষঃ বৃন্দাবন বৃক্ষঃ সুরঙ্গমঃ কল্পবৃক্ষঃ । পঞ্চাশৎ কলয়া পঞ্চাশ
 স্রাবুকা বর্নরূপয়া ॥ ৪৫ ॥ আনন্দ ইতি । যা পদ্মিনী সা এব আনন্দ
 ময়ীতি । যা ভূমিঃ সা এব পৃথিবী । বরাননে ইতি পার্শ্বতী সংস্থাপনং ॥ ৪৬ ॥

তোয়ং রসং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা ।
 ক্রমস্তু প্রকৃতির্মায়া তরুভিশ্চণ্ডিকা স্বয়ং ॥৪৭॥
 স্ত্রীলক্ষ্মীঃ পুরুষোবিষ্ণুস্তদাংশাংশ সমুদ্ভবঃ ।
 বিষ্ণুস্ত পরমেশানি জ্যেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা ॥৪৮॥
 অংশাস্তু পরমেশানি কলা প্রকৃতিকপিণী ।
 বয়ঃ কৈশোরকং তত্র নিত্যনানন্দ বিগ্রহং ॥৪৯॥

ভাষা ।

হে স্তন্দরি বৃন্দাবন জল অমৃত স্বরূপ । বৃন্দাবন বৃক্ষ সকল
 মায়াময় প্রকৃতিকপা স্বয়ং চণ্ডিকা ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাবন স্ত্রীগণ স্বয়ং লক্ষ্মী । পুরুষগণ সকলই বিষ্ণুর
 অংশ । এবং ভগবান বিষ্ণু আদ্যাশক্তি ॥ ৪৮ ॥

হে ঈশানি বিষ্ণুর অংশ হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয় । কৃষ্ণের
 বাল্য কৈশোর প্রভৃতি বয়স যুগ্মিমান আনন্দ স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তোয়মিতি । যদ্রসং তদেবতোয়ং প্রকৃতিরূপা মায়াময়ী চণ্ডিকা
 ক্রমরূপেণাবতীর্ণা ॥ ৪৭ ॥ স্ত্রীতি । বৃন্দাবন স্ত্রিয়ো লক্ষ্মীরূপাঃ ।
 বিষ্ণোরংশাঃ পুরুষাঃ । জ্যেষ্ঠাশক্তি রাদ্যাশক্তি রিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
 অংশাইতি । অংশা বিষ্ণোরংশা বাল্যকৈশোবাদিকং যদয় স্তং সকল
 মেব নিত্যনন্দ বিগ্রহ মিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ গতিরিতি । গতিঃ স্বাভাবিক
 গমনমেব নাট্যং নৃত্যং কথা আলাপএব গানং । নিরন্তরং সৈদেব হাস্য

গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরং ।
 শুদ্ধসারৈঃ প্রেমপূর্ণং মানবৈ শুদ্ধনাশ্রুতৈঃ ॥৫০॥
 পুনর্বৃক্ষ মুখে মগ্নং স্ফুরন্নুর্ভিত তন্ময়ং ।
 গত্যাদি স্মিতবক্ত্রান্তং শুদ্ধসত্ত্বাদিকঞ্চ যৎ ।
 তৎসর্বং কুরুতে রূপং সততং কমলেক্ষণে ॥৫১॥
 যত্নুকোকিলভৃঙ্গাদ্যাঃ কুজং কলং মনোহরং ।
 কপোতশুকসঙ্গীতমুন্মত্তানি সহস্রকং ।
 ভুজঙ্গশত্রুনৃত্যাচ্যং সকান্তানোদবিভ্রমং ॥৫২॥
 ভাষা ।

শ্রীকৃষ্ণের গমনে নৃত্য দর্শন হয় কথা শ্রবণে গান শ্রবণ
 হইয়া থাকে । তাহার বক্ত্র সর্বদাই মধুর হাস্য পূর্ণ । বৃন্দাবন
 বাসি মানবগণ তাহার বদন সদা প্রেমপূর্ণ অবলোকন করে ॥৫০॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখ কমলে সতত পূর্ণব্রজের আভা স্ফুরিত হয় ।
 তাহার গতি, কথা ও হাস্যবদন সর্বদা শুদ্ধ সত্ত্বসারনয় । তাহার
 রূপ অনুপম ॥ ৫১ ॥

কোকিল, ভৃঙ্গ ও শুক প্রভৃতি যে মধুর সঙ্গীত করে
 তাহারাও কৃষ্ণ মুখ-নির্গত বাক্যে উন্মত্ত হয় । এবং ভুজঙ্গ নকুল
 প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও কৃষ্ণ রূপে মোহিত হয় ॥ ৫২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

পূর্ণ বদন মিত্যর্থঃ । শুদ্ধন বাসিনো মানবাঃ প্রেমপূর্ণাঃ ॥৫০॥ পুনর্ভিত ।
 স্করনুর্ভিত তন্ময়ং ব্রহ্মময় স্তুতিঃ প্রকাশিতোত্যর্থঃ । গত্যাদি গমন
 কথনং স্মিত বক্ত্রং সহস্যবদনং এতৎ সকলমেব ব্রজণে রূপমিত্যর্থঃ ॥৫১॥
 স্তুতি । কুজং পকিনাদঃ কলং অব্যক্ত মধুরং অন্যং মুখ কুংখাদিকঞ্চ

নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈ স্তম্বনং পরিপূরিতং ।
 সুখং দুঃখং মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥৫৩॥
 কোকিলাদ্যাশ্চ য়া প্রোক্তা মধুনি কুসুমাস্তকাঃ ।
 তাঃ সর্বাঃ পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 অতএব মহেশানি ব্রহ্মণঃ কারণং শিবা ॥ ৫৪ ॥
 মন্দ নারুত সংযুক্তং বসন্তবাত সংযুতং ।
 পূর্ণেন্দু নিত্যভ্যুদয়ং সূর্য্য মন্দাংশু সেবিতং ॥৫৫॥

ভাষা ।

নানাবিধ বর্ণ কুসুম সকল বৃন্দাবন পূর্ণ করিয়াছে । সুখ ও
 দুঃখ স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ৫৩ ॥

বসন্তকালে কোকিল প্রভৃতি যে মত্ত হইয়া গান করে
 তাহাও প্রকৃতি । হে মহেশ্বরী ! অতএব প্রকৃতি ব্রহ্মের ও
 কারণ ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দাবনে সদা কাল মন্দ বসন্ত বায়ু বহিতেছে । পূর্ণচন্দ্র
 সর্বদা উদিত আছেন এবং সূর্য্যদেব মন্দ কিরণে বৃন্দাবন সেবা
 করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

সকলমেব প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥৫২॥ নানেনতি । নানাবর্ণৈঃ কুসুমৈ স্তম্বনং
 পূরিত মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ কোকিলা ইতি । কোকিলাদ্যা বৃন্দাবন
 রিহতাঃ সমস্তাএব স্বয়ং প্রকৃতি রিত্যর্থঃ । প্রকৃতে জগৎস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ
 কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ মন্দেনতি । ইষৎ পবন হিলোলমুতং বসন্ত বাত
 পূর্ণক । সন্দের পূর্ণেন্দুরূপেন্তি সূর্য্যোমন্দং যথা তপতি বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ ৫৫

অদুঃখং লোক বিচ্ছেদ জরা মরণ বর্জিতং ।
 অক্রোধং গত মাৎসর্য্য মতিম্নং নিরহঙ্কৃতং ॥৫৬॥
 পূর্ণানন্দামৃত রসং পূর্ণ প্রেম সুধার্নবং ।
 গুণাভীতং মহাক্লাম পুরিতং পূর্ণশক্তিভিঃ ।
 গুহ্যাদ গুহ্যতমং গূঢ়ং মধ্য বৃন্দাবনস্থিতং ॥৫৭॥
 গোবিন্দাজ্জি রজঃ স্পর্শামিত্যং বৃন্দাবনং ভুবি ।
 যস্য স্পর্শন মাং ত্রেণ পৃথ্বী ধন্যাচ ভারতে ॥৫৮॥
 ভাষা ।

বৃন্দাবনে কাহারও দুঃখ নাই বিচ্ছেদ নাই এবং জরা মরণও
 নাই । এবং ক্রোধ নাই মত্ততা নাই সকলেই অতিমহদয় ও
 অহঙ্কার শূন্য ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবন পূর্ণানন্দ অমৃত রস স্থান ও পূর্ণ প্রেমার্নব স্বরূপ
 ত্রিগুণাভীত মহাক্লাম সর্বশক্তি পূর্ণ । এই স্থান অতি গোপ-
 নীয় ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দাবন ভূমি ত্রীকৃষ্ণ পদ রজ স্পর্শে সর্বদা পবিত্র । যাহার
 স্পর্শে পৃথিবী মধ্যে ভারত বর্ষ ধন্য হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বৃন্দাবনে দুঃখং জরামরণাদিকং নাস্তি ক্রোধ মাৎসর্য্যাদিক মপিতথা ।
 অভিম্ন মপৃথঙ্কাবঃ নিরহঙ্কৃত মহাক্কার শূন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ পূর্বেতি
 বৃন্দাবনং পূর্ণানন্দ রসাস্পদং প্রেমামৃত সাগরস্বরূপং সর্ব শক্তিভিঃ পরি
 পূর্ণমতি গোপনীয় মিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ গোবিন্দেতি যস্য পাদ রজঃস্পর্শাৎ
 পৃথিবী ধন্যভবতি তদেগোবিন্দ পাদরজঃ স্পর্শেনং বৃন্দাবনে সটদব সঙ্কন-

মহাকল্প তরু ছায় গোবিন্দ স্থান মব্যয়ং ।
মুক্তি স্তবন সংস্পর্শা মহাত্ম্যাদ্বি বিমুতে ।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনং ॥ ৫১ ॥

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বাদশঃ

পটলঃ ।

ভাষা ।

বৃন্দাবন গোবিন্দের বসতি স্থান কল্পক্রম ছায়ায় অতি
মনোহর । বৃন্দাবন স্পর্শে মুক্তিলাভ হয় ইহার মহাত্ম্যে
লোক মায়ী বিমুক্ত হইয়া থাকে । হে দেবি এই বৃন্দাবন স্থানকে
সদা হৃদয়ে রাখ ॥ ৫১ ॥

ইতি দ্বাদশঃ পটলঃ ।

অস্ম্যর্থঃ ।

তীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ মহেতি গোবিন্দ স্থানং বৃন্দাবনং মহাকল্পক্রম
ছায়া শীতলং । বৃন্দাবন সংস্পর্শাদেব মুক্তির্ভবতি মহাত্ম্যাদ্ বৃন্দাবন
মহাত্ম্যাত্ বিমুচ্যতে নার্যাবিচ্ছিন্নোভবতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি ত্রিচন্দ্রকুমার ভট্টচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন

দ্বাদশঃ পটলঃ ।

ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ବତ୍ବାଚ ।

ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନଂ ଦେବ ଜରା ମରଣଂ ବର୍ଜିତଂ ।
 ଅଦୁଃଖ ଶୋକ ବିଚ୍ଛେଦ ମକ୍ରୋଧଂ ଯଦି ଶୂଳଭୃଂ । ୧ ।
 ତଂକଥଂ ପରମେଶାନ ପୁତନା ନିଧନଂ ଗତା ।
 ବୃଷାସୁରଂ କେଶୀଞ୍ଚ ଶଞ୍ଜା ଦୂତାଦୟୋ ପରେ । ୨ ।
 ତଂକଥଂ ପରମେଶାନ କ୍ରୁଷଂ କ୍ରୋଧ ମବାପ୍ତବାନ୍ ।
 ଯଦ୍ୟେବଂ ପରମେଶାନ ସତତଂ ବ୍ରଜ ମଞ୍ଜୁଳଂ ॥ ୩ ॥

ଭାଷା ।

ପାର୍ଶ୍ବତୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେଛେନ ହେ ମହାଦେବ ! ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥାନ
 ଯଦି ଜରା ମରଣ ବର୍ଜିତ ହେଉ ଓ ତଥାତେ ଶୋକ ଦୁଃଖ, ବିରହ ଓ
 କ୍ରୋଧାଦି ନା ଥାନ୍ତେ । ହେ ପରମେଶ୍ବର ! ତବେ କେନ ପୁତନା, ବୃଷା-
 ସୁର, କେଶୀ, ଶଞ୍ଜାସୁରାଦି ଦୈତ୍ୟଗଣ ବୃନ୍ଦାବନେ ନିଧନ ପ୍ରାପ୍ତ
 ହିଲେ ॥ ୧ ॥ ୨ ॥

ହେ ଈଶ୍ବର କ୍ରୋଧହୀନ ବୃନ୍ଦାବନେ କ୍ରୁଷ୍ଣେର କେନ କ୍ରୋଧ ହିଲେ ।
 ବ୍ରଜମଞ୍ଜୁଳ କ୍ରୋଧ ରହିତ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ॥ ୩ ॥

ଅନ୍ତ୍ୟାର୍ଥଃ ।

ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ବତ୍ବାଚେତି । ପାର୍ଶ୍ବତୀ ମହାଦେବଂ ପୃଚ୍ଛତି । ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନଂ
 ଜରାମରଣ ଶୋକବିଚ୍ଛେଦାଦି ରହିତ ମିତି । ଶୂଳ ଭୃମିତି ମହାଦେବ ସଂକ୍ଷେପ-
 ଧନଂ ॥ ୧ ॥ ଓଦିତି । ହେ ପରମେଶାନ ତଂକଥଂ ପୁତନା ବୃଷାସୁରାଦି
 ନିଧନଂ ବୃନ୍ଦାବନେ ସମ୍ଭବତୀତି ଭାବଃ ॥ ୨ ॥ ଓଦିତି । କ୍ରୁଷଂ କଥଂ ବା
 କ୍ରୋଧ ପରେ ଭବତି । ଏବଂ ଉକ୍ତରୂପଂ ଜରାମରଣାଦି ରହିତଂ ॥ ୩ ॥

সৰ্বা বাধানি নিস্কুন্তং সৰ্ব শক্তিময়ং সদা ।
 সৰ্বানন্দময়ং দেব কেশ পীঠং মনোহরং ॥ ৪ ॥
 তৎকথং পরমেশান উৎপাতং ব্রজ মণ্ডলে ।
 গোপীনাং পরমেশান কথং কামোদ্ভবঃ প্রভো ।
 কৃষ্ণো বা দেবকী পুত্রঃ সদাকাম যুতঃ কথং ॥ ৫ ॥
 যমুনায়া মহাদেব জলধামৃত পুরিতং ।
 এতদ্ধি সংশয়ং ছিন্তি মহাদেব দয়ানিধে ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

হে মহাদেব কেশ পীঠ ব্রজধাম সৰ্ব শক্তিমুক্ত সৰ্বানন্দময়
 ও মনোহর এখানে কোন রূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর ! তবে বৃন্দাবনে বিবিধ উৎপাত হইল কেন ;
 কেনই বা গোপীদিগের কামোদ্ভব হইয়াছিল । এবং দেবকী
 পুত্র কৃষ্ণই বা কেন এত কামাতুর হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

এবং যমুনার জল কেন অমৃত পূর্ণ হইয়াছিল হে দয়ানিধে !
 আমার এই সকল সংশয় ছেদ কর ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থ ।

সর্কেতি । সকল বিঘ্ন রহিতং সৰ্ব শক্তি ময়ক বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
 তদ্বিতি । হে পরমেশান শক্তো কথং ব্রজ মণ্ডলে উৎপাত মমজলং
 গোপীনাং কামোদ্ভবশ্চ কথমিতি ভাবঃ কৃষ্ণো বা কামাতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
 যমুনেতি । যমুনাঙ্গলং কথমমৃত পূর্ণ মিত্যাদি সংশয়ং ছিন্তি খণ্ডয় ।
 দয়ানিধে ইতি মহাদেব সম্বোধনং ॥ ৬ ॥ জৈশ্বর উবাচৈতি । হে ভক্তে

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

সাধু প্রকটং দ্বয়াভদ্রে রহস্যং পরমাদ্ভুতং ।
 রহস্যং শৃণু দেবেশি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরং ॥৭॥
 কার্যঞ্চ কারণং দেবি জাগ্রদাদিষু বর্ততে ।
 জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়ং পরমং পদং ॥৮॥
 তুরীয়ং ব্রহ্ম নির্বাণং মহাবিশ্বুঃ শুচিন্মিতে ।
 সদা জ্যোতির্ময়ং শুদ্ধং কার্য্য কারণ বর্জিতং ॥৯॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে সুন্দরি ! তুমি অতি আশ্চর্য্য
 রহস্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ । এই গুহ্যতম বিষয় আমি
 বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা প্রভেদে জগতের
 কার্য্য কারণ হইয়া থাকে । উক্ত অবস্থা সকল অচৈতন্যের
 কার্য্য ॥ ৮ ॥

অচৈতন্য নাশ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে হয় হইলেই লোক
 ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় । যিনি ঈশ্বর তিনি জ্যোতির্ময় কার্য্য
 কারণ বর্জিত ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

সাধু শীলে দ্বয়া সাধু প্রকটং মহান্ প্রমাণং কৃতঃ । অতি গুপ্ত মদ্বুত রহস্যং
 শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ কার্য্যোক্তি । কার্য্যং অবয়বী ভূতং কারণং হেতুঃ
 জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু সदैব বর্ততে । তুরীয়ং উপস্থিত চৈতন্যস্যাধার
 ভূত মনুপস্থিত চৈতন্যং ॥ ৮ ॥ তুরীয়মিতি ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ
 কারণঃ । জ্যোতির্ময়ং যৎ তৎ কার্য্য কারণ বর্জিতং নিত্য মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নিরীহং নিশ্চলং দেবি সততং বিষ্ণুরূপধৃক ।
 বস্তুদেবোহপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাত্মকঃ সদা ১০
 ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদেন পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ ।
 কৃষ্ণরূপং সমাশ্রিত্য বৃন্দাবন কুটীরকে ॥ ১১ ॥
 কৃষিভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃতি বাচকঃ ।
 তয়োরৈক্যং যদাযাতি শুদ্ধ সত্বাত্মকে। হরিঃ ১২

ভাষা ।

হে দেবি ! ঈশ্বরের কোন চেষ্টা নাই গতি নাই । বিষ্ণু
 রূপধারী বস্তুদেব তনয় সত্ত্ব গুণাশ্রিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর । ত্রিপুরা-
 দেবী প্রসাদে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ রূপ আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর
 সহিত সঙ্গ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ এই শব্দের বর্ণার্থ বলিতেছি । কৃষি শব্দে ভূমি
 বোধ হয় ও ণকার নিবৃতি বাচক এই উভয় যোগে কৃষ্ণ এই শব্দ
 হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নিরীহেতি বিষ্ণুরূপধৃক যদ্বুক্ত তন্নিশ্চলং । বাস্তুদেবো ত্রিষ্ণোরংশঃ
 ত্রিপুরা প্রসাদেন কৃষ্ণরূপ মাশ্রিত্য বৃন্দাবন কুটীরে পদ্মিনী সঙ্গঃ প্রাপ্ত
 ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ শব্দস্যার্থমাহ কৃষিরিতি কৃষিশব্দো
 ভূবাচকঃ ণকারো নিবৃতি বোধক স্তয়োঃ কৃষিণকারয়ো যদৈক্যং কৃষ্ণ ইতি
 পদং শুদ্ধ তত্ত্বগুণাত্মকঃ ॥ ১২ ॥ তত্রৈতি । তত্র কৃষ্ণে ব্রহ্ম শব্দ বাচ্যঃ

তত্রৈব সহসা দেবি ব্রহ্ম শব্দ ময়ং স্মৃতং ।
 ব্রহ্ম শব্দস্তু দেবেশি কৃষ্ণঃ সত্ত্ব গুণাশ্রয়ঃ ॥১৩॥
 তুরীয়ং যদি দেবেশি প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতং ।
 পুরুষঃ কূট কপস্তু কার্য্য কারণ বর্জিতঃ ॥ ১৪ ॥
 তস্মাত্তু পুরুষো বিষ্ণুঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
 প্রকৃতিঃ পরমেশানি কার্য্য কারণ বিগ্রহঃ ॥১৫॥

ভাষা ।

হে দেবি ! সেই কৃষ্ণ পদাভিধ ব্যক্তিতেই ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত
 হয় । অতএব কৃষ্ণই স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

হে দেবেশি ! যখন ব্রহ্ম প্রকৃতি সহিত যুক্ত হন তখন
 তাহাকে কূটস্থ কার্য্য কারণ বিহীন পুরুষ বলা যায় ॥ ১৪ ॥

অতএব সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ বিষ্ণু স্বয়ং প্রকৃতি
 কার্য্য কারণ রূপ ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যং তদেব কৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ তুরীয়নি । যদা অনুহিঙ্খিত চৈতন্যং
 প্রকৃত্যাসহ নিমিত্তং তদা কার্য্য কারণ বর্জিতঃ কূটস্থঃ পুরুষ উচ্যতে
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মাদিতি । বিষ্ণু নির্ভ্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপঃ প্রকৃতিঃ
 কার্য্য কারণ রূপেতি ॥ ১৫ ॥ নেতি । ইদম্বয়ং স্বয়ং কার্য্য কারণ রহিতঃ

ন কার্য্যং কারণং দেবি ঈশ্বরস্ত কদাচন ।
 প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণ ঈশ্বরঃ ॥১৬॥
 দুর্ধেয়া পরমেশানি তব মায়া সনাতনী ।
 তব কেশোদ্ভবা দেবি নিত্য ব্রজ পুরী সদা ॥১৭॥
 যদ্যদুক্তং মহেশানি কাম ক্রোধাদিকং প্রিয়ে ।
 তৎ সর্বং পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥১৮॥

ভাষা ।

হে দেবি ! ঈশ্বর স্বয়ং কখনও কার্য্য কারণ নহেন কিন্তু
 প্রকৃতির সহযোগে কার্য্য ও কারণ উভয়ই তিনি ॥ ১৬ ॥

হে পরমেশানি ! মায়ার মায়া কেহ বুঝিতে পারে না ।
 হে দেবি ! ব্রজপুরী তোমার কেশ পাঠ হইতে উৎপন্ন হই-
 য়াছে ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়ে ! বৃন্দাবনে কামক্রোধাদির বিষয় যাহা পূর্বে
 জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা কেবল মায়াময়ী প্রকৃতির কার্য্য ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কিন্তু প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণতা ভাগ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥
 দুর্ধেয়েতি দুর্ধেয়া দুর্জেরা জ্ঞাতমশক্যেতি যাবৎ । সনাতনী নিত্যা ।
 তবকেশোদ্ভবা বৃন্দাবনপুরী ব্রজ নিকেতন মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদিচিতি ।
 বৃন্দাবন বাসিনাং কামক্রোধাদিকং যদ্যদুক্তং তৎ সর্বং প্রকৃতিঃ স্মাহান্য
 মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বাস্তবদেস্যেতি । হে লোলেচপালে । জ্ঞাপ্যমেধসি

বাসুদেবস্য যজ্জন্ম শৃণু লোলেহ্নম্নমেধসি ।
 তৎ সৰ্বং পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধেস্তু কারণং ॥১৯
 যস্য যস্যচ দেবেশি বিদ্যা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 তস্য তস্যচ দেবেশি দেবত্বং পরমেশ্বরী ॥ ২০ ॥
 ভুলোকে পরমেশানি কেশপীঠে বরাননে ।
 কুলাচারস্য সিদ্ধার্থং পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ ॥২১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ত্রয়োদশ

পটলঃ ।

ভাষা ।

আর বাসুদেব যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কেবল বিদ্যা
 সিদ্ধিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ॥ ১৯ ॥

হে দেবি ! যাহার যাহার বিদ্যা সিদ্ধি হইয়াছে তাহারাই
 দেবত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! কেবল কুলাচার সিদ্ধি কামনাতেই বাসুদেব
 মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পদ্মিনী সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২১॥

ইতি ত্রয়োদশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

সংগুনালোচিতবিত্তি । বাসুদেবে বিদ্যাসিদ্ধার্থমেব জন্ম লেভে
 ইতি ভাষঃ ॥ ১৯ ॥ যস্যেতি যো যো বিদ্যাসিদ্ধঃ স এব দেব ইত্যর্থঃ ॥২০॥
 নুলোকে ইতি । নুলোকে পৃথিব্যাং । কেশপীঠে বৃন্দাবনে । কুলাচার
 সিদ্ধিলাভটয়ৈব বাসুদেবঃ পদ্মিনী সঙ্গং গত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন

ত্রয়োদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

সহস্র পত্রে পদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকং ।
 অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দ স্থান মব্যয়ং ।
 সতীকেশাং সমুদ্ভূতং পূর্ণ প্রেম সুখাশ্রয়ং ॥১॥
 অন্যান্যেষুচ স্থানেষু বাল্য পোগণ্ড যৌবনং ।
 বৃন্দারণ্য বিহারেষু কৃষ্ণ কৈশোর বিগ্রহং ॥২॥
 কালিন্দী তরণানন্দ ভঙ্গ সৌরভ মোহিতং ।
 পদ্মোৎ পলাদ্যৈঃ কুসুমৈ নানাবর্ণ সমুজ্জলং ॥৩॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, সহস্রদল পদ্ম মধ্যে বৃন্দাবন অতি
 প্রসিদ্ধ স্থান । সতীর কেশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে
 এখানে সৰ্বদা মূর্ত্তিমান আনন্দ ও পূর্ণ প্রেমরসসুখ বিদ্যমান
 আছে ॥ ১ ॥

অন্যান্য স্থানে গ্রীহরির বাল্য পোগণ্ডাদি কাল গত হইয়াছে
 বৃন্দাবনে হরি কৈশোরাবস্থাতেই বিহার করিয়াছেন ॥ ২ ॥

গ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতরণে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন ।
 যমুনা জল নানা সৌরভে আমোদিত ও পদ্ম উৎপল প্রভৃতি
 কুসুমে শোভমান ছিল ॥ ৩ ॥

অন্ত্যার্ণঃ ।

ঈশ্বর উবাচতি । বৃন্দাবনং সহস্রদল পদ্মস্য বরাটকং দক্ষং ।
 আনন্দং আনন্দময়ং । সতী কেশাং পার্বতী চিকুরাং সমুদ্ভূত মৃৎপদ্ম
 নিত্যর্থঃ ॥১॥ অন্যান্যেতি । বৃন্দাবন ভিন্নে স্থানে কৃষ্ণস্য বাল্যাদিক সমগ্রঃ
 বৃন্দাবন বিহারেতু কৈশোর সময়াইতিবর্ত্ততে ॥ ২ ॥ কালিন্দী

চক্র বাকাদি বিহগৈ নানা মঞ্জু কলস্বনৈঃ ।
 শোভমানং জলং রম্যং অতীব সুমনোহরং ।৪।
 তস্যোভয় তটীরম্যা শুদ্ধ কাঞ্চন নির্মিতা ।
 গঙ্গা কোটী গুণং পুণ্যং যত্র স্পর্শো বরাটকঃ ।৫
 কর্ণিকা মহিমা কিস্ত্ব যত্র ক্রীড়া রতো হরিঃ ।
 কালিন্দী কর্ণিকা কৃষ্ণমভিন্নমেক বিগ্রহং ॥ ১
 যোজ্ঞানীয়াং সর্বৈ ধন্যো দেবিতে কথিতং যয়া ।

॥ ৬ ॥

ভাষা ।

চক্র বাকাদি বিহগগণের মঞ্জুকল স্বনে পরিপূর্ণ কালিন্দী
 জল অতি মনোহর ও সুশোভিত ॥ ৪ ॥
 যমুনার উভয় তটস্থ কাঞ্চন নির্মিত, ও তাহার জলস্পর্শ
 গঙ্গাজল স্পর্শ হইতে কোটীগুণ পুণ্য প্রদ ॥ ৫ ॥
 কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান যমুনা কর্ণিকা সম মহাত্ম্যবতী । কালিন্দী
 কর্ণিকা ও কৃষ্ণ দেহ যে এক বলিয়া জানে সে এই মহীতলে ধন্য
 এই বাক্য আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৬ ॥

অম্বার্থঃ ।

কৃষ্ণবিগ্রহং বিশিনতি । কালিন্দী তরণানন্দি যমুনাপাত্ত কৌতুকবৎ ॥ ৩ ॥
 চক্রেতি । কালিন্দী জলং মঞ্জু কলস্বনৈ রব্যক্ত মধুরনদচ্ছিত্র বাকাদিভি-
 র্বিহগৈঃ শোভমানা মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তস্যেতি । উভয় তটী উভয়তীরং ।
 শুদ্ধ কাঞ্চননির্মিতা সুবর্ণ গঠিতা কালিন্দী জলস্পর্শো গঙ্গাজলস্পর্শ কোটি-
 গুণ স্মৃতি হৃদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ কর্ণিকেতি । যত্র কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারত স্তত্রৈব
 কর্ণিকা মহাত্ম্যং । কালিন্দী কর্ণিকয়ো মহাত্ম্যং যোজ্ঞানীয়াংসধন্যঃ ॥

দেবুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব রহস্যং বদ শঙ্কর ।

কঃ কৃষ্ণঃ পরমেশান কালিন্দীক। বৃষধ্বজ ॥৭॥

কর্ণিকাক। মহেশান বিস্তারাদ্বদ শঙ্কর ।

এতত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্যানুগ্রহায়বৈ ।

কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যহি তিষ্ঠতি ॥৯॥

ভাষা ।

পার্কতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবদেব ! এই রহস্য
কথা আমার নিকট বল যে, কেবা কৃষ্ণ এবং কেইবা কালিন্দী ॥৭॥

এবং কর্ণিকাকে এই রহস্য কথার যথার্থ্য আমার নিকট
সবিস্তর বর্ণন কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন স্বয়ং কালিকা দেবী কৃষ্ণানুগ্রহার্থ
কালিন্দীরূপ ধারণ করিয়া কুণ্ডলাকারে ব্রজধাম ব্যাপি আ-
ছেন ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

॥৩॥ দেবুবাচেতি কৃষ্ণঃ কঃ কালিন্দীচকা ইতি রহস্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কর্ণিকা কা হে মহেশান এতত্ত্বং বিস্তরাহ্মহেন্যন কথয়েতি
ভাষাঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি কালিকা কালিকা দেবী আদ্যাশক্তি

রিত্যর্থঃ । কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ মণ্ডলাকারস্থিত্যা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ ইতি ।

কৃষ্ণস্ত পরমেশানি প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সদা ।
 কর্ণিকা জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী ॥১০॥
 অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ কৃষ্ণত্ব মাগতঃ ।
 তস্মাত্তু কালিকা দেবি কালিন্দী পরমেশ্বরী ॥১১॥
 কর্ণিকা কুণ্ডলী নিত্য। কৃষ্ণঃ সত্য ময়ো হরিঃ ।
 কৃষ্ণ শব্দো মহেশানি নিবৃত্তেঃ সঙ্গ মাত্রতঃ ॥
 একত্বং জায়তে দেবি তদা কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥১২॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বরী ! কৃষ্ণ স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ; জগন্মাতা
 মহামায়া কর্ণিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

হে পরমেশ্বরী এই হেতু বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।
 এবং কালিকা দেবী কালিন্দীরূপে হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

কর্ণিকা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, কৃষ্ণ সত্য ময়, হে মহেশানি !
 সংসার সঙ্গ নিবৃত্তি হইয়া যখন ঐক্য বোধ হয় তখন কৃষ্ণ শব্দের
 ভাবার্থ জানা যায় ॥ ১২ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

হে মহেশানি কৃষ্ণঃ পুরুষঃ কালিকা প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অত-
 এব্যেতি । অতএব প্রকৃত্যনু বোধ তএব । কালিকা দেবী কালিন্দীরূপ
 মায়ায় ব্রহ্মে তিষ্ঠতীতিভাবঃ ॥ ১১ ॥ কর্ণিকেতি কালিকা পদ্ম কর্ণিকা
 কুণ্ডলী কুলকুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ দেবদ্বারাচেতি । গোবিন্দস্য সৌন্দর্য্যং

দেবুবাচ ।

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যং বয়সাকৃতিঃ ।
 তৎ সর্ব্বং শ্রোতু মিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ১৩ ॥
 মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জু মন্দার শোভিতে ।
 যোজনাবৃত তদ্বৃক্ষৈঃ শাখা পল্লব বিস্তৃতৈঃ ॥ ১৪ ॥
 মহৎ পদং মহাক্ষম মহানন্দ রসান্ধরং ।
 পুরাণ কুসুমৈর্গন্ধৈর্শ্রুতানি বৃন্দ সেবিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষা

পুনর্বার দেবী বলিতেছেন, গোবিন্দ কপের কি আশ্চর্য্য
 মহিমা, সৌন্দর্য্য, বয়স ও আকৃতি এই সকল আমার শ্রুতিতে
 ইচ্ছা হইয়াছে তাহা বল ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবন মধ্যে এক যোজন বিস্তৃত অতি মনোহর মন্দার
 পাদপ শোভিত স্থান আছে ॥ ১৪ ॥

ঐ স্থানে মুক্তিপদ লাভ হয় এবং ঐ মহাক্ষম সর্ব্বানন্দ রসের
 একাধার বিবিধ স্নগন্ধি কুসুম শোভিত পারিজাত বৃক্ষ শ্রেণী
 বিশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থ ।

বয়ঃ আকৃতিক শ্রোতু মিচ্ছামি ওদ্ভাহল্যেন বদেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মধ্য
 ইতি । মঞ্জুমন্দার শোভিতে মনোহর বর্ণাক্রম ভূষিতে । তদ্বৃক্ষৈঃ
 বর্ণবৃক্ষৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মহদিতি । মহৎপদং শুদ্ধস্থানং মহানন্দ
 রসান্ধরং নিত্যানন্দময় মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈতি । তত্রবৃন্দাবনে

তত্রাধঃস্থে সিদ্ধপীঠে সতী কেশ বিনির্ম্মিতে ।
 সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতি মৃগ্যং নিরন্তরং ॥১৬॥
 তত্র শুদ্ধং হেম পীঠং মণি মণ্ডিত মণ্ডপং ।
 তন্মধ্যে মঞ্জু রত্নঞ্চ যোগ পীঠং সমুজ্জ্বলং ॥১৭॥
 তদষ্টকোণ নির্মাণং নানা দীপ্তি মনোহরং ।
 তত্রোপরিচ মাণিক্য স্বর্ণ সিংহাসন স্থিতং ॥১৮॥

ভাষা ।

তাহার অধোদেশে সতীকেশ বিনির্ম্মিত সিদ্ধ পীঠ আছে,
 তাহা সপ্ত আবরণে আবৃত । ঐ স্থান বেদেরও অমু সন্ধ-
 নীয় ॥ ১৬ ॥

তদুপরি বিশুদ্ধ স্বর্ণ পীঠ ও মণিভূষিত মণ্ডপ আছে,
 তন্মধ্যে রত্ন নির্ম্মিত অতি সমুজ্জ্বল মনোহর যোগ পীঠ
 আছে ॥ ১৭ ॥

ঐ যোগ পীঠ অষ্টকোণ বিশিষ্ট নানা উজ্জ্বল পদার্থে দীপ্য-
 মান । তদুপরি মাণিক্য সিংহাসন ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অধঃস্থে অধোদেশে পার্শ্বতী কেশ রচিত্রে সিদ্ধ ক্ষেত্রে । শ্রুতি মৃগ্যং
 বেদবিবেচিতং ॥ ১৬ ॥ তত্রৈতি । তত্র সিদ্ধ পীঠে । মণিভূষিত মণ্ডপ-
 মণ্ডিত তত্র হেম পীঠং স্বর্ণাসনং । তন্মধ্যে হেম পীঠোপরি যোগপীঠং
 যোগাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্বিতি । তন্ম যোগাসনং অষ্টকোণ-নির্মাণং
 অষ্টকোণ বিশিষ্টং । তত্রোপরি যোগাসনোপরি ॥ ১৮ ॥ গোবিন্দেতি ।

গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ।
 শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লরীবৃন্দ সেবিতং ১১৯
 দিব্য ব্রজ বয়োকপং বল্লরী প্রিয় বল্লভং ।
 ব্রজেন্দ্র নিয়তৈ শ্বর্য্যং ব্রজবালৈক বল্লভং ১২০
 যৌবনে ভিন্ন কৈশোরং সুবেশাকৃতি বিগ্রহং ।
 শান্তানন্দং পরং জ্যোতি দলিতাঞ্জন চিক্ণং ১২১

ভাষা ।

এই স্থান গোবিন্দের অতিশয় প্রিয়তর স্থতরাং ঐ স্থানের
 মহিমা আর কি বর্ণন করিব । ঐ স্থানে গোবিন্দ লতাবৃন্দে
 পরিসেবিত হইয়া সদা বিরাজ করেন ॥ ১১৯ ॥

ঐ গোবিন্দ, দিব্য ব্রজ বয়োকপধারী বৃন্দাবনের মঠেশ্বর্য্য
 ও ব্রজ বালকগণের অতি প্রিয় ॥ ১২০ ॥

ঐ মূর্ত্তির যৌবন সময়ে ও কৈশোর রূপ প্রকাশিত থাকে ।
 উহা অতি সুন্দর শরীরধারী, শান্ত, মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ, ও
 দলিত অঞ্জনের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ॥ ১২১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গোবিন্দ প্রিয়স্থানস্য মহিমা মাহাত্ম্যং কি মুচ্যতে । বল্লরীবৃন্দ সেবিতং
 বিবিধলভাকন্দ শোভিতং ॥ ১১৯ ॥ দিব্যোক্তি দিব্যরূপেণ বয়সীচ মনো-
 হর মিত্যর্থঃ । ব্রজবালৈক বল্লভং ব্রজবালক প্রিয়ং ॥ ১২০ ॥ যৌবন
 ইতি । যৌবন সময়েপি কৈশোররূপ মা বিকৃত মিত্যর্থঃ । দলিতাঞ্জন-
 চিক্ণং দলিত কজ্জলবৎ সমুজ্জ্বল মিত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ অনাদিনিতি ।

অনাদিমাди প্রাণেশং নন্দ গোপ প্রিয়ান্বজং ।
 স্মৃতি মগ্ধ্যমজং নিত্যং গোপীকুল মনোহরং ৷২২
 পরং ধাম পরং কপং দ্বিভুজং গোপীকেশ্বরং ।
 বৃন্দাবনেশ্বরং ধ্যয়েৎ নিগুণৈক্যকারণং ৷২৩
 নবীন নীরদ শ্রেণি স্নানিধ্বং মঞ্জু মঞ্জুলং ।
 ফুল্লেন্দীবর সৎকান্তি মুখস্পর্শং মুখাশ্রয়ং ৷২৪
 দলিতাঙ্গন পুঞ্জাভ চিক্ণং শ্যাম মোহনং ।
 স্নানিধ্ব নীল কুটিলাশেষ সৌরভ কুণ্ডলং ৷২৫৥

ভাষা ।

অনাদি জগদাদি প্রাণেশ্বর গোবিন্দ নন্দ রাজার অতি প্রিয়
পুত্র গোপীজনের কুল মনোহারী ॥ ২২ ॥

পরমধাম দ্বিভুজ গোপীকেশ্বর ত্রিগুণাভীত বৃন্দাবন-
েশ্বর ॥ ২৩ ॥

নবীন নীরদ শ্রেণীর ন্যায় অতি মনোহর স্নানিধ্ব প্রফুল্ল
কমলের ন্যায় মুখ কমল, শরীর স্পর্শ অতি সুখ কর ॥ ২৪ ॥

শ্যামের মোহন মূর্তি দলিত অঙ্গনের ন্যায় সমুদ্রকুল ও সিদ্ধ
এবং নীল বক্র কুন্তলে অতি শোভমান ॥ ২৫ ॥

অস্তুার্থঃ ।

অাদি বহিতঃ সর্বাদ্যং প্রাণেশং পরমাত্মনং ॥ ২২ ॥ পরমিতি ।
পরধাম ব্রহ্মরূপং ত্রিগুণৈক্য কারণং সত্ত্বরজস্তমো গুণাভীতং ॥ ২৩ ॥
নবীনেতি । নবীন জলধর শ্যামঃ প্রফুল্ল পদ্মবৎ কান্তিযুতঃ মুখস্পর্শং
কোমলাঙ্গং মুখাশ্রয়ং । সর্বসুখনিকেতনমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ দলিতেতি ।
দলিতাঙ্গন পুঞ্জবৎ শ্যাম কলেবর মিত্যর্থঃ । কুটিলালক শোভিত কুণ্ডল-
নাতি মনোহরং ॥ ২৫ ॥ ভাদিতি । কুণ্ডলস্যোর্ধ্বে দক্ষিণভাগে বক্রীকৃতা

তদূর্দ্ধ দক্ষিণে ভাগে তিৰ্য্যক্ চূড়া মনোহরা ।
 নানারত্নোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডল মণ্ডিতং ॥ ২৬ ॥
 ময়ূর পুচ্ছ গুচ্ছাত্যং চূড়া চারু বিভূষিতং ।
 ক্ৰচিৎসর্হ দল শ্রেণী মনোজ্ঞ মুকুটাবিতং ॥ ২৭ ॥
 নানাভরণ মাণিক্য কিরীট ভূষিতং কটিং ।
 লোলালকাবৃতং রাজং কোটীন্দু সদৃশাননং ।
 ॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

মস্তকোপরি দক্ষিণভাগে মনোহর চূড়া বক্রভাবে রহিয়াছে । ঐ চারু চূড়া নানা রত্নে সমুজ্জ্বল ও শিখণ্ডি পুচ্ছে ভূষিত ॥ ২৬ ॥

কখন বা ময়ূর পুচ্ছ শোভিত চূড়াধারী , কখনও বর্হি পুচ্ছ ভূষিত মুকট ধারী ॥ ২৭ ॥

ঐ কিরীট নানাবিধ মাণিক্য সজ্জিত ; চঞ্চল অলকাবৃত মুখ, কোটি শশি সদৃশ ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চূড়া বিদ্যতে ইতিশেষঃ । নানারত্নেন সমুজ্জ্বলং শিখিপুচ্ছ শোভিতক্-
 ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ মঞ্জীরেতি । মঞ্জীরং নৃপুং । ক্ৰচিৎসর্হ পুচ্ছাবিত
 মনোহর মুকুট শোভিতং ॥ ২৭ ॥ নানেতি কটিদেশে নানাভরণ-
 হিত মাণিক্যেন ভূষিতমিতি । চঞ্চলালক শোভিত বদনমিত্যর্থঃ
 ॥ ২৮ ॥ কন্তুরীতি যুগলাভিকৃত নাগরাগং । গোবোচনা লিঙ্গ

কন্তুরী তিলকং ভ্রাজন্মঞ্জু গোৰোচনাচিতং ।
 নীলেন্দীবর সুস্নিগ্ধ সুদীৰ্ঘ দল লোচনং ॥ ২৯ ॥
 উন্নত জ্বলতাম্বেষ স্মিতসাচী নিরীক্ষণং ।
 সুচাক্ষুৰ্ত সৌন্দর্য্য নানাকপ নিকপণং ।
 নাসাগ্র গজমুক্তাংশু মুখীকৃত জগতলয়ং । ৩০ ॥
 সিন্দূরাক্ষ সুস্নিগ্ধ ওষ্ঠাধর মনোহরং ।
 নানারত্নোন্মেষসংস্বৰ্ণ মকরাকৃতি কুণ্ডলং ॥ ৩১ ॥

ভাষা ।

ললাটে কন্তুরীতিলক, সর্বাঙ্গ গোৰোচনালিঙ্গ । সুস্নিগ্ধ
 নীলেন্দীবর সদৃশ সুদীৰ্ঘ নয়ন ॥ ২৯ ॥

ঈষদ্বক্র উন্নত জয়ুগল ; কিবা ভঙ্গিপূৰ্ণ দৃষ্টি, দেহ সৌন্দর্য্য
 বচনাভীত । নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তা ত্রিজগৎ স্নিগ্ধ করিয়াছে । ৩০ ॥

মনোহর ওষ্ঠাধর বিলম্বিত সিন্দূরের ন্যায় অকণ বর্ণ । কর্ণ
 যুগলে নানারত্ন খচিত মকরাকৃতি স্ববর্ণ কুণ্ডল ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিগ্রহ নিত্যর্থঃ । নীলেন্দীবরবৎ সুস্নিগ্ধায়ত নয়নং ॥ ২৯ ॥

উন্নতেতি । উন্নত জগতয়াতির্থ্যক্ষণং । নানাকপ নিকপণং বিবিধরূপ
 ধারণং । নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তয়া ত্রিজগৎ সুস্নিগ্ধীকৃত নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

সিন্দূরকৃতি । ওষ্ঠাধরং সিন্দূরবদতি লোহিতং । নানারত্নেন উন্মেষসংস্বৰ্ণ
 নির্মিত মকরাকার কুণ্ডল যুত নিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ কণেতি কর্ণস্থিত উৎপল

কর্ণোৎপল সুমন্দার কুমুমোত্তম ভূষিতং ।
ত্রৈলোক্যাদ্ভুত সৌন্দর্য্যং তির্য্যগ্গ্রীবা মনোহরং

॥ ৩২ ॥

প্রস্ফুরন্মঞ্জুমাণিক্য কন্মুকণ্ঠ বিভূষিতং ।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরঙ্গং মুক্তাহারলসৎশ্রিয়ং ।

॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

এবং কুমুমশ্রেষ্ঠ পারিজাত কর্ণোৎপল রূপে শোভমান
হইতেছে । ত্রিভুবনে একপ সৌন্দর্য্য অসম্ভব ; বক্র গ্রীবায়
অতি মনোহর শোভা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

গলদেশে মাণিক্য দীপ্তি পাইতেছে এবং রেখাত্রয়
অতি মনোহর । বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তভ মণি
শোভিত হইতেছে এবং লম্বমান মুক্তাদাম শোভা পাই-
তেছে ॥ ৩৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মন্দারান্ত্যামতি ভূষিত মিত্যর্থঃ । ত্রিভুবনে ঈদৃশাদ্ভুত সৌন্দর্য্য মন্যৎ
নাস্তীতিভাবঃ । তির্য্যগ্গ্রীবয়া অতি মনোহরমং ॥ ৩২ ॥ প্রোঁতি ।
উদ্যানমনোহর মাণিক্য শোভিত ত্রিরেখাঙ্ঘ্রিত কণ্ঠঃ । বক্ষঃ স্থলে শ্রীবৎ
চিহ্নঃ কৌস্তভ মণিচাস্তীতি ॥ ৩৩ ॥ কদম্বোতি । সুমনঃ কুমুমং ।
কদম্বাদিভিঃ পুষ্পৈর্ভূষিত মতি যাবৎ । করে কঙ্কন কেয়ূরং কট্যাং

কদম্ব মঞ্জু মন্দার সুমনোদার ভূষিতং ।
 করে কঙ্কন কেয়ূর কিক্কিনী কটি শোভিতং ॥ ৩৪
 মঞ্জু মঞ্জীর সৌন্দর্য্য শ্রীমদজ্জি বিরাজিতং ।
 কপূরাগুরু কস্তুরী বিলসৎ চন্দনাক্ষিতং ॥ ৩৫।
 গোরোচনাদি সংমিশ্র দিব্যাজ্জ রাগ চিত্রিতং ।
 গম্ভীর নাভী কমলং লোমরাজিলতাসুজং ॥ ৩৬।

ভাষা ।

কদম্ব মন্দার প্রভৃতি মনোহর কুসুম সকল সর্বাঙ্গে বিস্তৃত
 রহিয়াছে । হস্তদ্বয় কেয়ূর ও কঙ্কন ভূষিত, কটিদেশে কিক্কিনী
 যুক্ত কাঞ্চীগুণ ॥ ৩৪ ॥

মনোহর নৃপূর সৌন্দর্য্যে পাদদ্বয় শোভিত হইয়াছে এবং
 সর্বাঙ্গে কপূর, অগুরু, চন্দন ও কস্তুরী প্রলেপন ॥ ৩৫ ॥

গোরোচনা মিশ্রিত বিবিধ রঞ্জনদ্রব্যে অঙ্গ চিত্রিত । গম্ভীর
 নাভিদেহ ; তথা হইতে মালার ন্যায় লোমরাজী উৎথিত হইয়া
 শোভা পাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কিক্কিনী ভূষণ মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ মঞ্জু ইতি মনোহর নৃপূরেণ শোভিত
 চরুণং কপূরাদি রাগলিঙ্গগাত্র মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ গোরোচনেতি ।
 গোরোচনয়া কৃতদিব্যাজ্জ রাগং । গম্ভীরং নিম্নং লোমশ্রেণি লতয়াধৃত
 মালাঃ ॥ ৩৬ ॥ স্তব্ধভূতি । জাম্ববতং স্তবলিতং । পাদপদ্মং ধ্বজ

সুবৃত্ত জানু যুগলং পাদ পদ্ম মনোহরং ।

ধ্বজবজ্রাক্ষুশান্তোজ করাজি তল শোভিতং । ৩৭

নখেন্দু কিরণ শ্রেণি পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং ।

ষোগীন্দ্রেঃ সনকাদৈশ্চ তদেবাকৃতি চিন্ত্যতে ।

॥ ৩৮ ॥

ত্রিভঙ্গ ললিতাশেষ লাবণ্য সারনির্মিতং ।

তির্য্যগ্ গ্রীব জিতানন্ত কোটি কন্দর্প সুন্দরং । ৩৯

ভাষা ।

জানু যুগল সুবলিত, বৃত্তবৎ ও পাদপদ্ম অতি মনোহর
তাঁহাতে ধ্বজ বজ্রাক্ষুশ চিহ্ন আছে ॥ ৩৭ ॥

নখ চন্দের কিরণ রাজীতে বোধ হয় এই দেহ পূর্ণ ব্রহ্মেরও
কারণ । এই আকৃতি ষোগীন্দ্র দেবেন্দ্রগণ সদা চিন্তা করেন । ৩৮।

ত্রিভঙ্গ দেহ যেন জগতের লাবণ্যসারে নির্মিত । এবং
বক্র গ্রীবাদেশের শোভা কোটি কন্দর্প শোভাকে জয় করি-
য়াছে ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নখেতি । নখেন্দু কিরণ শ্রেণ্যা-
পূর্ণ ব্রহ্মৈক্যমিতি প্রতীয়তে ॥ ৩৮ ॥ ত্রিভঙ্গ ইতি । ত্রিভঙ্গাকারেণ
নিখিল লাবণ্য নির্মিতমিতি জ্ঞায়তে । সৌন্দর্য্যেণ কোটি কন্দর্প জিত
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ বামেতি । বামগুণার্ণত স্করং স্বর্ণ কুণ্ডলং । অপা-

বামাং শার্গিত সদগুণস্কুরং কাঞ্চন কুণ্ডলং ।
 অপাঙ্গেনতু সন্মের কোটি মন্থথ মন্থথং ॥ ৪০ ॥
 কুঞ্চিতাধর বিন্যস্ত বংশী মঞ্জু কলস্বনৈঃ ।
 জগন্ময়ং মোহয়ন্তুং মগ্নং প্রেম সুখার্ণবে ॥ ৪১ ॥

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক ।
 ধ্যানং পরম গোপ্যং হি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ ।
 ॥ ৪২ ॥

ভাষা ।

বাম গুণস্থলে কাঞ্চন কুণ্ডল শোভাপাইতেছে । অপাঙ্গ
 বীক্ণে কোটি কোটি কামদেবেরও মনোলোভ হয় ॥ ৪০ ॥

কুঞ্চিত অধরে মনোহর বংশী রহিয়াছে ; তাহার মধুর কল-
 স্বনে ত্রিজগৎ মোহিত হইয়া সুখার্ণবে মগ্ন হয় ॥ ৪১ ॥

দেবি বলিতেছেন । হে সংসারার্ণব তারক ! দেবাদিদেব
 মহাদেব । অমিততেজা বিষ্ণুর ধ্যান অতি গোপনীয় ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কেন নেত্রপ্রাস্তবীক্ণেন । কোটি মন্থথ মন্থথং কোটিকন্দর্পাদতি
 স্কুরং ॥ ৪০ ॥ কুঞ্চিততি । অধর বিন্যস্ত বংশীবাদনৈঃ সুখার্ণবে
 মগ্নং ত্রিজগৎ মোহয়ন্তিমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ দেবুবাচেতি । গোপ্যং গোপ-
 নীয়ং । অমিত তেজসঃ অসীম মহাস্বয়ং ॥ ৪২ ॥ এতদ্বিত্তি এতৎ সর্বং

এতৎ সৰ্বং মহাদেব বিস্তারাদ্ধদ শঙ্কর ।

কৃপয়া কথয়েশান কুলাচারস্য সাধনং ॥ ৪৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামিশূণু শ্রোত্রে বাসুদেবস্য নির্ণয়ং ।

সাক্ষোপাঙ্গেন সহিতং নিগদামি শূণু প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥

ত্বাং বিনা পরমেশানি জগচ্ছৃজ ময়ং যথা ।

তথৈব পরমেশানি ক্লৃষ্যস্য বর বর্ণিনি ।

কুলাচার নিমিত্তং হি এতৎ সৰ্বং বরাননে ॥ ৪৫ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্দশঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

হে মহাদেব ! এই সকল আমার নিকট বিস্তার রূপ বল এবং কৃপা করিয়া কুলাচার সাধন আমাকে জানাও ॥ ৪৩ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে স্নন্দরি ! সাক্ষোপাঙ্গ বাসুদেব নির্ণয় আমি তোমার নিকট সমস্ত বলিব তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

হে স্নন্দরি ! যেমন স্নায়াময়ী তুমি বিনা এই জগৎ সংসার মালাবৎ নিশ্চেষ্ট তেমন কৃষ্ণের কুলাচার ব্যতিরেকে জগতে সকলই নিফল ॥ ৪৫ ॥ ইতি চতুর্দশঃ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

ধ্যানং কুলাচার সাধনঞ্চৈতি ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । শ্রোত্রে শ্রোত্রে সাক্ষোপাঙ্গেন সহিতং সকলাবয়বাবিহিতং ॥ ৪৪ ॥ ত্বামিতি । শ্রজ্জময়ং মালাবৎ । কুলাচার নিমিত্তং ক্লৃষ্যস্যেত্যদিত্যি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যানে চতুর্দশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

ধ্যান তত্ত্বং মহেশানি সাবধানাবধারণ ।
 শরীরং হি বিনাদেবি নহি ধ্যানং প্রজায়তে । ১ ।
 শরীরং প্রকৃতে রূপং পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং ।
 বৃন্দালতা সমাখ্যাতা তবকেশ সমুদ্ভবা ॥ ২ ॥
 মন্দারং পরমেশানি কল্প বৃক্ষং মনোহরং ।
 সুরভিঃ প্রকৃতির্ষান্ত কল্প বৃক্ষময়ং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে দেবি ! আমি ধ্যান তত্ত্ব বলিতেছি
 সাবধানে অবগন কর । শরীর ব্যতিরেকে ধ্যান হইতে পারে
 না ॥ ১ ॥

শরীর প্রকৃতির রূপ পূর্ণ ব্রহ্মের প্রধান কারণ । তোমার
 কেশেই প্রসিদ্ধ বৃন্দালতার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২ ॥

মন্দার মনোহর কল্পবৃক্ষ । কল্পবৃক্ষময় যে সুরভি তাহা
 প্রকৃতি স্বরূপ ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেনি । ধ্যান তত্ত্বং ধ্যান সাধার্ম্যং । শরীরং বিনা-
 ধ্যানং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ শরীরমিতি । ব্রহ্মময়স্য প্রকৃতিরূপ
 মেব শরীর মিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্দারমিতি । কল্প বৃক্ষং মন্দার শব্দ
 বাচ্যং । সুরভিঃ সুগন্ধঃ ॥ ৩ ॥ ভবতি । বৃন্দাবন পাখীগণবানি

তত্রশাখা পল্লবানি মাতৃকান্যকরাণি চ ।
 তত্র মন্ত্রানি পুঞ্জানি প্রকৃতিং বিদ্ধি সুন্দরি ॥ ৪ ॥
 সিদ্ধ পীঠং বরারোহে সর্বশক্তিময়ং সদা ।
 সপ্তাবরণকং তত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রকৃতি মূর্তমাং ॥ ৫ ॥
 যোগ পীঠং মহেশানি উজ্জ্বলং বা বরাননে ।
 ষড়্ভুজ মষ্টকোণঞ্চ যোনি রূপা সনাতনী ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

মাতৃকার অক্ষর সকল তাহার শাখা পল্লব । হে সুন্দরি !
 এই সকলই প্রকৃতি ॥ ৪ ॥

হে দেবি সর্ব শক্তিময় যে সিদ্ধ পীঠ তাহা সপ্তাবরণ সংযুক্ত
 স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ৫ ॥

হে মহেশানি ! যোগ পীঠ অতি সমুজ্জ্বল । পূর্বে যে
 অষ্টকোণ যোগপীঠ বলিয়াছি তাহা নিত্য যোনি রূপ ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মাতৃকা বর্ণানীত্যর্থঃ । বিদ্ধি জানীহি ॥ ৪ ॥ সিদ্ধেতি । সিদ্ধ পীঠং
 সিদ্ধকেন্দ্রং সর্বশক্তিময়ং সর্বশক্ত্যাক্রমিত্যর্থঃ । সপ্তাবরণকং সপ্তাঙ্কা-
 দ্বনং পরিবৃত্তং ॥ ৫ ॥ যোগেতি । যোগপীঠং যোগাসনং । উজ্জ্বলং
 তেজস্বি । সাক্ষাৎ প্রকৃতিং স্বয়ং প্রকৃতি রূপ মিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ মাদি-

মাণিক্য রচিতং দেবি সিংহাসন মনুভূমং ।
 দলমষ্টং মহেশানি তবৈব অষ্ট নায়িকা ॥ ৭ ॥
 গোবিন্দস্য প্রিয়ং যত্নু সুখ মত্যন্ত মদুতং ।
 প্রিয়ং প্রীতির্মহেশানি সততং শক্তি কপিণী ।৮
 বল্লরী গোপিকা বৃন্দং কৃষ্ণ কার্য্যকরী সদা ।
 কলাকুপা মহেশানি গোপিকা শক্তি কপিণী ।৯

ভাষা ।

হে দেবি ! অতি উত্তম সিংহাসন মাণিক্য রচিত তাহার যে
 অষ্টদল আছে তাহা তোমার অষ্ট নায়িকা ॥ ৭ ॥

গোবিন্দের প্রিয় যে সুখ তাহা অতি অমুত । হে মহে-
 শানি শক্তি কপিণী প্রকৃতিতে গোবিন্দের সমধিক প্রীতি
 আছে ॥ ৮ ॥

বল্লরীবৃন্দ সদা কৃষ্ণের কার্য্য সাধনী শক্তি কপিণী গোপিকা-
 গণ প্রকৃতির অংশ ॥ ৯ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

কেতি । ॥ মাণিক্য রচিত সিংহাসনে যদষ্টকোণঃ দলং ঐসবাষ্ট নায়িকা
 শক্তিঃ সহচারিণী ॥ ৭ ॥ গোবিন্দস্যেতি । গোবিন্দস্য যৎপ্রিয়ং
 প্রীতি ভাজনং প্রীতিঃ সন্তোষঃ সকলমেব শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
 বল্লরীতি । বৃন্দা গোপীগণোপি কৃষ্ণ কার্য্য সাধয়তীত্যর্থঃ । শক্তিঃ
 কলাকুপেণ গোপিকা-রূপা । ৯ ॥ বয় ইতি । কৃষ্ণস্য বয়োলাবণ্য-

বয়োলাবণ্য রূপঞ্চ সৰ্বং প্রকৃতি রুচ্যতে ।

বাল পৌগণ্ড কৈশোরং সৰ্বং প্রকৃতি নয়ংস্মৃতং ।

॥ ১০ ॥

এতত্ত্ব পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভুৎ প্রিয়ে ।

যদুভুতং পরমেশানি দলিতাজ্ঞান চিক্ৰণং ॥ ১১ ॥

মহাকালী মহামায়া স্বয়ং বর্ণ স্বরূপিণী ।

অনাদি প্রকৃতিং বিদ্ধি আদিশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ং ।

॥ ১২ ॥

ভাষা ।

গোবিন্দের বয়োলাবণ্য প্রভৃতি সকলই প্রকৃতি এবং বাল
পৌগণ্ড প্রভৃতি অবস্থাও প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥

হে প্রিয়ে ! এই সকলই স্বয়ং শক্তি স্বরূপ । হে পরমে-
শানি ! দলিতাজ্ঞান চিক্ৰণ যে কক্ষের রূপ বলিয়াছি তাহা বর্ণ
রূপিণী মহামায়া মহাকালী । এবং আদি ও অনাদি সকলই
প্রকৃতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দিকং বাল্য পৌগণ্ডাদিকং সৰ্ব্বমেব প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদ্বিতি ।
এতদ্ব্যয়োরূপাদিকং শক্তিরূপ মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ মহেতি । স্বয়ং মহা-
কালী এব গোবিন্দস্য শরীরং বর্ণঞ্চ অতএব দলিতাজ্ঞান চিক্ৰণং গোবিন্দ
শরীরমিতি ॥ ১২ ॥ নন্দেতি । কৃষ্ণঃ সৈদেব নন্দ গোপপ্রিয়ঃ । আত্মনা

নন্দ গোপস্য দেবেশি কৃষ্ণস্ত সৰ্বদা প্রিয়ঃ ।
 আত্মনা জায়তে বস্তু আত্মজঃ স উদাহৃতঃ ॥ ১৩
 পুষ্ক পুত্র ইতি খ্যাতে নন্দস্য বর বর্ণিনি ।
 এতৎ সৰ্বং বরারোহে শক্তিরূপং মনোহরং ॥ ১৪
 মনশ্চ পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভুৎ প্রিয়ে ।
 নবীন নীরদৌষস্ত সএব কালিকা তমুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে দেবেশি ! কৃষ্ণ সৰ্বদা নন্দগোপের অতি প্রিয় ।
 আত্মা হইতে যে জন্মে তাহাকেই আত্মজ বলে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দ নন্দগোপের পালকপুত্র । হে দেবি ! মনোহর
 শক্তি রূপই সকলের কারণ ॥ ১৪ ॥

হে প্রিয়ে পার্শ্বতি ! গোবিন্দের মন স্বয়ং শক্তি রূপ, আর
 নবীন নীরদের ন্যায় যে গোবিন্দের শরীর তাহা কালিকা
 তমু ॥ ১৫ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

যদেহেন আত্মজঃ পুত্রঃ ॥ ১৩ ॥ পুষ্ক ইতি । পুষ্ক পুত্রঃ পালিত পুত্র
 ইতি । এতৎ সকল মেব প্রকৃতি রূপ মিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মন ইতি ।
 মনঃ শক্তিরূপং যো নবীন নীরদঃ নুতন মেঘঃ সএব কালীকাতমুঃ কালী
 শরীর মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ স ইতি । স নবীন নীরদ দেহঃ । হে দেবি !

সাতকান্তি কলাজ্ঞেয়া প্রকৃতিঃ পরমা পরা ।
 দলিতাঙ্গন পুঞ্জাভং যদুক্তং পরমেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
 শক্তিরূপা বরারোহে সততং মোহিনী কলা ।
 মোহিনী প্রকৃতিস্মায়া কলারূপা শুচিস্মিতে ১৭ ॥
 সএব পরমেশানি কলা মায়া স্বরূপিণী ।
 তিৰ্য্যক্ চূড়ং মহেশানি যদুক্তং বর বর্ণিনি ১৮

ভাষা ।

পরম প্রধানা যে শক্তি তাহা তোমার কান্তি, তাহাতেই
 গোবিন্দের দেহদলিত অঙ্গনের অতি উজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

হে দেবি! মোহিনীকলা সর্বদা শক্তি রূপা প্রকৃতি
 তাহাতেই জগত মোহিত হইয়া আছে ॥ ১৭ ॥

আর সেই কলারূপা মহামায়াই গোবিন্দের শিরোপরি
 তিৰ্য্যক্ ভাবে চূড়া হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তে তব কান্তিকলা । দলিতাঙ্গনাদিকং যৎশ্যাম রূপ যুক্তং সা মোহিনী
 শক্তিঃ । মোহিনী শক্তিরূপিণী তব কলারূপা মহামায়া প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥
 ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ সএবেতি । হে মহেশানি ! তিৰ্য্যক্ চূড়াদিকং যদুক্তং
 সা মায়ারূপিণী তব কলা ॥ ১৮ ॥ সেতি । সা মায়াময়ীকলা বিশ্বমোহন

স। দূতী প্রকৃতিমায়া সততং বিশ্ব মোহিনী ।
 কুণ্ডলী শক্তি সংযুক্তা যোনি মুদ্রা সমন্বিতা ॥১৯॥
 যদুক্তং মালতী মালা সা সদা মালতী কলা ।
 চূড়ায় বন্ধনী যাতু কুণ্ডলী সা প্রকীর্তিতা ॥২০॥
 নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছস্ত্র যোনি মুদ্রা বরাননে ।
 মুকুটং পরমেশানি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী ॥২১॥

ভাষা ।

সেই মায়াময়ী প্রকৃতি দেবী গোবিন্দের দূতী হইয়া বিশ্ব
 সংসার মোহিত করিয়াছে । ঐ কুল কুণ্ডলিনী শক্তি যোনি
 মুদ্রাযুক্ত ॥ ১৯ ॥

মালতী মালা যে বলিয়াছি তাহা মালতী কলা । আর চূড়া
 বন্ধনী শক্তি ও অয়ং কুল কুণ্ডলিনী ॥ ২০ ॥

গোবিন্দ বেশ সম্পাদক যে ময়ূর পুচ্ছ ও মুকুট তাহাও অয়ং
 যোনি মুদ্রারূপ শক্তি ॥ ২১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কারিণী প্রকৃতিঃ কুণ্ডলী শক্তিস্বক্কা যোনি মুদ্রারূপা তব দূতী স্বরূপে-
 ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ যদিতি । মালতীমালা যদুক্তা সা মালতীকলা । যা
 চূড়ায় বন্ধিনী সা কুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ নোক্তেতি । নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য ।
 কৃষ্ণ দুৰ্গং যক্ষ্ময়ূর পুচ্ছ মুকুটাদিকং তদপি শক্তি স্বরূপবিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

লোলালকা বৃত্তং যত্নং কোটীন্দু সদৃশাননং ।
 সাক্ষাৎ শক্তির্মহেশানি চন্দ্রস্য পরমা কলা ॥ ২২ ॥
 কলা ষোড়শ সংযুক্তা চন্দ্রমা বরবর্ণিনি ।
 অতএব মহেশানি চন্দ্রমা শক্তি রূপিনী ॥ ২৩ ॥
 কস্তুরীতিলকং যত্নু রোচনাতিলকং প্রিয়ে ।
 দীপ্তি শক্তিং মহেশানি প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ॥
 ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

চঞ্চল অলকাবৃত্ত কোটি চন্দ্র সদৃশ যে আনন তাহা চন্দ্রের
 পরমা কলারূপ শক্তি ॥ ২২ ॥

হে সুন্দরি ! ষোড়শ কলাপূর্ণ যে চন্দ্র তাহাও চন্দ্রমাকপী
 তোমার শক্তি ॥ ২৩ ॥

হে মহেশানি ! গোবিন্দ ললাটে যে কস্তুরী তিলক ও
 গোরোচনা প্রলেপ তাহাও তোমার দীপ্তি শক্তি প্রকৃতি ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

লোলেতি । কোটীন্দু সদৃশং লোলালক ভূষিতং যৎকৃৎমাননং সৈব চন্দ্রস্য
 কলারূপা শক্তিরিতি ॥ ২২ ॥ কলেতি । ষোড়শকলা সংযুক্তচন্দ্রমাঃ
 শক্তিরূপিনী স্বয়ং শক্তিরিতি ॥ ২৩ ॥ কস্তুরীতি । কস্তুরী তিলকং
 গোরোচনাদিকঞ্চ দীপ্তিশক্তিঃ তেজঃ শক্তিরূপা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নীলেন্দী বরমুস্মিঞ্চং যদুক্তং দীর্ঘলোচনং ।

কলাযুক্তী কৃতং দেবি পূর্বোক্তা পরমেশ্বরী ।

উন্নতং মহেশানি পূর্বোক্তং পরমেশ্বরী ॥ ২৫ ॥

কলা মুঞ্চং সদা জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ।

কিমন্যদ্বহনা দেবি সর্বশক্তিময়ং প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥

এতত্ত্ব পরমেশানি বিগ্রহং যদুদাহৃতং ।

কৃষ্ণস্য পরমেশানি গুণাতীতস্য চ প্রিয়ে ।

এতত্ত্ব পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভূৎপরা ॥ ২৭ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! নীলেন্দীবর সদৃশ যে সুসিঞ্চ আয়ত লোচন
বলিয়াছি তাহা তোমার জগন্মুখকারি প্রকৃতি রূপা মোহিনী
কলা ॥ ২৫ ॥

হে দেবি ! তোমার কলা সকল ব্রহ্মের কারণ ও মুক্তকারী ।
আর অধিক কি বলিব হে প্রিয়ে ! সকলই তোমার শক্তি ॥ ২৬ ॥

হে পরমেশ্বরী ! ত্রিগুণাতীত কণ্ঠের যে শরীর বলিয়াছি
তাহা স্বয়ং শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ২৭ ॥

অন্যার্থঃ ।

নীলেতি । নীলেন্দী বর সদৃশং যৎ সুসিঞ্চায়ত লোচনং তৎ পূর্বোক্তা
প্রকৃতি রূপা শক্তি রিত্যর্থঃ । মুখীকৃতং ভুবন মোহনং ॥ ২৫ ॥ কলেতি ।
হে দেবি ! বহুনা বাহুল্যেন কিং কথয়ামি সর্বমেব শক্তিময় রিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
এতদিতি । এতৎ বৎকৃষ্ণ বিগ্রহ মুক্তং যদুদাহৃতং ময়েতি শেষঃ । গুণা-
তীতস্য নিগুণস্য । কৃষ্ণস্য বৎশরীর মুক্তং তদেব প্রধান শক্তি
রিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ নিরিত্তি । যদা বিষ্ণু বিগ্রহরহিত শিষ্টময়ঃ শরীর

নিরঙ্কর। মহেশানি কারণং পরমেশ্বরী ।
 বিগ্রহ রহিতো বিষ্ণুর্যদা ভবতি স্তুম্বরী ॥ ২৮ ॥
 তদৈব অঙ্করং ব্রহ্ম সততং নগনন্দিনি ।
 স বিগ্রহো যদা বিষ্ণুঃ শব্দব্রহ্ম তদাভবেৎ ।
 সর্ব্বেষাং কারণৈশ্চৈব শব্দ ব্রহ্ম পরাৎপরং ॥ ২৯ ॥
 শব্দ ব্রহ্মণি দেবেশি পর ব্রহ্মণি চৈবহি ।
 সততং কারণং দেবি পরা প্রকৃতি কপিণী ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

হে মহেশ্বরী ! যখন কৃষ্ণ শরীর রহিত হন তখন তাঁহাকে
 নিরঙ্কর ব্রহ্ম বলা যায় ॥ ২৮ ॥

আর যখন তিনি শরীর ধারীহন তখন তাঁহাকে অঙ্কর কপী
 শব্দ ব্রহ্ম কহে । এই শরীর পরাৎপর ও এই জগদুপত্তির অদ্বি-
 তীয় কারণ ॥ ২৯ ॥

হে দেবি ! শব্দ ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম উভয়েই সর্ব্বদা জগৎ
 কারণীভূত প্রকৃতি রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

হীন স্তদৈব নিরঙ্করং ব্রহ্ম ভবতি । যদা পুনঃ শরীরযুত স্তদা অঙ্করং
 কার্য্যকারণ রূপং মায়াময়মিতি ॥ ২৮ ॥ তদৈবেতি । যদাবিস্ণুঃ
 স বিগ্রহঃ স শরীরস্তদা অঙ্করং সর্ব্বেষাং কারণং । পরাৎপরং সর্ব্বো-
 ত্তমং ॥ ২৯ ॥ শব্দেতি শব্দ ময়ে স বিগ্রহে ব্রহ্মণি পরং ব্রহ্মণি চিজ্জঃপচ
 সততং সর্ব্বস্মিন্নপি প্রকৃতিরস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ পরমেতি । প্রকৃতি-

পরমানন্দ সন্দোহ বিগ্রহঃ প্রকৃতি স্তম্ভঃ ।

অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।

গুণাতীতং সদা দেবি নহি প্রাকৃত মহতি ॥ ৩১ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে শঙ্কদশ
পটলঃ ।

ভাষা ।

গোবিন্দের প্রকৃতিময় তনু পরমানন্দ প্রবাহ স্বরূপ অতএব
পদ্ম লোচন গুণাতীত বিষ্ণু প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেন না ॥ ৩১ ॥

ইতি শঙ্কদশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

নয়ং ব্রহ্ম শরীরং পরমানন্দজনকং গুণাতীতং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রাকৃতং প্রকৃতি
সংসর্গং নহি ভজতে ॥ ৩১ ॥

ইতি ঐচলকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাভক্ত ব্যাখ্যানেন শঙ্কদশ পটলঃ ।

দেবুবাচ ।

পরমং কারণং কুৰ্বেণ গোবিন্দেতি পরাংপরং ।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নিগুণসৈয়ক কারণং ॥১৥
তস্যাদ্ভুতস্য মাহাত্ম্যং সৌন্দর্য্যাস্চর্য্য মেবচ ।
তদ্বহি দেব দেবেশ শ্রোতু মিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২
ঈশ্বর উবাচ ।

যদজিহ্ম নখচন্দ্রাংশু মহিমা নেহ বিদ্যতে ।
তন্মাহাত্ম্যং কিয়দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু ॥৩
তাষা ।

দেবি বলিতেছেন, পরাংপর পরম কারণ কয় বৃন্দাবনেশ্বর
নিগুণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয় কারণ ॥ ১ ॥

সেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যশালী গোবিন্দের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য
শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে । হে দেবেশ শঙ্কর ! তাহা আমার
নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! যাহার চরণ নখ চন্দ্র কিরণ
মাহাত্ম্য ও অস্ত্র কাহার নাই তাহার মাহাত্ম্য আর কি বলিব
তবে যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । বৃন্দাবনেশ্বরং কুরূপি ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণ মিত্যর্থঃ ॥১৥
তস্যোক্তি । তস্য বৃন্দাবনেশ্বরস্য অদ্ভুত মাহাত্ম্যং আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য।
মিকমহং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । যদিতি ।
যস্য নখচন্দ্র মাহাত্ম্যমপি নবিদ্যতে জায়তে । তস্য মাহাত্ম্যং কিয়ৎ
যথাশক্তি উচ্যতে শৃণু ॥ ৩ ॥ তদিতি । তস্য বলাকোটিং শাঃএব ব্রহ্ম

তৎকলা কোটি কোট্যাংশ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরঃ
 সৃষ্টি স্থিতিাদিনা যুক্তা স্তিষ্ঠতি তস্য বৈভবাৎ ॥ ৪ ॥
 তদেহ বিলসৎকাস্তি কোটি কোট্যাংশ চন্দ্রমাঃ ।
 তৎশ্যাম দেহ কিরণঃ পরানন্দ রসামৃতঃ ॥ ৫ ॥
 পরমাত্মা কচিদ্রূপী নিগুণনৈক কারণং ।
 তদজিৎ পঙ্কজ শ্রীমম্বথ চন্দ্র সম প্রভং ।
 আহঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোপি কারণং দেব দুর্লভং ।

॥ ৬ ॥

ভাষা ।

সেই গোবিন্দের কলার কোটি কোটি অংশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

তাহার দেহ শোভাকর কাস্তির কোটি কোটি অংশ শশধর ও সেই শ্যাম দেহ কিরণ পরমানন্দ রসামৃত স্বরূপ ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ কদাচিত্ পরমাত্মা রূপী হন । ত্রিগুণাভীত গোবিন্দের অজিৎ পদ্ম মোহন চন্দ্র । অতএব তাঁহাকেই দেব দুর্লভ পূর্ণ ব্রহ্ম কারণ বলে ॥ ৬ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

বিষ্ণু মহেশ্বরঃ সৃষ্টিাদি কর্তারঃ স্তিষ্ঠতি তস্য বৈভবাৎ ॥ ৪ ॥ তদেহ ইতি । তদেহ কাস্তি কোট্যাংশ এব চন্দ্রমাঃ পূর্ণচন্দ্রঃ । তস্য শ্যামদেহ কিরণঃ পরমানন্দ রসামৃত স্বরূপঃ ॥ ৫ ॥ পদ্মেতি । পরমাত্মা কদাচিত্তিরূপী রূপবান্ । নিগুণ্য গুণাভীতস্য ব্রহ্মণঃ কারণং তস্যাজিৎ পদ্ম-
 জিয়ং ব্রহ্মণঃকারণ মাছঃ ॥ ৬ ॥ তদিতি । তস্য স্পর্শবান্ভব

তৎস্পর্শ পুষ্প গন্ধাদি নানা সৌরভ সম্ভবঃ ।
 তৎপ্রিয়া পদ্মিনী দূতী রাধিকা ক্লৃপ বল্লভা ।
 তৎকলা কোটি কোটিংশা ললিতাদ্যা বরাননে ।

॥ ৭ ॥

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিনাক ধুক ।
 এতদ্রহস্যং পূর্বোক্তং বিস্তার্য কথয় প্রভো ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

তাহার স্পর্শেতেই পুষ্পগণ সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার
 প্রিয়া পদ্মিনী দূতী, ক্লৃপ বল্লভা রাধিকা । ও সেই পদ্মিনীর
 কলা কোটি কোটি অংশ ললিতাদি সমীপগ ॥ ৭ ॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! পিনাকধারী শূলপাণি
 মহাদেব পূর্বোক্ত এই রহস্য বিস্তার রূপে আমার নিকট বল ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পুষ্পাদিনাং নানা সুরভ সম্ভবঃ । তস্য প্রিয়া দূতী পদ্মিনী ক্লৃপপ্রিয়া
 রাধিকেত্যর্থঃ । তস্য পদ্মিন্যাঃ কোটিকোটিংশাঃ কলাএব ললিতাদ্যাঃ
 নখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ দেবুবাচেতি । হে মহাদেব ! এতৎ ক্লৃপ রহস্যং
 প্রপঞ্চে কথয়তি ভাষা ॥ ৮ ॥ ইদম উবাচেতি । রাধিকাদেব্যা

ঈশ্বর উবাচ ।

কলাবতী যাতু দেবী মাতৃকা যা বরাননে ।
 সর্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥ ৯ ॥
 ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থা যা মালা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ।
 পদ্মিনী চিত্রিণীচৈব হস্তিনী কামিনী পরা ॥ ১০ ॥
 পদ্মিনী পরমাশ্চর্য্য রূপ লাভণ্য শালিনী ।
 পদ্মিনী তু মহেশানি স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে সুন্দরি! কলাবতী যে মাতৃকা
 দেবী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ও ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥ ৯ ॥

হে দেবি! ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী, পদ্মিনী,
 চিত্রিণী, হস্তিনী ও কামিনী এই চতুর্বিধ মালা আছে ॥ ১০ ॥

পদ্মিনী মালা পরমাশ্চর্য্য রূপ লাভণ্যবতী । হে মহেশানি !
 পদ্মিনী মালা স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী শক্তি ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যা কলাবতী শক্তিঃ সাএব সর্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ বাসিনীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
 ত্রিপুরেতি । ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা যা মাতৃকা মালা সা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ।
 পদ্মিনী চিত্রিণীচৈব পঞ্চবিধা মালা পূর্বে মুক্তেতিভাষ্যঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মি-
 নীতি । পদ্মিনী নামী যা মালা সা পরমাশ্চর্য্য রূপলাভণ্যবতী ব্রহ্ম প্রকা-
 শিনী নামা শক্তিঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্ম ইতি । ব্রহ্মণঃ পরমাকলা যা পদ্মিনী

ব্রহ্মণঃ পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা ।

তস্যা দেব্যাশ্চ পদ্মিন্যা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ

॥ ১২ ॥

প্রসাদাৎ পরমেশানি রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ ।

সৃষ্টিস্থিত্যাদি সংহারে স্তিষ্ঠস্তি সততং প্রিয়ে ১৩

তদেহ বিনসৎকাস্তিঃ পরা প্রকৃতি কপিনী । ।

তস্যাস্তু কোটি কোট্যাংশ চন্দ্রমা প্রকৃতিঃ পরা ।

॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

ব্রহ্মের পরমকলা যে পদ্মিনী তাহা হইতে কোটী কোটী
ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় ॥ ১২ ॥

এবং তাঁহার প্রসাদতই রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা সংহার পালন
ও সৃষ্টি কার্যে নিয়ত আছেন ॥ ১৩ ॥

পদ্মিনীর দেহ কাস্তিই প্রকৃতি এবং তাহার কোটী কোটী
অংশ চন্দ্রমা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

তস্যাঃ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডা আনন্মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ প্রসাদাদিতি ।
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ শিববিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদি কর্তারঃ সন্তঃ তস্যাঃ
পদ্মিন্যাঃ প্রত্যঙ্গে ভিত্তীভূতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ তদ্বিতি । পদ্মিনী
দেহ কাস্তিরেব প্রকৃতিঃ । তস্যাঃ কোটি কোট্যাংশএব চন্দ্রমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণস্য শ্যাম দেহস্ত স্বয়ং কালী জগন্ময়ী ।
 তদেহ কিরণৈ দেবি পরানন্দ রসামৃতৈঃ ॥১৫॥
 আছঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোহপি কারণং দেব দুর্গমং ।
 কৃষ্ণস্যাপ্যে মহেশানি সৌরভং যদুদাহৃতং ।
 কলা সৌরভ বিজ্জেরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি রূপিনী ।

॥ ১৬ ॥

পার্বত্য বাচ ।

আছঃ পুন ব্রহ্মণোপি কারণত্বংহি দুর্গমং ।
 তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ পরাৎপরঃ ॥১৭॥
 ভাষা ।

কৃষ্ণের যে শ্যামদেহ তাহা স্বয়ং জগন্ময়ী কালিকা দেবী ।
 হে দেবি ! তাহার দেহ কিরণ পরমানন্দ রস স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

হে দেবি ! কৃষ্ণের যে অঙ্গসৌরভ বলিয়াছি তাহাদেবের
 দুর্গম পূর্ণব্রহ্মের কারণ সৌরভ কলা প্রকৃতি ॥ ১৬ ॥

পার্বত্যী বলিতেছেন । হে মহাদেব ! পূর্ণব্রহ্মের কারণ
 যদি এতই দুর্কোষ হইল তবে কি রূপে কৃষ্ণ পরাৎপর ব্রহ্ম
 হইলেন ॥ ১৭ ॥

অসম্যর্থঃ ।

কৃষ্ণস্যোতি । কৃষ্ণস্যায়ঃ শ্যামদেহঃ সা স্বয়ং কালীত্যর্থঃ । তদেহ কিরণৈঃ
 পদ্মিনী-দেহ-জ্যোতির্ভিঃ । পরমানন্দ রসামৃতৈ পরমানন্দ জনকৈঃ ॥১৫॥
 আছরিতি । আছঃ কথয়তি । দেব দুর্গমং দেবাদীনামপি দুর্জয়ং ।
 কৃষ্ণস্যাপ্যে সৌরভং প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পার্বত্যবাচেতি । ব্রহ্মণঃ
 কারণত্বং যদি দুর্গমং দুর্জয়ং তৎকথং কৃষ্ণঃ পূর্ণ ব্রহ্ম ১৭ ॥ বেদ-

বেদ গম্যং মহেশান যদি নস্যাৎ পিনাক ধূক ।
 পরং ব্রহ্মণি বেদেচ ভেদো নাস্তি কদাচন ॥ ১৮ ॥
 যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদ রূপ ধূক ।
 বেদে ব্রহ্মণি টেকত্বং পূর্ণব্রহ্ম ইদং স্মৃতং ॥ ১৯ ॥
 নিরীহো নিশ্চলো বেদঃ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ।
 বেদস্তু প্রকৃতিস্মায়া ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥ ২০ ॥

ভাষা ।

হে পিনাকধারিন্ ! যদি ব্রহ্ম বেদগম্য না হয় তবে পরং
 ব্রহ্ম ও বেদেতে কি প্রভেদ আছে ॥ ১৮ ॥

যে বেদ সেই পরং ব্রহ্ম ও যেই পরং ব্রহ্ম সেই বেদ রূপ-
 ধারী অতএব বেদ ব্রহ্মের যে ঐক্য তাহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলে । ১৯ ॥

বেদ নিশ্চেষ্ট নিশ্চল সনাতন পূর্ণব্রহ্ম । এবং বেদই
 মায়ায় প্রকৃতি ও ব্রহ্মের কারণ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ।

গম্যমিতি । যদি পমং ব্রহ্ম বেদগম্যং বেদবোধ্যং নস্যাত্তদাবেদে ব্রহ্মণি
 ভেদো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ য ইতি । যো বেদ তদেব পরং ব্রহ্ম
 যং পরং ব্রহ্ম সএব বেদঃ অতএব বেদ ব্রহ্মণো ভেদো নাস্তি ॥ ১৯ ॥
 নিরীহ ইতি । নিরীহঃ নিশ্চেষ্টঃ নিশ্চলঃ স্পন্দ রহিতঃ । বেদঃ ব্রহ্মণঃ
 কারণ মায়ায়ী প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ তদিতি । বেদগম্যং বেদ-

তৎকথং পরমেশান বেদগম্যং পুরাতনং ।

এতচ্চিদদয়ে দেব সংশয়ং শল্য মুদ্ধর ॥ ২১ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

অক্ষরং নিগুণং বুদ্ধ পরং বুদ্ধেতি গীয়তে ।

সগুণং স্যাৎ সদা বুদ্ধ শব্দ বুদ্ধ তদুচ্যতে ॥ ২২ ॥

গুণস্তু প্রকৃতিস্মায়া নিগুণা যদি জায়তে ।

তদাস্যাৎ সগুণং বুদ্ধ অন্যথা নিশ্চলং সদা ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

হে দেব ঈশ্বর ! তবে কি প্রকারে সনাতন ব্রহ্ম বেদ বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ হইয়াছে । আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে তাহা তুমি সমূলে উদ্ধার কর ॥ ২১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন যিনি নিগুণ ব্রহ্ম তাহাকে অক্ষর বলা যায় । আর যিনি সগুণ ব্রহ্ম তাহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলে ॥ ২২ ॥

মায়াময়ী প্রকৃতি ব্রহ্মের গুণ ; যখন ব্রহ্ম সপ্রকৃতি হন তখন তিনি সগুণ অন্যথা নিশ্চল ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

বোধ্যং । এতৎ সংশয়রূপং হৃদয় শৈল্যং উদ্ধর সবিস্তর কথনেন সংশয়ং হিচ্চি ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচৈতি । য নিগুণমক্ষরং ব্রহ্ম তদেব পরং ব্রহ্ম যৎসগুণং ব্রহ্ম তৎশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ২২ ॥ গুণ ইতি । ব্রহ্মণো গুণ এব প্রকৃতিঃ । যদা ব্রহ্ম মায়াময়ং তদেব সগুণং অন্যথা নিশ্চল মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ নিশ্চল মिति । নিশ্চলং ব্রহ্ম কস্য জ্ঞেয়ং ভবেৎ

নিশ্চলং হি মহেশানি কস্য গম্যং কদা ভবেৎ ।
 গম্যেন পরমেশানি তেন কিং ভবতি প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥
 বেদগম্যং যদা ব্রহ্ম নিগুণং সগুণং সংদা ।
 বেদাগম্যং হি যদ্বাক্ত তদেব নিশ্চলং সদা ॥ ২৫ ॥
 শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয় মিহোচ্যতে ।
 শব্দ ব্রহ্ম বিনা দেবি পরন্তু শব্দ রূপবৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

হে মহেশ্বরী ! নিগুণ ব্রহ্ম কাহার ও বোধ গম্য হইতে
 পারে না । সুতরাং অগম্য নিগুণ ব্রহ্মের আরাধনা হইতে
 পারে না ॥ ২৪ ॥

বেদ গম্য ব্রহ্ম নিগুণ এবং সগুণ ঐ ব্রহ্ম নিশ্চল নিরীহ
 জ্ঞানময় ॥ ২৫ ॥

শব্দ ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম যে বর্ণিত হইল
 উন্মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কেবল পরং ব্রহ্ম যিনি তিনি
 শব্দবৎ নিশ্চল ॥ ২৬ ॥

অর্থার্থঃ ।

অপিভ্য নেতৃত্বার্থঃ । গম্যেন বোধেন তেন ব্রহ্মণা কিং ভবতি । ব্রহ্ম-
 জ্ঞানেন কিস্তবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বেদেতি । সগুণং ব্রহ্মবেদগম্যং
 নিগুণং ব্রহ্মবেদাগম্যং নিশ্চলং ॥ ২৫ ॥ শব্দেতি । শব্দ ব্রহ্মপরং
 ব্রহ্মেতি দ্বিতয়ং ব্রহ্মোচ্যতে । শব্দ ব্রহ্ম বিনাপরং ব্রহ্মাপি শব্দবৎ
 নিশ্চলমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ উন্মাদিতি । উন্মাৎ পরং ব্রহ্ম মাতৃকাবৎ

তস্মাৎ শব্দং মহেশানি মাতৃকাকর সংযুতং ।

মাতৃকা পরমারাধ্যা কৃষ্ণস্য জননী পরা ॥ ২৭ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ষোড়শঃ

পটলঃ ।

ভাষা ।

হে মহেশ্বর ! অতএব মাতৃকাকর সংযুক্ত ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম
মাতৃকা দেবী পরমারাধ্যা ও কৃষ্ণ জননী ॥ ২৭ ॥

ইতি ষোড়শ পটল ।

অস্তুার্থঃ ।

সংযুতং । পরমারাধ্যা মাতৃকাদেবী কৃষ্ণস্য জননী ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীচক্ৰমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন

ষোড়শ পটলঃ ।

—

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিন্যজ্জি রজঃ স্পর্শাৎ কোটিভিষং প্রজায়তে
পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী কৃষ্ণকার্য্য করীসদা ॥ ১ ॥

পার্কীত্য বাচ ।

গোবিন্দাবরণং দেব তথা পারিসদঃ প্রভো ।

তৎসর্বং বদ দেবেশ কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রাধয়া সহ গোবিন্দং রত্নসিংহাসন স্থিতং ।

পূর্বোক্ত রূপলাবণ্যং দিব্যসুগমরং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন ত্রিপুরা দূতী কৃষ্ণ কার্য্য সাধিনী
পদ্মিনীর চরণ রেণু স্পর্শে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় । ১ ।

পার্কীতী বলিতেছেন হে পরমেশ্বর ! গোবিন্দ চরণ
মহাত্ম্য ও তাঁহার সমস্ত পরিবার আমার নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রিয়ে পার্কীতি ! পূর্বোক্ত
রূপলাবণ্য শালী গোবিন্দ দিব্য মাল্য ও বসন পরিধান করিয়া
রাধার সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণ কার্য্য সাধিন্যাঃ পদ্মিন্যাঃ স্চরণ রজঃস্পর্শাৎ
কোটি ব্রহ্মাণ্ড মুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ পার্কীত্যাচেতি । হে প্রভো !
গোবিন্দাবরণং গোবিন্দস্য সংসর্গিণং পারিসদঃ পারিসদগণাম্ বদ
কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । রাধা সহিতং রত্ন সিংহাসন
স্থিতং পূর্বোক্ত রূপলাবণ্যাদিযুতং গোবিন্দং ॥ ৩ ॥ ত্রিক্তচেতি ।

ত্রিভঙ্গ রূপ সুস্নিগ্ধং গোপীলোচন চাতকং ।
 তদ্বাহে যোগ পীঠেচ রত্নসিংহাসনাবুতে ॥৪॥
 প্রত্যঙ্গ রতসাবেশাঃ প্রধানাঃ কুঞ্জ বল্লভাঃ ।
 ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যর্কৌ পদ্মিনী রাধিকাদ্বয়ং ৫।
 সংমুখে ললিতা দেবী শ্যামাচ তস্য চোত্তরে ।
 উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঈশানেচ হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

তাঁহার ত্রিভঙ্গ সুস্নিগ্ধ রূপে গোপীগণের লোচন চকোর
 পরিভূত হয় । তদ্বহির্ভাগে যোগ পীঠোপরি রত্নসিংহাসনে
 সর্বদা ক্রীড়া বেশ ভূষিত কুঞ্জবয়স্কগণ ও ললিতাদি অষ্টসখী
 এবং পদ্মিনী ও রাধা উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংমুখে ললিতা সখী বসিয়া আছে তদুত্তরে শ্যামা সখী ।
 উত্তরদিকে শ্রীমতী, ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্রিভঙ্গরূপং ত্রিধা বক্রবিগ্রহং । রাধিকালোচন চাতকং রাধিকালোচন
 প্রিয়ং । তদ্বাহে গোবিন্দস্য পার্শ্বাদি বহির্ভাগে ॥ ৪ ॥ প্রত্যঙ্গ ইতি ।
 সর্বদা যাবৎক্ষেদেন ক্রীড়াবশ খারিণ্যঃ ললিতাদ্যাঃ অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ
 রাধিকা পদ্মিনীদ্বয়মপি বিশলীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ সংমুখে ইতি । কুঞ্জস্য
 সংমুখে ললিতা সখী । তস্য ললিতা পঙ্কিরূপস্য । ঈশানে ঈশান
 দিগ্ভিতাগে ॥ ৬ ॥ বিশেষতি । বিশাখা বিশাখা নারীসখীনৈকতি

বিশাখাচ তথা পূর্বে কৃষ্ণস্য প্রিয় দূতিকা ।
 পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋতি ক্রমশঃ স্থিতা ।
 এতাস্তু পরমেশানি পদ্মিন্যা অষ্টনায়িকা ॥ ৭ ॥
 অপরং শূণু চার্বঙ্গি কুলাচারস্য সাধনং ।
 যোগ পীঠস্য কোণাগ্রে চারু চন্দ্রাবলী প্রিয়া ।
 প্রধানাঃ প্রকৃতিশ্চাৰ্য্যে কৃষ্ণস্য কার্য্য সিদ্ধিদাঃ ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

বিশাখা সখী পূর্বদিকে যিনি কৃষ্ণের দৌত্যকার্য্য করিয়া
 থাকেন দক্ষিণদিকে পদ্মা সখী নৈঋতিকোণে ভদ্রা সখী আছে ।
 এই রূপ পর্য্যায় ক্রমে পদ্মিনীর অষ্টনায়িকা অষ্টদিকে
 আছে ॥ ৭ ॥

হে সুন্দরি ! তোমার নিকট আর কুলাচার সাধন বলি-
 তেছি শ্রবণ কর । যোগপীঠের কোণাগ্রে পরম রূপবতী
 চন্দ্রাবলী বসিয়া আছে । চন্দ্রাবলী প্রধানা সখী কৃষ্ণের কার্য্য
 সিদ্ধি প্রদা ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ক্রমশঃ নৈঋত্যাদি ক্রমতঃ অষ্টনায়িকাঃ সমুপবিষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ অপর-
 রমিতি । হে চার্বঙ্গি সুন্দরি ! অপরং অন্যৎপ্রোক্তাধিকং কুলাচার
 সাধনং শূণু । যোগপীঠস্য অগ্রে চন্দ্রাবলী আসীদিত্যর্থঃ কৃষ্ণস্য কার্য্যসাধিন্যাঃ

পদ্মিনী ত্রিপুরা দূতী সা রাধা কৃষ্ণমোহিনী ।
 চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন মঞ্জরী ।
 প্রিয়াচরী মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥
 সম্মুখাদি ক্রমাদিস্কু বিদিস্কুচ যথাস্থিতাঃ ।
 ষোড়শ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণ বল্লভাঃ ১০ ।
 বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্য ভয়দায়িনী ।
 অভিন্ন গুণ লাবণ্য সৌন্দর্য্যাতীব বল্লভা ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

যে রাধিকা স্বীয়রূপে কৃষ্ণের মনোমোহন করেন তিনি ত্রিপুরা দূতী পদ্মিনী । চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চিত্রা, মদন-মঞ্জরী, মধুমতী, শশিরেখা, ও হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥

এই সকল কৃষ্ণের প্রিয়সখী সম্মুখাদি ক্রমে বিধিদিকে যথা স্থানে স্থিত আছে এতন্মধ্যে ষোড়শ প্রকৃতি প্রধানা কৃষ্ণের অতি প্রিয়া ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের ভয়দাত্রী বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণের অভিন্ন রূপ লাবণ্যবতী ও স্বীয় দেহ সৌন্দর্য্যে অতি প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

প্রধানা অষ্টোদশাঃ ॥ ৮ ॥ পদ্মিনীতি যা ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনীসৈব রাধা কৃষ্ণমনোমোহিনীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সম্মুখেতি চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা প্রভৃ-
 তয়ঃ সখ্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মুখাদিক্রমেণ দিস্কু বিদিস্কুচস্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
 বৃন্দেতি । বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্যভিন্নগুণ লাবণ্যবতী । সৌন্দর্য্যেণ
 দেহ শোভয়া বল্লভা প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥ মনোহরেতি । বিজ্ঞবেশা

মনোহরা স্নিগ্ধ বেশা কিশোরী বয়সোজ্জ্বলা ।
 নানাবর্ণ বিচিত্রাভাঃ কৌষেয় বসনোজ্জ্বলাঃ ।
 এতাস্তু পরমেশানি ষোড়শ স্বর মূর্তয়ঃ ।
 যা পূর্বোক্তা ষোড়শৈকা মহামায়া জগন্ময়ী । ১২।
 তদ্বাহে গৃহমধ্যস্থে যোগ পীঠাবৃতে শুভে ।
 সংমুখে তত্র সাধন্যো গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ১৩

ভাষা ।

রাধিকা কৃষ্ণের মনোহারিণী স্নিগ্ধবেশা ও নবযৌবন
 সম্পন্না, সখীগণ নানাবর্ণ চিত্রিত বসন পরিধান করিয়া সমুজ্জ্বল
 শোভাধারণ করিয়াছে । হে পরমেশ্বর ! এই ষোড়শ সখী
 প্রধানা বলিয়া কীর্তিত হইল ইহারা স্বরমূর্তি ; যাহা পূর্বে
 জগন্ময়ী মহামায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

তদ্বহির্দেশে গৃহমধ্যস্থে যোগ পীঠোপরি শুভাসনে সহস্র
 সহস্র গোপকন্যা সংমুখে রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

রমণীয়বেশা কিশোরীবয়সা যৌবন পূর্ববয়সা । কৌষেয় বসনোজ্জ্বলা
 গুণবস্ত্র পরিধানাঃ । ষোড়শ স্বরমূর্তয়ঃ মাতৃকালগ্নভ ষোড়শ স্বরা
 এব সহচারিণ্যে নাবিভূতাঃ ॥ ১২ ॥ তদ্বাহ ইতি । তদ্বহির্ভাগে যোগ
 পীঠাসনে ব্রীহস্প সংমুখে সহস্রশো গোপকন্যা আসম্বিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ ।
 কোটি কন্দর্প লাবণ্যাঃ কিশোর বয়সান্বিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 দিব্যালঙ্কার ভূষাভি নাসাগ্রে গজমৌক্তিকাঃ ।
 বিচিত্র কেশাভরণা শ্চারু চঞ্চল কুন্তলাঃ ॥ ১৫ ॥
 কৃষ্ণমুখী কৃতাকারাঃ সদ্ভূতি কৃষ্ণলালসাঃ ।
 কৃষ্ণ গুঢ় রহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

তাহারা সকলেই শুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রসন্নমুখী ও সুলোচনা । তাহাদের যৌবন রূপ লাবণ্যে কোটি কন্দর্প পরাজিত হয় ॥ ১৪ ॥

ঐ সকল সখীগণ সকলেই দিব্য অলঙ্কার ভূষিত । নাসাগ্রে গজমুক্তা শোভিত এবং বিবিধ ভূষণে কবরী শোভা পাইতেছে ও চঞ্চল মনোহর কেশ শোভা অতি অতুল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের আকারে কৃষ্ণ মোহিত হন । তাহাদের চিত্ত রূপে অতি উত্তম কেবল কৃষ্ণ প্রাপ্তিই তাহাদের অভিলাষ । সর্বদা কৃষ্ণের গুণলীলা গান করিতে করিতে বিহ্বল হয় ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শুদ্ধেতি । শুদ্ধকাঞ্চন বদন্ত্যঙ্কলাঃ । কোটি কন্দর্পাদধিক লাবণ্যবত্যাঃ । সর্বাণ্যেব কিশোরবয়সঃ ॥ ১৪ ॥ দিব্যেতি । বিবিধ ভূষাভিভূষিতাঃ । নাসাগ্রে গজমৌক্তিক ধারণ্যাঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণেতি । তাসামাকারেণৈব কৃষ্ণো মুখো ভবতীতিভাবঃ । সদ্ভূত্যা সদনুষ্ঠানেন কৃষ্ণে লালসা অতি-
 লাঘোষাসাং তান্তথোক্তাঃ । প্রেমবিহ্বলাঃ কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

নানা বৈদক্ষি নিপুণা দিব্যবেশ ধরাষিতাঃ ।
 সৌন্দর্য্য সূর্য্যলাবণ্যঃ কটাক্ষাতি মনোহরাঃ ॥ ১৭ ॥
 একান্তা শক্তা গোবিন্দে তদঙ্গ স্পর্শনোৎপ্লবকাঃ ।
 লাবণ্য ললিতা দীপ্তা কৃষ্ণধ্যান পরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥
 তাসাম্ভ সংমুখে ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ।
 শ্রুতি কন্যা মহেশানি সহস্রায়ুত সংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

তাহারা নানা প্রকার চাতুর্য্যে অতি শিক্ষিত এবং দিব্য
 বেশধারী । সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে জগত মোহিত হয় কটাক্ষ
 অতি মনোহর ॥ ১৭ ॥ .

গোবিন্দে নিতান্ত আসক্তা ও গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শনে সন্মুৎ-
 প্লবকা । মনোহর শরীর লাবণ্যে দীপ্তি বিশিষ্টা । সদা কৃষ্ণ
 চিন্তায় রত ॥ ১৮ ॥

তাহাদের সংমুখে সহস্র সহস্র গোপকন্যা ও কোটি কোটি
 শ্রুতি কন্যা রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নানেনতি । বৈদক্ষিনিপুনাঃ নানা চাতুর্য্য কুশলাঃ । সৌন্দর্য্যেণ শরীর
 কান্ত্য । সূর্য্যবল্লাবণ্যবত্যঃ । কটাক্ষেন দৃষ্টিভঙ্গ্যা অতি মনোহারিণ্যঃ ॥
 ১৭ ॥ একান্তেনতি । গোবিন্দে নিতান্তানুরক্তাঃ । গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শন
 সন্মুৎপ্লবকাঃ । লাবণ্য ললিতাঃ কান্তি মনোহরাঃ । কৃষ্ণচিন্তন উৎ
 পরাঃ ॥ ১৮ ॥ তাসামিতি । তাসাং সংমুখেপি সহস্রশো গোপ
 কন্যাঃ সম্ভোতিভাবঃ । সহস্রায়ুত সংযুতাঃ কোটি কন্যা সহিতাঃ ॥ ১৯ ॥

তৎপৃষ্ঠে মুনিকন্যাশ্চ সৌম্য কপা মনোহরাঃ ।
 রাধায়াং মগ্ন মনসঃ স্মিত সাচী নিরীক্ষণাঃ ॥ ২০ ॥
 মন্দিরস্য ততো বাহ্যে প্রিয় পারিষদাবুতে ।
 তৎ সমান বয়োবেশাঃ সমান বল পৌরুষাঃ ॥ ২১ ॥
 সমান রূপ সম্পন্নাঃ সমানা গুণ কর্ম্মভিঃ ।
 সমান স্বর সংগীত বেণুবাদন তৎপরাঃ ।
 স্বর্ণ বেদ্যন্তরস্থে চ স্বর্ণাভরণ ভূষিতাঃ ॥ ২২ ॥

ভাষা ।

তৎ পশ্চাত্তাগে মুনিকন্যা ; তাহাদের অতি মনোহর সৌম্য
 মুর্ত্তি । নিরন্তর রাধার প্রতি মন নিবেশিত করিয়া স্মিতমুখে
 সরল দৃষ্টি করিতেছে ॥ ২০ ॥

তৎপরে মন্দিরের বহির্ভাগে কক্ষের সমান বর্ণ বিক্রমশালী
 পারিষদগণ রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

তাহারা সকলেই কক্ষের সমান রূপলাবণ্য সম্পন্ন ও সমান
 গুণ কর্ম্ম শীল এবং সমান স্বরসংযোগে বংশীবাদন করিয়া
 স্বর্ণবেদী মধ্যে নানা আভরণে ভূষিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অস্তুার্থঃ ।

তদ্বিতি । ঐতিহ্যে পশ্চাত্তাগে মুনিকন্যাঃ শান্তরূপাঃ । রাধায়াং
 নিয়তচিত্তাঃ ॥ ২০ ॥ মন্দিরেতি । ততো মন্দিরবাহ্যে বহির্ভাগে ।
 সমান বেষাঃ তুল্যবেশাঃ । সমান বল বিক্রমাঃ ॥ ২১ ॥ সমানেতি ।
 সমান রূপ লাভণ্য বত্যাঃ সমান গুণ কর্ম্মশালিন্যাঃ । সমান স্বর সংযোগে
 ন কৃত সংগীতাঃ । স্বর্ণ বেদ্যন্তরস্থে স্বর্ণবেদি মধ্যস্থিতে ॥ ২২ ॥

স্তোকং কৃষ্ণ স্মৃতদ্রাদ্যৈ গোপালৈ রমৃতামৃতৈঃ ।
 শৃঙ্গ বেণু বেণু বীণা বয়োবেশাক্রুতি স্বনৈঃ ।
 তদানুগং ধ্যান সংযুক্তৈ গীয়তে রসবিহ্বলৈঃ । ২৩
 তদ্বাহে সুরভী বৃন্দৈঃ সবৎস রসবিহ্বলৈঃ ।
 চিত্রাপিতৈশ্চ তদ্রূপৈঃ সদা নন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ ॥

২৪ ॥

ভাষা

কৃষ্ণ স্মৃতদ্র প্রভৃতি গোপালগণ শৃঙ্গ, বংশী প্রভৃতি বাদ্য-
 বাদন করিয়া নানা বেশ ভূষায় শোভিত হইয়া স্বর সংযোগে কৃষ্ণ
 গুণানুবাদ গান করে । তদ্বহির্ভাগে সুরভী প্রভৃতি গাভীগণ
 স্ব স্ব বৎসগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় তদ্রূপ দেখিতে
 দেখিতে ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

স্তোক মিতি । স্তোক মলপ মলপং যথাতথ্যেতি কৃষ্ণস্মৃতদ্রাদ্যৈ গোপালৈঃ
 শৃঙ্গ বেণু প্রভৃতি বাদনেন তদনুগং সংকীৰ্ত্তনং ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥
 তদ্বাহে ইতি । সুরভী বৃন্দৈ গাভী সমুদৈঃ বৎস সহ রসমুদৈঃ চিত্রা
 পিতৈঃ চিত্র পুত্তলিকা বহিঃস্থলৈঃ আনন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ বাস্প
 মবস্থঙ্গদ্বিঃ ॥ ২৪ ॥ পুলকতি । পুলকেন প্রেমানন্দেন আকুলান্দৈঃ

পুলকাকুল সর্বাঙ্গৈ যোগীন্দ্রে বিবিস্মিতাঃ ।
 ক্ষরৎ পয়োতি গোবিন্দৈ লক্ষলক্ষৈ রূপান্বিতঃ

॥ ২৫ ॥

তদ্বাহে প্রাচীরে দেবি কোটি সূর্য্য সমুজ্জ্বলে ।
 চতুর্দিকু মহোদ্যান নানা সৌরভ মোহিতে ॥২৬॥
 পশ্চিমে সংমুখে শ্রীমৎ পারিজাত ক্রমালয়ে ।
 তত্রাধঃস্থে স্বর্ণপীঠে স্বর্ণ মন্দির মণ্ডিতে ॥ ২৭ ॥

ভাষা ।

ঐ গাভী সকলের সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া যোগীন্দ্রগণের
 ন্যায় বিস্মিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাদের ঊর্দ্ধধারা
 পড়িতেছে ॥ ২৫ ॥

তদ্বহির্ভাগে চতুর্দিকে মনোহর সৌরভ পূর্ণ পুষ্পোদ্যান
 তদ্বাহে কোটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণ প্রাচীর আছে ॥২৬॥

পশ্চিমদিকে অতি উজ্জ্বল পারিজাত ক্রমালয়, তাহার
 অধোদেশে স্বর্ণ মন্দিরে যোগপীঠ আছে ॥ ২৭ ॥

অস্তুার্থঃ ।

বিবশ শরীরৈঃ । ক্ষরৎ পয়োতিঃ মুকুৎ কীরটৈঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্বাহে
 ইতি । সূর্য্য সমুজ্জ্বলে সূর্য্য বদতি তেজস্বিনি । নানাসৌরভ মোহিতে
 নানাসুগন্ধি মোদিতৈঃ ॥২৬॥ পশ্চিমে ইতি । পারিজাতক্রমালয়ে কলপ-
 বৃক্ষ নিকেতনে । তত্রাধঃস্থে পারিজাত তরুমূলে ॥ ২৭ ॥ তন্মধ্য ইতি ।

তন্মধ্যে মণি মাণিক্য রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলং ।
 তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগদ্গুরুং ॥২৮॥
 ত্রিগুণাভীত চিত্রপং সৰ্বকারণ কারণম্ ।
 ইন্দ্রনীল মণি শ্যাম নীল কুণ্ঠিত কুন্তলং ॥ ২৯ ॥
 পদ্মপত্র বিশালাক্ষং মকরাকৃতি কুণ্ডলং ।
 চতুভূজং মহদ্ধাম জ্যোতীৰ্ণপং সনাতনং ॥৩০॥

ভাষা ।

ঐ যোগ পীঠোপরি সমুজ্জ্বল মাণিক্য খচিত রত্ন সিংহাসন ;
 তত্ৰুপরি পরমানন্দ স্বরূপ ত্রিগুণাভীত জগদ্গুরু সৰ্বকারণ
 জ্ঞানময় বাসুদেব আছেন । তাহার সমুজ্জ্বল দেহ ইন্দ্র নীলমণির
 ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নীল কুটিল কেশ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাললোচন, কর্ণে মকরাকৃতি স্তবর্ণ
 কুণ্ডল ঐ বাসুদেব মূর্তি চতুর্ভূজ জ্যোতির্ময় । যিনি মহদ্ধাম
 সনাতন ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ।

স্বর্ণ মন্দিরমধ্যে মাণিক্য নির্মিত রত্নখচিতাসন । পরানন্দং পরমানন্দ
 স্বরূপং ॥ ২৮ ॥ ত্রিগুণাভীত মিত্যাদি ষোল্লক ত্রয়েণ রত্নসিংহাসনস্বঃ
 বাসুদেবং বিশিষ্টত্ব উদপি সুবোধং ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ রুহিণীতি ।

আদ্যন্তুরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষেশ্বরং ।
 শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারিণং বনমালিনং ।
 পীতাম্বর মতি স্নিগ্ধং দিব্যভূষণ ভূষিতং ॥ ৩১ ॥
 কক্লিণী সত্যভামাচ নাগ্রজিত্যাচ লক্ষণা ॥ ৩২ ॥
 মিত্র বিন্দা সুনন্দাচ তথা জাম্বুবতী প্রিয়া ।
 সুশীলাচাৰ্য মহিষী বাসুদেবা বৃতাস্ততঃ ॥ ৩৩ ॥
 উদ্ধবাদ্যাঃ পরিষদাবৃত্তা স্তুত্বক্তি তৎপরাঃ ।
 উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সঙ্গিতে ॥ ৩৪ ॥

ভাষা ।

আদ্যন্তুরহিত, নিত্য, প্রধান পুরুষেশ্বর, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী,
 বনমালা বিভূষিতগাত্র, পীতাম্বর পরিধান ও দিব্যভূষণে
 ভূষিত ॥ ৩১ ॥

কক্লিণী সত্যভামা, নাগ্রজিত্যা, লক্ষণা মিত্রবিন্দা, সুনন্দা,
 জাম্বুবতী, ও সুশীলা প্রভৃতি অষ্ট মহিষী বাসুদেবকে পরি-
 বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

উত্তরদিকে হরিচন্দন চর্চিত দিব্য উদ্যানে উদ্ধবাদি কক্ষ
 পরিষদগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া স্তব করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কক্লিণী সত্যভামাদ্যাঃ সখ্যঃ কৃষ্ণ মহিষ্যঃ । তাত্রব বাসুদেবং পরিবৃত্ত্য
 স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ উদ্ধবেতি । উদ্ধবাদয় স্তুত্বক্তি পরায়ণাঃ ।
 পরিষদঃ পরিবারেণৈব সহচরাঃ । হরিচন্দন সঙ্গতে কল্পুরী স্তগন্ধ পূর্ণে ।

তত্রাধস্ত স্বর্ণ পীতে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে ।

তস্য মধ্যেতু মানিক্য দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥

॥ ৩৫ ॥

তত্রোপরিচ রেবত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধং ।

ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্ন গুণ রূপিণং ॥ ৩৬ ॥

ভাষা ।

তাহার অধঃ স্থলে মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বর্ণ পীঠ মধ্যে
মানিক্য ভূষিত সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন ॥ ৩৫ ॥

তদুপরি রেবতী সহিত হলায়ুধ ঈশ্বর প্রিয়, অভিন্ন রূপী
অনন্ত দেব বলরাম ॥ ৩৬ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

॥ ৩৪ ॥ তত্রৈতি । পীতে পীতবর্ণে । মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে মণি নির্মিত
মণ্ডপ ভূষিতে । মানিক্য রচিত দিব্য সিংহাসনে ॥ ৩৫ ॥ তত্রৈতি ।
তদুপরি রেবত্যা সহিতং বলরামং । অনন্তং হলায়ুধং ঈশ্বরভিষ্ম রূপ
শালিনং ॥ ৩৬ ॥ শুদ্ধেতি হলায়ুধং বিশিষ্টম্ । শুদ্ধ স্ফটিক বদন্তি

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাসং রক্তায়ুজ দলেক্ষণং ।
 নীল পদ্মায়র ধরং দিব্য গন্ধান্ন লেপনং ।
 কুণ্ডলাযুক্ত সদগণ্ডং দিব্য ভূষাসুগম্বরং ॥ ৩৭ ॥
 মধুপান সদাসক্তং সদা ঘূর্ণিত লোচনং ।
 জগন্মোহন সৌন্দর্য্যং সাধক শ্রেণি বেষ্টিতং ।

॥ ৩৮ ॥

ভাষা

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র দেহ রক্ত পদ্ম দলের ন্যায় লোহিত
 লোচন, নীলপদ্ম ও নীলাশ্বর ধারী ; দিব্য গন্ধান্নলেপনে সর্ব্বাঙ্গ
 প্রলিপ্ত গণ্ড স্থলে কুণ্ডল দিব্য ভূষণ ও বনমালা পরিধান করি-
 যাছেন ॥ ৩৭ ॥

সদা মধুপানে আসক্ত চিত্ত হওয়াতে লোচন ঘূর্ণিত হইতেছে,
 দেহ সৌন্দর্য্যে ত্রিজগত মোহিত হয় চতুর্দিকে সাধক শ্রেণী
 বেষ্টিত আছে ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

শুভ্রং রক্তনেত্রং । নীলপদ্ম বস্ত্রং পরিদধানং । দিব্য চন্দন নিপুঞ্জং
 গণ্ডস্থলে দিব্য কুণ্ডলং ॥ ৩৭ ॥ মধুপান মধুপানেন সদা ঘূর্ণিত লোচনং ।
 দেহ শোভয়া বিশ্বমোহনং । সক্ত বৃন্দ পরিবেষ্টিতং ॥ ৩৮ ॥ অনিত্যেতি ।

অসিতাযুজ পূর্ণাভ মর বিন্দদলেক্ষণং ।
 দিব্যালঙ্কার ভূষাঢ্যং দিব্য মাল্যানু লেপনং ৩৯
 জগন্মুকী রুতাশেষ সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য বিগ্রহং ।
 পূর্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুম সমাশ্রয়ে ॥ ৪০ ॥
 তস্য মধ্যে স্থিতে রাজ দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ।
 শ্রীমত্যা উষয়া শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিং ৪১

তাষা ।

অসিত পদ্মের ন্যায় দেহ আভা অরবিন্দ দলের ন্যায় দিব্য
 লোচন দিব্য অলঙ্কারে শোভিত সর্ব গাত্রে অমুলেপন
 প্রলেপ ॥ ৩৯ ॥

মহারম্য সুরদ্রুম শোভিত পূর্বোদ্যান মধ্যে সমুজ্জ্বল দিব্য
 সিংহাসনোপরি শ্রীমতী উষার সহিত জগৎপতি অনিরুদ্ধ
 আছেন তাহার দেহ শোভায় ত্রিজগত মুক্ত হয় ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ ।

নীলপদ্ম বদেহ সৌভাগ্যং পদ্মদলেক্ষণং দিব্যালঙ্কার শোভিতং দিব্য
 মালাধারিণং । অমূল লেপন লিপ্ত শরীরং ॥ ৩৯ ॥ জগদ্বিত্তি ।
 অশেষ দেহ শোভয়া জগন্মোহয়তীত্যর্থঃ । অতি মনোহর পূর্বোদ্যানা
 ধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ তস্যেতি দিব্য সিংহাসনোপরি উষয়া সাক্ষং জগৎ-
 পতি মনিরুদ্ধং ॥ ৪১ ॥ সাক্ষেতি । অনিরুদ্ধং বিশিনতি । ঘনশ্যামং

সান্দ্রানন্দং ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীল কুস্তলং ।
 নীলোৎপল দল স্নিগ্ধং চারু চঞ্চল লোচনং ॥ ৪২ ॥
 সুদ্রুমতা লতাভঙ্গু সুকপোলং সুনাসিকং ।
 সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষঃ সুস্বরং সুমনোহরং ।
 কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠ ভূষাদি ভূষণং ॥ ৪৩ ॥
 মঞ্জু মঞ্জীর মাধুর্য্য মাশ্চর্য্য রূপ শোভিতং ।
 পূর্ণব্রহ্ম সদানন্দং শুদ্ধং সত্ত্বাত্মকং প্রভুং ॥ ৪৪ ॥

ভাষা ।

ঐ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ ঘন নীলবৎ শ্যাম দেহ
 কাস্তি ; কর্ণে সুস্নিগ্ধ কুণ্ডল নীলোৎপল দলের ত্যায় সুস্নিগ্ধ
 চারু চঞ্চল লোচন ॥ ৪২ ॥

উন্নত ভঙ্গুর জয়গল, মনোহর নাসিকা ও গণ্ডস্থল গ্রীবাদেশ
 অতি সুন্দর, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত । অতি মনোহর স্বর ;
 কিরীট, কুণ্ডল ও বিবিধ কণ্ঠ ভূষায় সুশোভিত ॥ ৪৩ ॥

মনোহর নৃপূর শোভায় শোভিত 'হইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম সদানন্দ
 শুদ্ধ সত্ত্ব গুণোপেত প্রভু অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঘনবৎশ্যাম কলেবরং নীলকুস্তল ধারিণং চঞ্চল লোচনং ॥ ৪২ ॥ সুদ্রু
 ইতি জয়গলং ভঙ্গুর প্রায়মিত্যর্থঃ । সুগ্রীবং গ্রীবাদেশমতি সুন্দরং
 সুস্বরং মধুর স্বরেণ গায়মানং ॥ ৪৩ ॥ মঞ্জু ইতি । মনোহর নৃপূর
 শোভয়া অদ্ভুত রূপ ধারিণমিত্যর্থঃ । শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকং বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণো-

তস্যোর্দ্ধে চান্তরীক্ষেচ বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরং ।
অনাদি মাদি চিত্রপং চিদানন্দং পরং বিভূং ।

॥ ৪৫ ॥

ত্রিগুণাতীত মব্যক্তং অক্ষরং নিত্য মব্যয়ং ।
সন্মের পুঞ্জ মাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং শ্যাম বিগ্রহং ।

॥ ৪৬ ॥

ভাষা ।

তদূর্দ্ধভাগে নভোমণ্ডলে অনাদি চিত্রপা চিদানন্দ স্বরূপ
জগদাদিতুত হরি রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ইনি ত্রিগুণাতীত অব্যক্ত সনাতন অব্যয় ও নিশ্চল পুরুষ ।
সন্মিত মুখ পদ্মের শোভা অতি মনোহর । সৌন্দর্য্যের তুলনা-
হীন শ্যাম রূপী স্বয়ং নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

পেতং । প্রভুমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥ তস্যোর্দ্ধে । অন্তরীক্ষে আকাশ মণ্ডলে ।
অনাদিং আদ্যহীনং আদিং জগদাদিতুতং । চিত্রপং জ্ঞানময়ং ॥ ৪৫ ॥
ত্রিগুণেতি । সত্ত রজ তমোগুণত্রিতয় হীনং । অক্ষরং নিশ্চলং অব্যয়ং
নিত্যং অব্যক্তং অপ্ৰকাশিতমিতি । সন্মিত বদনং শোভাপূর্ণং । শ্যাম-
বিগ্রহং নীল কলেবরং ॥ ৪৬ ॥ অরবিন্দেতি । পদ্মদলবৎ হৃদীর্ঘ

অরবিন্দ দলম্বিঞ্চ সুদীর্ঘ লোল লোচনং ।
 কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্ত্রয় মনোহরং ॥৪৭॥
 চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্মোপ শোভিতং ।
 কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ূর কিকিনী কটিশোভিতং ॥৪৮॥
 শ্রীবৎস কোস্তভং রাজধনমালা বিভূষিতং ।
 মঞ্জু মুক্তা ফলোদার হারদ্যোতিত বক্ষসং ।
 হেমাশ্বজ ধরং শ্রীমদ্বিনতা সূত বাহনং ॥ ৪৯ ॥

ভাষা ।

অরবিন্দ দলের আয় সুদীর্ঘ চঞ্চল লোচন । শিরোপরি মুকুট, গণ্ডস্থলে মনোহর কুণ্ডল দেহ কান্তিতে ত্রিজগৎ সমুজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম বিদ্যমান রহিয়াছে । কঙ্কণ ও অঙ্গদ শোভিত হস্ত, কটীদেশে কিকিনীযুক্ত কাঞ্চীপুণ ॥৪৮॥

শ্রীবৎস ও কোস্তভ চিহ্নিত বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে । তাহাতে মনোহর মুক্তাহার লব্ধমান রহিয়াছে । হেম পদ্মধারী সনাতন বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়োপরি অধিষ্ঠিত ॥৪৯॥

অস্ফার্থঃ ।

বিশ্বনেত্রঃ কিরীটেন মুকুটেন কুণ্ডলেন কর্ণ ভূষণাচ্চ উদ্ভাসি সমুজ্জ্বলং ॥৪৭॥
 চতুরিতি । শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভিতং চতুর্ভুজং কঙ্কণ বলয়াদি ভূষিতঞ্চ ।
 কট্যাং সূত্র ঘণ্টিকা শোভিত কাঞ্চীপুণং ॥ ৪৮ ॥ শ্রীতি শ্রীবৎসঃ চিহ্ন
 বিশেষঃ কোস্তভোদমনি বিশেষঃ । লব্ধমান মনোহর মুক্তাহারেণ শোভিত
 বক্ষঃস্থলং । বিনতাসুতো গরুড় শুভ্রুপরি হিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ উভয়

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রুতো ভয় পাশ্বকং ।
 পূর্ণব্রহ্ম সূত্বেশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাত্মকং ॥ ৫০ ॥
 মুনীন্দ্রাদৈঃ স্তু যমানং দেব পাশ্বদ বেষ্টিতং ।
 সৰ্ব কারণ কার্য্যেশং স্মরে দেবাগেশ্বরে শ্বরং ।

॥ ৫১ ॥

তদ্রাধো দেবি পাতালে আধার শক্তি সংযুতে ।
 মণি মণ্ডপ মধ্যোত্ত মণি সিংহাসনোজ্জ্বলে । ৫২।

ভাষা ।

উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজিত আছেন, নিত্য সূখ
 সম্পদ উপভোগে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ পূর্ণানন্দ রসের আশ্রয় ॥৫০॥

নারদাদি মুনিগণ সদা স্তব করিতেছেন । দেবগণ পারিষদ-
 রূপে চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । সেই সৰ্ব কারণ সৰ্ব কার্য্য-
 শ্বর নারায়ণকে সকলে স্মরণ করে ॥ ৫১ ॥

হে দেবি পার্শ্বাতি ! তদ্রাধোভাগে পাতালে আধার শক্তি
 আছে তদুপরি মণি মণ্ডপ মধ্যে সমুজ্জ্বল রত্ন সিংহাসন
 আছে ॥ ৫২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্শ্বে লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচ সমুপবেষ্টিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ মুনীতি । মুনীন্দ্রাদৈঃ
 দেবর্ষিভী রাজর্ষিভিঃ । দেব পারিষদগণ বেষ্টিতং নিখিল কার্য্যকারণ
 কর্তার মিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ তত্রোতি । তদ্রাধোভাগে পাতালে আধার
 শক্তি সহিতে উজ্জ্বলে মণি নির্মিত সিংহাসন ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ তদ্রাধ

তদ্বাহে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরাদি মনোহরৈঃ ।
 চতুর্দিশু বৃতে দিব্যে প্রতিবিম্ব সমুজ্জ্বলে ॥৫৩॥
 উদ্যানে পুষ্প সৌরভ্য মুক্ষীকৃত জগত্ত্রয়ে ।
 আন্তে সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধ চারণ সেবিতো ॥৫৪॥
 দিব্যাক্ষ নগ্ন সৌন্দর্য্য যথা ভূষণ বাহনৈঃ ।
 যথেষ্মিত বর প্রার্থে স্তদজিহ্ব ভজনোৎসুকৈঃ ।
 ॥ ৫৫ ॥

ভাষা ।

তাহার বহির্ভাগে চতুর্দিকে অতি উচ্চ মনোহর স্ফটিক
 প্রাচীর তাহাতে সমস্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে মনোহর
 শোভা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

তাহার মনোহর উদ্যানপুষ্প সৌগন্ধে জগত্ত্রয় মোহিত
 হইতেছে । সুর, অসুর, সিদ্ধ ও চারণ গণ নিয়ত সেবা করি-
 তেছে ॥ ৫৪ ॥

মনোহর সৌন্দর্য্যশালী দিবাক্ষধারী দেবগণ বর প্রার্থী হইয়া
 তাহার পাদপদ্ম ভজন লালসায় স্ব স্ব ভূষণ বাহনে শোভিত
 হইয়া আগমন করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

অস্বার্থঃ ।

ইতি । স্ফটিকাদি নির্মিত উচ্চ মনোহর প্রাচীরে চতুর্দিশু আবৃতে ॥৫৩॥
 উদ্যান ইতি । পুষ্প সৌগন্ধেন জগত্ত্রয় মুক্ষীকৃতে উদ্যানে । সিদ্ধগণৈ-
 শ্চারণগণৈশ্চ সেবিতো ॥ ৫৪ ॥ দিব্যেতি । স্বস্বাভিলষিত বরেষু স্তুতি
 স্তুতপাদ ভজনান্তিলাষে রিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তদ্বাহেতি । এতেষাং দক্ষিণে

তদক্ষিণে মুনিগণৈঃ শুদ্ধ সত্ত্বাষিতাত্মভিঃ ।
তদুক্তি সাধনান্থৈর্ম বাঙ্খ্যতে ভক্তি তৎপরৈঃ ।

॥ ৫৬ ॥

তৎপৃষ্ঠে যোগিমুখ্যৈশ্চ সনকাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ ।
আত্মারানৈশ্চ চিদ্রূপৈ স্তম্মূর্তিস্ফুৰ্ত্তি তৎপরৈঃ
॥ ৫৭ ॥

ভাষা ।

তাহার দক্ষিণ ভাগে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণাষিত মুনিগণ ভজনা
সাধনার্থ ভক্তি তৎপর হইয়া স্ব স্ব ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তৎ পৃষ্ঠ দেশে সনকাদি মহাত্মা যোগিগণ চিদ্রূপী আত্ম-
চিন্তা করিতেছে ও তাঁহাদের জ্ঞান নেত্রে সেই চিদ্রূপ মূর্তি প্রতি
বিস্তৃত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শুদ্ধসত্ত্ব গুণমুক্তৈ শুদ্ধজন পরায়ণৈঃ । বাঙ্খ্যতে আর্থ্যতে হরিত্তজন মিতি
শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ তদ্বিতি । তৎপৃষ্ঠে তেষাং মুনিগণানাং পশ্চাত্তাপে ।
আত্মারানৈঃ আত্মতত্ত্ব বিচারমতি রিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ হৃদয়েতি ।

হৃদয়াকট তদ্যানে নাসাগ্র ন্যস্ত লোচনৈঃ ।
 সসাধ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈঃ স বিদ্যা ধর কিম্বরৈঃ ॥
 তদধি ভজনা কামৈ বাঙ্ক্ষ্যতে হৃষ্ট মানসৈঃ ।

॥ ৫৮ ॥

তদগ্রে বৈষ্ণবাঃ সর্বৈচ্চান্তরীক্ষে সুখাসনে ।
 পদ্মাদলা বদাদ্যাশ্চ কুমার শুক উদ্ধবাঃ ॥৫৯॥

ভাষা ।

সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিম্বরগণ নাসাগ্রে লোচনন্যস্ত
 করিয়া তদ্যানে একাগ্র চিত্ত হইয়া হৃষ্টমনে ঐ পাদ পদ্ম ভজনা
 বাঙ্ক্ষ্য করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

তাহার অগ্র ভাগে পদ্মাদল, অবদ, কুমার, শুক ও উদ্ধব
 প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আকাশ প্রদেশে সুখাসনে আসীন
 আছে ॥ ৫৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

হৃদয়ে মনসি আকুটং জনিতং তস্যোৎকর্ষস্যধ্যানং যেহাং তথোক্তৈঃ নাসাগ্রে
 ন্যস্তানি অর্পিতানি লোচনানি যেহাং তৈঃ এতেন তেষাং মনঃ স্থিরত্ব
 ন্নায়াতং । সাধ্য সিদ্ধগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিম্বরগণৈশ্চ সহিতৈ রিত্যর্থঃ ।
 বাঙ্ক্ষ্যতে প্রার্থ্যতে । হৃষ্টমানসৈঃ সন্তুষ্টৈ রিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ তদ্বিতি ।
 তেষাং সিদ্ধগণানামগ্রে অন্তরীক্ষে আকাশে পদ্মাদলাবদাদ্যাঃ বৈষ্ণবা
 বৈষ্ণবগণাঃ ॥ ৫৯ ॥ পুলকিত । পুলকিত মর্জ্জগাত্রৈঃ প্রকাশিত

পুলকাকুর সর্বাঙ্গৈঃ ক্ষুরং প্রেম সমাকুলৈঃ ।
 রহস্য প্রেম সংযুক্তৈ বর্ণ যুগ্মাকরো মনুঃ ॥ ৬০ ॥
 মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্ব মন্ত্রৈক কারণং ।
 সর্ব দেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্ত জীবনং ॥ ৬১ ॥
 শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্ত কারণং ।
 সর্বেষাং কৃষ্ণ মন্ত্রাণাং কৈশোরমতি হেতুকং ।
 কৈশোরং সর্ব মন্ত্রাণাং হেতু চূড়ামণিং মনুঃ ।

॥ ৬২ ॥

ভাষা ।

ভাষারা কৃষ্ণ প্রেম রসে সমাকুল হওয়াতে সর্বাঙ্গ পুলকা-
 ক্ষুরিত হইয়াছে এবং ঐ বৈষ্ণবগণ পূর্ণ বর্ণ দ্বয়াদ্বক অতি
 গোপনীয় মন্ত্র মানসে উচ্চারণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

ঐ দ্ব্যক্ষর মন্ত্র সর্ব মন্ত্রের চূড়ামণি স্বরূপ ও সর্ব মন্ত্রের
 কারণ । যেহেতু কৃষ্ণমন্ত্র অন্যান্য দেব মন্ত্রের জীবন বলিয়া
 বর্ণিত আছে ॥ ৬১ ॥

যেমন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব দেবের কারণ তদ্রূপ কৃষ্ণ মন্ত্র ও সর্ব
 মন্ত্রের কারণ স্বরূপ । বিশেষতঃ সর্ব প্রকার কৃষ্ণ মন্ত্রের মধ্যে
 এই দ্ব্যক্ষর কৌশোর মন্ত্র সমাধিক মাহাত্ম্য যুক্ত এবং এই
 কৈশোর মন্ত্রকেই সমস্ত কৃষ্ণ মন্ত্রের কারণ বলা যায় ॥ ৬২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

প্রেমোন্মূর্ষি রিত্যর্থঃ । বর্ণ যুগ্মাকরঃ বর্ণদ্বয়াদ্বকঃ মনুর্মন্ত্রঃ ॥ ৬০ ॥
 মন্ত্রেতি । মন্ত্রচূড়ামণির্মন্ত্ররাজঃ । কৃষ্ণমন্ত্রঃ সর্ব মন্ত্রস্য জীবনং কারণ
 মিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব মন্ত্রাধিপতিঃ কৃষ্ণস্য

মনসৈব প্রকুৰ্বন্তি পূর্ণ প্রেম সুখান্ননঃ ।

বাঞ্ছন্তি তৎপদান্তোজং নিশ্চলং প্রেম সাধনং

॥ ৬৩ ॥

তদ্বাহে স্ফটিকাদ্যুচৈঃ প্রাচীরে স্তমনোহরে ।

পুষ্পৈশ্চ শ্বেত রক্তাদ্যৈশ্চ তুর্দিকু সমুজ্জ্বলে ।

॥ ৬৪ ॥

ভাষা ।

ঐ বৈষ্ণবগণ পূর্ণ প্রেম সুখাভিলাষী হইয়া মানসে চিন্তা করিতেছে । এবং প্রেম ভক্তি সাধন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বাঞ্ছা করিতেছে ॥ ৬৩ ॥

তাহার বহির্ভাগে স্ফটিক নির্মিত অতি উচ্চ মনোহর প্রাচীর ; তাহার চতুর্দিকে শ্বেত, রক্তাদি মনোহর কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সমুজ্জ্বল শোভাধারণ করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কৈশোরঃ সঙ্কং সর্ব মঙ্গলারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ মনসেতি । প্রেম-সুখান্নানো বৈষ্ণব মনসা কৃষ্ণ পাদান্তোজং বাঞ্ছন্তি । প্রেম সাধনং প্রেমভক্তি কারণং ॥ ৬৩ ॥ তদ্বাহে ইতি । তেষাং বহির্ভাগে স্ফটিক নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত বিবিধ কুসুম শোভিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ শুক-

শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিম দ্বারপালকং ।
 শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কিরীটাদিভিরাবৃতং ॥ ৬৫ ॥
 রক্তং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্র গদাধরং ।
 কিরীট কুণ্ডলো দীপ্তং দ্বারপালক মুত্তরে ॥ ৬৬ ॥
 গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্র গদাযুধং ।
 কিরীট কুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনং ।
 পূর্বদ্বারে প্রতীহারং নানাভরণ ভূষিতং ॥ ৬৭ ॥

ভাষা ।

ঐ সিদ্ধ ক্ষেত্রে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, কিরীটাদি ভূষিত
 চতুর্ভুজ বিষ্ণু পশ্চিমদ্বারে দ্বোবারিক্রমে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৬৫ ॥
 শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষিত রক্তবর্ণ
 চতুর্ভুজ বিষ্ণু উত্তরদ্বারে দ্বারপাল রহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষণে শোভমান শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী
 বনমালাদি নানাভরণ ভূষিত গৌরবর্ণ বিষ্ণু পূর্বদ্বারে প্রতীহারী
 রূপে বিরাজিত আছেন ॥ ৬৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মিতি । পশ্চিমদ্বারপালং পশ্চিমদ্বারস্থিতং কিরীটাদিভিস্মুকুটাদিভি-
 রিতি ॥ ৬৫ ॥ উত্তরদ্বারপালং রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম
 ধারিণমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ গৌরমিতি । পূর্বদ্বারপালং গৌরবর্ণং
 বিষ্ণুং । বনমালিনং বনমালাধারিণং ॥ ৬৭ ॥ কৃষ্ণমিতি । দক্ষিণ

কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রাদি ভূষিতং ।
 দক্ষিণ দ্বারপালস্ত্রীবিষ্ণুং চিন্তয়েদ্ধারিণং ॥ ৬৮ ॥
 ইত্যে তৎ পরমেশানি সপ্তাবরণ মুক্তমং ।
 সপ্তাবরণ সংযুক্তাং রাধিকাং পদ্মিনীং পরাং ।
 এতদাবরণং ভদ্রে সপ্তশক্তিঃ স্বয়ং প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥
 ইতি বাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে সপ্তদশ

পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভাং শঙ্খচক্র গদাপাখ্যধারী বিষ্ণু দক্ষিণদ্বারে
 দ্বারপাল রূপে আছেন এই রূপে ভগবান বিষ্ণুকে চিন্তা করি-
 তেছে ॥ ৬৮ ॥

হে পরমেশানি ! এই উত্তম সপ্তাবরণ সংযুক্ত বৃন্দাবন স্থান
 কেশপীঠ । ঐকুপ সপ্তাবরণ যুক্ত রাধিকা পদ্মিনী । আর এই
 সপ্তাবরণ যাহা বলিলাম ; হে সুন্দরি ! তাহা স্বয়ং শক্তি
 স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

ইতি সপ্তদশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বারপালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ বিষ্ণুঃ । চক্রাদিধারণিঃ চিন্তয়েদিতি সর্বেষা-
 মন্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ সপ্তেতি । রাধিকা সপ্তাবরণ সংযুক্তা সপ্তাবরণ
 প্রকৃতি শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি জীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যানে

সপ্তদশ পটলঃ ।

দেব্যুবাচ ।

অপরৈকং মহা প্রেমা পৃচ্ছামি বৃষভধ্বজ ।
একোবিষু বাসুদেব একা প্রকৃতিরীশ্বরী ।
তৎকথং তস্য নানাত্বং দৃশ্যতে পরমেশ্বর ॥১॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্য মতি গোপনং ।
একোবিষু স্নহেশানি নানাত্বং গতবান্ যথা ॥২॥

ভাষা ।

পার্কটি বলিতেছেন ; হে বৃষবাহন ! আমার প্রতি তোমার
সাতিশয় কৃপা প্রদর্শন দেখিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি,
হে পরমেশ্বর ! মহাবিষু বাসুদেব এক এবং প্রকৃতি ঈশ্বরী ও
একা তবে কেন তাহাদের নানাক্রপ দেখিতেছি ; আমার এই
সন্দেহ তজ্জন করিয়া বল ॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! এক বিষু ও এক প্রকৃতি
কি প্রকারে নানাক্রপী হইয়াছেন এই গোপনীয় রহস্য কথা
বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ ।

দেব্যুবাচেতি । মহাপ্রেমা স্বয়ং মম নিরতিশয় প্রেমত্বাৎ । অপরং
একং প্রেমাং করোমীত্যর্থঃ । বাসুদেবস্য প্রকৃতেরেকত্বাৎ নানাত্বং অনেক
রূপত্বং কথং দৃশ্যতে বদেতিশেষঃ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হে
দেবি বিষ্ণুর্হথা নানাত্বং গতবান্ এতজ্জহস্যং বদামি শৃণুত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী যন্মাৎ প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 স্ত্রীপুং ভাবেন দেবেশি সর্বং ব্যাপ্য জগন্ময়ী ।

॥ ৩ ॥

স। স্ত্রী পুরুষরূপেণ সর্বং ব্যাপ্য বিজৃম্বতে ।
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ গুণাतीতঃ পরেশ্বরঃ ॥৪॥
 যজ্ঞপং বাসুদেবস্য তৎ সত্যং কমলেক্ষণে ।
 যদুক্তং কৃষ্ণরূপং হি বিদ্যাসিদ্ধেহি কারণং ॥৫॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বর ! ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতি দেবী স্ত্রী পুরুষ ভাবে
 সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতি দেবী পুরুষ রূপে সর্বত্র প্রকাশিত
 হইতেছেন । মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিগুণাতিত পরমেশ্বর ॥ ৪ ॥

হে কমলাক্ষি ! বাসুদেবের যে রূপ দেখিতেছ তাহা কেবল
 বিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত অন্তর্থা তাহার কোন অকৃত্রিমরূপ নাই ॥৫॥

অস্যার্থঃ ।

ব্রাহ্মাণ্ডেতি । প্রকৃতির্যতো ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী অতঃ স্ত্রীপুং ভাবেন জগৎ-
 ব্যাপ্য তিষ্ঠতীতিভাবঃ ॥ ৩ ॥ সেতি । সাক্ষীপ্রকৃতিঃ পুরুষ রূপেণ
 সর্বং জগদ্ব্যাপ্য বিজৃম্বতে প্রকাশতে । বিষ্ণুস্তগুণাतीতঃ পরমেশ্বরঃ
 প্রকৃতির্যেব সর্বমিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥ যজ্ঞপমিতি । বাসুদেবস্য রূপধারণং
 তদ্বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থমেবেতি । কমলেক্ষণে ইতি পার্কীভী সম্বোধনং ॥ ৫ ॥

স। রাধা পদ্মিনীজ্ঞেয়া ত্রিপুরারাঃ শুচিস্মিতে ।
 অন্যাস্চ নায়িকা যাস্তু তাজ্ঞেয়া অষ্টনায়িকাঃ ৬
 বাসুদেবো মহাবিশু ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ।
 নানাদেহ ধরোভূত্বা নানা কৰ্ম সমাচরন্ ॥ ৭ ॥
 কৃষ্ণ মূৰ্ত্তিং সমাশ্রিত্য পদ্মিন্যা সহ সূন্দরি ।
 জপেদ্বিদ্যাং মহেশানি মহাকালীং সুরেশ্বরীং ।

॥ ৮ ॥

ভাষা ।

যে রাধিকাকে দেখিয়াছ তিনি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী । আর
 তাহার যে অন্য নায়িকাগণ তাহারাও ত্রিপুরাদেবীর অষ্ট-
 নায়িকা ॥ ৬ ॥

মহাবিশু বাসুদেব ত্রিপুরাদেবীর অনুগ্রহে নানাদেহধারী
 হইয়া নানা কার্য সাধন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বাসুদেব কৃষ্ণমূৰ্ত্তি আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর সহযোগে মহা-
 কালী মহাবিদ্যার আরাধনা করেন ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সেতি । য। রাধা স। ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী অন্য। য। রাধাসখ্যস্তা
 ত্রিপুরায়া অষ্টনায়িকা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বাসুদেব ইতি । বাসুদেব
 ত্রিপুরায়া অনুগ্রহেণৈব নানা দেহধারীভূত্বা নানা কার্য্যমাচরন্ কৃষ্ণ-
 মূৰ্ত্তিমাশ্রিত্য পদ্মিন্যাসহ মহাকালীং দ্বিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ । ৭ ॥ ৮ ॥

এবং বৃন্দাবনং ভদ্রে আশ্রিত্য সততং হরিঃ ।
বাসুদেবো হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহভুৎ কমলেক্ষণঃ

॥ ৯ ॥

আবিভূষ্য মহাবিষ্ণু মথুরায়াং বরাননে ।
চতুর্দ্বার্য যুতো বিষ্ণু রাবিরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ । ১০।
দ্বারে দ্বারে তথা উর্দ্ধে অধোভাগে চ পার্শ্বতি ।
দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণ স্তনুত্যাগং যদাচরৎ ।
বাসুদেব মহাবিষ্ণৌ কৃষ্ণতেজোহবিষভদ্রা ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! এই কপে হরি বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া বাসুদেব
গৃহে কৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

চতুর্দ্বার্যধারী মহাবিষ্ণু মথুরাতে আবিভূত হইয়া স্বয়ং
প্রকাশিত হইলেন ॥ ১০ ॥

হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ও মথুরাতে দ্বারে দ্বারে, উর্দ্ধে
ও অধোভাগে বিহার করিয়া দ্বারকাপুরে বসতি পূর্বক যখন
দেহত্যাগ করেন তৎসময়ে কৃষ্ণতেজ মহাবিষ্ণুতে লীন হয় । ১১।

অস্ত্যর্থঃ ।

এবমিতি । উক্ত প্রকারেণ হরিকৃন্দাবন আশ্রিত্য স্বয়ং হরিঃ কৃষ্ণরূপে
ভূদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ আবিব্রতি । মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ং হরিঃ আবিভূষ্য
মথুরায়া রাবিরাসীৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ দ্বার ইতি মথুরায়াং
প্রতিদ্বারে উর্দ্ধে অধোভাগে চ বসন্ বসতিং কুরুন্ হরির্ঘদা তনুত্যাগম-
চরৎ দেহং জহাবিত্যর্থঃ । তদাদেহত্যাগ সময়এব মহাবিষ্ণৌ মহাবিষ্ণু

অতএব মহেশানি বাসুদেবং বিনাপ্রিয়ে ।
 ব্রহ্মত্ব মন্যদেবেষু নহি যাতি কদাচন ॥ ১২ ॥
 নানাস্বং ভজতে দেবি বাসুদেবঃ সদাব্যয়ঃ ।
 যজ্ঞপং দৃশ্যতে তস্য বাসুদেবস্য সুন্দরি ।
 তদ্রূপঞ্চ সগত্বাবৈ নানাস্বং ভজতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥
 কায়বুহং মহেশানি ধৃত্বা সত্ত্বর মচ্যুতঃ ।
 গুহ্য দেহং সমাপ্রিত্য ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! এই কারণেই বাসুদেব ভিন্ন অন্যদেবে
 কদাচ ব্রহ্মত্ব নাই কেবল বাসুদেবই পরং ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

হে দেবি ! এক নিত্যানন্দরূপী বাসুদেব নানারূপী হইয়া-
 ছেন । হে সুন্দরি ! তাহার যে নানা রূপ দেখিতে পাও তাহার
 আর কোন কারণ নাই । কেবল বাসুদেব কৃষ্ণই নানা কারণে
 নানা রূপী হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

হরি ত্রিপুরা পদাৰ্চন প্রভাবে অতি গুহ্যতর বিবিধদেহ
 ধারণ করিয়া নানা রূপী হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভেজসি কৃষ্ণভেজঃ অবিষং মহাবিস্মৃতভেজঃ কৃষ্ণভেজসোঃ কামভবদি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ নানেতি । অব্যয়ো নিত্যঃ বাসুদেবঃ সদা নানাস্বং
 ভজতে বহুরূপ মাশ্রয়েদিত্যর্থঃ । হে সুন্দরি ! বাসুদেবস্য যজ্ঞপং
 দৃশ্যতে সহস্রি শুভাসুদেবরূপং গত্বা প্রাপ্য নানাস্বং ভজতে আশ্রয়তী-
 ত্যর্থঃ । কায়ৈতি । অচ্যুতঃ কায়বুহং দেহমমুহং ধৃত্বা আপ্রিত্য
 ত্রিপুরাপদাৰ্চনাদেব নানারূপোঃ ভবদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ যদিতি ।

যদ্যদুক্তা মহেশানি সনকাদ্যা বরাননে ।
 যদ্যদুক্তা মহেশানি বিষ্ণু সংহা স্তুথা পরে ।
 তে সৰ্বে কুল শাস্ত্রজ্ঞা মন্ত্রসাধন তৎপরাঃ ॥১৫॥
 যা যা উক্তা নায়িকাস্তা কুলশাস্ত্র প্রকাশিকাঃ ।
 যদ্যদুক্তং বরারোহে কুল শাস্ত্র প্রকাশকং ।
 গৌরং কৃষ্ণং তথারক্তং শুক্লঞ্চ নগনন্দিনি ।
 তে সৰ্বে বাসুদেবস্য গৌরাদ্যা অংশ কপিণঃ ॥১৬॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! সনকাদি মুনিগণও নানা প্রকার বিষ্ণু যাহা
 বলা হইয়াছে ইহার। মন্ত্র সাধনের জন্য কুলাচার তৎপর হইয়া-
 ছেন ॥ ১৫ ॥

আর কুলশাস্ত্র প্রকাশিকা যে যে নায়িকা বর্ণিত হইয়াছে এবং
 কুলশাস্ত্র প্রকাশক গৌর, শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ
 কথিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কৃষ্ণের অংশ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

সনকাদ্যাঃ সনকাদয়ো বিষ্ণুসংহা বিষ্ণু সমুহা যদুক্তান্তেএব কুলশাস্ত্রজ্ঞা
 মন্ত্রসাধন নিরতাঃ । মন্ত্রসিদ্ধার্থমেষে বিষ্ণু নানারূপধরোভৈবাদতি-
 ভাবঃ ॥ ১৫ ॥ যা যা ইতি । যা অষ্টনায়িকা উক্তা স্তাএব কুলাচার
 প্রকাশ কারিণ্যঃ । কৃষ্ণস্য গৌররক্তাদিকং যদ্বহরূপমুক্ত তদপি কুলাচার
 সাধন হেতু ভূতং । তে গৌরাদ্যা গৌররূপাদয়োঽপি বাসুদেবস্যংশা ।
 ॥ ১৬ ॥ বাসুদেব ইতি । কৃষ্ণ ক্ষিপুৰাপদমর্চ্ছিত্বা বাসুদেবোক্ত-

বাসুদেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণ ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ।
 রেবত্যা দ্যাস্তুয়াঃ প্রোক্তা কৃষ্ণিণ্যা দ্যষ্টকং প্রিয়ে
 উষয়া সহদেবেশি অনিরুদ্ধ উষোচ্যতে ॥ ১৭ ॥
 বলরামো যন্তু দেবো দেবি শক্তিধরঃ স্বয়ং ।
 যদ্যদুক্তং মহেশানি যাচ্চান্যাবর বর্ণিনি ।
 তৎ সর্বং পরমেশানি মাতৃকা বিশ্বমোহিনী ॥ ১৮ ॥
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণু নিগুণঃ সততং প্রিয়ে ।
 সাধয়ে দ্বিবিধাং বিদ্যাং পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণীং ।

॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা পদ পূজন প্রভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব হইয়াছেন ।
 রেবতী কৃষ্ণিণী প্রভৃতি, স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ১৭ ॥

হে দেবেশি ! বলরাম স্বয়ং শক্তিধর আর অন্যান্য যে সকল
 নায়িকা বলা হইয়াছে ইহার সকলেই বিশ্বমোহিনী মাতৃকার
 মাহাত্ম্য ॥ ১৮ ॥

ত্রিগুণাভীত বাসুদেব মহাবিষ্ণু সর্বদা পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণী
 মহাবিদ্যা সাধনা করেন ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

দিত্যর্থঃ । রেবত্যা দ্যা যা উক্তা কৃষ্ণিণ্যা দ্যয়ো যা অষ্টনায়িকা উক্তা
 উষয়া সহ অনিরুদ্ধো উচ্যতে । বলরামো য উক্তঃ অন্যানিয়ানি
 উক্তানি তানি সৰ্বানি বিশ্বমোহন মাতৃকাকরণীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥
 বাসুদেব ইতি । মহাবিষ্ণু বাসুদেবঃ সততং নিগুণঃ । পূর্ণব্রহ্মরূপিণীং

নিষ্ঠুৰং সততং বিষ্ণু গুণস্ত প্রকৃতিঃ পরা ।
 ততস্ত সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ ৷ ২০ ৷
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্র গদাধরঃ ।
 এতচ্ছি ভূষণং দেবি বিগ্রঃ প্রকৃতেঃ সদা ।
 নিরিন্দ্রিয়ো মহাবিষ্ণু স্তস্যাত্ শঃ কৃষ্ণ এব চ ।

॥ ২১ ॥

ভাষা ।

‘বিষ্ণু সর্বদা’ নিষ্ঠুৰ পরমা প্রকৃতি গুণ স্বরূপ । যখন
 বাসুদেব প্রকৃতির সহিত স্মসঙ্গত হন তখন তিনি সগুণ হইয়া
 থাকেন ॥ ২০ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব যে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারণ করিয়াছেন
 তাহাও প্রকৃতির বিগ্রহ । তিনি স্বয়ং নিরিন্দ্রিয় তাহার অংশ
 কৃষ্ণ ॥ ২১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিবিধাঃ বিদ্যাঃ সাধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ নিষ্ঠুৰ ইতি । বাসুদেবঃ
 সৈব নিষ্ঠুৰঃ প্রকৃতিবৈব গুণস্বরূপঃ যদা প্রকৃত্যা সহিতো বিষ্ণু স্তদৈব
 সগুণঃ অন্যথা নিষ্ঠুৰঃ ॥ ২০ ॥ বাসুদেব ইতি । মহাবিষ্ণোর্যাসুদেবস্য
 শঙ্খচক্রাদি যত্নভূষণং তৎসকলমেব প্রকৃতেৰ্নস্তু বাসুদেবস্য । মহাবিষ্ণু
 নিরিন্দ্রিয়ঃ নিরবয়বঃ স্তস্যাত্শঃ কৃষ্ণোপি নিরিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দেবুবাচ ।

বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নিগুণসৈয়ক কারণং ।

ভো দেব তাপস শ্রেষ্ঠ কথমেবং ব্রবীষিমে ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামি শৃণু প্রোঢ়ে সন্দেহং তব সুন্দরি ।

বৃন্দাবনেশ্বরো যন্তু বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

শরীরং হি মহেশানি মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ।

তত্রাত্মাচ মহাবিষ্ণু স্মনোরুদ্ধো বরাননে ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

দেবি বলিতেছেন, হে দেবতাপস শ্রেষ্ঠ ! যদি বৃন্দাবনধাম
নিত্য ও নিগুণের এক কারণ তবে কেন তুমি আমার নিকট
এই রূপ বলিতেছ ॥ ২২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে যুবতি ! শ্রবণ কর আমি তোমার
সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি । যিনি বৃন্দাবনেশ্বর তিনি বিষ্ণুর
অংশ ॥ ২৩ ॥

তাঁহার শরীর মূলপ্রকৃতি, আত্মা মহাবিষ্ণু, মন স্বয়ং কদ্র,
হে সুন্দরি ! এই রূপে বিষ্ণু বিগ্রহধারী ইইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । দেবতাপসশ্রেষ্ঠ দেবতপসি প্রধান । বৃন্দাবনেশ্বরস্য
নিগুণসৈয়ক কারণস্য এবং বৃন্দাবন ক্রীড়াদিকং কথং কিস্তপ্রকারং ব্রবীষি
কথয়সি ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । প্রোঢ়ে যুবতি । যো বৃন্দাবনে-
শ্বরঃ সঃ বিষ্ণোরংশঃ । প্রকীর্তিতঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৩ ॥ শরীরমি ।
কৃষ্ণ শরীরং প্রকৃতিঃ । আত্মা কৃষ্ণাত্মা মহাবিষ্ণুঃ মনঃ কৃষ্ণ মনঃ কদ্রঃ ॥

কৃষ্ণদেহ মিদং ভদ্রে স্বয়ং কালী স্বকপিণী ।
 রাধাতু পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা ।
 দ্বয়োঃ সংযোগ মাত্রেণ কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ।

॥ ২৫ ॥

কেশ পীঠে মহেশানি ব্রজেমধ বনে প্রিয়ে ।
 অতএব মহেশানি বাসুদেবস্য পার্বতি ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

আর এই যে কৃষ্ণ দেহ দেখিতেছ ইহা স্বয়ং কালীস্বকপিণী
 রাধা পদ্মিনীর কলাস্বরূপ, এই উভয়ের সংযোগ মাত্রে কৃষ্ণ পূর্ণ
 ব্রহ্ম হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে মহেশানি ! সেই পূর্ণব্রহ্ম ক্রীকৃষ্ণ কেশপীঠ ব্রজধাম ও
 মথুরাতে বাস করেন বলিয়া ঐ উভয় স্থান তাঁহার অতিশয়
 প্রিয়তর ॥ ২৬ ॥

অন্যার্থঃ ।

ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণ ইতি । হে ভদ্রে ! সাধুশীলে । কৃষ্ণদেহঃ স্বয়ং
 কালী পদ্মিনী পরমাকলারাধা । দ্বয়োর্মহাকালী পদ্মিন্যোঃ সংযোগ
 মাত্রেণৈব কৃষ্ণঃ পূর্ণত্বং গভবানিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ কেশ ইতি । কেশপীঠে
 পার্বতী কেশপতিত স্থানে । ব্রজে বৃন্দাবনে মথুবনে মথুরায়াম বাসুদেব-
 স্যাংশঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান অতুং আবির্ভবতি । ব্রহ্মস্বকৌ ব্রহ্মণঃ স্বকৌ
 জগতি ভগং দিনা বিবিদ্যতে । ভগব্যতিরেকণ ব্রহ্ম স্বকিন্ত ভব-

অংশোহভূৎ পরমেশানি ক্লৃক্সন্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
 ভগং বিনা মহেশানি ব্রহ্ম সৃষ্টি নবিদ্যতে ॥ ২৭ ॥
 তবকেশ নিমিত্তং হি এতৎ সর্বং বিড়ম্বনং ।
 তবকেশং মহেশানি বর্ণিতং নৈব শক্যতে ॥ ২৮ ॥
 সদা ব্রহ্মণি দেবেশি তবকেশ বিড়ম্বনং ।
 তবকেশ স্মৃগন্ধেন নিশ্চলং সচলং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

ভাষা ।

হে পরমেশানি! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানের অংশস্বরূপ । হে
 মহেশানি! ব্রহ্ম সৃষ্টি ভগ বিনা সম্ভবিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! তোমার কেশ নিমিত্ত এই সমস্ত জগৎ হই-
 য়াছে । তোমার কেশ কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৮ ॥

হে দেবেশি! তোমার কেশে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহিত
 হইয়াছে এবং তোমার কেশ-স্মৃগন্ধেই সকল ভুবন নিশ্চল
 হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ভীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ভবেতি । তব কেশং বর্ণিতং ন শক্যতে ।
 তব কেশ মাহাত্ম্য মদুত মিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ সদ্ভেতি । তবকেশ স্মৃগন্ধে-
 নৈব নিশ্চলমপি সচলং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ এতদ্বাদিতি । এতদ্বাদি-
 ত্বং ভাগবতং ভগবতোবিষ্ণোঃ সম্বন্ধীয়ং । বাসুদেবস্য রহস্যং

এত ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্র মিদং স্মৃতং ।
 বাসুদেবস্য দেবেশি রহস্য মতি গোপনং ৷ ৩০ ৷
 বাসুদেবো নহাবিক্ষু ভগবান্ প্রকৃতিঃ স্বয়ং ।
 প্রকৃতে বাসুদেবস্য কৃষ্ণোংশ ইতি কীর্তিতঃ ৷ ৩১ ৷
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে অষ্টাদশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

হে দেবেশি ! এই ভাগবত তন্ত্রই রাধাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ।
 বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয় ও অতি দুর্লভ ॥ ৩০ ॥

বাসুদেব, নহাবিক্ষু ও প্রকৃতির মিলনে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন । কৃষ্ণ, বাসুদেব ও প্রকৃতির অংশ ॥ ৩১ ॥

ইতি অষ্টাদশ পটল ।

অন্ত্যর্থঃ ।

অতি গোপনং ॥ ৩০ ॥ বাসুদেব ইতি । ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বয়ং প্রকৃতি-
 রিত্যর্থঃ । কৃষ্ণঃ প্রকৃতে বাসুদেবস্যচাংশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

কৃষ্ণাহি পরমেশানি বাসুদেবাংশ সংজ্ঞকাঃ ।
 কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশং গৌরং বিষ্ণুং তথাশ্রিয়ে ।
 শুক্লং রক্তং তথাদেবি শ্রীবিষ্ণুঃ শুচিস্মিতে ॥১॥
 বাসুদেবস্য যঃ শঙ্খঃ শুক্লোবিষ্ণুঃ স উচ্যতে ।
 চক্রঞ্চ বাসুদেবস্য গৌরং তৎপরি কীর্তিতং ॥২॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি ! বাসুদেবের অংশ-
 সম্বৃত্ত অনেকপ্রকার কৃষ্ণ আছে, এই জন্যই বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ
 শুক্লবর্ণ, গৌরবর্ণ ও কখন বা রক্তবর্ণ এই প্রকারে বিবিধ রূপ
 ধারণ করিয়া এক বিষ্ণু অনেকরূপ হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বাসুদেবের যে শঙ্খ তাহাই শুক্লবর্ণ বিষ্ণু, বাসুদেবের যে
 চক্র তাহাই গৌরবর্ণ বিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

অন্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণা অনেক কৃষ্ণরূপিণঃ বাসুদেবস্য অংশাঃ ।
 কৃষ্ণস্যানেকত্বমাহি । বৃন্দাবনেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ গৌরং গৌরাঙ্গং শুক্লং শুক্লবর্ণং
 রক্তং রক্তবর্ণ মিত্যাदि ॥ ১ ॥ শুক্ল রক্তাদিকং কৃষ্ণং বিবৃণোতি ।
 বাসুদেবস্য যঃ শঙ্খঃ স এব শুক্ল কৃষ্ণঃ । বাসুদেবস্য যচ্চক্রং তদেব গৌর

যৎপদ্মং পরমেশানি রক্তো বিষ্ণুঃ সএব হি ।
 সা গদা পরমেশানি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ ।
 সাট্চৈব পরমেশানি শ্রীবিষ্ণু বিশ্বমোহনঃ ॥ ৩ ॥
 কৃষ্ণশ্চ দ্বিভুজো বিষ্ণুঃ সততং পদ্মিনী প্রিয়ঃ ।
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্তিদয়ঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংযুতঃ সর্বদা হরিঃ ।
 পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব অতএব বরাননে ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

বাসুদেবের করকমলস্থিত যে পদ্ম তাহাই রক্তবর্ণ বিষ্ণু ।
 আর বাসুদেবের যে গদা তাহাই পীতবর্ণ কৃষ্ণ ও বিশ্বমোহন ॥ ৩ ॥
 যিনি দ্বিভুজ কৃষ্ণ তিনি পদ্মিনীর অতি প্রিয় । মহাবিষ্ণু
 বাসুদেব শক্তিদয়যুক্ত ॥ ৪ ॥

হরি সর্বদা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত মিলিত থাকেন,
 অতএব বাসুদেব পূর্ণব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥ যদিতি । বাসুদেবস্য যৎপদ্মং স রক্তোবিষ্ণুরুচ্যতে ।
 অন্তলতেজসো বিষ্ণোর্গাদা সাএব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণস্যেতি ।
 কৃষ্ণস্য যো দ্বিভুজঃ সএব পদ্মিনীপ্রিয়ো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ । বাসুদেবঃ শক্তিদয়
 যুক্তঃ ॥ ৪ ॥ বাসুদেব শক্তিদয়ং বিবৃণোতি লক্ষ্মীতি । হরিঃ লক্ষ্মী
 সরস্বতীভ্যাং শক্তিদয়াভ্যাং যুক্ত ইত্যর্থঃ । অতএব শক্তি যোগাদেব ৷ ৫ ॥

বাসুদেবো মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী ।
জ্যেষ্ঠাতু প্রকৃতিস্মায়া বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ৷ ৬ ৷

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিণাকধৃক ।
যৎসৃচিতং মহাদেব রাধাপদ্ম বনাশ্রিতা ।
চন্দ্রাবলীতু যা রাধা বৃকভানু গৃহেস্থিতা ।
তৎসৰ্ব্বং পরমেশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো ৷ ৭ ৷

ভাষা ।

হে মহেশানি ! বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বরী প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা শক্তি,
বাসুদেব স্বয়ং হরি ॥ ৬ ॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবদেব শূলপাণে ! তুমি যে পুৰ্বে
বলিয়াছ, রাধা পদ্মবন আশ্রয় করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী ও বৃন্দা-
বনে বিহার করিতেছেন ও রাধিকা বৃকভানু আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন এই সকল বিষয় বিস্তাররূপে আমার নিকট বল ॥ ৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

বাসুদেব ইতি । বাসুদেবঃ স্বয়ং প্রকৃতিঃ । জ্যেষ্ঠা বৃকভানু । মায়্য-
সৰ্ব্বস্যানতিক্রমণীয়া ॥ ৬ ॥ দেবুবাচেতি । হে শূলপাণে । পূৰ্ব্বং
সৃচিতং অদ্বীতং তদ্বিস্তার্য্য কথয়েত্যনয়ঃ । তৎসৃচন মেব কিমিত্যাহ

কৃষ্ণেন সহদেবেশ রাধা সংসর্গ মাশ্রিতা ।
ইমং হি সংশয়ং দেব ছিন্তি ছিন্তি কৃপানিধোঃ
ঈশ্বর উবাচ ।

এত ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রং মনোহরং ।
অতীব সুন্দরং শুদ্ধং নির্মলং পরমং পদং ॥১॥

ভাষা ।

আর রাধিকা যে কৃষ্ণের সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, আমার
এই সকল বিষয়ে অনেক সংশয় আছে, হে কৃপাকর ! তুমি অমু-
গ্ৰহ পূর্বক তাহা ক্ষেদ কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, মনোহর রাধাতন্ত্র অতি বিশুদ্ধ ও
নির্মল এই পরমপদ রাধাতন্ত্রে ভগবত্তন্ত্র সবিশেষ বর্ণিত
আছে ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

রাধেতি ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণেনেতি । রাধাচন্দ্রাবলী কেন একায়েন কৃষ্ণেন
সহ সংসর্গমাগতাঃ ॥ এতৎ সংশয়ং ছিন্তি সন্তুস্তরদ্বায়েন সংশয় নিরাসং
কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । এতদ্বিতি । ভাগবতং ভগব-
ত্বর্ণিতং প্রকাশকং । নির্মলং বিশুদ্ধং পরমং পদং অতিগরিমং ॥ ৯ ॥

যচ্ছ্রদ্ধা পরমেশানি সাধকাঃ সুরবিগ্রহাঃ ।
 হৃদয়ে সংপুষ্টে কৃৎস্না নবাঙ্কন্ত্যন্য দেবহি ॥
 এতত্তন্ত্রং মহেশানি সূত্রাব্যং সূত্র বর্দ্ধনং ।
 এতদ্বি পরমং গুহ্যং সারাং সারতরং প্রিয়ে ।
 এতদ্বি পদ্মিনী তন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্মৃতং ॥১১॥
 যেষু যেষুচ শাস্ত্রেষু গায়ত্রী বর্ত্ততে প্রিয়ে ।
 পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যত্রতন্ত্রেষু দৃশ্যতে ।
 পদ্মিনয়শ্চ গুণাখ্যানং তদ্বিভাগবতং স্মৃতং ॥১২

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! যাহা শুনিবামাত্র সুরাসুর সাধকপদ
 ধারণ করিয়া অস্ত্র বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে ॥ ১০ ॥

হে পরমেশানি ! এই রাধাতন্ত্র সূত্রাব্য ও সূত্রবর্দ্ধন । হে
 প্রিয়ে ! অতিগুহ্য পরমপদ সারাংসারতর এই রাধাতন্ত্র পদ্মিনী
 তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

হে প্রিয়ে পার্শ্বতি !* যে যে তন্ত্রেতে গায়ত্রী বিদ্যমান
 আছে, পঞ্চ বিষ্ণুর উপাখ্যান দৃষ্ট হয় এবং পদ্মিনী গুণাখ্যান
 বর্ণিত আছে সেই সেই তন্ত্রকে ভাগবত বলা যায় ॥ ১২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

যদিতি । যৎরাধাতন্ত্রং হৃদয়সংপুষ্টে হৃদয়মধ্যে কৃৎস্না সাধকাঃ কিঞ্চিদন্যং
 নবাঙ্কন্তি অভিলষন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদিতি । সূত্রাব্যং প্রবর্ণেচ্ছ্রয়
 সূত্র সাধকং । গুহ্যং গোপনীয়ং সারাংসারং অতিশ্রেষ্ঠং । পদ্মিনী তন্ত্রং
 পদ্মিন্যুপাখ্যান বিশিষ্টং ॥ ১১ ॥ ভাগবতলক্ষণং কথয়তি বোধ্যতি । যেষু
 যেষু শাস্ত্রে গায়ত্রী বিদ্যতে । পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যানং দৃশ্যতে পদ্মিন্যা
 গুণাখ্যানঞ্চ যত্র দৃশ্যতে ইতি শেষঃ তদেব ভাগবত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যেষু যেষু পুরাণেষু তন্ত্ৰেষু বর বর্ণি নি ।
 নাস্তি চেৎ পূৰ্ণ গায়ত্রী তথাচ প্রকৃতে গুণঃ ।
 পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যেষু তন্ত্ৰেষু দৃশ্যতে ।
 তদ্বৈভাগবত শ্রেষ্ঠ মন্যচ্চৈব বিড়ম্বনং ॥ ১৩ ॥
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণু মথুরায়াং বরাননে ।
 আবিরাসীন্মহাবিষ্ণু ত্রিপুরা পদ পূজনাং ॥ ১৪ ॥
 আবিভূতা মহামায়া প্রথমং পরমেশ্বরী ।
 ভাস্ত্রে মাস্যসিতে পক্ষে হরিরাবিরভূৎ স্বয়ং ।
 ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! যে যে পুরাণে কি তন্ত্ৰে পূৰ্ণ গায়ত্রী ও প্রকৃ-
 তির গুণ বর্ণিত নাই সেই সেই তন্ত্র ও পুরাণ বিড়ম্বনা মাত্র ।
 যে তন্ত্ৰেতে পঞ্চবিষ্ণুর উপাখ্যান আছে সেই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 জানিবে ॥ ১৩ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরা পদার্চন প্রভাবে মথুরাতে
 আবিভূত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

প্রথমতঃ মহামায়া প্রকৃতি দেবী আবিভূত হইলেন তৎ-
 পরে ভাস্করমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে হরি আবিভূত হইলেন ॥ ১৫ ॥
 অস্ম্যর্থঃ ।

যেহিতি । যেষু যেষু তন্ত্ৰেষু পূৰ্ণগায়ত্রী প্রকৃতে গুণঃ পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যান-
 নঞ্চ ন দৃশ্যতে তন্ত্ৰ ভাগবতং তৎশাস্ত্রং লোকবিড়ম্বনং লোকমোহ কারণ-
 মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইতি । মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাপদঃ
 পূজয়িত্বা মথুরায়া মাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ আবিব্রিতি । প্রথমং
 পূৰ্ব্বমেব মহামায়া আবিভূতা ততো ভাস্ক্রেমাসি হরিঃ স্বয়মাবিভূত
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তথোক্তি । তন্ত্ৰে তন্ত্ৰেমানি পঞ্চগন্ধিনী পঞ্চসৌগন্ধ-

তথাচৈত্র পদেমাসি শুক্ল পক্ষে চ পদ্মিনী ।
 আবিভূতা মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 বৃকভানু গৃহে দেবি তথাচন্দ্রাবলী প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥
 কালিন্দী গহ্বরে দেবী নানা পদ্ম সমাবৃত্তে ।
 শুকৈ রক্তৈ স্তথাপীতৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 অনৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈ নানাবর্ণৈঃ সুবাসিতৈঃ
 হংস কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ শুক পটঙ্কশ্চ শোভিতৈঃ
 গন্ধর্বানর সংহৈশ্চ বেষ্টিতে কমলাননে ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

তৎপরে চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী বৃকভানু
 গৃহে চন্দ্রাবলী রূপে আবিভূতা হইলেন ॥ ১৬ ॥

হে কমলাননে ! কালিন্দী গহ্বর মধ্যে নানা পদ্ম সমাবৃত্ত
 শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণপ্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ সুশোভন পুষ্প
 শোভিত, হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে অলঙ্কৃত ও দেব
 গন্ধর্বগণে সেবিত স্থানে পদ্মিনী আবিভূতা হইলেন ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বতী বৃকভানু গৃহে চন্দ্রাবলীরূপে আবিভূতা ॥ ১৬ ॥ কুত্র পদ্মিনী আ-
 ভূতা ইত্যাহ কালিন্দীতি । রক্ত পীতাদি বিবিধ পদ্মসমাকুলে ।
 অনৈঃ কৃষ্ণরক্তাদি বিবিধ সুগন্ধ কুমুদৈশ্চ শোভমানৈঃ । হংস কারণ্ড-
 বাদি নানাবিহগ শোভিতৈঃ গন্ধর্বদেবগণৈশ্চ বেষ্টিতে কালিন্দী গহ্বরে
 পদ্মিনী আবিভূতৈত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদ্বদেতি । শঙ্খবীণাদি বিবিধবাদ্যবাদন

মৃদঙ্গ শঙ্খবীণাভি নাদেন পরিপূরিতে ।

তন্মধ্যে রত্ন পর্য্যঙ্কে নানারত্ন বিচিত্রিতে ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং সাক্ষাদাতরি চিন্ময়ে ।

তন্মধ্যে পরমেশানি রত্নসিংহাসনং মহৎ ।

পঞ্চাশ শ্রুতাকা যুক্তং চতুর্বেদ যুতং সদা ।

নারদাদ্যৈশ্চ নিশ্রেষ্ঠৈর্বেদিতং পরমেশ্বরী ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান মৃদঙ্গ ভেরী শঙ্খপ্রভৃতি বাদ্য শব্দে পূরিত হইল । নানারত্ন বিচিত্রিত স্বর্ণ খটাতে পদ্মিনী উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

ঐ স্থানে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাত্মক চতুর্ভুজপ্রদ অতিমহৎরত্ন সিংহাসন ছিল ॥ ১৯ ॥

ঐ রত্ন সিংহাসন পঞ্চাশশ্রুতাকায়ুক্ত চতুর্বেদ সমন্বিত । নারদাদি মুনিগণ স্তব করত ঐ সিংহাসনকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

অস্ফার্থঃ ।

পূরিতে । রত্ন পর্য্যঙ্কে স্বর্ণখটায় ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মার্থঃ । ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাত্মক চতুর্ভুজপ্রদে । চিন্ময়ে অভৌতিকে । রত্নসিংহাসনং রত্ন-নির্ম্মিত মাসনং পঞ্চাশশ্রুতাকা বর্ণযুতং চতুর্বেদ যুতং তৎকথ্যর্থঃ । নারদাদিভিষ্মু নিগট্টে বেদিতং ॥ ১৯ ॥ তত্রৈতি । তত্র রত্নাসনে কাত্যা-

তত্রাস্তে পরমেশানি নিত্য। কাত্যায়নী শিবা ।
 কাত্যায়ন্যা বামভাগে সিংহমাস্রিত্য পদ্মিনী ।
 তদধ্যাস্তে মহেশানি যাবৎ কৃষ্ণ সমাগমঃ ॥ ২০ ॥
 সংপূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং পার্থিবং পরমেশ্বরং ।
 পূজয়ে দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরুপচারৈঃ স্মনোহরৈঃ ।
 সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা প্রজপেন্নম্র মুত্তমং । ২১ ॥
 কাত্যায়ন্যা মহামন্ত্রং শৃণুষ্ব নগনন্দিনি ।
 ওঁ হ্রীঁ কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী
 নন্দগোপসুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরুতে নমঃ ।

॥ ২২ ॥

ভাষা ।

সেই সিংহাসনে সনাতনী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন
 কাত্যায়নীর বামভাগে পদ্মিনী সিংহ আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণসমাগম
 পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২০ ॥

পদ্মিনী বিধানক্রমে পার্থিব শিবলিঙ্গ বিবিধ মনোহর
 পুষ্পোপচারাди দ্বারা অর্চনা করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি পূর্বক কাত্যা-
 যনী মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

হে নগনন্দিনি! কাত্যায়নী মহামন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ।
 এই বলিয়া পার্বতীর নিকট কাত্যায়নী মন্ত্র বলিলেন ॥ ২২ ॥

অস্বার্থঃ ।

যনী আশ্রয়বিদ্যতে । কাত্যায়ন্যা বামভাগে পদ্মিনী সিংহমধিষ্ঠায় কৃষ্ণ।
 গমন কালপর্য্যন্ত অধিষ্ঠিতাভ্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংপূজ্যেতি । পার্থিবং
 হুণুয়ং শিবলিঙ্গং বিবিধৈঃ পুষ্পাদ্যুপহাটৈঃ পূজয়েৎ । বিধিবৎ পূজয়িত্বা
 উত্তমং মন্ত্রং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ কাত্যায়ন্যাইত্যাদি । শৃণু
 আকর্ণয় ও ত্রীমিত্যাदि কুরুতে নম ইত্যন্ত এব কাত্যায়নী মন্ত্রঃ ॥ ২২ ॥

হ্রী ওঁ এতদ্ভাগবতীং বিদ্যাং কাত্যায়ন্যাঃ

প্রতিষ্ঠিতাং ।

প্রজপেৎসততংবিদ্যাংপদ্মিনীপদ্মমালিনী ॥২৩॥

কতিচিদ্ধিবসে দেবি আবিরাসীজ্জগন্ময়ী ।

কাত্যায়নী মহাবিদ্যা স্বয়ং মহিষমর্দিনী ॥২৪॥

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

কাস্ত্বং কুঞ্জ পলাশাক্ষি কথমেকাকিনীপ্রিয়ে ।

কিমথ মাগতাভদ্রে সাম্প্রতং কথয় প্রিয়ে ॥২৫॥

ভাষা ।

পদ্মিনী এই মন্ত্র এবং অন্য আর এক মন্ত্র এই উভয় মন্ত্রই
জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

কতিপয় দিবস মধ্যেই মহিষ মর্দিনী জগন্ময়ী মহাবিদ্যা
কাত্যায়নী দেবী স্বয়ং আবিভূতা হইলেন ॥ ২৪ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন । হে কুঞ্জপলাশাক্ষি তুমি কে ?
কি নিমিত্ত একাকিনী এখানে আসিয়াছ ॥ ২৫ ॥

অন্যার্থঃ ।

ত্রীমিতি । ত্রীং ওঁ ইতি মন্ত্রান্তরং । এতন্মন্ত্রেণ ভাগবতীং বিদ্যাং
কাত্যায়নীং প্রজপেৎ পদ্মিনীতিশেষঃ ॥ ২৩ ॥ কতিচিদিতি । কতিচিৎ
কতিপয় দিনান্তান্তর এব কাত্যায়নী স্বয়ং তদ্যাবিবভূবেত্যর্থঃ মহিষমর্দিনী
মহিষাসুর বিঘাতিনী ॥ ২৪ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । কাত্যায়নী শাক্ষা-
দ্বৃষ্টেব পদ্মিনীমাহ কাত্মমিতি একাকিনী কাস্ত্বং কিমর্থমাগতা ওৎকথয়ে-
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি । হে মহামায়ে ! কাত্যায়নি জুয়ো-

পদ্মিন্যুবাচ ।

কাত্যায়নি মহামায়ে নমস্তে হর বল্লভে ।

কৃষ্ণমাত নর্মস্তভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং ॥ ২৬ ॥

কঃ পিতা মম দেবেশি কস্যাহং পরমেশ্বরী ।

ত্রিপুরা জগতাং মাতাহং তস্যাঃ পরিচারিকা ॥ ২৭ ॥

মম নাম মহেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ।

বাসুদেবস্য চার্বঙ্গি কদামে দর্শনং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

মা ভয়ং কুরুষেপুত্রি কৃষ্ণং প্রাপ্স্যসি সাম্প্রতং ।

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন । হে মহামায়ে ! হে হর বল্লভে !
হে কৃষ্ণ জননি ! হে কাত্যায়নী ! তোমাকো ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার
করি ॥ ২৬ ॥

কে পিতা কে মাতা আমি কাহার ; এ সকল কিছুই জানি
না । আমি জগন্মাতা ত্রিপুরাদেবীর পরিচারিকা ॥ ২৭ ॥

হে পরমেশানি ! আমার নাম পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী । বড়
দিনে আমার কৃষ্ণ দর্শন হইবে ॥ ২৮ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন । হে পুত্রি ! তুমি ভয় করিও না

অন্ত্যর্থঃ ।

ভূয়ঃ পুনঃ পুনস্ত্বাং নমামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ক ইতি । হে দেবি ! মম
পিতা কঃ মাতাপি কেতি নজ্ঞানে অহং ত্রিপুরা পরিচারিকা পদ্মিনী ইত্যেব
জানামি ॥ ২৭ ॥ মমেতি হে দেবি ! মম নাম পদ্মিনী কদা বাসুদেবস্য
দর্শনং ভবেত্তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে পুত্রি

হেমন্তে চ শিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং শুচিন্মিতে ।
 বাসুদেবেন দেবেশি তব সঙ্গো ভবিষ্যতি ৷ ২৯ ৷
 অকার্য্যং বাসুদেবস্য তবসঙ্গং বিনা প্রিয়ে ।
 তব সঙ্গাক্ষি চার্ব্বজি কৈবল্যং পরমং পদং ৷ ৩০ ৷
 ভাদ্রে মাস্যাসিতে পক্ষে রোহিণ্যনক্ষত্রমীতিথৌ ।
 আবিরাসীন্মহাবিষ্ণু নান্যথা গদিতং মম ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তর ধীয়ত ৷ ৩১ ৷

ভাষা ।

শীঘ্রই কৃষ্ণলাভ হইবে । হেমন্তকালে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসীতে
 তোমার কৃষ্ণ সঙ্গ হইবে ॥ ২৯ ॥

তোমার সঙ্গ বিনা কৃষ্ণের কোন কার্য্য নাই । হে স্তনুরি !
 তোমার সঙ্গতে কৈবল্য পদ লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রযুত অষ্টমী তিথিতে
 মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইবেন মহামায়া কাত্যায়নী এই রূপ বলিয়া
 সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৩১ ।

অন্ত্যার্থঃ ।

দ্বং ভয়ং মা কুরুষে । শীঘ্রমেব কৃষ্ণং প্রাপ্যসীতি । হেমন্তে হেমন্তকালে ।
 শুচিন্মিতে ইতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ॥ ২৯ ॥ অকার্য্যমিতি । বাসু-
 দেবেন তব সঙ্গো বিনা কিমপি ন কর্তব্যমিতি ভাবঃ । তব সঙ্গাদেব মুক্তি-
 লাভো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ভাদ্র ইতি । ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে
 রোহিণীনক্ষত্রে কৃষ্ণ আবির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । কাত্যায়নী ইতি উক্ত্বা
 অন্তর্হিতাভূদिति ॥ ৩১ ॥ তত ইতি । ততঃ কাত্যায়নী বচনাদেব ।

ততোহৃষ্ট মনাভূত্বা পদ্মিনী কমলেক্ষণা ।
 সিংহাসনং সমাশ্রিত্য কাত্যায়ন্যাঃ শুচিস্মিতে ।
 সংস্থিতাপদ্মিনীরাধাযাবৎকৃষ্ণসমাগমঃ ॥ ৩২ ॥
 অন্যাভি গোপকন্যাভি বর্দ্ধমানা গৃহে গৃহে ।
 তাঃ সর্বাঃ পরমেশানিদেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥
 কৃষ্ণস্ত দেবকীপুত্রো নন্দগেহেচ স্মন্দরি ।

ভাষা ।

তদনন্তর পদ্মিনী হৃষ্টমনা হইয়া কাত্যায়নীর সিংহাসন
 আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ সমাগম পর্য্যন্ত রহিলেন ॥ ৩২ ॥

অন্যান্য গোপকন্যাগণের সঙ্গে পদ্মিনী নিজ গৃহে বৃদ্ধি
 পাইতে লাগিলেন । পদ্মিনীর সহচরীকন্যাগণ সকলই দেব-
 কন্যা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

হৃষ্টমনা নানন্দচেতাঃ কাত্যায়ন্যাঃ সিংহাসন মাশ্রিত্য কৃষ্ণসমাগমং
 যাবৎ তত্স্থৌ ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যাভিরিতি । অন্যাভি গোপ-
 কন্যাভিঃ সর্গার্থঃ । বর্দ্ধমানা বর্দ্ধতে । তাঃ সর্বাঃ গোপকন্যাঃ
 সর্বাঃইব দেবকন্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণইতি । দেবকীপুত্রঃ কৃষ্ণঃ নন্দগোপ-

দিনে দিনে মহেশানি বর্দ্ধিতে কমলেক্ষণে ।
 বালপৌগণ্ড কৌশর বয়স। কমলেক্ষণে ॥৩৪॥

ইতি রাধাতন্ত্রে ঊনবিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নন্দ গৃহে দিনে দিনে বর্দ্ধন
 শাল হইয়া বাল্য পৌগণ্ড ও কৌশোর সময় অহিবাহিত
 করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি ঊনবিংশ পটলঃ ।

অস্তুার্থঃ ।

গেহে বাল্যপৌগণ্ড কৌশোর বয়স। দিনে দিনে বর্দ্ধিতে বর্দ্ধিতে।
 ভবভীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্ৰকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যানে
 ঊনবিংশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং সুন্দরং সুমনোহরং ।
 নিগদামি বরারোহে সাবধানাব ধারয় ॥ ১ ॥
 কৃষ্ণস্য পরমেশানি পরীবারান্ শৃণু প্রিয়ে ।
 মান্যোভ্রাতা ভুবোদাস্যো বয়স্যঃ সেবকাদয়ঃ
 গোষ্ঠে সহচরাশ্চৈব প্রেয়স্যশ্চ পুরঃ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
 বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠানাং স্কৃষ্ণস্য পিতামহঃ ।
 বরীয়সীতি বিখ্যাতা মহীমান্যা পিতামহী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! অতি মনোহর পরম
 গোপনীয় বাসুদেব রহস্য তোমাকে বলিতেছি, সাবধানে
 শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে পার্শ্বতি । ভ্রাতা বয়স্য সেবক ও গোষ্ঠ সহচর
 প্রভৃতি কৃষ্ণের পরিবারগণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

যিনি ব্রজবাসি গণের বৃদ্ধ তিনি কৃষ্ণদেবের পিতামহ ও
 ব্রজমান্দ্য মহীনাামী ব্রজবৃদ্ধা কৃষ্ণের পিতামহী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । হে সুন্দরি ! পরমং রহস্যং নিগদামি ব্রহ্মীমি
 সাবধানাবধারণ সাবধানং শৃণু ॥ ১ ॥ কৃষ্ণস্য ইতি । কৃষ্ণস্য পরী-
 বারান্ পিতাদি পরিবার বর্গান্ শৃণু । কৃষ্ণপরিবারান্ বক্ষ্যামি
 ইতি ॥ ২ ॥ বরিষ্ঠ ইতি । যঃ কৃষ্ণস্য পিতামহঃ পিতৃপিতা স
 ব্রজগোষ্ঠানাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ । যা পিতামহী সা বরীয়সী মান্যা ॥ ৩ ॥

মাতামহো মহোৎসাহঃ স্যাদস্য স্মুখীভিধঃ ।
 খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠপাটলানাম ধৈর্যতঃ ॥ ৪ ॥
 পিতা ব্রজাপিতানন্দো নন্দোভুবন বন্দিতঃ ।
 মাতাগোপ যশোদাত্রী যশোদা মোদ মেদুরা ॥ ৫ ॥
 উপনন্দোহভিনন্দশ্চ পিতৃব্যো পূর্বজৌ পিতুঃ ।
 পিতৃব্যোত্ত কনীয়াংসৌ স্যাতাং নন্দসনন্দনৌ ॥ ৬ ॥
 পিতৃষস্ পতিনীলো নন্দিনীতু পিতৃষস্ ॥ ১ ॥
 মাতৃষস্ পতিনন্দঃ যশস্বিনী ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

মহোৎসাহ মাতামহ ; যিনি মাতামহী তিনি স্মুখী নামে
বৃন্দাবনে বিখ্যাত ॥ ৪ ॥

ব্রজবাসীগণের আনন্দ বর্দ্ধন ত্রিভুবন মান্য নন্দরাজ তাঁহার
পিতা ও গোপ বৃন্দের যশোদাত্রী যশোদা কৃষ্ণের মাতা ॥ ৫ ॥

উপনন্দ ও অভিনন্দ দুই ব্যক্তি কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাত ও নন্দ
সনন্দ নামা দুই জন কনিষ্ঠ পিতব্য ॥ ৬ ॥

নন্দিনী পিতৃষস্ অর্থাৎ পিসী, নীল পিতৃষস্ পতি ।
মাতৃষস্ পতিনন্দ ও যশস্বিনী মাতৃষস্ অর্থাৎ মাসী ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

মাতামহ ইতি । মহোৎসাহঃ কৃষ্ণস্য মাতামহঃ মাতুঃ পিতা পাটলা-
নাম্নী মাতামহী ॥ ৪ ॥ পিত্তেতি । নন্দঃ পিতা যশোদা মাতা ।
ব্রজাপিতানন্দঃ ব্রজে বৃন্দাবনে অর্পিতোন্মত্ত আনন্দোয়েন সঃ । যশো-
দাত্রী যশস্বিনী ॥ ৫ ॥ উপইতি । উপনন্দাভিনন্দৌ পিতৃব্যৌ পিতৃ-
জ্ঞাতরৌ । কনিষ্ঠ পিতৃব্যোত্ত নন্দসনন্দনৌ তন্মামনৌ ॥ ৬ ॥ পিতৃ
ইতি । পিতৃভগিনীপতিনীলঃ পিতৃভগিনী নন্দিনী । মাতৃভগিনী
পতিনন্দঃ মাতৃষস্ যশস্বিনী ॥ ৭ ॥ তর্কুণ্ডেতি । তর্কুণ্ডা জটিল।

তারুণ্য জটিল ভেলা করাল কর বালিকা ।
 ঘর্ষরা মুখরাঘোরা ঘণ্টা মাতামহীসমাঃ ॥ ৮ ॥
 পিঙ্গলঃ কপিলঃ পিঙ্গোমাঠরঃ পীঠপাটশৌঃ
 শঙ্করঃ সঙ্গবোভঙ্গে বিজাদ্যাজনকোপমাঃ ॥ ৯ ॥
 তরঙ্গাক্ষী তরণিকা শুভদা মালিকান্দা ।
 বৎসলা কুশলাতালী মেদুরাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ ॥ ১০ ॥
 অশ্বাথ অম্বিকাচৈব ধাতৃকা স্তন্যদায়িনী ।
 সুলতা গোমতীযামী চণ্ডিকাদ্যা দ্বিজান্তরঃ ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

তারুণ্য, জটিল, ভেলা, করাল, করবালিকা, ঘর্ষরা, মুখরা,
 ঘোরা ও ঘণ্টা এই বৃন্দা রমণীগণ কৃষ্ণের মাতামহী তুল্য ॥ ৮ ॥

পিঙ্গল, কপিল, পিঙ্গ, মাঠর, শঙ্কর, শঙ্কব, ও ভৃঙ্গ তাহার
 কৃষ্ণের পিতৃতুল্য ॥ ৯ ॥

তরঙ্গাক্ষী, তরণিকা, শুভদা, মালিকা, অন্দা, বৎসলা,
 কুশলা, তালী ও মেদুরা ইহারা কৃষ্ণের মাতৃতুল্য ॥ ১০ ॥

অশ্বা, অম্বিকা, ধাতৃকা, সুলতা, গোমতী, যামী ও চণ্ডিকা
 প্রভৃতি দ্বিজ স্ত্রীগণ কৃষ্ণের স্তন্যদায়িনী ॥ ১১ ॥

অশ্রুতঃ ।

প্রভৃতয়ো মাতামহীসমা মাতামহীতুল্যাহিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ পিঙ্গল ইতি ।
 পিঙ্গলকপি লাদয়ঃ জনকোপমাঃ পিতৃতুল্যঃ ॥ ৯ ॥ তরঙ্গাক্ষীতি ।
 তরঙ্গাক্ষীতরণিকাদয়ঃ প্রসূপমাঃ মাতৃতুল্যঃ ॥ ১০ ॥ অশ্বতি ।
 অশ্বা অম্বিকাদয়ঃ স্তন্যদায়িনী । সুলতা গোমতী প্রভৃতয়ঃ দ্বিজস্ত্রিয়ঃ
 প্রতিবাদি দ্বিজভার্য্যঃ ॥ ১১ ॥ অশ্রুতি । বয়স্যানাং সমবয়স্ক

অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলম্ব স্তস্যচাগ্রজঃ ।
 সমুদ্রঃ কুণ্ডলোদগ্ধী মণ্ডলোমী পিতৃব্যজাঃ ॥ ১২ ॥
 বয়স্যাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্ফূটমত্র চতুর্বিধা ।
 সুহৃৎসখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্মসখা স্তথা ॥ ১৩ ॥
 সুহৃদো মণ্ডলী ভদ্রভদ্র বর্দ্ধন গোভটাঃ ।
 কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ ॥ ১৪ ॥
 বনস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকল্পাঃ সংরক্ষণায়বৈ ।
 বিশাল বৃষভো জম্বী দেবপ্রস্থবকথপাঃ ।
 মন্দার কুসুমাপীড় মণিবন্ধকরাঃ সন্য ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্তগণ চারিভাগে বিভক্ত । যথা সুহৃদ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা ॥ ১৩ ॥

প্রলম্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের বয়স্তবর্গের প্রধান । সমুদ্র, কুণ্ডল, দগ্ধী ও মণ্ডলোমী ইহারা পিতৃব্য পুত্র ॥ ১২ ॥

মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, কুলীর, মহাভীম, দীব্য-শক্তি ও সুরপ্রভঃ ইহারা কৃষ্ণের সুহৃদ ॥ ১৪ ॥

বিশাল, বৃষভ, জম্বী, দেবপ্রস্থ ও বকথপ ইহারা অগ্রজের স্তায় বনে বনে রক্ষা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । মন্দার কুসুমাপীড় হইয়া হস্তে মণি বন্ধন করেন ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

বহুমাং অগ্রগামী প্রধানঃ প্রলম্বঃ প্রলম্বনামা । পিতৃব্যজাঃ পিতৃব্য-পুত্রাঃ ॥ ১২ ॥ বয়স্যা ইতি । কৃষ্ণস্য চতুর্বিধা বয়স্যাঃ আসন্নিত্যর্থঃ । প্রিয়নর্মসখা কেলিব্যাপার বহুঃ ॥ ১৩ ॥ সুহৃদ ইতি । মণ্ডলী-ভদ্র প্রভৃতয়ঃ সুহৃদঃ বান্ধবাঃ ॥ ১৪ ॥ বনস্থিরা ইতি । জ্যেষ্ঠকল্য-বান্ধবাঃ সংরক্ষণায় রক্ষণার্থং বনে বনে ভ্রমন্তীতি । বিশালেতি সর্বত্র

মন্দারচন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ কুলিকাদয়ঃ ।
 কনিষ্ঠকল্पाঃ সেবায়াং সথায়োরিগ্নিগ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥
 অথ প্রিয়সখা দাম স্নুদাম বস্নুদামকাঃ ।
 শ্রীদামাদ্যাঃ সদাযত্র শ্রীদামানন্দবর্দ্ধকঃ ।
 সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসে নশ্চতুপতিঃ ॥ ১৭ ॥
 রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভিঃ বিবিধৈরমী ।
 নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং ॥ ১৮ ॥

ভাষা ।

মন্দার চন্দন, কুন্দ কলিন্দ ও কুলিক ইহারা কনিষ্ঠের স্রায়
 সেবা কার্যে রত আছে এবং শত্রু বিনাশে পরম স্নহদ ॥ ১৬ ॥

দাম, স্নুদাম, বস্নুদাম, ও শ্রীদাম ইহারা আনন্দ বর্দ্ধনকারী
 প্রিয়সখা এবং ভদ্রসেন সমস্ত মিত্রসেনাদিগের অধীশ্বর ॥ ১৭ ॥

প্রিয় স্নহদগণ সদা বিবিধকেলি ও যুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা
 কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিত ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

মন্দার কুসুমেন যুত মনিবন্ধাঃ ॥ ১৫ ॥ মন্দার ইতি । মন্দার প্রভৃতয়ঃ
 কনিষ্ঠা বান্ধবাঃ সেবায়াং সেবাকার্যে নিরতা ইত্যর্থঃ । রিগ্নিগ্রহাঃ
 শত্রুনিগ্রহকারিণঃ ॥ ১৬ ॥ অথেতি । দামস্নুদামাদয়ঃ প্রিয়সখায়াঃ ।
 সমস্তমিত্রসেনানাং অধিপতি রুধিনায়কঃ মিত্রসেনঃ ॥ ১৭ ॥ রময়ন্তীতি ।
 অমী শ্রীদামাদ্যাঃ প্রিয়সখাঃ বিবিধৈর্কল্পপ্রকারৈঃ কেলিভিঃ ক্রীড়াভিঃ
 নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈশ্চ কেশবং কৃষ্ণং রময়ন্তি ক্রীড়য়ন্তে ॥ ১৮ ॥
 পুংসেতি । স্ত্রীলোককর্তৃমপ্রভৃতয়ঃ স নন্দন বিন্ধ্যভায়াঃ সহ প্রিয়নন্দসখাঃ

সুবলার্জুন গন্ধর্ব্ব বসন্তোজ্জ্বল কোকিলাঃ ।
 সনন্দন বিদক্কাভ্যাং প্রিয়নৰ্ম্মসথাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥
 তদ্রস্যস্ত নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ ।
 শ্রীদাম নন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দ সুন্দরঃ ।
 বিলাসি শেখরো যস্য বিলাসন বশীকৃতঃ ॥ ২০ ॥
 মধুমঙ্গল পুষ্পাদ্যা পরিহাস বিদূষকাঃ ।
 বিবিধাঃ সেবকাস্তস্যচৈক সখ্য পরায়ণাঃ ॥ ২১ ॥
 রক্তকঃ পত্রকঃ পাত্রী মধুকণ্ঠা মধুত্রতঃ ।
 তদ্বৈশুশ্চ মুরলী যষ্টি পাশাদি ধারিণঃ ॥ ২২ ॥

ভাষা ।

সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব্ব ও বসন্তোজ্জ্বল কোকিলগণ ইহারা আমোদ কার্য্য কোশলে কৃষ্ণের নৰ্ম্ম সথা ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এমন কোন রহস্ত্য কার্য্যছিল না যে শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্কগণ না জানিত । উক্ত প্রিয় সুহৃদগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণের আনন্দ বন্ধন করিত এবং কৃষ্ণ ইহাদের বিলাসে বশ্য ছিলেন ॥ ২০ ॥

মধু মঙ্গল প্রভৃতি কতিপয় বয়স্ক কৃষ্ণের বিদূষক এবং শ্রীকৃষ্ণের অনেক বয়স্ক ভৃত্য কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল ॥ ২১ ॥

রক্তক, পত্রক, পাত্রী, মধুকণ্ঠ ও মধুত্রত ইহারা কৃষ্ণদেবের মুরলী, শৃঙ্গ, যষ্টি ও পাশাদি বহন করিত ॥ ২২ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

প্রিয়া নৰ্ম্মসথাঃ ॥ ১৯ ॥ তদ্রস্যস্ম্যেতি । শ্রীকৃষ্ণস্য এতত্ত্বতঃ রহস্যং নাস্তি যত্রহস্যং অমীষাং শ্রীদামাদীনাং নগোচরঃ অজ্ঞাতঃ ॥ ২০ ॥ মধু-
 মঙ্গলেতি । মধুমঙ্গলাদ্যাঃ বিদূষকাঃ পরিহাস কৌতুক কারিণঃ ।
 তস্য কৃষ্ণস্য বিবিধাঃ সেবকা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ রক্তকইতি । রক্তক
 পাত্র প্রভৃত্যঃ নৈদৈব বৈশুশ্চ মুরলী পাশাদি ধারয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

পৃথুকাঃ পার্শ্বণাঃ কেলি কলালাপ কলাকুরাঃ ।
 পল্লবো মঞ্জলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ ।
 সুবিলাস বিশালাস রসাল রস শালিলঃ ॥ ২৩ ॥
 জম্বুনদ্যাশ্চ তাম্বুল পরিষ্কার বিচক্ষণাঃ ।
 পয়োদ বারিদাদ্যাস্ত নীর সংস্কার কারিণঃ ।
 বস্ত্রোপস্কার নিপুণাঃ সারঙ্গ কুবলাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 প্রেমকন্দ মহাগন্ধ সৌরিন্দ্রি মধু কন্দলাঃ ।
 মকরন্দা দয়শ্চামী শৃঙ্গার রস কারিণঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

পৃথুক ও পার্শ্বণ ইহারা কেলি সম্পাদক । পল্লব, মঞ্জল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস ও বিশালাস ইহা কৃষ্ণের বিবিধ রস সম্পাদক ছিল ॥ ২৩ ॥

জম্বুনদ্য প্রভৃতি ভূত্যগণ তাম্বুল সংস্কারে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ও পয়োদাদি ভূত্যবর্গ জলসংস্কার চত্তর এবং সারঙ্গ কুবলাদি ইহারা বস্ত্রসংস্কারে নিযুক্ত ছিল ॥ ২৪ ॥

প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৌরিন্দ্রি, মধুকন্দল, ও মকরন্দ ইহারা শৃঙ্গাররস বর্জক ছিল ॥ ২৫ ॥

অস্বার্থঃ ।

পৃথুকা ইতি । পৃথুক পার্শ্বকাদয়ো রসপূর্ণালাপ কারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
 জম্বুনদ্যা ইতি । জম্বুনদ্যাদয় তাম্বুল পরিচারকাঃ তাম্বুলাদি দ্রব্যে কৰ্ম্মনি
 বিচক্ষণাঃ নিপুণাঃ । পয়োদ বারিদাদ্যাদয়ো জলসংস্কার কারিণঃ
 জলশুদ্ধি বিধায়িনঃ । সারঙ্গ কুবলাদয়ঃ বস্ত্রসংস্কার সাধিনঃ ইত্যর্থঃ ॥
 ২৪ ॥ প্রেমোতি । প্রেমকন্দাদয়ন্ত শৃঙ্গাররস সম্পাদিকাঃ ; অমীশৃঙ্গার
 রসানু কুলতাং সম্পাদকীতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ সুমন ইতি । সুমনঃ

সুমনঃ কুসুমোল্লাস পুষ্পহাস হরাদয়ঃ ।
 গন্ধাজ্জ রাগ মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতি কারিণঃ ॥ ২৬ ॥
 দক্ষাঃ সুরজ্জ ভদ্রাজ্জ কপূর কুসুমাদয়ঃ ।
 নাপিতাঃ কেশ সংস্কারে মর্দনে দর্পণার্পণে ॥ ২৭ ॥
 কোষাধি কারিণঃ স্বচ্ছ সুশীতল গুণাদয়ঃ ।
 বিমলঃ কমলাদ্যাশ্চ স্থালী পীঠাধি কারিণঃ ॥ ২৮ ॥
 ধনিষ্ঠা চন্দন কলা গুণ মালা রতি প্রভা ।

ভাষা ।

সুমন, কুসুমোল্লাস ও পুষ্পহার ইহারা গন্ধমালা ও পুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণের অঙ্গরাগ ও অলঙ্কৃতি কার্য সম্পাদন করিত ॥ ২৬ ॥

সুরজ্জ, ভদ্রাজ্জ প্রভৃতি নাপিতগণ কেশসংস্কার, অঙ্গমর্দন ও দর্পণ প্রদানে বিশেষ চতুর ছিল ॥ ২৭ ॥

অন্যান্য কতিপয় সদ্গুণশালী বয়স্রাগণ কৃষ্ণের কোষাধিকারে নিযুক্ত ও কমল বিমল প্রভৃতি পীঠাদিপাত্র এবং পীঠাদি আসনাদিকারে নিযুক্ত ছিল ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কুসুমোল্লাসাদয়ঃ গন্ধাজ্জরাগঃ গন্ধেন চন্দনাদিনা অঙ্গরাগঃ অঙ্গানুলেপণং মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতি কারিণঃ মাল্যাদিনা পুষ্পেণচ অলঙ্কৃতি রঞ্জালঙ্করণং এতানি কর্তুং শীলমেবাং তথোক্তাঃ ॥ ২৬ ॥ দক্ষা ইতি । সুরজ্জাদয়ো নাপিতাকৌর কারিণঃ । কেশসংস্কারে কুন্তলপরিষ্কারে মর্দনে স্বেদনে দর্পণার্পণে আদর্শদানে দক্ষাঃ পারগাঃ । ২৭ ॥ কোষেভ্যাদি । স্বচ্ছসুশীতল গুণাদয়ঃ কোষাধি কারিণঃ ধন্যগাত্র রক্ষকাঃ । বিমল কমলাদয়ঃ স্থালী পীঠাধিকারিণঃ পাত্রাসনাদি রক্ষকাঃ ॥ ২৮ ॥ ধনিষ্ঠেভ্যাদি । ধনিষ্ঠা প্রভৃতয়ো নারিঃ গৃহ-

ভবানীন্দু প্রভা শোভা রস্তাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ ।
 গৃহ সংমার্জ্জনে দক্ষাঃ সর্ব কার্যেষু কোবিদাঃ ।
 চেষ্টাঃ কুরঙ্গী ভূঙ্গারী সুলব্ধা লম্বিকাদয়ঃ ॥২৯॥
 চতুরশ্চারণো ধীমান্ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ ।
 চরন্তি গোপ গোপীষু নানাবেশেন যে সদা ৩০।
 বৃন্দাবৃন্দারিকমেনা সুবলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ।
 কুঞ্জাদি সংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাম্বু বরীয়সী ৩১।

ভাষা ।

ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণ মালা, রতিপ্রভা, ভবানী, ইন্দুপ্রভা
 শোভা, ও রস্তাদি পরিচারিকাগণ গৃহসংমার্জ্জন প্রভৃতি কার্যে
 অতি স্বেচ্ছতুরা ছিল। কুরঙ্গী ও ভূঙ্গারী দুই মথী কৃষ্ণেরদাস্য
 কার্য করিত ॥ ২৯ ॥

চতুর চারণ ও পেশল প্রভৃতি কৃষ্ণের উৎকৃষ্টচর ইহারা
 সর্বদা নানাক্রপ বেশধারণ করিয়া গোপ গোপীগণের নিকট
 বিচরণ করে ॥ ৩০ ॥

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, ও সুবলা ইহার কৃষ্ণের দূতি। যাহারা
 কুঞ্জাদি সংস্কার করে। ইহাদের মধ্যে বৃন্দা প্রধানা ॥ ৩১ ॥

অন্যার্থঃ ।

সংমার্জ্জনে গৃহশুদ্ধি কর্মণি সর্বকার্যেষু অন্যান্য বিবিধ ব্যাপারেষু
 কোবিদাঃ নিপুণাঃ কুরঙ্গীভূঙ্গী প্রভৃতয়শ্চেষ্টাঃ দাস্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥
 চতুর ইতি। ধীমান্ তদাখ্যে গোপাঃ চারণাঃ দূতঃ। পেশলাদ্যা
 শ্চতুরশ্চর প্রধানাঃ সদা নানাবেশেন গোপগোপীষু চরন্তি স্বস্বদেহে
 ব্রজন্তি ॥ ৩০ ॥ বৃন্দেতি বৃন্দা বৃন্দারিকাদ্যাঃ দূতিকাঃ কুঞ্জাদি সংস্কার
 কর্মণি দক্ষা। তাম্বু দূতি কাম্বু মধ্যে বৃন্দাবরীয়সী পূর্ণ যুবতী। ৩১ ॥

নর্তকশচন্দ্র হ্যসেন্দু হাসচন্দ্র সুখাদয়ঃ ।
 সুধাকর সুধাদান সারঙ্গাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ ॥ ৩২ ॥
 কালান্তরস্থে দেবেশি বাদ্য সৌগুণ সাগরাঃ ।
 কালকণ্ঠঃ সুধাকণ্ঠঃ শূককণ্ঠা দয়োপ্যমী ॥ ৩৩ ॥
 সর্ব প্রবন্ধ নিপুণা রসজ্ঞা স্তানকারিণঃ ।
 নির্লেজকস্তু স্মুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুণ্যঃ পুঞ্জ স্তুখা ভাজ্য বাসিনদ্যাশ্চ ডিগ্ভিমঃ ।
 বর্দ্ধকি বর্দ্ধমানাখ্যাঃ খট্টাদি কটকারকাঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা ।

চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস ও চন্দ্র সুখ ইহার। কৃষ্ণদেবের নর্তক এবং
 সুধাকর, সুধাদান ও সারঙ্গ ইহার। মৃদঙ্গাদি বাদ্যধারণ করে ॥ ৩২ ॥

কালকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ ও শূককণ্ঠ ইহার। সময়ানুযায়ী বাদ্য
 বাদন করে ॥ ৩৩ ॥

নির্লেজ, স্মুখ, দুর্লভ ও রঞ্জনপ্রভৃতি ভূত্যগণ নানা-
 প্রকার প্রবন্ধ রচনা করিত ও সংগীতকালে তান ধারণ করে ॥ ৩৪ ॥

পুণ্য, পুঞ্জ, ভাগ্যরাশি ; ডিগ্ভিম, বর্দ্ধকি ও বর্দ্ধমান ইহার।
 খট্টাদি রচনা কার্যে ব্যাপৃত ছিল ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নর্তক ইতি । চন্দ্রহাসাদ্যা নর্তক। নৃত্যকার্য সম্পাদকাঃ । সুধা-
 করাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ মৃদঙ্গ বাদন তৎপরাঃ ॥ ৩২ ॥ কালান্তরেতি ।
 অমী কালকণ্ঠাদয়ঃ কালান্তরস্থঃ কালপর্যায় মবলম্ব্য স্থায়িনঃ । বাদ্যসৌ-
 গুণসাগরাঃ বাদ্যকর্ম কুশলাঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব ইতি । নির্লেজ কাদয়ঃ
 সর্ব প্রবন্ধ নিপুণাঃ সর্বস্মিন্ প্রবন্ধে কাব্যাদৌ নিপুণা দক্ষাঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুণ্য ইতি । পুণ্যাদ্যাঃ ডিগ্ভিমাঃ বাদ্য বিশেষ বাদকাঃ । বর্দ্ধক্যাদয়ঃ
 খট্টাদৌ তৎপরিধায়িনঃ ॥ ৩৫ ॥ সূচিত্রেতি । সূচিত্র বিচিত্রৌ

সুচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ চিত্র কৰ্মকরা বুভৌ ।
 সৰ্বকৰ্মকরাঃ কুণ্ডকণ্ডোলকটুনাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
 ধূমলা পিঙ্গলা গজা পিশাঙ্গী মানকন্তনী ।
 হংসী বংশী ত্রিৰেখাদ্যাবৈচিক্যন্তস্য সুপ্রিয়াঃ ।
 পদ্মগন্ধ পিশঙ্গাক্ষ্যো বলীবন্ধারতিপ্রিয়া ॥ ৩৭ ॥
 সুরঙ্গাস্যঃ কুরঙ্গাস্য দধিকো নাভিধঃ কপিঃ ।
 ব্যাঘ্র ভ্রমরকাশ্চালৌ রাজহংসঃ কলশ্বনঃ ॥ ৩৮ ॥
 বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্ৰেয়োসিঃ শ্ৰেয়সায় চ ।
 ক্রীড়াগিরিষথার্থাখ্যঃ শ্ৰীমান্গোবৰ্দ্ধনো যতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষা ।

সুচিত্র ও বিচিত্র এই দুই জন চিত্র কৰ্মকরক । কুণ্ড,
 কণ্ডোল ও করণ্ডক ইহারা সৰ্ব কৰ্ম কারক ॥ ৩৬ ॥

ধূমলা, পিঙ্গলা, গজা, পিশাঙ্গী, মানকন্তনী, হংসী, বংশী,
 ত্রিৰেখা ও বৈচিকী এই সকল দাসীগণ কৃষ্ণের অতি প্রিয় ॥ ৩৭ ॥

কুরঙ্গাস্ত্র, সুরঙ্গাস্ত্র, দধিকোন, ও কপিপ্রভৃতি প্রিয় ভৃত্য ।
 এবং বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল ও রাজহংসর্কদাকলশ্বন করিত ॥ ৩৮ ॥

মহোদ্যান বৃন্দাবন মুক্তির প্রধান কারণ যেখানে শ্ৰীমান
 গোবৰ্দ্ধন গিরি ক্রীড়া স্থান ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বৌ চিত্রকৰ্মকারকৌ । কুণ্ডকাদয়ঃ সৰ্বকৰ্ম কারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ ধূম-
 লাতি । ধূমলা প্রভৃতয়ঃ কৃষ্ণস্য সুপ্রিয়াঃ প্রীতি সম্পাদিকাঃ ॥ ৩৭ ॥
 সুরঙ্গাস্য ইতি । সুরঙ্গাস্যাদয়ঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়তরাঃ সেবকা ইতি শেষঃ ॥
 ৩৮ ॥ বৃন্দাবন মিতি । মহোদ্যানং বৃন্দাবনং নিঃশ্ৰেয়সায় মোক্ষায়
 শ্ৰীমঙ্গল প্রদঃ । যতো অগ্নিন্ বৃন্দাবমে গোবৰ্দ্ধনঃ ক্রীড়াগিরিঃ
 ক্রীড়াপৰ্বতঃ ॥ ৩৯ ॥ ঘাট ইতি । মানস গঙ্গায় পবনো নাম ঘাটঃ

ঘাটোমানস গঙ্গায়াঃ পবনো নাম বিশ্রুতঃ ।

সুবিকাশ তরানাম তরির্যত্র বিরাজতে ।

নাম্নানন্দীশ্বরং দেবি মন্দিরং ক্ষুরদিন্দিরং ॥ ৪০ ॥

আস্থালী মণ্ডপস্তত্র গণ্ডশৈলা মনোজ্জ্বলঃ ।

আমোদ বর্ধনো নাম পবনো মোদ বাসিতঃ ॥ ৪১ ॥

কুঞ্জাঃ কাম মহাভীম মন্দারমনিলাদয়ঃ ।

ন্যগ্রোধ রাজভাণ্ডীর কদম্ব কদলীগণাঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্য ।

বৃন্দাবনে মানস নামে গঙ্গার ঘাট বিদ্যমান আছে । ঐ ঘাটে সুবিকাশ নামে তরণী ও ঘাটোরি নন্দিকেশ্বর নামে মন্দির নির্মিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

বৃন্দাবনে আস্থালী নামে মণ্ডপ সমুজ্জ্বল গণ্ডশৈল সকল আছে । আমোদ বর্ধন নামে পবন সদা স্বগন্ধ বহন করিতেছে ॥ ৪১ ॥

কদম্ববন, মহাবন, বৃন্দাবন, ন্যগ্রোধবন ও ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি কুঞ্জ সকল কক্ষ বিহার স্থল ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অবতরণ স্থানং । যত্র মানস গঙ্গায়া সুবিকাশ তরানাম তরি নৌক। বিরাজতে । নন্দীশ্বরং নাম মন্দির মিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ আস্থালীতি । আস্থালীনাম মণ্ডপঃ বিশ্রাম গৃহঃ । গণ্ডশৈলঃ উজ্জ্বলাসনং । মোদ-বাসিতঃ সৌগন্ধপূর্ণঃ আমোদ বর্ধনো নাম পবনঃ ॥ ৪১ ॥ কুঞ্জা ইতি । কাম মহাভীমাদয়ঃ কুঞ্জাঃ কৌতুক স্থানানি ॥ ৪২ ॥ বন্ধুনেতি । মহাভীর্থঃ মহাভীর্থ ভূতাব্য বন্ধুনা সাখেলাভীর্থং । যত্র বন্ধুনাগ্নাং

যমুনাষা মহাতীর্থং খেলাতীর্থ মিহোচ্যতে ।

পরম প্রেষ্ঠয়াসার্কং সদাষত্র সুখেরতিঃ ॥ ৪৩ ॥

লীলাপদ্ম সদাস্মেরং গেণ্ডুকশিচত্র কারকঃ ।

শিঞ্জিনী মঞ্জুলশরং মানবদ্ধাটনীযুগং ।

বিলাস কাম্মিকং নাম কাম্মুকং স্বর্ণচিত্রিতং ১৪৪।

মন্ত্রঘোষো বিষাণোহস্য বংশী ভুবনমোহনঃ ।

রাধাক্রমীন বড়িশী মহানন্দাভি ধাপিচ ।

ষড্রুকু বন্ধনো বেণুখ্যাতো মদনবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥

ভাষা ।

মহাতীর্থ যে যমুনা তাহা কৃষ্ণের জল ক্রীড়া স্থান । যেখানে
কৃষ্ণচন্দ্র সদা পরম প্রেয়সী সখীগণ সঙ্গে নানাবিধ রতি
করেন ॥ ৪৩ ॥

লীলাপদ্ম কৃষ্ণের বিলাস কাম্মিক নামক বিচিত্র ধনুকের শর ।
ধনুকের কোটিদ্বয় শিঞ্জিনী গুণে আবদ্ধ ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রঘোষ নামে কৃষ্ণের শৃঙ্গ; বংশী ভুবন মোহনকারী তাহার
রাধা রাধা এই শব্দে বড়িশের ন্যায় জগতকে আকর্ষণ করে ।
এবং ঐ বংশী যে ছয়টি চন্দ্র আছে তাহার শব্দে ত্রিভুবনের
মদন বর্দ্ধন হয় ॥ ৪৫ ॥

অস্তুার্থঃ ।

পরম প্রেষ্ঠয়া পরম প্রেয়স্যাসহ সুখেরতিঃ সুখরমণ মিতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

লীলেতি । লীলাপদ্মং ক্রীড়াকমলং সদাস্মেরং সदैব প্রস্তুটিতং ।

শিঞ্জিনী ধনুর্দ্বয়ঃ । অটনীযুগং কোটিদ্বয়ং । কাম্মুকং ধনুঃ । স্বর্ণচিত্রিতং

স্ববর্ণভূষিতং ॥ ৪৪ ॥ মন্ত্র ইতি । বিষাণঃ শৃঙ্গঃ ভুবনমোহন ত্রিজগ-

নুদ্ধকারী বংশী ওস্য সপ্তবজ্রাদি রাধারূপ মীনস্য মদন বর্দ্ধন বড়িশী

ভূতানীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ পাণাবিতি । পানৌইন্তে পশ্তবশীকারৌ দোহনী

পাণোপশু বশীকারো দোহন্য মৃতদোহনী ।
 অর্দ্ধাপাতি সহোরক্ষা নবরত্নাকিতাভুজে ।
 অঙ্গদৈরঙ্গদাভিক্ষে চিক্ষণেনাম কঙ্কণে ॥ ৪৬ ॥
 কিক্বিনীকুণ বাক্ষ্যার মঞ্জীরৌ হংসগঞ্জনৌ ।
 কুরঙ্গনয়নাচিত্ত কুরঙ্গহর শিঞ্জিতৌ ॥ ৪৭ ॥
 হারস্তারা বলীনাম মনিমালা তড়িৎপ্রভঃ ।
 বন্ধরাধা প্রতিকৃতি নিক্ষোহৃদয় মোদনঃ ।
 কৌস্তভাখ্যোগনির্বেনপ্রবিষ্টেহাদিশোভনঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণের হস্তে যে দোহন পাত্র আছে তাহা পশুবর্গের বশী-
 করণ করে । রত্ন নির্মিত নব কঙ্কণে অতি মনোহর শোভা
 বর্ধন করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

কিক্বিনী ও নুপুরের কণু কুহু শব্দে হংস তিরস্কৃত হয় এবং
 কুরঙ্গ নয়নাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে ॥ ৪৭ ॥

তারাবলী নামে যে হার কৃষ্ণের গলদেশে লম্বমান আছে
 তাহা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল । কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা নামাক্তিত
 এক নিক্ষ আছে এবং বন্ধঃস্থলে কৌস্তভ নামে মণি রহি-
 য়াছে ॥ ৪৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অমৃতদোহন্যৌ দোহনপাত্রৌ । ভুজ্জোবাহৌ চিক্ষণে সমুজ্জ্বলে কঙ্কণে
 হস্ত ভূষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ কিক্বিনীতি । হংসগঞ্জন্যৌ হংসরব
 বিনিন্দকৌ মঞ্জীরৌ নুপুরৌ । কুরঙ্গনয়নানাং চিত্তকুরঙ্গাণি শিঞ্জি-
 তানি ধর্যোক্তৌ ॥ ৪৭ ॥ হারৈতি । তারা বলীনাম হারঃ কণ্ডুভূষণং
 তড়িৎ প্রভঃ বিদ্যুৎ সমুজ্জ্বলঃ মালা মনিপ্রথিত হারঃ ॥ ৪৮ ॥

কুণ্ডলে মকরা কারে রতিরাগাদি বর্দ্ধনে ।
 কিরীটং রত্নরূপাখ্যং চূড়াচামর ডামরং ।
 নানারত্ন বিচিত্রাখ্যং মুকুটং শ্রীহরের্বিন্দুঃ । ৪৯।
 পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা পদাবধি ।
 বৈজয়ন্তীত কুমুদৈঃ পঞ্চবর্ণৈঃ বিনির্মিতা ॥ ৫০ ॥
 কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণাশ্চান্যাঃ পরিবার তয়াযুতাঃ ।
 গান্ধীমুখ্যশ্চত্রক্ষণ্যশ্চেটোভূঙ্গারিকাদিকাঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষা ।

কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল তাহাতে সকলের রতিরাগ বর্দ্ধন হয়।
 চূড়া শোভিত মুকুট মস্তকে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্রের গললগ্নিত পত্র পুষ্প রচিত মালা পদাবধি দোলি-
 তেছে এবং পঞ্চবর্ণে চিত্রিত কুমুদ পতকা উড়ুডীন হই-
 তেছে ॥ ৫০ ॥

মাঙ্গী, ব্রহ্মাণীও ভূঙ্গারিকা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রী কক্ষের
 পোষ্য বর্গ বলিয়া পরিগণিত ॥ ৫১ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

কুণ্ডল ইতি । মকরাকারে মকরবদতি ভঙ্গিমতী । কুণ্ডলে কর্ণভূষণে ।
 রতি রাগাদি বর্দ্ধনে রত্নানুরাগোদ্বীপকে । কিরীটং মুকুটং ॥ ৪৯ ॥
 পত্রেতি পদাবধি আপাদলগ্নি বনপত্র পুষ্পময়ী মালালব্ধতে ইত্যর্থঃ ।
 পঞ্চবর্ণৈঃ কুমুদৈঃ বিনির্মিতা রচিতা বৈজয়ন্তী পতাকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
 কাশ্চিদিতি । অন্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণা অপর পরিবারযুতাঃ তেষামপি
 পরিবারো বিদ্যতে ॥ ৫১ ॥ পূর্বেতি পূর্বা বৎসতরী প্রভৃতয়ঃ অন্যাঃ

পূর্ণাবৎসতরী তুঙ্গী কক্খটীনাম কৰ্কটী ।
 কুরঙ্গী রঙ্গিনীখ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা ॥ ৫২ ॥
 অহোরাত্রং চরিত্রাণি ললিতা বিশ্বনাথয়োঃ ।
 পঠন্তী চিত্রয়াবাচা যাচিত্রং কুরুতে সখী ।
 নিবহন্তি নিজেকুঞ্জে মৃদঙ্গ বেণুরাধিকা ॥ ৫৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্রে বিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

পূর্ণা, বৎসতরী, তুঙ্গী, কক্খটী, কৰ্কটী, কুরঙ্গী, রঙ্গিনী
 চকোরী ও চন্দ্রিকা প্রভৃতি সখীগণ অহোরাত্র স্থললিত বাক্যে
 রাধাকৃষ্ণের চরিত্র গান করে এবং ললিতা সখী চিত্র পটে প্রভি-
 মূর্তি চিত্রিত করিয়া উভয়ের প্রীতি বৰ্দ্ধন করে ও রাধিকাকে
 কুঞ্জে লইয়া যায় ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতি বিংশতি পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

সখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ অহো রাত্রমিতি । ললিতাসখী অহোরাত্রং
 দিবানিশি বিশ্বনাথয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ চরিত্রাণি পঠন্তী চিত্রং রাধাকৃষ্ণ
 মূর্তি লেখনং কুরুতে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্ৰকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 বিংশতিপটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শূণুদেবি পরং তত্ত্বং বাস্তুদেবস্য যোগিনি ।
 অত্যন্ত মধুরং শাস্ত্রং সৰ্বজ্ঞানোত্তমোত্তমং ॥১॥
 মোহন্তত্ত্বা জ্ঞতা রৌক্ষং বশতা কামতন্ময়ঃ ।
 লোলতা মদমাৎসর্য্যং হিংসাখেদ পরিশ্রমাঃ ।
 অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা চিত্তবিভ্রমঃ ।
 বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥২॥
 অষ্টাদশ মহাদোষ রহিতাভগবত্তমুঃ ।
 সৰ্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্য বিজ্ঞানানন্দ রূপিণী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! পরমতত্ত্ব বাস্তুদেব রহস্য বলিতেছি শ্রবণ কর । ইহা অতি মনোহর ও সৰ্ব জ্ঞানের কারণ ॥ ১ ॥

মোহ, তত্ত্বজ্ঞতা, রৌক্ষ, বশতা, কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, চিত্তবিভ্রম, বিষমতা ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ কথিত আছে ॥ ২ ॥

ভগবান কৃষ্ণ শরীর এই অষ্টাদশ দোষ রহিত সৰ্বৈশ্বর্য্যময়, নিত্য ও নিত্য জ্ঞানানন্দ রূপী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

ঈশ্বরউবাচেতি । হেযোগিনি বাস্তুদেবস্যসৰ্বজ্ঞানোত্তমোত্তমং শূণু ॥১॥
 মোহ ইতি । মোহানয়ো অষ্টাদশ প্রকারা দোষা দোষজেন গ্রাহ্যা ॥২॥
 অষ্টাদশ ইতি । ভগবত্তমুঃ ভগবদ্রূপীরং উক্তাষ্টাদশদোষতীমা । সৰ্বৈ-
 শ্বর্য্যময়ী অনিৰ্দ্দায়কী শক্তি যুক্তা ॥৩॥ নেতি ভাস্তগবতো মাৎস মেদঃ

নসত্যপ্রকৃতা মূর্ত্তি স্মাংস মেদোস্থি সম্ভবা ।
 যোগাচ্চৈব মহেশানি সৰ্ব্বান্মা নিত্য বিগ্রহঃ ॥৪॥
 যোবেত্তি ভৌতিকং দেহং বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ।
 তংদৃষ্ট্বা প্যথবা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যামবাগ্নুয়াৎ ॥৫॥
 ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখৰ্বং সূমনোহরং ।
 পঞ্চদীৰ্ঘং পঞ্চ সূক্ষ্মং ষট্‌তুঙ্গং সপ্ত রক্তিমা ॥৬॥
 বিগ্রহে লক্ষণং জ্ঞেয়ং বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ।
 ভাষা ।

কৃষ্ণ শরীর মাংস শোণিত মেদ ও অস্থি নির্মিত প্রাকৃত
 নহে । তিনি যোগ বলে নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবান কৃষ্ণ দেহকে ভৌতিক বোধ করে তাহাকে
 দর্শন কিম্বা স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ভাগী হয় ॥ ৫ ॥

মহাদেব বলিতেছেন কৃষ্ণ শরীরে তিনটি স্থান বিস্তীর্ণ,
 তিনটি গম্ভীর, তিনটি খৰ্ব্ব, পঞ্চ দীৰ্ঘ, পঞ্চ সূক্ষ্ম, ছয়টি উচ্চ
 এবং সপ্তস্থান রক্তিম আছে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ শরীরের এই লক্ষণ বলিলাম হে পার্শ্বতি ! বিস্তীর্ণ গম্ভী-
 রাদি বাহ্য বলিয়াছি তাহার বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর ।

অস্যার্থঃ ।

সম্ভবা অনুরূপ্তি স সৰ্ব্বান্মা সৰ্ব্বময়ঃ যোগাৎ নিত্য বিগ্রহঃ নিত্য-
 শরীরঃ ॥ ৪ ॥ ইতি । যোজনঃ বাসুদেবস্য ভৌতিকং পঞ্চভূতান্নকং
 দেহং বেত্তি জানাতি । তং ঈশ্বরস্য পঞ্চভূতান্নকদেহ স্বীকর্তারং
 দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা বা ব্রহ্মহত্যং ব্রহ্ম বয়জনিভ পাপং অবাপ্নুয়াৎ ॥৫॥ ঈশ্বর-
 উবাচেতি । বাসুদেবশরীরে ত্রিণিস্থানানি বিস্তীর্ণানি অগম্ভীরানি ।
 ত্রিণি গম্ভীরানি ত্রিণি খৰ্ব্বানি পঞ্চদীৰ্ঘানি পঞ্চ সূক্ষ্মানি তুঙ্গং উচ্চং সপ্ত-
 রক্তিমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বিগ্রহে ইতি । বিগ্রহে শরীরে । কপোলো

নাভিকণ্ঠং কপোলৌচ তথাবক্ষঃ স্থলং হরেঃ ।
 ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখৰ্ভং ত্রিহরেৰ্বিদুঃ ॥ ৭ ॥
 খৰ্ভতা ত্রিষু বিজ্ঞেয়া নখ কেশাধরেষু চ ।
 নাভৌ হস্তে চ নেত্রে চ গাম্ভীৰ্য্যং কবয়ো বিদুঃ । ৮ ॥
 পানিপাদৌ চ হস্তে চ নেত্রে যো হস্তয়ো স্তথা ।
 দীৰ্ঘতাপঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ॥ ৯ ॥
 গ্রীবায়াং মধ্যদেশে তু জজ্জ্বায়াং দন্ত কুস্তলে ।
 সূক্ষ্মতা পঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য কামিনি ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

নাভি, কণ্ঠ কপোল ও বক্ষঃ স্থলাদি স্থান বিশেষের কোন কোন স্থানত্রয় বিস্তীর্ণ কোন স্থান বা গম্ভীর এই রূপ খৰ্ভ দীৰ্ঘ ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পণ্ডিত গণ কৃষ্ণের নখে, কেশে ও অধরে খৰ্ভতা, নাভি হস্ত ও নেত্রে গাম্ভীৰ্য্য বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

হে পার্শ্বতি ! হস্ত পাদ ও নেত্র প্রভৃতি পঞ্চ স্থান দীৰ্ঘ বাসুদেব শরীরের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৯ ॥

গ্রীবা, কাটি দেশ, জজ্জ্বা ও কেশ বাসুদেবের এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

গণ্ডৌ । বিদুর্জানন্তি ॥ ৭ ॥ খৰ্ভতাতি । নখকেশাধরেষু ত্রিষু স্থানেষু খৰ্ভতা । নাভৌ হস্তে নেত্রে চ গাম্ভীৰ্য্যং গম্ভীরত্বং । বিদুঃ জানন্তি । কবয়ো পণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥ পানীতি । পান্যাদিষু পঞ্চস্থানেষু দীৰ্ঘতা । বাসুদেবস্য পানিপাদদ্বয়ো দীৰ্ঘাইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ গ্রীবায়ামিতি । গ্রীবায়াং গলদেশে মধ্যদেশে কটিয়াং জজ্জ্বায়াং দন্তে কুস্তলে কেশে চ সূক্ষ্মতা বিজ্ঞেয়া জানীয়াৎ ॥ ১০ ॥ পাদয়োঃ পিতি পাদদ্বয়ে কর্ণদ্বয়ে নাভৌ

পাদয়োঃ কর্ণয়োর্নাভৌ বক্তে নাসা পুটদ্বয়ে ।
 নেত্রয়োঃ কর্ণয়োশ্চৈব হরেঃ সপ্তসু রক্তিম্ ॥ ১১ ॥
 নাসাগ্রীবাস্কন্ধ বক্ষঃ শিরঃ কটিষু পার্শ্বতি ।
 ভুঙ্গত্বং বাসুদেবস্য দ্বাত্রিংশৎকায় লক্ষণং ।
 শরীরং পরমেশানি এতল্ললক্ষণ সংযুতং ॥ ১২ ॥
 এতৎ সর্বং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী ।
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ প্রদীপ কালিকা ইব ।
 ইদং শরীর মাশ্রিত্য নানালক্ষণ সংযুতং ॥ ১৩ ॥
 বিষ্ণুস্ত সপ্তগোভূত্বা নিগুণোপি শুচিস্মিতে ।

ভাষা ।

পাদ, কর্ণ নাভি বক্ত, নাসিকা নেত্র কর্ণ বাসুদেবের এই সপ্ত স্থানে রক্তিম্ প্রকাশিত হয় ॥ ১১ ॥

নাসা, গ্রীবা, স্কন্ধ, বক্ষ, মস্তক, ও নিভস্থ হে পার্শ্বতি ! বাসুদেবের এই কয়েকটি স্থান উচ্চ । হে পরমেশানি ! দ্বাত্রিংশৎ চিত্র লক্ষিত বাসুদেব শরীর জগৎ কারুণ ॥ ১২ ॥

হে সুন্দরি ! এই সকলই স্বয়ং প্রকৃতি । মহাবিষ্ণু বাসুদেব প্রদীপ কালিকার শরীর আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বক্তে নাসিকাদ্বয়ে নেত্রদ্বয়ে কর্ণদ্বয়েচ এতেষু সপ্তসু স্থানেষু রক্ত-
 রণত্বং ॥ ১১ ॥ নাসেতি । হেপার্শ্বতি বাসুদেবস্য নাসাদ্বিষট্শু
 স্থানেষু ভুঙ্গত্বং উচ্চতা । কৃষ্ণশরীর মেতদ্বাত্রিংশলক্ষণ সংযুতং
 বিজ্ঞেয়ং ॥ ১২ ॥ এতদ্বিতি । এতৎ সর্বং বাসুদেবস্য শরীরাদিকং
 স্বয়ং প্রকৃতিঃ মহাবিষ্ণু বাসুদেবঃ স্বয়ং নিঃশরীরঃ প্রদীপ কালিকা-
 ইব ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুরিতি । নিগুণো বিষ্ণুঃ সপ্তগো ভূদেব কর্ণকর্তা

কর্মকর্তা সদা বিষ্ণু রন্যথা নিশ্চলঃ সদা ।
 শরীরংকালিকাসাক্ষাৎ বাসুদেবস্য নান্যথা । ১৪
 বৃন্দাবন রহস্যং যৎমহামায়া স্বয়ং প্রিয়ে ।
 শক্তিং বিনা মহেশানি পরংব্রহ্ম শবাকৃতি । ১৫ ।
 কৃষ্ণস্য নখচন্দ্রভা কোটিব্রহ্ম সমপ্রভা ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি বাসুদেবস্য কামিনি । ১৬ ।
 একৈক নখচন্দ্রেষু কোটিব্রহ্ম সমপ্রভং ।
 সর্বংহি কৃষ্ণদেবস্য ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

নিগুণ বাসুদেব প্রকৃতির আশ্রয়ে সগুণ হইয়া কর্ম কর্তা
 হইয়াছেন । প্রকৃতি সহায় ব্যক্তিরেকে বিষ্ণু নিশ্চল । বিষ্ণু
 শরীর সাক্ষাৎ কালিকা দেবী ॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবন রহস্য যাহা দেখিতেছ সকলই প্রকৃতির কার্য
 প্রকৃতি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্মত্ব শবাকৃতি ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের নখ চন্দ্রাভা কোটি ব্রহ্ম সম । হে কামিনি ! এই
 ত্রিভুবনে বাসুদেবের কিছুই অসাধ্য নাই ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণের এক এক নখে কোটি ব্রহ্ম সম উজ্জ্বল জ্যোতি ।
 হে দেবি ! কৃষ্ণের এই সকল মাহাত্ম্যই ত্রিপুরা পূজনের
 ফল ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অন্যথা নিগুণশ্চেৎ নিরিন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ বৃন্দাবনেতি । যৎবৃন্দাবন
 রহস্যাদিকং তৎস্বয়ং মহামায়া । শক্তিং বিনাপরংব্রহ্ম শববদ্বিশেষঃ ॥ ১৫ ॥
 কৃষ্ণস্যেতি । কৃষ্ণ নখচন্দ্রদীপ্তয়ঃ কোটিব্রহ্মসমাঃ । হে কামিনি ! বাসু-
 দেবস্য কিমপি না সাধ্যং বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ একৈকেতি । কৃষ্ণস্যন্তমাঙ্গা-
 দ্যাদিকং ত্রিপুরাপদপূজন ফল মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ দেব্যুবাচেতি ।

দেবুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক ।

রূপয়া কথ্যতাং দেব পদ্মিনী তত্ত্ব মুক্তমং ।

কথ্যতাং পদ্মিনী তত্ত্বং রূপয়াপরমেশ্বর ॥১৮॥

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী রাধিকাদূতী ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে ।

প্রত্যহং কুরুতে দেবি কুলাচারং সুদূর্লভং ॥১৯॥

নানাতন্ত্রেষু যচ্চোক্তং কুলাচরণ মুক্তমং ।

তৎসর্বং পরমেশানি পদ্মিনী পরমাদ্ভুতং ॥২০॥

ভাষা ।

পার্কতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে সংসারার্ণবতারক মহাদেব
কৃপাকরিয়া পদ্মিনী তত্ত্ব আমার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন; ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী রাধিকা
রূপে প্রত্যহ অতি গোপনীয় পরম দুর্লভ কুলাচার সাধন
করেন ॥ ১৯ ॥

যে সকল কুলাচার নানা তন্ত্রে গোপিত হে পরমেশানি !
পদ্মিনী সেই সকল কুলাচার সাধন করেন ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে মহাদেব রূপয়া মদনুগ্রহেণ পদ্মিনী তত্ত্ব কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৮॥ ঈশ্বর
উবাচেতি । হে পার্কতি ত্রিপুরায়া দূতী পদ্মিনী রাধিকারূপেণাবতীর্ণা
সতী প্রতিদিনং কুলাচার সাধনং কুরুতে ॥ ১৯ ॥ নামেতি । নানা
তন্ত্রেষু যৎকুলাচার মূক্তং তৎসর্বমেব পদ্মিনী কুরুতে ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

বিসৃজ্য বহুধা মূর্তিঃ নারিকং পদ্মমালয়া ।
 কোটিশস্ত্র মহেশানি সৃষ্ট্যৈবৈ পদ্মিনীপ্রিয়ে ॥ ২১ ॥
 পদ্মিনী পরমাশ্চর্যা রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী ।
 হেমন্তে প্রথমেমাসি হেমন্তং নগনন্দিনি ।
 যথেষ্টয়া মহেশানি কুলাচারং করোতিহি ॥ ২২ ॥
 কায়ব্যুহং সমাপ্রিত্য পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ ।
 রেমেগোগোপগোপীষুপদ্মিনীসৃষ্টিষুক্ৰমাৎ ॥ ২৩ ॥
 কৃষ্ণোপি বহুধামেনে আত্মানং কুলসাধনে ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! পদ্মিনী পদ্ম মালাতে স্বীয় মূর্তি বিসর্জন
 করিয়া রাধাকপ সৃষ্টিকরিলেন ॥ ২১ ॥

পরমাশ্চর্যা পদ্মিনী কৃষ্ণমোহন রাধা শক্তি ধারণ করিয়া
 হেমন্তের প্রথম মাসে যথেষ্ট রূপে কুলাচার সাধন করিতে
 লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করিয়া গোপ ও গোপী গণের
 সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বিসৃজ্যেতি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি । পদ্মমালায়ং বহুধা মূর্তিঃ পরিত্যজ্য
 কোটিশো মূর্তিঃ সৃষ্ট্য উৎপাদিতা ॥ ২১ ॥ পদ্মিনীতি । কৃষ্ণমোহিনী
 পদ্মিনী হেমন্তে প্রথমে মাসি যথেষ্টয়া কুলাচার সাধনং করোতীতি-
 ভাষঃ ॥ ২২ ॥ কায়ৈতি । কায় ব্যুহং বহুরূপং পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ
 সিতপদ্মনেত্রঃ । রেমেক্রীড়তি ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণইতি । বাহুদেবোপি
 কুলাচার সাধনার্থং আত্মানং স্বরূপং বহুধামেনে । পূর্বোক্ত ভক্তানু-

বহুকামং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
 পূর্বোক্ত তন্ত্রবৎসর্বং কুলাচারং করোতিসঃ ॥২৪॥
 নায়িকাপর নাশ্চার্য্য পীঠাষ্টক সমন্বিতা ।
 নায়িকাপূজনাদেবিকালিকা পূজিতা ভবেৎ ॥২৫॥
 সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরোহরিঃ ।
 পদ্মিনীং বামভাগেত্ত সংস্থাপ্য বরবর্গিনি ॥২৬॥
 কামাখ্যাতি মুখোভূত্বা ব্যাপকং ন্যাসমদ্রুতং ।
 পীঠদেবীং প্রপূজ্যাত্ম পদ্মিন্যা দেহ যষ্টিষু ॥২৭॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ কুলাচার সাধনে আত্মাকে নানা রূপ বোধ করিলেন ।
 এবং কমলোচন কৃষ্ণ বহু কাম আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত তন্ত্রানু-
 সারে কুলাচার সাধন করিতেন ॥ ২৪ ॥

পরনাশ্চার্য্য অষ্টকোন পীঠ সমন্বিতা অষ্টনায়িকা পূজা
 করিলেন । অষ্টনায়িকা পূজনে কালিকা পূজিত হন ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণদেব সপ্তপীঠে পদ্মিনীকে বাম ভাগে রাখিয়া সপ্তলক্ষ
 জপ করিয়া সিদ্ধ হইলেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর দেহ যষ্টিতে কামাখ্যাতিমুখী হইয়া ব্যাপ-
 কন্যাস করিয়া পীঠদেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৭ ॥

অর্থার্থঃ ।

সারেন কুলাচার সাধনং করোতি ॥ ২৪ ॥ নায়িকেতি । অষ্টপীঠ
 স্থিতানা মষ্টনায়িকানাং পূজনাদেব কালিকা পূজনং ভবেদ্বিতি ভাবঃ ॥২৫॥
 সপ্তোতি । হে বরবর্গিনি পদ্মিনীং বামভাগে সংস্থাপ্য সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং
 জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেদ্বিতি ॥ ২৬ ॥ কামাখ্যাতি । কামাখ্যা যোনি
 পীঠে তদতি মুখোভূত্বা পদ্মিন্যাঃ শরীরে ব্যাপক ন্যাস নাটকেন
 ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ যষ্টিতি । যেষু যেষু তেষু কুলাচার সাধন

যেষু যেষুচ তন্ত্ৰেষু যদ্যদুক্তং শুচিস্মিতে ।
 সংপূজ্য বিধিবদগন্ধৈ রূপচারৈ র্ননোহরৈঃ ।
 ইষ্টদেবীং মহাকালীং সংপূজ্য বিধিবত্তদা ॥ ২৮ ॥
 সংপূজ্য বিধিবদেবীং পদ্মিন্যা অঙ্গযক্তিষু ।
 লক্ষৈকং তত্র জপ্ত্বা ত্ত ওড়্ডিয়ানং ততে বিশেৎ ২৯ ॥
 তৎপীঠং যোনিমুদ্রাখ্যং সংপূজ্য প্রজপেদ্ধরিঃ ।
 নিজেষ্ঠদেবীং সংপূজ্য জপে লক্ষং সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥
 ওড়্ডিয়ানঞ্চোরুযুগং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলং ।
 কানকপং ততো গহ্বাতত্র কাত্যায়নীং শিবাং ॥ ৩১ ॥
 ভাষা ।

যেষে তন্ত্ৰেতে যেযে রূপ কুলাচার সাধন ক্রম বর্ণিত আছে
 হৃষীকেশ সেই সেই বিধানানুসারে গন্ধপুষ্প ধূপ দিপাদি বিবিধ
 উপচারে ইষ্টদেবী মহাকালীর অর্চনা করিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণদেব বিধানক্রমে পদ্মিনী শরীরে মহাদেবীর অর্চনা
 করিয়া লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন তদনন্তর কামরূপে প্রস্থান
 করিলেন ॥ ২৯ ॥

কামরূপে যে যোনিপীঠ আছে তাহাতে নিজেষ্ঠদেবীর
 অর্চনা করিয়া সমাহিত চিত্তে লক্ষজপ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর সিদ্ধক্ষেত্র যোনি মণ্ডলাধিষ্ঠিত কামাখ্যাভীর্থ্যে
 কাত্যায়নীর অর্চনা করিলেন ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মুক্তং ভেদভেদৈরবশ্যকারেণ গন্ধপুষ্পাদিভি রূপচারৈর্মহাকালী হিষ্ট-
 রিদ্ধ্যাং জতিতি ॥ ২৮ ॥ সংপূজ্যেতি । পদ্মিন্যা অঙ্গ যক্তিষু পদ্মিন্যা
 অষ্ট নারিকাস্থ । যোগপীঠং যোগাসনং । অত্র ওড়্ডিয়ানমিতি
 পাঠান্তরং ॥ ২৯ ॥ তদ্বিতি । তৎপীঠং যোগপীঠং । যোনিমুদ্রাখ্যং
 যোনিচক্রাকারং । সমাহিতঃ সুসংযতঃ । ৩০ ॥ ওড়্ডিয়ানমিতি ।

কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখমুচ্যতে ।
 তত্রলক্ষং মহেশানি প্রজপ্য বিধিবদ্ধরিঃ ॥ ৩২ ॥
 ততোজালন্ধরং গত্বা কৃষ্ণঃসংপূজ্য ঈশ্বরীং ।
 জালন্ধরং মহেশানি স্তনদ্বয় মুদাহতং ।
 তত্রৈব লক্ষং জপ্ত্বা বৈকৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ । ৩৩ ।
 ততঃ পূর্ণাগিরৌ গত্বা চণ্ডীং সংপূজ্য সত্তরং ।
 তত্রলক্ষং হরিজপ্ত্বা মন্তকে বরবর্ণিনি ॥ ৩৪ ॥

ভাষা ।

হে পরমেশ্বর! যোনিমণ্ডল কামাখ্যা অতি মহাতীর্থ
 সেই স্থলে বিধানক্রমে দেবীর পূজা সমাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর জালন্ধরে গমন পূর্বক ঈষ্টদেবীর আরাধনা করি-
 লেন । জালন্ধরে ভগবতীর স্তনদ্বয় পতিত হইয়াছিল সেই
 স্থানে কৃষ্ণ লক্ষজপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পূর্ণ গিরিতে গমন পূর্বক চণ্ডীর অর্চনা করি-
 লেন । এবং ঐ পর্বতের শিখরদেশে যাইয়া পদ্মিনী মন্তকে
 জপ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অস্তুার্থঃ ।

ওড়্‌ডিয়ানং সিন্ধুক্ষেত্র বিশেষঃ । কাত্যায়নীং শিবাং জপেদিত্তি
 শেষঃ ॥ ৩১ ॥ কামরূপমিতি । কামরূপং যোনিপীঠং । তত্র কামরূপে
 লক্ষং জপেদিত্তি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ তত ইতি । জালন্ধরং পীঠ বিশেষঃ ।
 তত্র ভগবত্যা স্তনদ্বয়ং পতিত মাসীৎ । তত্রাপি লক্ষং মন্তকে জপেদিত্তি
 ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তত ইতি । পূর্ণ গিরৌ পূর্ণাখ্যে পর্বতে চণ্ডীং সংপূজ্য
 মন্তকে চণ্ডী মন্তকোপরি লক্ষং জপেদিত্তি ভাবঃ । বরবর্ণিনীতি পার্শ্বভী
 সম্বোধনং ॥ ৩৪ ॥ স্থলেতি । পদ্মিন্যাং দেহ যন্তিমু - পদ্মিনীশরীরে যু

মূলদেবীং প্রপূজ্যাত্ম পদ্মিন্যাং দেহ যষ্টিবু ।
 প্রজপ্য পরমেশানি লক্ষং পরম দুর্লভং ॥ ৩৫ ॥
 কামচক্রান্তরে পীঠে বিন্দুচক্রে মনোহরে ।
 যজেদ্দেবীং মহামায়াং সদাদিক্করিবাসিনীং ৩৬
 পীঠেপীঠে মহেশানি জপ্ত্বা ক্লবঃ সমাহিতঃ ।
 সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥
 এবমেব প্রকারেণ সিদ্ধোভূদ্ধরি রব্যয়ঃ ।
 হেমন্তে ঋতুকালেচ কুলসাধন মাচরেৎ ॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

অনন্তর পদ্মিনীদেহ যষ্টিতে মূলদেবীর পূজা করিয়া হরি
 একাগ্রচিত্তে লক্ষ জপ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

কামচক্র ও বিন্দুচক্র প্রভৃতি যন্ত্র করিয়া মহামায়া কাত্যায়িনীর
 আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে নানাপীঠে ও নানা সিদ্ধক্ষেত্রে জপ পূজা সমাধা
 করিয়া সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষ জপ করিয়া হরি সিদ্ধ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

হরি এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া হেমন্তের প্রথম মাসে কুলা-
 চার সাধনে তৎপর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

মূলদেবীং ইতিবিদ্যাং সংপূজ্য লক্ষং জপেদ্বিতি ॥ ৩৫ ॥ কামেতি ।
 কামচক্র মধ্যে বিন্দুচক্র মধ্যেচ দিক্করি বাসিনীং দিগ্‌দজাখিটাজীং
 মহামায়াং জপেৎ পূজয়েদ্বিতি ॥ ৩৬ ॥ পীঠে ইতি । সকল পীঠ এব
 হরিঃ সমাহিতঃ স্মরণ্যতঃ সন্ দেবী মারায়ৈৎ । অপিচ সপ্তপীঠে
 সপ্তলক্ষং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ এবমিতি । এব যুক্তপ্রকারেণ মহা-
 দেবীমারায় সিদ্ধো ভূৎ । অব্যয়ঃ সনাতনঃ । হেমন্তে ঋতাবেব
 কুলসাধন মাচরেদ্বিতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥ হৃদ্যবনে ইতি । কুটীরে কুজে

বৃন্দাবনে মহারণ্যে কুটীরে পল্লবাবৃত্তে ।
 যমুনোপবনে শোকে নবপল্লব শোভিতে ॥ ৩৯ ॥
 হংস কারণ্ডবাকীর্ণে দাত্যুহগণ কুজিতে ।
 ময়ূর কোকিলবৃত্তে নানাপক্ষি সমাবৃত্ত ।
 শরচ্ছন্দ্র সহস্রেন শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ॥ ৪০ ॥
 ব্রজভূমিঃ মহেশানি শ্যামভূমিঃ সদাপ্রিয়ে ।
 যত্র কালী মহামায়া মহাকালী সদাস্থিতা ।
 তত্র বৃক্ষঃ মহেশানি স্বয়ং কালীতমালকং ॥ ৪১ ॥

ভাষা ।

মহারণ্য বৃন্দাবনে, নবপল্লবাবৃত্ত কুটীরে অশোকবন শোভিত
 যমুনার উপবনে কুলাচার সাধন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণের কুলাচার সাধন স্থানে হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গম-
 গণে সমাকীর্ণ ; জনকাক ও চাকত প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর
 কূজনে পরিপূর্ণ ময়ূর কোকিলাদিবিহগ সমূহে বিভূষিত
 এবং পূর্ণশরচ্ছন্দ্রের চন্দ্রিকায় সমাবৃত্ত ॥ ৪০ ॥

ব্রজভূমি শ্যামসুন্দরের অতিপ্রিয় যেখানে মহামায়া কাত্যা-
 য়নী সর্বদা বিদ্যমান আছেন এবং স্বয়ং মহাকালীতমাল রূপে
 বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

পল্লবাবৃত্তে পল্লবশোভিতে যমুনায় উপবনে অশোকবন শোভিতে । ৩৯ ।
 হংসেতি । হংসকারণ্ডবৈঃ পক্ষিভিঃ বাকীর্ণে দাত্যুহগণ কুজিতে চাককা-
 রিভিঃ পক্ষিভির্নাদিতে । সহস্রপূর্ণ শরচ্ছন্দ্র শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ।
 মহাদেবী মায়া ধ্যেয়মিতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রজেতি । ব্রজভূমিঃ বৃন্দাবন
 শ্যামঃ শ্যামভূমিঃ কৃষ্ণ প্রিয়স্থানং । যত্র মহামায়া কাত্যায়নী স্থিতা যত্র
 তমাল বৃক্ষঃ স্বয়ং কালী ॥ ৪১ ॥ কদম্বমিতি । ব্রজমণ্ডলে যৎকদম্ব

কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 কল্পবৃক্ষসমং ভদ্রেতমালংহি কদম্বকং ॥ ৪২ ॥
 তবকেশ সমূহেন নির্মিতং ব্রজমণ্ডলং ।
 ব্রজেব্রজমহেশানি পুণ্ডরীক নিভক্ষণঃ ।
 ক্রুতে সুদুষ্করেদেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গতা ॥ ৪৩ ॥
 কৃষ্ণস্য মন্ত্রসিদ্ধিহাং পশ্চাদাবিরভূৎপ্রিয়ে ।
 বরং বরয়রেপুত্র যন্তেমনসি বর্ততে ॥ ৪৪ ॥

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! ব্রজমণ্ডলে যে কদম্ববৃক্ষ তাহা স্বয়ং
 ত্রিপুরা । বৃন্দাবনের তমাল কদম্বাদি তরুগণ কল্পবৃক্ষ তুল্য ॥ ৪২ ॥
 হে দেবি ! তোমার কেশনির্মিত ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া
 পুণ্ডরীকাক্ষ নানা প্রকার দুষ্কর তপশ্চরণ করিলে কালী সাক্ষাৎ
 কার প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণের মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে কালী প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন,
 রে পুত্র কৃষ্ণ তোমার মনে যে বরের ইচ্ছা হয় তাহা গ্রহণ
 কর ॥ ৪৪ ॥

অস্ফার্থঃ ।

উৎস্বয়ং ত্রিপুরা । তমালং কদম্বকং কল্প বৃক্ষসমং ॥ ৪২ ॥ ভবেতি ।
 ব্রজমণ্ডলং তবকেশ সমূহেন নির্মিতং । হে মহেশানি পুণ্ডরীক নিভক্ষণঃ
 কৃষ্ণঃ ব্রজে বৃন্দাবনে ব্রজম গচ্ছন্ কাত্যায়নী মারাময়েদ্বিতিঃ শেষঃ ।
 দুষ্করে দুঃসাধ্যৈ তপসি ক্রুতে আচরিতে সতি কালী প্রত্যক্ষী
 বভূব ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণস্যেতি । কৃষ্ণস্য মন্ত্র সিদ্ধ্যানন্তরং আবি বভূবহা-
 মায়েতি শেষঃ । ততো মহামায়া কৃষ্ণ সুবাচ রেপুত্রভেদব মনসি যবর্ততে
 বরং বরয় গৃহাণ ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মহেশানি যদিহ

কৃষ্ণ উবাচ ।

নমসাক্ষাৎ অহেশানি যদিহুং পরমেশ্বরী ।

নমান্যহং জগন্মাত শরণেতে নতোস্ম্যহং ॥ ৪৫ ॥

অসাধ্যং নাস্তি দেবেশি নমকিঞ্চিৎ শুচিস্মিতে ।

সংমুখেসা মহানায়্যা প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী ॥ ৪৬ ॥

কলৌতু ভারতেবর্ষে তবকীর্তি ভবিষ্যতি ।

দ্বদশগোং কীর্তনং বৎসপ্রচরিষ্যতি নান্যথা ।

ইত্যুক্ত্বাসা মহানায়্যা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৭ ॥

ইতি রাধাতন্ত্রে একবিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণ বলিতেছেন হে দেবি ! তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ
অতএব তোমার চরণে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

তুমি যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ তাহাতে এ
ভুবনে আমার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৪৬ ॥

কলিযুগে ভারতবর্ষে তোমার কীর্তি প্রচারিত হইবে এবং
লোকে তোমার গুণ কীর্তন করিবে মহানায়্যা এই বলিয়া অন্ত-
র্হিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

নম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূতা তে তব চরণে নমস্যামি নমস্করোমি ॥ ৪৫ ॥
অসাধ্যমিতি । স্বয়ং নম সাক্ষাৎভূতায়্যাং সত্যায় নম কিমপি অসাধ্যং
অপ্রাপ্যং নাস্তি । স্বয়ং মং সংমুখে হিতায়্যা মহং সর্বমেব কর্তুং
সমর্থোন্মি ॥ ৪৬ ॥ কলাবিত্তি । কলিযুগে ভারতবর্ষে তবকীর্তিভা-
ষ্যতি ঐৎপৎস্যতে । হে বৎস বাসুদেব তবগুণ কীর্তনং প্রচরিষ্যতি
প্রগকং ভবিষ্যতি । মহানায়্যা ইতি উক্ত্বা বাসুদেবমিতি শেহঃ তত্রৈব
অন্তর্হিতা হুত ॥ ৪৭ ॥

ইতি একবিংশতি পটলঃ ॥

ততঃকালী মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচহ ।
 তচ্ছৃণু বরারোহে রাধিকা তত্ত্বমুত্তমং ॥ ১ ॥
 শৃণু পদ্মিনি মদ্বাক্যং সাম্প্রতং যদসায়নং ।
 ত্বংহি দূতীপ্রিয়ে শ্রেষ্ঠে কৃষ্ণকার্য্যকরীসদা ॥ ২ ॥
 সদা ত্বং দূতিকে রাধে ব্রজবাসী ভবধুবং ।
 কৃষ্ণগোবিন্দেতিনাম্নো মধ্যে শক্তিস্ত্ব মেবাহি ॥ ৩ ॥
 তন্মন্ত্রং পরনেশানি সাবধানা বধারয় ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন তদনন্তর মহামায়া কালী পদ্মিনীকে
 যাহা বলিয়াছেন, হে পার্শ্বতি ! তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

কালী পদ্মিনীকে বলিতেছেন, হে পদ্মিনি ! অতি রসময়
 আমার বাক্য শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে ! তুমি কৃষ্ণকার্য্য সাধিকা
 দূতী ॥ ২ ॥

হে পদ্মিনি ! তুমি দূতী হইয়া ব্রজবাসিনী হও । কৃষ্ণ ও
 গোবিন্দ এই নাম দ্বয়ের মধ্যে তুমি শক্তিরূপ ॥ ৩ ॥

হে পদ্মিনি ! সেই সশক্তিক কৃষ্ণ গোবিন্দ মন্ত্র তোমাকে

অস্যার্থঃ ।

তত ইতি । তদনন্তরং মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচ তৎশৃণু । রাধিকা-
 তত্ত্বং রাধিকারহস্যং ॥ ১ ॥ পদ্মিনীং প্রতি কাল্যুক্তিঃ । হে পদ্মিনি
 মদ্বাক্যং শৃণু । রসায়নং রসযুক্তং । কৃষ্ণকার্য্যকরী কৃষ্ণব্য কুলাচার
 সাধন সম্পাদায়িত্রী ॥ ২ ॥ সন্দেহি । ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দেতি নামদ্বয়স্য
 শক্তি ভূত্বা ব্রজে গচ্ছেতি । ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম্নোঃ শক্তি রিত্যর্থঃ । ৩ ।
 তদ্বিতি । তন্মন্ত্রং কৃষ্ণ গোবিন্দনাম্মন্ত্রকং মন্ত্রমিত্যর্থঃ । নবাব মন্ত্রঃ

(ওঁ কৃষ্ণরাধে গোবিন্দ ওঁ)

নবাণ মন্ত্রোদেবেশি কথিতঃ কনলেক্ষণে ॥ ৪ ॥
 কৃষ্ণং বা পরমেশানি গোবিন্দং বা বরাননে ।
 সর্বং প্রকৃতিময়ং দেবি নান্যথা তু কদাচন ॥ ৫ ॥
 বাসুদেবস্তু দেবেশি গোপী সর্বস্ব সম্পূটং ।
 চিন্তয়ে দনিশং কৃষ্ণোরাধা রাধাপরাক্ষরং ॥ ৬ ॥
 অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ।
 পদ্মিন্যাসহ যোগেন কৃষ্ণো ব্রহ্ম যয়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর । ওঁ কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ওঁ
 এই নবাক্ষর মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি ! কৃষ্ণ ও গোবিন্দনাম যাহা বলিলাম তাহা
 সকলই প্রকৃতিময় । প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না ॥ ৫ ॥

হে দেবেশি ! গোপীগণের অতি গোপনীয় পরম ধন বাসু-
 দেব সর্বদা রাধা রাধা এই পরাক্ষর চিন্তা করেন ॥ ৬ ॥

সত্ত্বগুণাশ্রয় কৃষ্ণ এই বিধানানুসারে পদ্মিনীর সহযোগে
 ব্রহ্মময় হইলেন ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

নবাক্ষরোমধুঃ কথিত উক্তঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণমিতি । কৃষ্ণং কৃষ্ণনাম গোবিন্দং
 গোবিন্দেতি নাম সর্বমেব প্রকৃতিময়ং । এতস্যান্যথা কদাপিনেতি
 ভাবঃ ॥ ৫ ॥ বাসুদেব ইতি । গোপী সর্বস্ব সম্পূটং গোপীনা মা বরন
 মধ্যস্থিতং ধনং । রাধা রাধেতি পরাক্ষরং পরম মধুং চিন্তয়েৎ
 প্রজপেৎ ॥ ৬ ॥ অনেনৈবেতি । এবম্প্রকারেন কৃষ্ণঃ পদ্মিনী সাহায্য
 মাশ্রিত্য ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ পদ্মিনীতি । সাক্ষাৎস্বয়ং স্বরূপিনী

পদ্মিনী রাধিকাযন্তে সাক্ষাচ্ছ্রদ্ধ স্বকপিণী ।
 মহাবিদ্যামুপাস্যৈব রাধাকৃষ্ণঃ স্মরেৎ সদা ।
 তদৈব সহসাদেবি সাবিদ্যা সিদ্ধিদাধুবৎ ॥ ৮ ॥
 মহাবিদ্যাং বিনাদেবি যঃ স্মরেৎ কৃষ্ণরাধিকাং ॥
 তস্যতস্যচ দেবেশি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ॥ ৯ ॥
 মহাবিদ্যাং মহেশানি পূজয়েত্তু প্রযত্নতঃ ।
 গোপনীয়াং মহাবিদ্যাং কুর্যাদেব বরাননে ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

সাক্ষাচ্ছ্রদ্ধ স্বকপিণী পদ্মিনী রাধা মহাবিদ্যার আরাধনা
 করাতে মহাবিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী হইলেন ॥ ৮ ॥

হে দেবি ! মহাবিদ্যা ব্যতিরেকে যে যে ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ
 স্মরণ করে সেই সেই ব্যক্তি পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী
 হয় ॥ ৯ ॥

হে মহেশানি ! অতি যত্নপূর্ব্বক মহাবিদ্যার আরাধনা
 করিবে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিবে না ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

পদ্মিনী রাধিকা তুভ্য কৃষ্ণঃ স্মরেৎ তদৈব কৃষ্ণ স্মরণ কালএব সা পদ্মিনী
 সিদ্ধিদাহিতপ্রদাতবেৎ ॥ ৮ ॥ মহাবিদ্যোতি । যো মহাবিদ্যাং
 বিনাকৃষ্ণ রাধিকাং স্মরেৎ তস্য পদেপদে ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ স ব্রহ্মবধকৃণিত
 পাপভাগী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ মহোতি । মহাবিদ্যাং যত্নতঃ প্রজপেৎ
 সর্ব্বদৈব গোপয়েচ্ছ কদাপি বিদ্যানপ্রকাশ্যা ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মোতি ।
 রাধাকৃষ্ণ ভজনে গোপনীয়তয়া অনাবশ্যকত্বাৎ প্রকটমেব রাধাকৃষ্ণঃ

রাধাকৃষ্ণং মহেশানি স্মরেত্তু প্রকটায়বৈ ।

প্রকটং পরমেশানি রাধাকৃষ্ণ মহর্নিশং ॥ ১১ ॥

স্মরণং বাসুদেবস্য গোবিন্দস্য যথা তথা ।

রামস্য কৃষ্ণদেবস্য স্মরণঞ্চ যথা তথা ।

মহাবিদ্যা মহেশানি ন প্রকাশ্যা কদাচন ॥ ১২ ॥

ইতি তত্ত্বং মহেশানি অতিগুপ্তং মনোহরং ।

দমনং কালীয়স্যাপি যমলার্জুন ভঞ্জনং ॥ ১৩ ॥

ভঞ্জনং শকটস্যাপি তৃণাবর্ত বধস্তথা ।

বককেশি বিনাশশ্চ পর্বতস্যচ ধারণং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

কেবল মহাবিদ্যার উপাসনাই গোপনে করা বিধেয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রকাশ্যভাবে করিলে দোষ নাই ॥ ১১ ॥

বাসুদেব মন্ত্র, গোবিন্দ মন্ত্র, রাম মন্ত্র ও কৃষ্ণ মন্ত্র, যথা তথা স্মরণ করিতে পারে । কিন্তু মহাবিদ্যার মন্ত্র কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১২ ॥

হে মহেশানি ! কালীয়দমন ও যমলার্জুনভঞ্জনপ্রভৃতি যে কৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও গোপনীয় ॥ ১৩ ॥

শকটাস্থর ভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, বক কেশি বিনাশ পর্বত

অস্ত্যর্থঃ ।

ভদ্রেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ স্মরণমিতি । বাসুদেবস্য স্মরণং যথা তথা স্থান সময়াদি বিচারোনাস্তীতি ভাবঃ । রামস্য ভঞ্জনমপি তথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতীতি । ইতি তত্ত্বং বাসুদেব পদ্মিনী রহস্যং । কালীকায় কালীয় নাগস্য । যমনার্জুন্মূল ভঞ্জনং যমনার্জুন্মূল নামাস্থরনিপাতমং ॥ ১৩ ॥

ভঞ্জনমিতি । শকটস্য শকটাস্থরস্য । তৃণাবর্ত বধাদিকং এতদন্যং বৃক্ষস্য

দাবানলস্য পানঞ্চ যদ্ব্যন্যং গুচিস্মিতে ।

কৃষ্ণস্য পরমেশানি যদ্ব্যং কৃত্যং বরাননে ।

তৎসর্বং পরমেশানি কালিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥১৫

বৎসোৎসবাদিকং দেবি সর্বং কেশবজং প্রিয়ে ।

দৃশ্যাদৃশ্যং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং ।

শক্তিং বিনামহেশানিনকিঞ্চিদ্ব্যতে প্রিয়ে ॥১৬॥

দেবুবাচ ।

পূর্বং যৎসূচিতং দেব রাধাচন্দ্রাবলীদ্বয়ং ।

তৎ সর্বং জগদীশান বিস্তার্য কথয় প্রভো ॥১৭॥

ভাষা ।

বিদারণ দাবানল পান এবং অন্যান্য যে সকল কৃষ্ণের কার্য তাহা সকলই মহাবিদ্যা কালিকা দেবীর প্রসাদ লভ্যফল ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

বৎসোৎসবাদি যে সকল কেশবের কার্য গোচর ও অগোচর আছে তৎসমুদায়ই মহামায়া স্বরূপ হে মহেশানি ! শক্তি, ভিন্ন আর কিছু নাই, শক্তিই সকলের কারণ ॥ ১৬ ॥

পার্কর্ভী বলিতেছেন । হে জগদীশ্বর ! তুমি যে আমার নিকট রাধা ও চন্দ্রাবলী দুই কৃষ্ণ শক্তির উল্লেখ করিয়াছ তাহা বিশেষ রূপে বলুন ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যদ্ যৎকর্ম সর্বমেবকালিকা প্রসাদাৎ সম্পাদ্যতে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
বৎসেতি । কৃষ্ণস্য বৎসোৎসবাদিকং দৃশ্যাদৃশ্যং যৎকর্ম তৎসর্বমেব শক্তিরিত্যর্থঃ শক্তিং বিনা কিঞ্চিদপি ন বিদ্যতে শক্তিময় মেব জগদ্ব্যতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ দেবুবাচেতি । হে মহাদেব পূর্বং পূর্বস্মিন্ রাধা চন্দ্রাবলীদ্বয় স্কৃতং তৎসর্বং তয়োর্বিবরণং বিস্তার রূপেণ কথয় ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী ।
 তস্যা দেহ সমুদ্ভূতা রাধা চন্দ্রাবলীতথা ॥ ১৮ ॥
 বৃকভানুসুতা সাক্ষাৎ কমলোৎপলগন্ধিনী ।
 পদ্মিনী সদৃশাকারা রূপলাবণ্য সংযুতা ॥ ১৯ ॥
 সুবেশা পরমাশ্চর্যা ধন্যমানময়ীসদা ।
 কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বস্থ্য পদ্মিনী পদ্মমালিনী ॥ ২০ ॥
 অন্যান্ত শৃণুদেবেশি শক্তীঃপরম সুন্দরীঃ ।
 চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রবতী চন্দ্রকান্তিঃ শুচিস্মিতে ॥ ২১ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন । হে দেবি ! কৃষ্ণ মোহিনী পদ্মিনী
 ত্রিপুরা দূতী তাঁহার দেহ হইতে রাধা ও চন্দ্রাবলী উদ্ভূতা
 হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

পদ্মিনীর সদৃশ আকার ও রূপলাবণ্যবতী পদ্মগন্ধিনী রাধা
 বৃকভানু ছহিতা ॥ ১৯ ॥

পদ্মিনীরবেশশোভা অতি সুন্দর তিনি সর্বদা মানময়ী ও
 কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! অন্যান্য পরম সুন্দরী কৃষ্ণ সখীগণ বলিতেছি
 অবগ কর । চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তি ॥ ২১ ॥

অর্থ্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনীতি ত্রিপুরাদূতী যা পদ্মিনী তস্যা দেহাদেহ-
 রাধা চন্দ্রাবলীভয় যুৎপন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বৃকেতি । কমলোৎপল
 গন্ধিনী পদ্ম সৌগন্ধযুতা । রূপলাবণ্যযুতা বিশেষ রূপলাবণ্য-
 বতী ॥ ১৯ ॥ সুবেশেতি । সুবেশা বিবিধ বেশান্তরণ শোভিতা ।
 মানময়ী ক্লেশা সহিষ্ণুঃ ঈষৎ ক্লেশেনৈব প্রচুর মানবতী ॥ ২০ ॥
 অন্যান্যীতি । হে দেবি পার্শ্বতি । অন্যান্যস্তচ্চ প্রভাদ্যাঃ শক্তীঃ শৃণু ॥ ২১ ॥

চন্দ্রাচন্দ্রকলাদেবি চন্দ্রলেখাচ পার্ৰতি ।

চন্দ্রাঙ্কিতা মহেশানি রোহিণীচ ধনিষ্ঠিকা ॥ ২২ ॥

বিশাখা মাধবীচৈব মালতীচ তথাপ্রিয়ে ।

গোপালী রত্নরেখাচ পারাখ্যাচ বরাননে ॥ ২৩ ॥

সুভদ্রা ভদ্ররেখাচ স্মৃখা স্মরতিসুখা ।

কলহংসী কলাপীচ সমান বয়সঃ সদা ॥ ২৪ ॥

সমান বয়সঃ সৰ্বা নিত্যনূতন বিগ্রহাঃ ।

সৰ্বাভরণ ভূষাঢ্য জপমালা বিধারিকাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যাঃ শ্রেষ্ঠতমানার্যাস্তত্রস্ম্যঃ কোটি কোটিশঃ ॥

তাসাং চিত্তং চরিত্রঞ্চ নজানন্তি বনৌকসঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

চন্দ্রা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রাঙ্কিতা, রোহিণী, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, মাধবী, মালতী, গোপালী, রত্নরেখা, পারাখ্যা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখা, স্মৃখা, স্মরতি, কলহংসী ও কপালী ইহারা সকলেই রাধার সমান বয়সী ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি পূৰ্ব্বোক্ত সখীগণ প্রতিদিন নূতন বিগ্রহ ধারণ করেন এবং নানাবেশ ভূষাতে শোভিত, ইহা সকলেই জপমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২৫ ॥

হে দেবি ! এইরূপ অসংখ্য কোটি কোটি রাধিকার সখী ছিল তাহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র বৃন্দাবনবাসীরা জ্ঞাত নহে ॥ ২৬ ॥
অন্ত্যর্থঃ ।

অন্যাঃ শক্তীরাহচ্ছ্রেতি । স্নোক্তদ্বয়েণ তাসাং শক্তীনাং নামান্যেব কেবলানি । অতঃ সূচ্যমং ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ সমানেতি । সৰ্ব্বাঃ শক্তয়ঃ এব সমান বয়সঃ রাধিকা সমবয়স্কাঃ । নিত্য নূতন বিগ্রহাঃ বেশভূষাদি পরিবর্তনেন নূতনবৎপ্রতীয়মানাঃ । ২৫ ॥ অন্যাঃ ইতি । অন্যাঃ এতান্ত্যাম পরাঃ শক্তয়ঃ কোটিশোহাস্ত তাসাং চিত্ত চরিত্রাদি

প্রসূয়ন্তে বিলীয়ন্তে সততং নিশিমধ্যতঃ ।
 সর্বাঃ পত্রপলাশাক্ষা শ্চন্দ্রাঢ্যা বরবর্ণিনি ॥২৭॥
 পদ্মিনীকণ্ঠ সংস্থায় পদ্মমালা মনোহরা ।
 মালায়াঃ পরমেশানি গুণান্বক্তুং নশক্যতে ॥২৮॥
 নিগদানি যথাজ্ঞানং তবশক্ত্যা বরাননে ।
 যথামম মহেশানি জ্ঞানযোগ সমন্বিতং ॥ ২৯ ॥
 যদ্যদুক্তং কুরঙ্গক্ষি ত্রিপুরাপদপূজনাং ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥৩০॥
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বাবিংশ পটলঃ ।
 ভাষা ।

হে সুন্দরি ! আর আর কত কত সখী নিশি মধ্যে উৎপন্ন
 হইতেছে এবং লয় পাইতেছে । রাধিকার সখীগণ সকলেই
 চন্দ্রকান্তির ন্যায় অতি মনোহরা ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! পদ্মিনী কণ্ঠস্থিতা যে পদ্মমালা আছে তাহা অতি
 মনোহর এবং তাহার গুণবর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই ॥ ২৮ ॥

হে সুন্দরি ! যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি ; তোমার
 কৃপাবলে আমার যতদূর শক্তি হয় বলি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

আমি যে যে রহস্য কথা বলিয়াছি তাহা সকলেই ত্রিপুরা
 পাদ পূজনের ফল । ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদে এই জগতে কিছুই
 আসাধ্য নাই ॥ ৩০ ॥ ইতি দ্বাবিংশ পটলঃ ।

অস্যার্থঃ ।

বনৌকসো বনবাসিনঃ ন জানন্তি ॥ ২৬ ॥ প্রসূয়ন্ত ইতি । তাঃ শক্যঃ
 নিশিমধ্যত এব প্রসূরবন্তে উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে চ । তাঃ সর্বা এব
 চন্দ্রাঢ্যা চন্দ্রবৎ লাবণ্যবতীঃ ॥ ২৭ ॥ পদ্মিনীতি । পদ্মিনী কণ্ঠস্থিতা যা
 মনোহরা মালা তস্য গুণান বক্তুং নশক্যতে কোপি তদগুণান বক্তুং
 ন সমর্থঃ ॥ ২৮ ॥ নিগদামিতি । যথাজ্ঞানং যথামতি নিগদামি
 কথয়ামি ॥ ২৯ ॥ যদ্যদ্বিতি । ময়া যদ্যদুক্তং তৎসকলমেব ত্রিপুরা
 প্রসাদ ফলং । ত্রিপুরা প্রসাদাৎ কিমপি অসাধ্যং নাস্তিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি দ্বাবিংশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে রহস্য মতি গোপনং ।
 দিবসে দিবসে ক্লেষে গোপালৈঃ সহ পার্শ্বতি ॥
 কুলাচারং মহৎপুণ্যং মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং ।
 রহস্যং সততং দেবি করোতি হরি রব্যয়ঃ ॥
 নিশি মধ্য মহেশানি নারীতিঃ সহ পার্শ্বতি । ১।
 একদা পরমেশানি হরি ভুবনমোহনঃ ।
 নৌকা মারুহ দেবেশি যমুনায়া বরাননে ॥ ২ ॥

অর্থঃ ।

মহাদেব বলিতেছেন হে স্তম্ভরি ! অতি নিগূঢ় কৃষ্ণ রহস্য তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর । হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ দিব্য-
 ভাগে গোপ বালকের সহিত মহৎপুণ্য মন্ত্র সিদ্ধির কারণ কুলা-
 চার সাধন করেন । এবং নিশিযোগে গোপনারীগণের সঙ্গে
 কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন ॥ ১ ॥

হে পরমেশানি ! ভুবনমোহন কৃষ্ণ একদা যমুনা কুলে
 নৌকারোহণ করিয়া নানাবিধ কুলাচার সাধন করিয়া ছিলেন ॥ ২ ॥

টীকা ।

ঈশ্বর উবাচেতি । রহস্যং অরূপ তত্ত্বং । দিবসে দিবসে প্রতিদিনং ।
 গোপালৈঃ গোপবালকৈঃ । মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং মন্ত্রসিদ্ধি কারণং । নারী-
 তি গোপনারীতিরिति ॥ ১ ॥ একদেতি । ভুবনমোহনঃ ত্রিজগদ্ভ্রমো-
 হন রূপঃ । নৌকা মারুহ উরনীং ঘটয়িত্বা ॥ ২ ॥ রাজেতি । রাজ-

রাজমার্গে মহাদুর্গে বহুলোক সমাকুলে ।

হস্ত্যশ্ব রথ পত্তীনাং সংকুলে পথি মধ্যতঃ ৷ ৩ ৷

যৎকৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্ম চক্ষুষা ।

নিগদামি বরারোহে তরিখণ্ডং মনোহরং ॥ ৪ ॥

অদৃশ্যা সর্ব জন্তুনাং মহামায়া স্বরূপিণী ।

নানা রত্নময়ী শুদ্ধা স্বয়ং প্রকৃতি রূপিণী ॥ ৫ ॥

হংসকারাণ্ডবা কীর্ণা ভ্রমরৈঃ পরিসেবিতা ।

নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতা পরমেশ্বরী ॥ ৬ ॥

অম্বার্থঃ ।

কমললোচন কৃষ্ণ রাজমার্গে মহাবনে, লোক সমাজে, ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সংকুল পথিমধ্যে নানা প্রকার কুলাচার সাধন করিতেন ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি ! পদ্মলোচন কৃষ্ণ যে নৌকাখণ্ড রূপ কুলাচার সাধন করিয়া ছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি রূপিণী যে মহামায়া তিনি সর্ব প্রাণীর অগোচর শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপা নানা রত্নময়ী ॥ ৫ ॥

হংসকারাণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ ভ্রমরগণ পরিসেবিত ও নানা প্রকার সুগন্ধে আমোদিত ॥ ৬ ॥

টীকা ।

মার্গে মথুরা রাজধানী বর্ত্তানি হস্ত্যশ্ব রথপত্তীনাং হস্তি ঘোটক পদা-
তীনাং । ৩ ॥ যদিতি । পদ্মচক্ষুষা কৃষ্ণেন যৎকৃতখণ্ডং নৌকাখণ্ড
কেলিঃ কৃতং তৎ নিগদামি শৃণু ॥ ৪ ॥ অদৃশ্যেতি । পদ্মিনী সর্ব জন্তু-
নাং অদৃশ্যা । পদ্মিনী দধি বিক্রয়ার্থং মথুরাং গচ্ছতীতি কোপি ন জানা-
তীতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ হংসেতি । হংসকারাণ্ডবাদিভিঃ পক্ষিভিরাকীর্ণা ।
নানা সুগন্ধেন দেগন্ধপূর্ণা ॥ ৬ ॥ নানেতি । নানারূপধরা ক্লেদে ক্লেদ

নানাকপ ধরা ভদ্রে দিব্য স্ত্রীগণ বেক্ষিতা ।
 প্রতিকর্ণং মহেশানি নানাকপ ধরা সদা ॥ ৭ ॥
 কদাচিৎ শুক্লবর্ণাভা রক্তবর্ণা কদাপি চ ।
 হরিদ্বর্ণা কদাচিৎ সা চিত্র বর্ণা কদাপিবা ॥ ৮ ॥
 এবং বহুবিধা কপা নৌকা কালী স্বয়ং প্রিয়ে ।
 এবং ভূতান্ত সা নৌকা স্বয়নাবি রভুৎপ্রিয়ে ॥ ৯ ॥
 পদ্মিনী সহিতঃ কৃষ্ণে রাত্রৌ স্বপ্নং দদর্শহ ।
 আবিভূঁয় মহামায়া রাত্রৌ কিঞ্চিদুবাচহ ॥
 কৃষ্ণায় পরমেশানি রাধিকায়ৈ তথা প্রিয়ে ॥ ১০ ॥

অস্বার্থঃ ।

হে দেবি প্রতিকর্ণে নানাপ্রকার কপধারিণী ও দিব্য স্ত্রীগণ
 পরিবেষ্টিত ॥ ৭ ॥

কখন শুক্লবর্ণা কখন রক্তবর্ণা কখন হরিদ্বর্ণা কখন বা নানা
 কপ বর্ণময়ী ॥ ৮ ॥

উক্তকপা ও এবস্ত্রকার নানা কপধারিণী স্বয়ং কালিকাদেবী
 নৌকাকপে আবিভূঁতা হইলেন ॥ ৯ ॥

পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ নিশিযোগে এই স্বপ্ন দেখিলেন যে
 মহামায়া আবিভূঁত হইয়া বলিতেছেন ॥ ১০ ॥

টীকা ।

এবং বেশং পরিবর্তয়ন্তী ॥ ৭ ॥ কদাচিতি । ক্ষণে ক্ষণে এব নানাবর্ণ-
 ধারিণী । কদাচিৎ শুক্লা কদাচিৎ রক্তা ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ এবমিতি ।
 এবং প্রকারেণ বিবিধ বর্ণা ভূত্বা স্বয়ং কালী এব নৌকা রূপেণাবি রভু-
 দ্ধিত্তিভাষঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মিনীতি । পদ্মিনীসহিতঃ পদ্মিনী কৃষ্ণ রাত্রৌ
 স্বপ্নং দদর্শ হৃদয়পূরণে । স্বপ্ন বিবরণ মাহ আবিব্রিতি । মহামায়া
 কালী রাত্রৌ আবিভূঁয় সাক্ষাৎ কৃষ্ণায় রাধিকায়ৈ যদুবাচ তৎশৃণু ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ ।

শৃণু বৎস মহাবাহো সিদ্ধোৎসি কমলেক্ষণ ।
 নৌকা রূপেণ তো বৎস অহং কালী নচান্যথা ১১
 যমুনা মধ্যমার্গেতু তিষ্ঠামি ত্রিদিনং স্মৃত ।
 রাধয়া সহ রে পুত্র কুরু ক্রীড়াং জপং কুরু ১২
 তদা ত্বং সহসা বৎস প্রাপ্নোষি স্মৃথ মুত্তমং ।
 ইত্যুক্তা সহসা মায়া কালী বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
 পদ্মিনী সঙ্গমে কালে তত্রৈবা স্তুর ধীরত ॥১৩॥

অস্ত্যর্থঃ ।

কৃষ্ণের স্বপ্নাবস্থায় কালিকা বলিতেছেন, হে বৎস কৃষ্ণ !
 আমার বাক্য শ্রবণ কর তুমি সিদ্ধ হইয়াছ আমি কালী তোমার
 নৌকারূপে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১১ ॥

আমি যমুনা মধ্যমার্গে তিন দিন অবস্থিতি করিব । হে পুত্র
 তুমি রাধিকার সহিত ক্রীড়া ও জপ কর ॥ ১২ ॥

হে বৎস তাহাতে তুমি উত্তম স্মৃথ প্রাপ্ত হইবে । মহামায়া
 বৃন্দাবনেশ্বরী কালিকাদেবী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥১৩

টীকা ।

কালিকোবাচেতি । হে বৎস কৃষ্ণ শৃণু ত্বং সিদ্ধোৎসি অহং কালী তব
 নৌকারূপেণা বিভূতী । নচান্যথা এতন্মিন্ সংশয়ো নাস্তীতিভাবঃ ॥১১॥
 যমুনেতি । অহং দিনত্রয়ং ব্যাপ্য যমুনা পশ্চিমধ্যে তিষ্ঠামি । 'ত্বং রা-
 ধয়া সহ জলক্রীড়াং জপঞ্চ কুর্ষিতিভাবঃ ॥ ১২ ॥ তদেতি । তদা জল-
 ক্রীড়ায়াং উত্তমং স্মৃথং প্রাপ্নোষি ; বৃন্দাবনেশ্বরী কালী ইতি উক্তা । ত-

ততঃ কৃষ্ণো মহা বাহু রাশ্রিতো হন্যৎ শরীরকং
 নন্দ গোপগৃহে চান্যৎ সৃষ্ট্বাত্ত প্রযযৌ হরিঃ ॥ ১৪
 সত্ত্বরং প্রযযৌ দেবি কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 কালীকপাং মহা নৌকাং রাজমার্গ সমীপগাং ॥ ১৫
 সত্ত্বরং তত্র গত্ত্বাবৈ পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ ।
 নমস্কৃত্য মহা নৌকাং শ্রীদামাদি ভিরন্বিতঃ ।
 আরুহ পরমেশানি ইষ্ট বিদ্যাং জপেদ্ধরিঃ ॥ ১৬

অস্ত্যর্থঃ ।

তদনন্তর কৃষ্ণ নন্দ গোপগৃহে এক কৃত্রিম রূপ রাখিয়া স্বয়ং
 পদ্মিনী সঙ্গম লাভ মানসে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

পদ্ম দলেক্ষণ কৃষ্ণ যে রাজমার্গে নৌকারূপা মহাকালী আ-
 ছেন তথায় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ সত্ত্বর গমনে নৌকা সমীপে উপস্থিত হই-
 য়া শ্রীদামাদি বয়স্য বর্গের সহিত নৌকারোহণ পূর্বক ইষ্ট বিদ্যা
 জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

টীকা ।

টেক্স অস্তর্দ্রব্যো ॥ ১৩ ॥ তত ইতি । ততঃ কৃষ্ণঃ নন্দ গোপগৃহে অন্যৎ
 শরীরং আশ্রিতঃ একং শরীরং নন্দ গোপগৃহে স্থাপয়িত্বা প্রযযৌ গত-
 বান্ ॥ ১৪ ॥ সত্ত্বরমিতি । কৃষ্ণঃ সত্ত্বরং শীঘ্রং কালীকপাং মহানৌকাং
 জগাম ইতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ সত্ত্বরমিতি । হরিঃ শ্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ
 তত্র নৌকা সমীপে গত্ত্বা কালীকপাং মহানৌকা আরুহ ইষ্ট বিদ্যাং
 জপেৎ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রমিতি । হরিঃ রাত্রিশেষে মন্ত্রং জপ্ত্বা বংশীক বাদ-

মন্ত্রং জপ্ত্বা । রাত্রিশেষে বংশীং বাদয়ন্ হরিঃ ।
 জগতাং মোহনী বংশী মহাকালী স্বয়ং প্রিয়ে ১৭
 একাক্ষরেণ দেবেশি বাদয়ন্ মধুর ধ্বনিং ।
 একাক্ষরং তূর্য্য বীজং স্ত্রীণাং চিত্ত মনোহরং ১৮
 বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যাং জপেং প্রিয়ে ।
 প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য কৃষ্ণঃ স্বয়ং গণৈর্যুতঃ ১৯ ।
 ইষ্ট বিদ্যাং জপিত্বা বৈ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীং প্রিয়ে ।
 বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণঃ শৃঙ্গং বেণুং তথা পরং ২০

অন্ত্যর্থঃ ।

হে প্রিয়ে কৃষ্ণদেব ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিশেষে বংশী-
 বাদন আরম্ভ করিলেন । কৃষ্ণের বংশী জগন্মোহনকারী স্বয়ং
 কালিকাদেবী ॥ ১৭ ॥

একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বংশীতে মধুর ধ্বনি করিতে
 লাগিলেন । একাক্ষর তূর্য্যরীজ স্ত্রীদিগের চিত্ত সমাকর্ষণ করে ॥ ১৮ ॥

হে প্রিয়ে ! কৃষ্ণদেব বয়স্ক বর্গের সহিত মুরলী বাদন
 করতঃ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন ॥ ১৯ ॥

হে পার্শ্বতি কৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যার আরাধনা করিয়া পুনর্বার
 মুরলী শৃঙ্গ এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যবাদনে তৎপর হইলেন ॥ ২০ ॥

টীকা ।

য়ন্ গতঃ । কৃষ্ণস্য বংশী জগতাং মোহনী স্বয়ং প্রকৃতিঃ ॥ ১৭ ॥ একা-
 ক্ষরমিতি । একাক্ষরেণ বংশীংবাদয়তি । একাক্ষরো মনুঃস্ত্রীণাং চিত্তা
 কর্ষণ কারণং ॥ ১৮ ॥ বাদয়মিতি । কৃষ্ণঃ স্বগণৈঃ স্ত্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ
 প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য সমাপ্য মুরলীং বংশীংবাদয়ন্ ইষ্ট বিদ্যাং মহা-
 কালীং জপেদ্বিতি ॥ ১৯ ॥ ইষ্টেতি । কৃষ্ণঃ পূর্ণব্রহ্মময়ী মিস্ট বিদ্যাং

কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য হরিঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 খেলয়েদ্বিবিধাং ক্রীড়াং তরুজন্যাং বরাননে ॥ ২১ ॥
 এতস্মিন্ সময়ে দেবি রাধা ভুবনমোহিনী ।
 সখীগণেন সহিতা রঙ্গিনী কুসুম প্রভা ॥ ২২ ॥
 নানা কটাক্ষ সংযুক্তা হাস্যযুক্তা বরাননে ।
 সংপূজ্য রত্নভাণ্ডং সা অমৃতৈর্ধর বর্ণিনি ॥ ২৩ ॥
 জগাম যমুনা কূলং গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ ।
 চন্দ্রাবলীং সমাদায় গব্য মাদায় সত্বরং ॥ ২৪ ॥

* অস্ত্যর্থঃ ।

পদ্মপত্রাক হরি কাত্যায়নীকে নমস্কার করিয়া তরুণীর উপ-
 রে বিবিধ প্রকার ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

এমত সময়ে শতমূলী কুসুমপ্রভা ভুবনমোহিনী রাধা সখী-
 গণ সমভিব্যাহারে নানা প্রকার কটাক্ষ পূর্ণ দৃষ্টিপাত পূর্বক রত্ন
 ভাণ্ড সকল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত ও কীরসরে পরিপূর্ণ করিয়া
 সহাস্রবদনে গব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

হে সুন্দরি ! রাধিকা চন্দ্রাবলীকে সঙ্গে করিয়া গব্য বিক্রয়-
 চ্ছলে যমুনাतीরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

টীকা ।

জপিহা গুরলী শৃঙ্গাদিকং বাদয়তীতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ কাত্যায়নীমিতি ।
 কৃষ্ণঃ কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য প্রণম্য তরুজন্যাং নৌকাভ্যাং বিবিধাং ক্রীড়াং
 খেলয়েৎ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্মিতি । ভুবনমোহিনী ব্রজগম্মোহন রূপ-
 লাবণ্যবতী । রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা শতমূলী কুসুম বদতি লোহিতাঙ্গী ॥ ২২ ॥
 নানেতি ।* নানা কটাক্ষ সংযুক্তা বিবিধ ভঙ্গি মদ্যক্তিঃ । অমৃতৈঃ কীর
 শরাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥ জগামেতি গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ দধ্যাদি বিক্রয়ণ
 ব্যাজেন যমুনাকূলং জগাম গতবতী ॥ ২৪ ॥ বৃকভানু গৃহাদিতি বৃক-

বৃকভানু গৃহা দেবি নির্গত্য পদ্মিনী ততঃ ।
অন্যাভি গোপ কন্যাভির্বেষ্টিতা রাধিকা সদা ।

॥ ২৫ ॥

সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা ক্ষুর চকিত লোচনা ।
মুখারবিন্দ গন্ধেন তাঙ্গাং দেবি বরাননে ।
মোদিতাঃ পরমেশানি দেব গন্ধর্ব কিম্বরাঃ ॥ ২৬ ॥
তচ্চণুষ বরারোহে রহস্য মতি গোপনং ।
নৌকা সম্মিধি মাগত্য ক্রুক্ষায় যদুবাচসা ॥ ২৭ ॥
ইতি রাধাতন্ত্রে ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

অস্বার্থঃ ।

তদনন্তর পদ্মিনী বৃকভানু গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অন্তান্ত
সখীগণ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

রাধিকা সমস্ত শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণে ভূষিত হইয়া চলি-
লেন । তাহাদের মুখারবিন্দমোরভে দেব, কিম্বর ও গন্ধর্বগণ
মোহিত হইল ॥ ২৬ ॥

হে পার্শ্বতি ! পদ্মিনী নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ-
দেবকে যাহা বলিয়া ছিলেন সেই রহস্ত্র কথা শ্রবণ কর ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

টীকা ।

ভানোঃ পিতৃগৃহাৎ । অন্যাভি শৃঙ্গারাবলী প্রভৃতিভি গোপকন্যাভিঃ
সহিতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ সর্কেতি । সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা শৃঙ্গারোচিত
বেশাভরণ ভূষিতা । তাঙ্গাং গোপীনাং মুখ জুগন্ধেন দেবা দয়োপি
মুহুর্ভীতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥ তদ্বিতি । সারাধা নৌকা সমীপং গম্বী ক্রুক্ষায়
যদুবাচ তদ্রহস্যং শৃণু ॥ ২৭ ॥ ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

পার্কৃত্যবাচ ।

এতদ্রহস্যং পরমং কুলসাধন যুক্তমং ।
রূপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শূণু পার্ভতি বক্ষ্যামি পদ্মিনী তত্ত্ব যুক্তমং ।
অতি গুপ্তং মহৎপুণ্য মপ্রকাশ্যং কদাচন ॥ ২ ॥
এতৎ সর্বং মহেশানি তবলীলা দুরত্যয়া ।
তবলীলা দুরাধৰ্ষা কৃষ্ণপ্রেম বিবর্জিনী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

পার্কৃতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দয়ানিধে মহাদেব !
কৃপা করিয়া এই কুল সাধন রহস্য আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্কৃতি ! সর্বোত্তম পদ্মিনী তত্ত্ব
তোমার নিকট বলিতেছি । এই পদ্মিনী অতিগুপ্ত, পুণ্য জনক
ও অতি অপ্রকাশ্য ॥ ২ ॥

হে মহেশ্বর ! এই সকলই ছুরধিগম্য তব লীলা সাধারণের
বুদ্ধির অগম্য ও কৃষ্ণের প্রেম বৃদ্ধি করী ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্কৃত্যবাচেতি । হে দয়ানিধে ! কৃপাময় এতদ্রহস্যং নৌকাখণ্ড
বৃত্তান্তং রূপয়া মযানুগ্ৰহেণ কথয় ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হে পার্কৃতি !
অতি গোপ্যং পদ্মিনী তত্ত্বং বক্ষ্যামি শূণু তুমিতি শেষঃ । এতদ্রহস্যং
কদাপি ন প্রকাশনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ এতদ্বিতি । এতৎসর্বমেব তব-
লীলা । দুরত্যয়া দুঃস্বপ্না । কৃষ্ণপ্রেম বিবর্জিনী কৃষ্ণপ্রেম সম্পাদি-
কেতি ॥ ৩ ॥ রাখিকেতি । যা রাখিকা সা কৃষ্ণ বাগ্ভব্যা পদ্মিনী । যঃ

রাধিকা পদ্মিনী যাসা কৃষ্ণ দেবস্য বাগ্ভবা ।
 বামুদেবাংশ সন্তৃতঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদক্ষেণঃ ॥ ৪ ॥
 পদ্মিনী সততং তস্য কৃষ্ণস্য বাগ্ভবাশ্রয়ে ।
 আগত্য সত্ত্বরং তত্র পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ॥ ৫ ॥
 কাত্যায়ন্যাঃ প্রসাদেন ব্রজবাসিন্য এবহি ।
 প্রজেপু রনিশং কূর্চং চতুর্ভগ প্রদায়কং ॥ ৬ ॥
 রাজমার্গে মহেশানি নানারত্ন বিভূষিতে ।
 কদম্ব পাদপচ্ছায়া তমাল বনশোভিতে ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

যিনি পদ্মিনী তিনিই রাধিকা আর কৃষ্ণ বামুদেবের অংশ ॥ ৪ ॥
 কৃষ্ণমোহিনী গদ্যগন্ধিনী পদ্মিনী সত্ত্বর নৌকা সমীপে উপ-
 স্থিত হইয়া কূর্চবীজ রূপ একাক্ষর ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫ ॥

কাত্যায়নীর প্রসাদে ব্রজ বাসিনী যুবতিগণ সকলেই চতুর্ভগ
 প্রদ কূর্চাখ্য একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

হে মহেশানি ! নানারত্ন বিভূষিত কদম্বাদি পাদপচ্ছায়া
 শোভিত যমুনারাজমার্গে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী রত্ন বিভূষিতা
 নৌকা দেখিতে পাইলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

কৃষ্ণঃ স বামুদেবস্য অংশোৎপন্ন ইতি ॥ ৪ ॥ পদ্মিনীতি । কৃষ্ণস্য বাগ্-
 ভবা কৃষ্ণ বাগ্ভবপত্নী । পদ্মগন্ধিনী পদ্মনোগন্ধপূর্ণা । কূর্চাখ্যং ছ-
 মিত্যেকাক্ষরং মন্ত্রং জপেদিত্যেবম্ । কৃষ্ণমোহিনী কৃষ্ণবশীকরণ-সা-
 ধিনী ॥ ৫ ॥ কাত্যায়ন্যা ইতি । ব্রজবাসিন্যশ্চজ্ঞাবলী অভূতমোহন্যর্থঃ
 কূর্চবীজঃ প্রজেপুর্নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাজেতি রাজমার্গে রাজপাথে নানারত্ন
 বিভূষিতে সুবর্ণাদি খচিত ॥ ৭ ॥ কালিন্দীতি । পদ্মিনী । রাজ-

কালিন্দী রাজমাগেতু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 যত্রাপশ্যাম্বেশানি নৌকাং রত্ন বিভূষিতাং । ৮।
 প্রণম্য মনসা নৌকাং নাম্না ব্রহ্ম প্রবাহিনীং ।
 জপেৎ কূর্চং মহাবীজ মনিশং কমলেক্ষণে । ৯।
 এতস্মিন্ সময়ে দেবে জগন্মাতা জন্ময়ী ।
 ততান মোহিনীং মায়াং প্রাকৃতস্যেব পার্বতি । ১০।
 পদ্মিনীমুবাচ ।

ভো কৃষ্ণ নন্দ পুত্রস্তুং সত্ত্বরং শৃণু মদ্বচঃ ।
 আগতাহং মহাবাহো গোকুলাদেবকীমুত ।
 পারং পারয় ভদ্রং তে শীঘ্রং মে গোপনন্দন । ১১।
 ভাষা ।

হে কমলাক্ষি ! পদ্মিনী সেই ব্রহ্মস্বরূপিনী নৌকা মানসে
 প্রণাম করিয়া সর্বদা মহামন্ত্র কূর্চবীজ জপ করিতে লাগিলেন । ৯
 এমত সময়ে জগন্মাতা জগন্ময়ী মহামায়া প্রাকৃতির হ্যায়
 এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন ॥ ১০ ॥

পদ্মিনী বলিলেন হে নন্দনন্দন মহাবাহু কৃষ্ণ ! আমার বাক্য
 শ্রবণ কর ; আমি গোকুল হইতে আসিয়াছি । হে দেবকীনন্দন !
 আমাকে শীঘ্র যমুনা পারে নয়ন কর ॥ ১১ ॥

অর্থার্থঃ ।

মার্গে রত্নবিভূষিতাং নৌকাং অপশ্যৎ দদর্শেত্যর্থঃ । ৮ ॥ প্রণমেত্যতি ।
 নাম্না ব্রহ্মস্বরূপিনীং নৌকাং মনসা প্রণম্য মহাবীজং কূর্চং জপেৎ ॥ ৯ ॥
 এতস্মিন্নিতি । এতস্মিন্ সময়ে পদ্মিনী জপকালে জগন্মাতা মহামায়া
 মোহিনীং মায়াং ততান প্রকাশয়ামাস । প্রাকৃতোক্তেনো যথা মুহুরতি তথা
 পদ্মিনী মহামায়া মায়ায়া মুহুরতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিনীমুবাচেতি ।
 ভো নন্দমুত মদ্বচঃ শৃণু অহং গোকুলাদাগতা শীঘ্রং পারং পারয় মাং

কৃষ্ণ উবাচ ।

আগচ্ছ মৃগশাবাক্ষি কুত্র যাস্যসি তদ্বদ ।
 রত্ন ভাণ্ডেষু কিং দ্রব্যং দধি দুগ্ধং যুতস্তথা ॥ ১২ ॥
 তদুক্ত্বা সত্ত্বরং কৃষ্ণে রাধামাকুষ্য পার্বতি ।
 ততঃ কৃষ্ণে মহাবাহু স্তা স্তাঃ সর্বাশ্চ গোপিকাঃ
 নৌকায়াং প্রাবিশন্তু ৰাধিকাং কমলেক্ষণে ॥ ১৩ ॥
 শৃণু প্রাজ্ঞে নম বচো দানং দেহি ময়ি প্রিয়ে ।
 দানং বিনা কদাচিত্তু নহি পারং করোম্যহং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে মৃগশাবাক্ষি ! আগমম কর এবং কোথায়
 যাইবে বল । তোমাদের রত্ন ভাণ্ডে দধি দুগ্ধাদি দেখিতেছি
 কেন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া রাধাকে আকর্ষণ পূর্বক দধি দুগ্ধাদি
 ভক্ষণ করিয়া সমস্ত গোপীগণ ও রাধিকাকে নৌকায় আরোহণ
 করাইলেন ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে ! আমার কথা শ্রবণ কর শীঘ্র ভরণ্য প্রদান কর
 দান প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রকারেও পার গমন করিতে
 পারিবা না ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যদুনা পারং নয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মৃগশাবলোচনে !
 আগচ্ছকুত্র যাস্যসি রত্নভাণ্ডে কিং দ্রব্যমস্তি তদ্বদ ॥ ১২ ॥ তদ্বিতি ।
 কৃষ্ণঃ তত্ত্ব ভাণ্ডে দধি দুগ্ধাদিকং কুত্র রাধিকাং অন্যান্য গোপীগণানপি
 আকুষ্য নৌকাং প্রাবিশং নৌকামারোহয়ামাস ॥ ১৩ ॥ শৃণুতি ।
 দানং পারগমন পণ্যং । দানং পণ্যং বিনাকথমপি পারং ন করোমি ॥ ১৪ ॥

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো কস্যদানং বদস্বমে ।
নায়কত্বং কদাপ্রাপ্তং কস্মাদ্বা কমলেক্ষণ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

নায়কত্বং যদাপ্রাপ্তং যস্মাদ্বা তবতেন কিং ।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহংদানী সুনিস্চিতং ১৬
অতএব কুরদাক্ষি অহং দানী নচান্যথা ।
ক্রয় বিক্রয়ণেচৈব গমনাগমনে তথা ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! কাহাকে দান দিতে
হইবে এবং তুমি কাহার কর গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা বল ॥ ১৫
হে যুগলোচনে ! ক্রয় বিক্রয়ে ও গমনাগমনে আমি কংস-
রাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি । আমি ভিন্ন আর করগ্রাহী
কেহ নাই ॥ ১৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

রাধিকোবাচেতি । কস্যদানং কোদানং গৃহীষ্যতীত্যর্থঃ । ত্বং কস্য
নায়কঃ দানাদান কর্মণি নিযুক্তঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । অহং কস্য-
দানী কদাবাদানীত্বং প্রাপ্তবানিতি তেন তবকিং কিমপি প্রয়োজনং
নাভীত্যর্থঃ । অহং কংসরাজস্য দানী ॥ ১৬ ॥ অতএবেতি । মহং
দানমদন্ত্বা কোপি ক্রয়বিক্রয়ণং গমনাগমনঞ্চ কর্তৃত্বং ন শক্যতীতিভাবঃ ॥
১৭ ॥ যদ্বনেতি । যদ্বনাঙ্গলপানেচ অহং দানী যোপি যদ্বনাঙ্গল

যমুনা জল পানেচ পারে বা রোহণে তথা ।
 অহং দানী সদাভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে ॥ ১৮
 সামান্য যৌবনেচৈব কোটি স্বর্গং হরাম্যহং ।
 যৌবনং তত্র যদৃষ্টং ত্রৈলোক্যেচাতি দুর্লভং ॥ ১৯

চন্দ্রাবল্যুবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো পারং কুরু যথোচিতং ।
 দানং নাস্তি ব্রজে গোপনন্দ গোপস্য শাসনাৎ ॥ ২০

ভাষা ।

যে কেহ এখানে যমুনার জলপান করে কিম্বা পার গমন
 করিয়া থাকে তাহার কর দিতে হয় । আমি যৌবন ভিন্ন অন্য
 দান গ্রহণ করি না ॥ ১৮ ॥

তুমি যদি আমাকে এই সামান্য যৌবন কর প্রদান কর তবে
 আমার কোটি স্বর্গলাভ হইবে । তোমার এই যৌবন দেখিতেছি
 ইহা ত্রিভুবনের দুর্লভ পদার্থ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রাবলী বলিতেছেন হে কৃষ্ণ ! নন্দগোপের শাসনে ব্রজ-
 পুরে করদানের বিধি নাই তথাপি আমরা তোমাকে যথোচিত
 কর দিতেছি তুমি আমাদের পার কর ॥ ২০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পানং করোতি সোপি নহং দানং দদাতীত্যর্থঃ । অহং তব যৌবনস্য-
 দানী নচার্থাদেঃ ॥ ১৮ ॥ সামান্যেতি । তব সামান্য যৌবনে কোটি-
 স্বর্গং হরামি তবযং যৌবনং দৃষ্টং তত্রিভুবন দুর্লভং ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রাবল্যু-
 বাচেতি । হে কৃষ্ণ ! পারং কুরু নন্দগোপস্য শাসনাৎ হৃন্দাবনে
 দানং নাস্তি ॥ ২০ ॥ নন্দ ইতি । তব পিতানন্দঃ ধর্মাত্মা সত্য

নন্দোমহাত্মাগোপাল পিতাতে শ্যাম সুন্দর ।
 ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদীচ সর্ব ধর্ম্মেষু তৎপরঃ ॥ ২১ ॥
 তবমাতা যশোদাচ এতচ্ছ্রুত্বাবচ স্তব ।
 প্রহারৈঃ করজনৈশ্চ ক্লৃষ্টত্বাং তাড়য়িষ্যতি ।
 পারংকুরুত্বমস্মান্ ভো যদিচ্ছেঃ ক্ষেমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
 কৃষ্ণ উবাচ ।

দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি গোরসস্য জনে জনে ।
 যৌবনস্যতথাদানং দ্রুতং দেহি পৃথকপৃথক ২৩
 ভাষা ।

হে গোপাল ! তোমার পিতা নন্দরাজ অতি মহাত্মা,
 সত্যবাদী ও সর্ব ধর্ম্মে তৎপর ॥ ২১ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার মাতা যশোদা এই রূপ বাক্য শুনিলে
 তোমাকে করপ্রহারে তাড়ন করিবে। হে শ্যামসুন্দর ! যদি
 আপনার ভাল ইচ্ছা কর তবে আমাদিগকে পার কর ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গনয়নে ! তোমরা প্রত্যেকে
 দধি দুগ্ধাদির কর প্রদান কর এবং শীঘ্র যৌবন প্রদান করিয়া
 রাজদান ইহাতে নিষ্কৃতি লাভ কর ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বাদীচ । সনৈতদৌরাভ্যুত্মাচিকীর্ষতীতিভাবঃ ॥ ২১ ॥ তবেতি তব মাতা
 যশোদা তব এতদানগ্রহণং ক্ষুদ্ভা করজনৈঃ প্রহারৈঃ স্ত্বাং তাড়য়িষ্যতি ।
 যদি আত্মমঃ ক্ষেমং স্তবং ইচ্ছেঃ তদাশীষং পারং কুরু ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণ উবা-
 চেতি । গোরসস্য দুগ্ধস্য । অহমস্যদর্থাদিকং ন গ্রহীষ্যামি । মহৎপৃথকপৃথক
 স্ব স্ব যৌবনদানং দেহীতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥ অন্যানীতি । তব যদি বন্ধগি

অন্যানি গুহ্যরত্নানি বর্ত্ততে হৃদি যত্তব ।
 চৌরাসিদ্ধং কুরঙ্গাক্ষি কুতো যাস্যসি মৎপুরঃ ।
 কস্যাহত্য ধনং ভদ্রে বহুমূল্যং মনোহরং ॥২৪॥
 মনোমে দূয়তে ভদ্রে দৃষ্ট্বা হৃদয় সংস্থিতং ।
 হৃদয়ে তব যন্তদ্রে রত্নং ত্রৈলোক্য মোহনং ।
 এতদ্রত্নং সমালোক্য কস্যচিত্ত্বং ন দূয়তে ॥২৫॥
 হৃদি যদ্বিদ্যতে ভদ্রে পদ্মরাগ সমপ্রভং ।
 এতদ্রত্নং কুতোলক্খামথুরাং যাস্যসিপ্রিয়ে ॥২৬॥

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! তোমাদের হৃদয়োপরি অসংখ্য গুপ্ত রত্ন আছে
 তোমরা ঐ সকল রত্ন চুরি করিয়া কি প্রকারে পার গমন করিবে ।
 তোমরা কাহার এই মনোহর রত্ন অপহরণ করিয়া যাইতেছ ॥২৪ ॥

তোমাদের হৃদয়স্থ রত্ন দেখিয়া আমার সাতিশয় মানসিক
 ক্লেশ হইতেছে । এই ত্রিভুবন মোহন রত্ন দেখিলে কাহার চিত্তে
 না ব্যথা জন্মে ॥ ২৫ ॥

হে কুরঙ্গাক্ষি ! তোমার হৃদয়ে যে পদ্ম সম প্রভ রত্ন দেখি-
 তেছি ইহা কোথা হইতে লাভ করিয়া মথুরায় যাইবে ॥ ২৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

অন্যানি স্তনরূপানি যানিবর্ত্তন্তে তান্যপিদেহি । মৎপুরঃ' মৎসমীপে
 ত্বং কস্য রত্নমাহত্য যাস্যসি । ত্বং চৌরাসি চৌরকর্ম্মরত্নাসি ॥ ২৪ ॥
 মন ইতি । তে তব হৃদয়স্থিতং রত্নং । মে মম মনঃ দূয়তে পরিতপ্তোভবতি ।
 এতদ্রত্নং দৃষ্ট্বা কস্যচেতো ন দূয়তেতপ্যতি ॥ ২৫ ॥ হৃদীতি । তব হৃদিপদ্ম
 রাগ সমপ্রভং যত্রত্বং বিদ্যতে এতদ্রত্নং কুতো কস্যলক্খামথুরাং যাস্যসি ॥
 ॥ ২৬ ॥ যত্রত্নমিতি । পদ্মরাগাদিরত্নং গন্ধহীনং তবহৃদিস্থিতং যত্রত্নং

যদ্রত্নং পদ্মরাগাদি গন্ধহীনং সদাসখি ।
 মহদগন্ধযুতং রত্নং হৃদয়ে তব সংস্থিতং ॥ ২৭ ॥
 কামসন্দীপনং নাম রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং ।
 নানাপুষ্প সুগন্ধেন মোদিতং তব সুন্দরি ॥ ২৮ ॥
 কদম্ব কোরকাকারং হৃদয়ে তব বর্ততে ।
 আচ্ছাদ্য বহু যত্নেন সংপুষ্টং দৃঢ় বন্ধনৈঃ ॥ ২৯ ॥
 কুতোলকাসি কস্যাপি চৌরাতে নিশ্চিতামতিঃ ।
 অদ্য সর্বং প্রণেষ্যামি বহুরত্নাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

পদ্ম রাগাদিরত্ন গন্ধ বিহীন । তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন
 সদা সদগন্ধ পূর্ণ ॥ ২৭ ॥

হে সুন্দরি তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন কাম সন্দীপনকারী
 ত্রৈলোক্যমোহন ও নানা পুষ্পের সৌরভে পরিপূর্ণ ॥ ২৮ ॥

তোমরা কদম্ব কোরকাকার এই রত্নকে হৃদয়োপরি বহু যত্নে
 কর পুষ্টে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ ॥ ২৯ ॥

হে প্রিয়ে ! তুমি কোথা হইতে এই রত্ন লাভ করিয়াছ ।
 নিশ্চয় তোমার চৌর বুদ্ধি দেখিতেছি ; অদ্য তোমার এই সমস্ত
 রত্ন আমি হরণ করিব ॥ ৩০ ॥

অন্বার্থঃ ।

৩০সদগন্ধযুতং । এতস্য গন্ধেনাহং মোহিতোন্মি ॥ ২৭ ॥ কামেনতি ।
 এতদ্রত্নং কামসন্দীপনং কামোদ্দীপকং । নানাপুষ্প সুগন্ধেন মোদিতং
 সদগন্ধযুতং । ২৮ ॥ কদম্বেনতি । কদম্ব কলিকাবদতি বর্তুলাং । সং-
 পুষ্টে রাবরপৈ রিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ উবাচেনতি । কুতোলকাসি এত-
 দ্রত্নমিতি শেষঃ । চৌরঃ । চৌরকর্মোচিতা । অদ্য সর্বং রত্নাদিকঞ্চ
 প্রণেষ্যামি গৃহীষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ চৌরেনতি । সর্বং এব চৌর প্রায়া

চৌরপ্রায়। নিরীক্ষ্যন্তে এতাঃ সর্বাশচ যোষিতঃ ।
 এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্য পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 সন্দর্শৌষ্ঠপুটা ক্রুদ্ধা কিয়দাক্য মুবাচহ ॥৩১॥

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্বিংশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

তোমাদিগের সকলকে চৌরপ্রায় দেখিতেছি এই কথা
 শুনিয়া পদ্মিনী ক্রোধ ভরে ওষ্ঠ দংশন করত বলিতে
 লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্বিংশ পটল ।

অন্বার্থঃ ।

চৌরকর্ম রতা নিরীক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে । যোষিতঃ নার্যঃ । সন্দর্শৌষ্ঠপুটা
 কোপেন সন্দর্শৌষ্ঠাধরা ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্বিংশ পটলঃ ।

পার্কৃত্যবাচ ।

কৃষ্ণস্যোক্তিং ততঃ শ্রুত্বা পদ্মিনীকিমকরোত্তদা ।
এতৎ স্মৃতীকৃতং দেবেশ রহস্যং রূপয়াবদ ॥১৥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু পার্শ্বতি বক্ষ্যামি যদুক্তং পদ্মিনী পুরা ।
কৃষ্ণায় নিষ্ঠুরং বাক্যং লোলমধ্যে বরাননে ২ ॥

পদ্মিন্যুবাচ ।

শৃণু পুত্রনন্দসুনো যশোদানন্দ বর্দ্ধন ।
স্ত্রীহীনঃ সততং ত্বংহি জন্ম গোপ গৃহে যতঃ ৩ ॥

ভাষা ।

পার্কর্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন; হে মহাদেব পদ্মিনী কৃষ্ণের
এইকপ দুর্ভাক্য শুনিয়া কি করিলেন তাহা বল । ১ ।

মহাদেব বলিতেছেন হে পার্কর্তি ! পদ্মিনী কৃষ্ণের নিষ্ঠুর
বাক্য শুনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ২ ।

পদ্মিনী বলিতেছেন । হে নন্দপুত্র যশোদানন্দবর্দ্ধন ! শ্রবণ
কর ; তুমি গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ অতএব তোমার
শ্রী বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্কৃত্য বাচোতি । কৃষ্ণবচনমাকর্ণ্য পদ্মিনী কিমকরোদাচচার এতত্র-
হস্যং বদ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ তদ্বক্ষ্যামি
শৃণু । নিষ্ঠুরং পরুষং । লোলমধ্যে কৃষ্ণ মধ্যে এতত্তুপার্কর্তী সম্বো-
ধনং ॥ ২ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি । হে নন্দ সুনোশৃণু যতন্তব গোপগৃহে জন্ম
অতন্ত্বং স্ত্রীহীনঃ সৌভাগ্য বর্জিতঃ ॥ ৩ ॥ নন্দস্যেতি । ত্বং নন্দস্য

নন্দস্য পোষ্য পুত্রস্তুং গব্যচৌরো ভবান্ সদা ।
 বিনানন্দং সদা ত্বংহি সৎকৰ্ম্ম রহিতঃ সদা ॥৪॥
 ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ স্বকীয়ং পরমেববা ।
 আদ্যন্তু রহিতস্যাপি ন লজ্জা তব বিদ্যতে ॥৫॥
 নির্লজ্জস্তুং সদামুত্ পরাশ্রয় পরঃ সদা ।
 পরদাররত স্তুংহি পরদ্রব্য পরায়ণঃ ।
 পরদ্রোহী সদাগোপ পরবেশ যুতঃ সদা ॥৬॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! তুমি নন্দরাজের পোষ্যপুত্র হইয়া গব্য চুরি করিয়া
 ভক্ষণ কর । তুমি সৰ্বদা কেবল আমোদে কাল কৰ্ত্তন করিতেছ ।
 তোমার কোন সৎকৰ্ম্ম নাই ॥ ৪ ॥

তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, কুল নাই
 তথাপি তোমার লজ্জা হয় না ॥ ৫ ॥

হে নির্লজ্জ ! তুমি সদা পরাশ্রয়ে বাস কর পরদাররত ও
 পরদ্রব্যভিলাষী পরদ্রোহ তোমার নিত্য ব্যবসায় সদা পরবেশে
 ভ্রমণ কর ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পোষ্যপুত্রঃ পাল্যপুত্রঃ গব্যচৌরঃ সন্দিগ্ধ দিধি দুষ্কান্দিকংচৌরয়নীত্যর্থঃ ।
 সৎকৰ্ম্ম রহিতঃ কুকৰ্ম্মরতঃ ॥ ৪ ॥ নমাভেতি । তব মাতাপিতা বন্ধুশ্চ
 কোপি নাস্তি । তব লজ্জান বিদ্যতে ॥ ৫ ॥ নির্লজ্জোতি । ত্বংনির্লজ্জঃ
 লজ্জাহীনঃ । পরাশ্রয় পরঃ পরভাগ্য জীবী । পরদাররতঃ পরনারী-
 বিহারী । পরদ্রব্য পরায়ণঃ পরদ্রব্যচৌরঃ । পরদ্রোহী পরহিংসকঃ ॥৬॥

গোপ্রচারী সদাগোপী সঙ্গত স্ত্বংহি শাস্বতঃ ।
 গোদোহনরতো নিত্যংগব্যচৌরো ভবান্ধতঃ ॥ ৭ ॥
 গোহস্তা পক্ষিহস্তাচ স্ত্রীঘাতী অনুপাতকী ।
 গোপালোহি যত স্ত্বংহি বহু কিং কয়থামিতে ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

যৎকথয়সি তৎসত্যং নান্যথা বচনং তব ।
 দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি নত্যজামি কদাচন ॥ ৯ ॥

ভাষা ।

তুমি সদা গোচারণ কর, এবং গোপ স্ত্রী হরণ তোমার নিয়ত
 কার্য গোদোহন করিয়া গব্য চুরি তোমার জীবিকা ॥ ৭ ॥

তুমি গোহস্তা, পক্ষিহস্তা, স্ত্রীঘাতী অনু পাতকী অতএব
 তোমাকে আর কি বলিব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য
 কিছুই মিথ্যা নহে ; এইক্ষণ আমাকে দান দেও আমি তোমার
 কোন কথায় ভুলিয়া দান পরিত্যাগ করিব না ॥ ৯ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

গোপ্রচারীতি । গোপ্রচারী গোচারণ শীলঃ । গোপীসঙ্গতঃ গোপনারী
 সঙ্গং প্রাপ্তঃ । গোদোহন রতঃ । গাভী দোহনকারী ॥ ৭ ॥ গোহস্তেতি ।
 স্ত্বং গোহস্তা গোঘাতী পক্ষি হস্তা পক্ষি ঘাতী । অনুপাতকী মহৎপাপকর
 রতঃ । কতস্ত্বং গোপালঃ অতঃ কিং বহু কথয়ামি ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণউবাচেতি ।
 হে যুবতি স্ত্বং যৎকথয়সি তৎসত্যং দানং দেহি । অহং
 তব কথয়া দানং নত্যজামি ॥ ৯ ॥ পক্ষিনুবাচেতি । অগ্নিন দেশে

পদ্মিন্যুবাচ ।

অগ্নিন্ দেশে মহীপালঃ কংসঃ সত্য পরায়ণঃ ।
 বিদ্যমানে মহীপালে কংসে সত্য পরাক্রমে ।
 কদাচিদপি কস্মৈচিন্ন দানং প্রদদাবহং ॥১০॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

চক্রবর্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব গুণাশ্রয়ঃ ।
 তস্যাদিকারে সতত মহৎদানী স্মৃনিশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥
 হৃদিতে মৃগশাবাক্ষি স্থির সৌদামিনীপ্রভং ।
 পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্ত্বরং ॥১২॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! এই দেশের অধীশ্বর রাজা
 কংস বিদ্যমানে আমরা কখন কাহাকে দান প্রদান করি
 নাই ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, কংস মহারাজ সসাগরা ধরার অদ্বিতীয়
 অধীশ্বর আমি তাঁহার নিযুক্তরূপে দান আদায় করি ॥ ১১ ॥

হে স্তম্ভরি ! তোমার হৃদয়ে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন
 দেখিতেছি তাহা শীঘ্র আমাকে দান কর ॥ ১২ ॥

অস্তুার্থঃ ।

কংসঃ মহীপালঃ রাজা । কংসে রাজ্যে মহীপালে সতি কদাচিদপি দানং
 ন দদৌ ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । চক্রবর্তী সসাগরা ধরায় অদ্বিতীয়ো-
 ধীশ্বরঃ কংসঃ তস্যাদিকারে অহং দানী দান গ্রহণ নিয়োগী ॥ ১১ ॥
 হৃদীতি । স্থির সৌদামিনীপ্রভং তত্ত্বং পুঞ্জ বদন্ত্যঙ্কলং । হৃদিত্বিত্ত্বস্তন
 রত্নমেব দানং দেহীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ দানমিতি । দানং দত্ত্বা মথুরাং

দানং দত্ত্বা কুরঙ্গাঙ্গি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি ।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥১৩॥

রাধিকোবাচ ।

গোপাল বহবো দোষা বিদ্যন্তে সততং তব ।
শৃণু গোপাল বৃত্তান্তং মম রত্নস্য সাম্প্রতং ॥১৪॥
হৃদয়স্থং যদেতত্তু রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং ।
স্তনস্ত স্তবকাকারং পরং ব্রহ্ম স্বকপিতং ॥১৫॥

ভাষা ।

হে কুরঙ্গাঙ্গি ! দান প্রদান করিয়া মথুরাতে গমন কর
অন্যথা তোমাদের সমস্ত পরিচ্ছদ ও রত্ন অপহরণ করিব ॥ ১৩ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে গোপাল ! তুমি বহু দোষাকর ইহা
আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে ; এইক্ষণ এই রত্ন বৃত্তান্ত বলি-
তেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমাদের হৃদয়ে যে ত্রৈলোক্যমোহন রত্ন দেখি-
তেছ ইহা স্তন কপি পূর্ণ ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গচ্ছ যদি ন যচ্ছসি তদা তব সর্বং ধনং বস্ত্রাদিকঞ্চ হরিষ্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
রাধিকোবাচৈতি । হে গোপাল ত্বয়ি বহবো দোষা বিদ্যন্তে মম রত্নস্য
বৃত্তান্তং শৃণুত্ব্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মম হৃদয়স্থং ত্রৈলোক্য মোহনং যত্র ত্বং
দৃশ্যতে তত্র ত্বং ব্রহ্ম স্বকপি । স্তবকাকারং কুটিলমদৃশং ॥ ১৫ ॥ নাসেতি ।

নাসাগ্রে মমগোপাল মৌক্তিকং যচ্চ কৌস্তভং ।
 হৃদয়ে মমগোপাল যত্রং পশ্যসি তচ্ছৃণু ॥১৬॥
 শৃণু কৃষ্ণ মহামুঢ় পদ্মিনী রাধিকা স্বয়ং ।
 এতস্যাঃ কণ্ঠ সংস্থায়া মালানাম্না কলাবতী ॥১৮॥
 এতাঃ সৰ্বাগোপকন্যাঃ কুমার্যাঃ পরিচারিকাঃ ।
 আত্মানং নৈব জানাসি অতন্তে চপলামতিঃ ॥১৯॥

ভাষা ।

এবং নাসাগ্রে যে মৌক্তিক ও হৃদয়ে কৌস্তভমণি দেখিতেছ
 ইহার বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার হৃদয়স্থ রত্ন মুক্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
 এই মুক্তাফল স্বয়ং চিত্রিণী নায়িকা ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি সকলই বিম্বৃত হইয়াছ রাধিকা স্বয়ং পদ্মিনী
 ইহার কণ্ঠস্থিতা হে মালা তাহার নাম কলাবতী ॥ ১৮ ॥

এই যে সকল গোপকন্যা ইহার কুমারীর পরিচারিকা । তুমি
 আত্মা বিম্বৃত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥

অর্থার্থঃ ।

মমনাসাগ্রে যমৌক্তিকং হৃদয়েচ যৎকৌস্তভং মুক্তাবিশেষঃ পশ্যসি
 ওদ্ধৃতান্ত মপি শৃণুত্বার্থঃ ॥ ১৬ ॥ যদিতি । মমহৃদয়ে যত্রত্নং তদপি
 মৌক্তিক কাঙ্ক্ষায়তে । এত মুক্তাফলমপি ন সামান্যং কিন্তু চিত্রিণী নাম
 নায়িকা ॥ ১৭ ॥ শৃণুতি । হে মূঢ়শৃণু । পদ্মিনী এর রাধাতন্ত্রাঃ
 কণ্ঠস্থিতা যামালা সা কলাবতী ॥ ১৮ ॥ এতাইতি । এতান্নানার্যো
 দৃশ্যন্তে তাঃ সৰ্বাগোপকন্যাঃ রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ । স্বমাঙ্গানমেব
 ন জানাসি অতন্তে মতিচপলা ॥ ১৯ ॥ চপলেতি । চপলশব্দকলমতিঃ ।

চপলস্তুংসদা কৃষ্ণ পর নারীরতঃ সদা ।

এতামুতা মন্দভাগ্যা শুব সঙ্গরতাঃ সদা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

পদ্মনেত্রে স্মিতমুখি একং প্রচ্ছামি পদ্মিনি ।

নাসাগ্রসংস্থিতাং মুক্তাং স্থির সৌদামিনীপ্রভাং

কানসন্দীপনীং মুক্তাং নাসায়াং তবতিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে পঞ্চবিংশ
পটলঃ ।

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ! তুমি অতি চপল ও সর্বদা পরনারীতে আশক্ত
আছ, এবং এই সকল ভাগ্যহীন নারীগণ তোমার সঙ্গরত ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে পদ্মিনি! তোমার নাসাগ্রস্থিত যে স্থির
সৌদামিনী প্রভ মুক্তা দেখিতেছি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা
করিতেছি বল ॥ ২১ ॥

ইতি পঞ্চবিংশ পটলঃ ।

অস্ম্যর্থঃ ।

পরনারীরতঃ পরস্মী সঙ্গামাভিলাষী ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । প্রচ্ছামি
জ্ঞাতুমিচ্ছামি । স্থির সৌদামিনীপ্রভাং স্থিরানিশ্চলায়া সৌদামিনী
তড়িলতা তৎপ্ৰভাং ওদুদুজ্জ্বলাং । কানসন্দীপনীং কানস্বেন বর্জিনীং ॥ ২১ ॥

ইতি পঞ্চবিংশ পটলঃ ।

রাধিকোবাচ ।

মুক্তাফলমিদং কৃষ্ণ ত্রৈলোক্য বীজরূপকং ।
 মুক্তাফলস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিত্বং নহি শক্যতে ॥১॥
 ইদং মুক্তাফলং কৃষ্ণ মহামায়া স্বরূপিণী ।
 অস্মিন্মুক্তাফলেবিশ্বং তিষ্ঠন্তি কোটিকোটিশঃ ॥২॥
 বহুভাগ্যেন গোপেন্দ্র লব্ধং মুক্তাফলং হরে ।
 মুক্তাফলং ময়ালব্ধং ত্রিপুরা পদপূজনাং ॥৩॥
 কৃষ্ণ উবাচ ।

রাধিকে শৃণু মদ্বাক্যং রূপয়াবদ কামিনি ।
 ইদং মুক্তাফলং তদ্রে মদনস্যচ মন্দিরং ॥ ৪ ॥
 ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! এই মুক্তাফল ত্রিভুবনের
 কারণ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই ॥ ১ ॥

এই মুক্তাফল স্বয়ং মহামায়া ; ইহাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্য-
 মান আছে ॥ ২ ॥

হে গোপেন্দ্র ! আমি বহু ভাগ্যবলে ত্রিপুরা পদপূজা করিয়া
 এই মুক্তাফল লাভ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে রাধিকে আমার বাক্য শ্রবণ কর ;
 তোমার এই যে মুক্তাফল তাহা কামদেবের মন্দির, তোমার
 অস্ত্যর্থঃ ।

রাধিকোবাচেতি । ত্রৈলোক্য বীজরূপকং ত্রিভুবন কারণং । অস্য
 মাহাত্ম্যং বর্ণনানর্হ মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ইদমিতি । এতন্মুক্তাফলং স্বয়ং
 মহামায়া অস্মিন্মুক্তাফলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাঃ সম্ভূত্যাঃ ॥ ২ ॥ বহু-
 ইতি । ময়া বহুভাগ্যেন ত্রিপুরাপদং সংপূজ্য মুক্তাফলং মেতল্লবমিতি ॥ ৩ ॥
 কৃষ্ণ উবাচেতি । মদনস্য মন্দিরং কামাগার স্বরূপং এতন্মুক্তাফলং দর্শন
 মাত্রেণৈব কামসম্ভাপনং ভবেদ্বিতি ॥ ৪ ॥ ভবেতি ইবুধিকীর্ণাধারঃ ।

তবনাসা বরারোহে মদনস্যেষুধিঃ সদা ।
 সুতীক্ষ্ণং তদ নেত্রান্তং মম কৰ্ম্ম নিকৃন্তনং ॥৫॥
 তবাক্ষ দৰ্শনং ভদ্রে সৰ্বব্যাধি বিনাশনং ।
 সুধারস সমং ভদ্রে বিগ্রহং কাম বৰ্দ্ধনং ॥৬॥
 নখচন্দ্র প্রভাভদ্রে পূৰ্ণচন্দ্র সমাতব ।
 আলিঙ্গনং দেহিভদ্রে পতিতং নাংসমুদ্ধর ।
 পাপার্ণবা ত্রাহিভদ্রে দাসোহং তব সুন্দরি ॥৭॥

ভাষা ।

নাসিকা মদনের তুণ আর তোমার কটাক আমার কৰ্ম্মহেদী
 মদনশর ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তোমার অক্ষ দৰ্শনে সৰ্ব ব্যাধি প্রশান্ত হয় ; তোমার শরীর
 সুধারস পূৰ্ণ ও কাম সন্দীপন ॥ ৬ ॥

তোমার নখচন্দ্র প্রভা পূৰ্ণচন্দ্র প্রভা তুল্য । হে সুন্দরি !
 আলিঙ্গন প্রদান করিয়া এই পতিতকে পাপার্ণব হইতে উদ্ধার
 কর ; আমি তোমার শরণাগত দাস ॥ ৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

সুতীক্ষ্ণং খরতরং । কৰ্ম্মনিকৃন্তনং কৰ্ম্মছেদকমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তবেতি ।
 তবশরীর দৰ্শনে নৈবব্যাধয়ঃ শাম্যন্তি । কামবৰ্দ্ধনং কামসন্দীপনমিত্যর্থঃ ।
 ॥ ৬ ॥ নখেতি । পূৰ্ণচন্দ্র প্রভা সমাতব নখপ্রভেতি । পতিতং কামা-
 র্ণবে নিমগ্নং । পাপার্ণবাং ত্রাহিরক্ষ । অহং তব দাসঃ ॥ ৭ ॥ রাধিকৈ-
 বাচেতি । হে কৃষ্ণ ! শিবার্চনং কুরু কাত্যায়নোং পুণ্য তদন্তে ইতি বিদ্যাং

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং মম সুন্দর ।
 শিবার্চনং কুরুক্ষিপ্ৰং তথা কাত্যায়নীং শিবাং ।
 তদন্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইষ্ট বিদ্যাং সনাতনীং ।
 পূর্ণকপাং মহাকালীং ধ্যাৎবা সিদ্ধি মবাশ্রম্যসি ৷ ৮ ৷
 ঈশ্বর উবাচ ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 সৎপূজ্যপার্শ্বিবং লিঙ্গং ততঃ কাত্যায়নীং যজ্ঞে ৷ ৯ ৷
 অথ প্রসন্না সা দেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী ।
 আবিরাসীং স্বয়ং দেবী কৃষ্ণস্য হিতকারিণী ৷ ১০ ৷
 ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ আমার বচন শ্রবণ করণ তুমি
 অগ্রে শিবার্চন কর তদন্তে ইষ্ট বিদ্যা মহাকালীর ধ্যান করিলেই
 তোমার কার্য সিদ্ধি হইবে ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, কৃষ্ণ তাহার সেই বাক্য শুনিয়া
 পার্শ্বিব শিবলিঙ্গ পূজানন্তর কাত্যায়নীর অর্চনা করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর জগন্মাতা কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়া কৃষ্ণের হিত
 সাধন মানসে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন ॥ ১০ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

মহাকালীং ধ্যাৎবা সিদ্ধিমবাশ্রম্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণঃ
 পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা শিবার্চনং কৃৎবা কাত্যায়নী মন্ত্রজং ॥ ৯ ॥ অথচেতি ।
 অথ শিবার্চন কাত্যায়নী পূজনাদেব কাত্যায়নী প্রসন্নাসীতী আবিরাসীতী
 প্রত্যক্ষী বভূবত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । কাত্যায়নী সাক্ষা-

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহোবরং বরয় রেমুত ।

বরং দদামিতে ভদ্রং ভবিষ্যতি স্মৃনিশ্চিতং ॥১১॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

বরং দেহি মহামায়ে নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে ।

মনঃ সিদ্ধিং দেহি দেবি কালি ব্রহ্মময়ি সদা ! ১২

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

এবমেব ভবেৎ কৃষ্ণ রাধাসঙ্গ মবাপ্নুহি ।

বহু যত্নেন ভো কৃষ্ণ রাধাবাক্যং সমাচর ॥১৩॥

ভাষা ।

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে বৎস ! বর প্রার্থনা কর ; আমি তোমার অভিলষিত বর দিতেছি ইহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন হে হরপ্রিয়ে ! হে কালি ! হে দেবি ব্রহ্ম-ময়ি ! তোমাকে নমস্কার করি ; আমার মানস সিদ্ধি বর দান কর ॥ ১২ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার মনঃ সিদ্ধি বর প্রদান করিলাম তুমি রাধাসঙ্গ লাভ কর এবং যত্ন পূর্বক রাধা বাক্য আচরণ কর ॥ ১৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

শ্রুত্ব। কৃষ্ণমুবাচ । হে স্মৃত ! বরং অভিলষিতং বরয় গৃহাণ ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মাতঃ ! মম মনঃ সিদ্ধিং ব্রতং "দেহি ॥ ১২ ॥
কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে কৃষ্ণ ! ত্বং মুখ্যাক্যং সমাচর তেনৈব তব রাধাসঙ্গো
ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ রাধেতি । রাধাসঙ্গেন কুণ্ডং গোহং

রাধাসঙ্গে ন ভো কৃষ্ণ পুষ্পমুৎপাদয় ধুবং ।
 পুষ্পঞ্চ ত্রিবিধং কৃষ্ণ কুণ্ডগোলং পরাৎপরং !
 স্বয়ম্ভুঞ্চ তথারম্যং নানাসুখ বিবর্দ্ধনং ॥ ১৪ ॥
 ধর্মদং কামদৈব অর্থদং মোক্ষদন্তথা ।
 চতুর্ভগপ্রদং পুষ্পং রাধাসঙ্গে ন জায়তে ॥ ১৫ ॥
 তেন পুষ্পেণ হে কৃষ্ণ জপ পূজাং সমাচর ।
 ইচ্ছদেব্যাঃ সুরশ্রেষ্ঠ সততং রাধয়াসহ ॥ ১৬ ॥
 এতদ্রহস্যং পরমং ব্রহ্মাদীনাম গোচরং ।
 যদযদন্যমহাবাহো শৃণোতু পদ্মিনী মুখাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! রাধাসঙ্গে কুণ্ড গোল ও স্বয়ম্ভু এই ত্রিবিধ পুষ্প
 উৎপাদন কর ঐ মনোহর পুষ্পে নানাপ্রকার সুখ বৃদ্ধি
 হইবে ॥ ১৪ ॥

রাধাসঙ্গে ধর্মার্থ কাম মোক্ষাত্মক চতুর্ভগপ্রদ পুষ্প উৎপন্ন
 হইবে । হে কৃষ্ণ ! সেই পুষ্পদ্বারা সর্বদা ইষ্ট বিদ্যার পূজা
 করিয়া জপ করিবে ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

হে মহাবাহো ! ব্রহ্মাদির অগোচর এই পরম রহস্ত্র
 তোমাকে বলিলাম ; তোমার আর যাহা যাহা শ্রোতব্য থাকে
 পদ্মিনীর নিকট শুনিতে পাইবে ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বয়ম্ভুঞ্চ ত্রিবিধং পুষ্পমুৎপাদয় জময়েত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ধর্মদমিতি । রাধা-
 সঙ্গেন ধর্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ভগপ্রদং পুষ্পং জায়তে ॥ ১৫ ॥
 তেনেতি । তেন রাধাসঙ্গাদুৎপন্নেন পুষ্পেণ জপপূজাং সমাচর সাধয় ॥ ১৬ ॥
 এতদিতি । এতদ্রহস্যং ব্রহ্মাদয়োপি ন জানন্তি । অন্যদ্যন্তং পদ্মিনী

কুলত্রতং বিনাচৈতমহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১৮ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ষড়্ বিংশ
পটলঃ ।

ভাষা ।

কুলাচার ব্যতিরেকে এই রূপ সিদ্ধি কখনই হয় না মহামায়া
এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৮ ॥

ইতি ষড়্ বিংশ পটলঃ ।

অস্তুার্থঃ ।

সুখাৎ শৃণোন্ত ॥ ১৭ ॥ কুলেতি । কুলাচারং বিনা নহি সিদ্ধি
ঽবিষ্যতি । মহামায়া ইত্যুক্ত্বা তত্রৈবাস্তরদধৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি ষড়্ বিংশ পটলঃ ।

পদ্মিন্যুবাচ ।

গোবেশ ধরঃ কৃষ্ণ শূণু বাক্যং মহৎপদং ।
 ইদং শ্যাম শরীরংহি সৰ্বাভরণ সংযুতং ।
 কুতোলঙ্কং মহাবাহো বদ সত্যংহি কেশব ॥১॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

শূণু রাধে কুরঙ্গাক্ষি বাক্যং পরম কারণং ।
 শরীরং মমচার্জঙ্গি সৰ্ববেশ বিভূষিতং ।
 দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভং যদেতদ্বিভ্রমং মম ।
 এতৎ সৰ্বং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥২॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে গোপবেশধারী কৃষ্ণ ! আমার এই সারতর বাক্য শ্রবণ কর ; তুমি সৰ্বাভরণ ভূষিত এই শ্যাম শরীর কোথায় পাইয়াছ তাহা আমার নিকট মথার্থ বল ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গাক্ষি রাধে ! আমার বাক্য শ্রবণ কর । হে সুন্দরি ! আমার এই সৰ্ববেশ বিভূষিত যে শ্যাম শরীর দেখিতেছ ; তাহা আমি ত্রিপুরাদেবীর পদাৰ্চন প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

পদ্মিন্যুবাচেতি । হে কেশব ! ইদং শ্যাম শরীরং কুতোলঙ্কং-তৎ-
 সত্যং বদ গোপবেশধরঃ গোপকপেণাবতীর্ণঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি ।
 কুরঙ্গাক্ষ্যং শূণু ত্রিপুরাপ্রসাদত এব এতৎশ্যাম শরীরাদিকং লক্ষ্যমিত্যর্থঃ ॥
 ১ ২ ॥ এব ইতি । এব মে মম বিগ্রহঃ শরীরং লাক্ষ্যং কালিকাদেবী

এষমে বিগ্রহঃ সাক্ষাৎ কালীশব্দ স্বকপিণী ।
 শরীরং হি বিনাভদ্রে পরং ব্রহ্ম শাবাকৃতি । অ
 ত্রিপুরা পূজনাস্ত্রুত্যা শরীরং প্রাপ্নুয়ামিদং ।
 অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চিন্মে ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ । ৪।
 শরীরস্থং যদেতচ্চধ্বজ বজ্রাকুশাদিকং ।
 এতৎ সর্বং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং ।
 চুড়াচ কুণ্ডলঞ্চৈব নাসাগ্র মর্ফমৌক্তিকং ।
 কেয়ূর মঙ্গদং হারং মুরলী বেণু মেঘচ ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

আমার এই শরীর স্বয়ং কালী , শরীর ব্যতিরেকে পরং
 ব্রহ্মও শববৎ নিষ্পন্দ ॥ ৩ ॥

ভক্তি পূর্বক ত্রিপুরা পদপূজন করিয়া আমি এই শরীর
 পাইয়াছি । ত্রিপুরার পদার্চন প্রভাবে এই ভূতলে আমার
 অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৪ ॥

আর আমার এই শরীরস্থ যে ধ্বজ বজ্রাকুশ চিহ্ন দেখিতেছ
 তাহা মহামায়ার স্বরূপ ॥ ৫ ॥

আমার চুড়া, কুণ্ডল, মুক্তা, কেয়ূর, বলয়, হার, মুরলী ও

অস্ত্রার্থঃ ।

শরীরং বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ ॥ ৩ ॥ ত্রিপুরেতি অকং ত্রিপুরাপদং
 সংপূজ্য ইদং শরীরং প্রাপ্নুয়াম্ । তস্যঃ প্রোদাতো বহু ভূতলে কিঞ্চিদ-
 সাধ্যং নাস্তিতিভাষঃ ॥ ৪ ॥ শরীরেতি । শরীরস্থং যৎস্বাদাদিকং
 যুগ্মং তদপি মহামায়া ॥ ৫ ॥ চুড়াতি । মৌক্তিকং মুক্তা অঙ্গদং বলয়ঃ ।
 কেয়ূরঃ । বজ্রং বজ্রমস্ত্রং ॥ ৬ ॥ মেঘচিহ্নি । মনঃ । শরীরাত্মিকঃ

এতৎ সর্বং কুরঙ্গাক্ষি মহামায়া জগন্ময়ী ।

মহমেব কুরঙ্গাক্ষি সদা ইন্দ্রিয় বর্জিতঃ ॥ ৭ ॥

এতদ্রূপং কুরঙ্গাক্ষি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।

মালিন্জনং দেহি ভদ্রে মম্মথেনা কুলস্তুহং ॥ ৮ ॥

রাধিকোবাচ ।

শূণু কৃষ্ণ মহাবাহো গোপাল নরকপ ধূক ।

নরকপেণ মে সঙ্গো নহিযাতি কদাচন ॥ ৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং কৃষ্ণায় যদু বাচসা ।

তৎ শূণু মহাভাগে সাবধানাবধারণ ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

বেণু ইত্যাদি বত কিছু আমার আভরণ সকলই জগন্ময়ী মহামায়া ; আমি ইন্দ্রিয় বিহীন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হে কুরঙ্গাক্ষি আমার এই রূপ প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে । আমি কামবানে নিতান্ত কাতর হইয়াছি শীঘ্র আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি নরকপ ধারণ করিয়াছ । নরকপে আমার সঙ্গ লাভ হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! পদ্মিনী কৃষ্ণকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন এই পরম রহস্য তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

অর্থঃ ।

যদ্যন্তঃ তৎসর্বমেব মহামায়া অহং ইন্দ্রিয় বর্জিতঃ ॥ ৭ ॥ এত-
দিতি । মম এতদ্রূপং প্রকৃতিঃ । মম্মথেন মদনেন । আকুলঃ ক্লেশিতঃ ॥ ৮ ॥

রাধিকোবাচেতি । হে কৃষ্ণ ! ত্ব মধুনানররূপধারী নররূপেণ মমসঙ্গো
নযাতি ॥ ৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । সাপদ্মিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ তদ্রহস্য-
মতি গোপ্যং সাবধান মাকর্ণয়েতি ভাষঃ ॥ ১০ ॥ অনুভবমিতি । রহ-

রাধিকোবাচ ।

অমৃতং রত্নপাত্রস্থং পানং কুরু মহামতে ।
 অমৃতং হি বিনাক্ষয়ং যোজ্যপেং কালিকাং পরাং ।
 তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাভদন্তে কুপিতো মনুঃ ॥ ১১ ॥
 পশ্য ক্ষয়ং মহাবাহো দানীশত্বং গতোধুনা ।
 নম মুক্তা প্রভাবঞ্চ পশ্য হে কমলেক্ষণ ॥ ১২ ॥
 এতস্মিন্ সময়ে রাধা পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 প্রণম্য শিরসা কালীং সুন্দরীং ব্রহ্মমাতৃকাং ।
 জপ্ত্বাস্তু য়া মোক্ষদাত্রীং সুন্দরীং ক্ষয়মাতরং ॥ ১৩ ॥

ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! এই রত্ন ভাণ্ডস্থ অমৃত পান কর । অমৃত ব্যতিরেকে যে মহাবিদ্যার আরাধনা করে তাহার সর্বার্থ নষ্ট হয় এবং অন্তে স্বীয় দেবতা কুপিতা হন ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি এইক্ষণ দান গ্রহণে অধিকার পাইয়াছ ; সম্প্রতি আমার মুক্তার প্রভাব দেখ ॥ ১২ ॥

এই সময়ে পদ্মগন্ধিনী রাধিকা অবনত মস্তকে মোক্ষপ্রদা মহাকালীর চরণে নমস্কার, স্তুতি পাঠ ও মন্ত্র জপ ইত্যাদি আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

অম্ব্যর্থঃ ।

ভাণ্ডে ন অমৃতপানং কুরু । সর্বার্থহানিঃ সকল কার্য্য ফলহীনঃ । মনু-
 স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ পশ্যেতি । দানীশত্বং বমুনাপারগণ্য গ্রহণাধী-
 শত্বং । নম মুক্তা প্রভাবং পশ্য ॥ ১২ ॥ এতস্মিন্মিতি । শিরসা
 প্রণম্য ভূমৌ দণ্ড বহুমকৃত্য । মোক্ষদাত্রীং মুক্তি প্রদায়িনীং ॥ ১৩ ॥

পশ্য পশ্য মহাবাহো মুক্তায়াঃ পরমং পদং ।
 তস্মিন্‌ডিম্বে মহেশানি কোটিশঃ কৃষ্ণরাশয়ঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা পরমেশানি কৃষ্ণে বিশ্বয় মাগতঃ ॥ ১৪ ॥
 পদ্মিনীতু ততো দেবী তং ডিম্বং তৎক্ষণং প্রিয়ে ।
 সংহার্য্য বিশ্বংসারাধা মুক্তায়াঞ্চ বিলীয়তে ॥ ১৫ ॥
 এবমেব প্রকারেণ কোটি ডিম্বং বরাননে ।
 দর্শয়ামাস কৃষ্ণায় ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! আমার এই মুক্তার প্রভাব দেখ এই মুক্তা ডিম্বে
 কোটি কোটি কৃষ্ণ রহিয়াছে । হে পরমেশানি ! কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া
 বিশ্বয়াগ্নিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

পদ্মিনী সেই ডিম্ব বিস্ফারিত করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রদর্শন
 করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে লীন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পদ্মিনী এই প্রকার ত্রিপুরা পদার্চন প্রভাবে কৃষ্ণকে কোটি
 কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

পশ্যতি । এতস্মিন্‌ মৌক্তিক ডিম্বে কোটিশঃ কৃষ্ণ রাশয়ঃ সন্তীতি
 শেষঃ । পশ্য অবলোকয় । তস্মিন্‌ ডিম্বে কোটি কৃষ্ণরাশিঃ দৃষ্ট্বা বিশ্বিতো-
 ভুং ॥ ১৪ ॥ পদ্মিনীতি । সংহার্য্য বিনিবার্য্য । বিলীয়তে অন্তর্গত
 মকরোদিতি ॥ ১৫ ॥ এবমেবেতি । এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কৃষ্ণায়
 কোটি ডিম্বং দর্শয়ামাস ॥ ১৬ ॥ অপশ্যদিতি । ইতি মৌক্তিকে অনাদ-

অপশ্যদন্যাশ্চর্য্যং মুক্তায়াম্ তৎক্ষণং হরিঃ ।
 কোটিমুক্তাফলং তত্র জায়তে তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥
 দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহাদ্ভুতং কৃষ্ণস্ত বরবার্ণিনি ।
 আত্মানং দর্শয়ামাস হরিঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্টাশ্চর্য্য ময়ং দেবি কৃষ্ণ উদ্ভিগতানিয়াৎ ।
 আত্মানং গর্হয়ামাস দৃষ্টাশ্চর্য্য মনুভবনং ॥ ১৯ ॥
 প্রজপেৎ পরমাং বিদ্যাং মহাকালীং ননোহরাং ।
 নিরীক্ষ্য রাধিকাবক্তুং প্রজপেৎ কালিকাতন্ত্রং ॥ ২০ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে সপ্তবিংশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

হরি সেই মুক্তা ডিষে বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দর্শন
 করিলেন । তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা ডিষে হইতে কোটি কোটি
 মুক্তা জন্মিল ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনী প্রদর্শিত মুক্তাতে আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া
 স্বীয়রূপ পদ্মিনীকে দেখাইলেন ॥ ১৮ ॥

হবি সেই মুক্তাতে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া
 আপনাকে বিস্ময় দিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ রাধিকার মুখ নিরীক্ষণ করতঃ মহাবিদ্যা মহাকালীর মন্ত্র
 জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

সপ্তবিংশ পটলঃ ।

অন্তর্গতঃ ।

শ্চর্য্য মগ্নি নৃপশ্যতি তত্র মুক্তাযং কোটি মুক্তাফলং জায়তে লীযতে চ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্টেতি । আত্মানং স্বরূপং দর্শয়ামাস পদ্মিনী ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টেতি । উদ্ভিগতা মুৎকণাং ইয়াৎ প্রাপ্তুয়াৎ । গর্হয়ামাস নিমিন্দ । ১ ।

প্রজপে দিতি । রাধিকা মুখং দৃষ্টা কালিকা মন্ত্রং প্রজপেদি ভাবঃ । ২০ ।

ইতি সপ্তবিংশতি পটলঃ ।

অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণস্য কুল সাধনং ।
 কুণ্ডগোলক পুষ্পস্য সাধনায় শুচিস্মিতে ।
 যদুক্তা পদ্মিনী রাধা কৃষ্ণায় নিগদামিতে ॥ ১ ॥

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণমহাবাহো বচনং হিত কারণং ।
 বাসুদেব পরং ব্রহ্ম মন জ্ঞানেন যুজ্যতে ॥ ২ ॥
 বাসুদেব শরীরং ত্বং শক্লোষি যদিচেদ্ধরে ।
 মহতীচ তদা কৃষ্ণ মনপ্রীতির্হিজায়তে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বভি ! এই প্রকারে কৃষ্ণ কুল
 সাধন করিয়াছিলেন । পদ্মিনী কুণ্ড গোলক পুষ্প সাধনার্থ
 কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ১ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! হিত সাধন আমার বাক্য
 শ্রবণ কর । বাসুদেব হইতে পরংব্রহ্ম আর কেহ নাই ইহাই
 আমার বোধ গম্য ॥ ২ ॥

হে হরি ! তুমি যদি বাসুদেব শরীর ধারণে শক্তি হও তবে
 আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে । ঐ বাসুদেব শরীরে আমার নিরতি-
 শয় প্রীতি আছে ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

* ঈশ্বর উবাচেতি । এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কুণ্ডগোলকপুষ্পস্য সাধ-
 নার্থং কৃষ্ণায় যদুক্তা তৎ শৃণু ॥ ১ ॥ রাধিকোবাচেতি । * হিত কারণং
 মঙ্গলজনকং । বাসুদেবাৎ পরং বাসুদেবাদনং ॥ ২ ॥ বাসুদেবেতি ।
 হে কৃষ্ণ ! তব বাসুদেব শরীরে মনমহতী প্রীতিরতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

তদৈব সহস্রা কৃষ্ণ শৃঙ্গারং প্রদদাম্যহং ।
 অন্যথা পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্য স্তুংহি মে মতিঃ ॥৪॥
 মনুষ্যেষু বরাকেষু নাস্তি সঙ্গঃ কদাচন ।
 যদি মে পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেৎ ॥৫॥
 তদৈব সহস্রা ক্রুদ্ধা ত্রিপুরা নাতৃকা তব ।
 ভস্মসাৎ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণমাংসকরিষ্যতি নান্যথা ॥৬॥
 এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্যাতঃ কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 মনোনিবেশ্য দেবেশি কালিকাপদ পঙ্কজে ।
 প্রজপ্য পরমাং বিদ্যাং নিজরূপ নবাপ্নুয়াৎ ॥৭॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! বাসুদেব শরীরে আমি শৃঙ্গার প্রদান করিব
 অন্যথা তুমি মনুষ্য ; মনুষ্য শরীরে আমার আশঙ্কি নাই ॥ ৪ ॥

মনুষ্য শরীরে কখনও আমার সঙ্গ নাই । হে পুণ্ডরীকাক্ষ !
 যদি আমি মনুষ্যে সঙ্গতা হই তবে ত্রিপুরা কুপিতা হইয়া তৎ-
 ক্ষণাৎ আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালিকা পদাৰ্চনে
 মনো নিবেশ পূর্বক পরমা বিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিয়া
 নিজ রূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

অন্যার্থঃ ।

তদৈবেতি । তদা বাসুদেব শরীরে শৃঙ্গারং রতিং । অন্যথা বাসুদেবা-
 দন্য স্তুং মনুষ্য এবোতি ॥ ৪ ॥ মনুষ্যেষুতি । বরাকেষু কুদ্রেষু ।
 সঙ্গতা শক্তা ॥ ৫ ॥ তদৈবেতি । যদিহং মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেয়ং তদা
 তৎ ক্ষণাদেব ত্রিপুরা মাং ভস্মী করোতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ এতদ্বিতি ।
 কৃষ্ণঃ পদ্মিনী বাক্যং শ্রদ্ধা কালিকা পদে মনো নিবেশ্য তস্মৈ প্রজপ্য
 নিজ রূপং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭ ॥ বাসুদেব উবাচেতি । যঃ কৃষ্ণঃ স এব

বাসুদেব উবাচ।

শূণু পদ্মিনি মদ্বাক্যং তব যৎকথয়াম্যহং ।
 যঃ কৃষ্ণে বাসুদেবোহহং মহাবিকুরহংপ্রিয়ে।৮
 সঙ্কোপনার্থং চার্বঙ্গি দ্বিভুজোহহং নচান্যথা ।
 ত্বদর্থং হি মহেশানি তপস্তপ্তং সুদারুণং ॥৯॥
 তেন সত্যেন ধর্মেণ পদ্মিনী সঙ্গ মেবচ ।
 তব সঙ্গং বিনারাধে বিদ্যাসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ।
 আজ্ঞাং দেহি পুনতদ্রে নরদেহং ব্রজাম্যহং ।১০

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন, হে রাধে ! আমি তোমাকে যাহা
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আমি মহাবিকুর বাসুদেব কৃষ্ণরূপে অব-
 তীর্ণ হইয়াছি ॥ ৮ ॥

হে সুন্দরি ! আমি লোক সঙ্কোপনার্থ দ্বিভুজ মূর্ত্তি হইয়া
 তোমার সঙ্গলাভ মানসে এই সুদারুণ তপস্তা করিতেছি ॥ ৯ ॥

আমার এই তপো ধর্মেই পদ্মিনী সঙ্গলাভ হইবে পদ্মিনী
 সঙ্গ ব্যতিরেকে বিদ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

মহাবিকুরঃ সৰ্ব্ব এবাহমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ সঙ্কোপনার্থ মতি । নিজরূপ
 প্রচ্ছাদনার্থ মহং দ্বিভুজঃ । ওব সঙ্গ লাভার্থ মেব ময়াতপ স্তপ্তং ॥ ৯ ॥
 তেনেতি । এতেন সত্যেন পদ্মিনীসঙ্গং লব্ধ বানিতিশেষঃ । বিদ্যাসিদ্ধিঃ
 কুলোচ্চার সাধনং । আজ্ঞাং দেহি পুন নদেহং ব্রজামি ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্য-

পদ্মিন্যবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো মনুষ্যত্বং ব্রজাধুনা ।
 প্রসন্নাহং তব বিভো পশ্যামি তপসঃ ফলং ।
 তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনুষ্যত্বং গতৌ হরিঃ ॥১১॥
 শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বাসুদেব ত্বমেবচ ।
 শিবস্তে নিশ্চয়ং দেব শ্যামসুন্দর দেহভাক্ ॥১২॥
 যস্তে শ্যামল দেহস্ত তদেব কালিকাতনুঃ ।
 শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো রহস্য মতি গোপনং ॥১৩॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে বাসুদেব ! তুমি এইক্ষণ মনুষ্যত্ব
 প্রাপ্ত হও । আমি তোমার তপস্যার ফল দেখিয়া প্রসন্না হইয়া
 নরদেহ ধারণ করিতেছি । কৃষ্ণ পদ্মিনীর এইবাক্য শুনিয়া নরদেহ
 ধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥

হে শ্যামাঙ্গ কৃষ্ণ ! আমার বাক্য শ্রবণ কর তুমি বাসুদেব,
 তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ তোমাকে অতি রহস্য কথা বলিতেছি তোমার যে
 শ্যামদেহ তাহা কালিকা শরীর ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

বাচেতি । মনুষ্যত্বং মানবত্বং ব্রজ প্রাপ্তুং হি । প্রসন্না অনুকম্পাবতী ।
 এতৎ পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা হরিঃ মনুষ্যত্বং গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
 শ্রুতি । শিবং মঙ্গলং । ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ যইতি ।
 তে তব য শ্যামল দেহঃ তদেব কালিকাতনুরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ত্রিপুরায় ইতি ।

ত্রিপুরায়াঃ সদা দূতী পদ্মিনী পরমা কলা ।
 সদা মেপুওরীকাক্ষ যোনিশ্চাক্ষত কাঁপনী ॥ ১৪ ॥
 মমযোনৌ মহাবাহো রেতঃ পাতং নচাচরেঃ ।
 তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা তুষ্ঠা সা পদ্মিনী পরা । ১৫
 কৃষ্ণস্য বাম পাশ্বস্থ্য পৌর্ণমাস্যা নিশাসুচ্য ১৬
 কার্তিক্যাং যমুনাকূলে পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 নানাশৃঙ্গার বেশাঢ্য্য রতি রূপা মনোহরা । ১৭ ॥

ভাষা ।

আমি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী ভাষার পরমাকলা আমার অক্ষত
রূপা যোনি ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার যোনিতে রেতঃ পাত করিও না । কৃষ্ণ
পদ্মিনীর এই বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে স্নন্দরি !
আনি তোমার পরণাগত দাস ॥ ১৫ ॥

পদ্মিনী কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে
যমুনাকূলে নানাপ্রকার শৃঙ্গার বেশে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণের বাম-
পাশ্বে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

রাধা ত্রিপুরায়াঃ দূতী পদ্মিনী রাধা সাএব অক্ষতরূপা মমযোনিঃ ॥ ১৪ ॥
 মমেতি । মমযোনৌ রেতঃ পাতং শুক্রক্ষরণং নচ আচরেঃ ন কৃষ্ণ্যঃ
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণস্যেতি । পদ্মিনী কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তুষ্ঠা
 অস্তদেতি ॥ ১৬ ॥ কার্তিক্যামিতি । কার্তিক্যাং কার্তিকী পৌর্ণ-
 মাস্যাং । রতিকূপা শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণা ॥ ১৭ ॥ রাধেতি ।

রাধা পরম বৈদক্ষ্য শৃঙ্গাররণ পণ্ডিতা ।

কন্দপ সদৃশঃ ক্রবেণ বাসুদেবশ্চ পার্শ্বতি ।

উভয়োর্ম্মেলনং দেবি শৃঙ্গে সৌদামিনী যথা ১৮।

উভয়োর্ম্মেলানং দেবি ঘন সৌদামিনী সমং ।

ক্রবেণ মারকতঃ শৈলো রাধাস্থির তড়িৎ প্রভা ১৯

পৌর্ণ মাস্যা নিশামধ্যে কার্ত্তিক্যাং তরি মধ্যতঃ ।

সংপূজ্যবিবিধৈর্ভোগৈঃ কালীং ভববিমোচনীং ২০

ভাষা ।

হে পার্শ্বতি ! রাধা অতি রতি পণ্ডিতা, কৃষ্ণ কন্দর্প সদৃশ
রতি চতুর, উভয়ের মেলন শৃঙ্গে সৌদামিনী সমাগমের আয়
শোভিত হইল ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ মরকত পর্ব্বতের আয়, রাধা তড়িৎসম প্রভাবতী, অত-
এব উভয়ের মেলন ঘন সৌদামিনী সমাগমের আয় হইল ॥ ১৯ ॥

কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর নিশামধ্যে ভরণীর উপরি বিবিধ
উপচারে মহাকালীর অর্চনা করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণের
মৌভাগ্য বর্দ্ধন রাধার ঘোনিদেশে পূজা করতঃ কৃষ্ণ রাধার

অন্ত্যর্থঃ ।

বৈদক্ষ্যরতি পণ্ডিতা । কন্দর্প সদৃশঃ কামবদতি সুন্দরঃ । রাধাকৃষ্ণে-
র্ম্মেলনং পর্ব্বত শৃঙ্গে বিদ্যুৎসমাগম ইবেতি ॥ ১৮ ॥ উভয়োরিতি ।
উভয়োঃ কৃষ্ণরাধয়োঃ মেলনং সমাগমঃ ঘনসৌদামিনী সমং মেঘবিদ্যুৎ
সমাগমতুল্যং ॥ ১৯ ॥ পৌর্ণমাস্যামিতি । তরিমধ্যতঃ নৌকোপরি
বিবিধৈর্ভোগৈঃ নানাবিধোপহাট্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ প্রজপোতি

প্রজপ্য মনসা বিদ্যাং শৃঙ্গার রস পুরিতাং ।
 আলিঙ্গনাদিকং সর্বং তন্ত্রোক্তং কনলেক্ষণে ২১
 সংপূজ্য মদনাগারং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রিয়ে ।
 রাধায়। মদনাগারং কৃষ্ণ সৌভাগ্য বর্ধনং ২২
 সমারভ্য নিশীথে রাত্রিশেষে পরিত্যজেৎ ।
 ততস্তপদ্বিনী রাধা তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।
 প্রণম্য মনসাকালীং স্বস্থানং সহসাগতা ২৩ ।
 এতস্মিন্ সময়ে দেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গত। ।
 কৃষ্ণায় পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

সহিত নিশীথ সময়ে কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ; রাত্রি
 শেষে সমাপন করিলেন । তদনন্তর পদ্বিনী, মানসে মহাকালীকে
 নমস্কার করিয়া তথাতে অন্তর্ধ্যান পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করি-
 লেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

এই সময়ে মহামায়া জগন্ময়ীকালী কৃষ্ণের প্রত্যক্ষগোচর হই-
 লেন ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

শৃঙ্গাররসপুরিতাং রতিরসপূর্ণামিতার্থঃ । আলিঙ্গনাদিকং আলিঙ্গনাদি-
 পর্য্যন্তং ॥ ২১ ॥ সংপূজ্যেতি । মদনাগারং ভগস্থানং ॥ ২২ ॥
 সমারভ্যেতি নিশীথে মধ্যরাত্রি সময়ে । পদ্বিনী এবং প্রকারেণ কৃষ্ণ-
 মনোভিলাসং পূরয়িত্ব। তত্রৈবাস্তুরধৌ ॥ ২৩ ॥ এতস্মিন্মতি ।
 এতস্মিন্ সময়ে রাধাকৃষ্ণেরাধিকারকালে । কালী প্রত্যক্ষতাং গত।

কালিকোবাচ ।

শূণু কৃষ্ণ মহাবাহোসিক্কোসি বহু যত্নতঃ ।
 পদ্মিনী পরমা ধন্যা ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥ ২৫ ॥
 কুণ্ডসিদ্ধিং যোনি সিদ্ধিং স্বয়ম্ভুঞ্চ তথামৃত ।
 সৰ্ব্বং প্রাপ্তং মৃত শ্রেষ্ঠ বহু যত্নেন ভাস্মত ॥ ২৬ ॥
 শেষং বিলাসং রেপুত্র গোপিভিঃ সহসাম্প্লুতং ।
 কুরুত্বং বিবিধা লাপং মন সেচ্ছা বিহারিণং ।
 ইত্যুক্তা সামহা মায়ী তত্রৈবান্তর ধীয়ত ॥ ২৭ ॥

ইতি রাধাতন্ত্রে অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

কালিকাদেবী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি বহু যত্নে কার্য্য
 সিদ্ধ করিয়াছ রাধাও ত্রিপুরাপদার্চন প্রভাবে ধন্যা হইলেন ॥ ২৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার কুণ্ড সিদ্ধি, যোনি সিদ্ধি ও স্বয়ম্ভু সিদ্ধি
 ইত্যাদি সকল প্রকার সিদ্ধি হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

হে কৃষ্ণ ! আর তোমার যাহা বিলাসভিলাষ থাকে তাহা
 সম্প্রতি গোপীগণের সহিত সম্পন্ন কর ; মহামায়ী এই বলিয়া
 তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ২৭ ॥

ইতি অষ্টাদশ পটলঃ ।

অস্যার্থঃ ।

সাক্ষাৎস্মর ॥ ২৪ ॥ কালিকোবাচেতি সিক্কোসি পূর্বকামোসি ॥ ২৫ ॥
 কুণ্ডেতি । কুণ্ডসিদ্ধিং গোলসিদ্ধিং স্বয়ম্ভুসিদ্ধিঞ্চ এতদ্বিতয় সিদ্ধিং
 প্রাপ্তোষি ॥ ২৬ ॥ শেষমিতি । শেষং অবশিষ্টং যদ্বিলাসং তদ্-
 গোপীভিঃ সহকুরু । মহামায়াকালী ইতি কথ্যিত্বা অন্তর্দধৌ ॥ ২৭ ॥

ইতি অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

ততঃ ক্লৃষেণ মহাবাহু হৃষ্টৌ গোপ গৃহং গতঃ ।
 সংস্রত্য বহুকায়ান্শ্চ স্বয়মেব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১ ॥
 দিনে দিনে মহেশানি কৈশোর জনিতাংশ্চতান্ ।
 আলিঙ্গনং তথা হাস্যং যোনি তাড়ন মেবচ ॥ ২ ॥
 সৰ্ব্বাভি গোপনারীভিঃ সহ ক্রীড়াং বরাননে ।
 দিবসে দিবসে ক্লৃষঃ কুরুতে স্মজনৈঃ সহ ॥ ৩ ॥
 কালিন্দীতীর মাসাদ্য ক্লৃষঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
 শৃঙ্গবেণুং তথা বংশীং বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, তদনন্তর কৃষ্ণ গোপগৃহে বসতি পূর্বক
 হৃষ্ট মনে নানাপ্রকার ক্রীড়া পরতত্ত্ব হইয়া বহু কাল যাপন করি
 লেন ॥ ১ ॥

হে দেবি ! কৃষ্ণ যৌবন সময় সাধ্য আলিঙ্গনাদি বিবিধ
 আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ প্রতি দিবস গোপনারীদিগের সহিত
 নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বাসুদেব কালিন্দী তীরে গমন করিয়া শৃঙ্গ, বেণু ও বংশী
 বাদন করত সমস্ত ব্রজমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।

অন্ত্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচৈতি । হৃষ্টঃ পূর্বকামদ্বাংপ্রাপ্তঃ সন্তোষঃ ॥ ১ ॥ দিনে
 ইতি । কৈশোর জনিতান্ । কৈশোর কালোচিতান্ । যোনি তাড়নং
 ভগ্নমর্দনং ॥ ২ ॥ সৰ্ব্বাভিরিতি । সৰ্ব্বাভিগোপনারীভিঃ সহ কৃষ্ণঃ
 রতিক্রীড়াদिवং চকারৈতি ॥ ৩ ॥ কালিন্দীতি । গুহ্যনাকুলে শৃঙ্গবেণু

আপূর্য্য ধরণীং ক্লষেণ রাধা রাধেতি বাদয়ন্ ।
 কৃগতাসি প্রিয়ে রাধে ভর্ত্তাহং তব সুন্দরি । ৪ ।
 দৃষ্টিং দেহি পুনর্ভদ্রে নীরজায়ত লোচনে ।
 কাম সন্দীপনে বহ্নৌ নিমজ্য কৃগতাপ্রিয়ে । ৫ ।
 বহ্নি সাগরয়োঃশ্মদ্যে মাং নিঃক্ষিপ্য কুতোগতা ।
 এবং বহু বিখালাপৈঃ স্বজনৈঃ সহ কেশবঃ । ৬ ।
 যমুনোপবনেঃশোক নব পল্লব খণ্ডি তে ।
 ক্লষঃ পদ্মপলাশাক্ষৌ ব্যহরদ্ধুজ মণ্ডলে । ৭ ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে রাধে ! তুমি কোথায় গিয়াছ আমি তোমার ভর্ত্তা
 ইত্যাদি প্রকার বংশীতে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে পদ্ম পত্রাক্ষি দর্শন দেও এই কামাগ্নিমধ্যে আমাকে
 নিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ ॥ ৫ ॥

কামাগ্নি ও শোক সাগরমধ্যে আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায়
 গেলে । কৃষ্ণ স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া এই রূপ বিলাপ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

নব পল্লব ভূষিত যমুনার উপবনে নিকুঞ্জে ও অশোকবনে
 কৃষ্ণ এই রূপে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

ঐভূতীন্ বাদয়ন্ হে প্রিয় রাধে ! স্বং কুত্র গতাসি ইতি বংশিনা বাদ-
 যতি ॥ ৪ ॥ দৃষ্টিমিতি । দৃষ্টিংদেহি দর্শনং দোহ । নীরজায়ত
 লোচনে কমলাক্ষি । কামাগ্নৌমাং নিক্ষিপ্য কুত্রগতেতি ॥ ৫ ॥ বহ্নি
 সাগরয়োঃ ইতি । বহ্নি সাগরয়োঃ কামাগ্নি সমুদ্রয়োঃ ॥ ৬ ॥ যমু-
 নেতি । অশোক নবপল্লব মণ্ডিতে অশোক পল্লব ভূষিতে । ব্যহরৎ

নিহত্য দৈত্যান্ কংসাদীন্ মথুরায়্যাং বরাননে ।
 ততো দ্বারা বতীং দেবি স্বয়ং মহিষ মর্দিনীং । ৮
 শত যোজন বিস্তীর্ণাং পুরীং কাঞ্চন নির্মিতাং ।
 সমুদ্র পরিখা যত্র সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী স্বয়ং । ৯
 নবলক্ষ গ্রহং যত্র স্বর্ণ হীরক চিত্রিতং ।
 নবরত্ন প্রভাকারা পুরী সর্ব সুশোভনা ॥ ১০ ॥
 প্রাচীরশতশোযুক্তা শুদ্ধ হাটক নির্মিতা ।
 অঙ্গসরোভিঃ সমাকীর্ণা দেবগন্ধর্ব সেবিতা । ১১

ভাষা ।

কৃষ্ণ এই রূপে ব্রজ লীলা সমাপন করিয়া মথুরাতে কংসাদি-
 দৈত্য বিনাশপূর্বক স্বয়ং শক্তিরূপা দ্বারাবতীতে গমন করি-
 লেন ॥ ৮ ॥

দ্বারাবতী পুরী শতযোজন বিস্তীর্ণা কাঞ্চনির্মিতা সমুদ্রকূপা
 কুণ্ডলিনী শক্তি তাহার পরিখারূপে বেষ্ঠন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

সেই পুরী নবরত্নপ্রভাবিশিষ্ট ও নবলক্ষগ্রহ হীরক চিত্রের
 আয় সজ্জ্বত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্মিত শত শত প্রাচীরে বেষ্টিত ও দেব অঙ্গর
 গন্ধর্বগণে সদা সেবা করিতেছে ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বজ্রাশ্ব ॥ ৭ ॥ নিহত্যেতি । দৈত্যান্ বকাসুরাদীন্ নিহত্য বিনাশ্য ।
 ॥ ৮ ॥ শতেতি । শতযোজন বিস্তীর্ণাং যোজন শতায়তাং । সমুদ্র
 পরিখা সমুদ্রকূপা পরিখা বাটী পরিবেষ্টনং ॥ ৯ ॥ নবেতি । নবলক্ষ-
 গ্রহেণৈবহীরকচিত্রিতা । সর্ব সুশোভনা সর্বাংসরোভিঃ ॥ ১০ ॥
 প্রাচীরেতি । শত প্রাচীরযুক্তা শুদ্ধহাটক নির্মিতা বিশুদ্ধ স্বর্ণ গঠিতা ॥ ১১ ॥

তত্রতিষ্ঠতি দেবেশি দ্বারিকায়াং শুচিস্মিতে ।
 সর্বশক্তি ময়ী দেবি পুরী দ্বারাবতী শুভা ॥১২॥
 প্রাচীর শত মধ্যেত পুরী গন্ধবিলাসিনী ।
 দশযোজন বিস্তীর্ণা নানাগন্ধ বিলাসিনী ॥১৩॥
 তন্মধ্যে পরমেশানি পঞ্চযোজন মুত্তমং ।
 তন্মধ্যেতু মহেশানি যোজন ত্রয় মুত্তমং । ১৪ ।
 পদ্মরাগমণিপ্রখ্যং নানাচিত্র বিচিত্রিতং ।
 তন্মধ্যে পরমেশানি চন্দ্র চন্দ্রাতপং প্রিয়ে ॥১৫॥

ভাষা ।

সেই দ্বারিকামধ্যে সর্বশক্তিময়ী দ্বারাবতী নামে পুরী
 আছে ॥ ১২ ॥

ঐ পুরী শত প্রাচীর মধ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ সর্বদা
 সৌগন্ধ পরিপূর্ণ ॥ ১৩ ॥

হে পরমেশানি ! ঐ দশ যোজন মধ্যে পঞ্চ যোজন অতি
 মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, এবং তন্মধ্যে যোজনত্রয় অতিউত্তম স্থান ॥১৪॥

ঐ স্থান পদ্মরাগ মণি নির্মিত তাহাতে নানা চিত্র স্মৃশো-
 ভিত চন্দ্রাতপ আছে ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তত্রতি । সর্বশক্তিময়ী সর্বশক্তিদ্বরূপা শুভা শুভপ্রদা ॥ ১২ ॥
 প্রাচীরেতি । গন্ধবিলাসিনী সঙ্গন্ধাক্রমোদিতা ॥ ১৩ ॥ তন্মধ্যেইতি ।
 পঞ্চযোজন মুত্তমং দশযোজন মধ্যেপি পঞ্চযোজন মুত্তমং শ্রেষ্ঠং ॥ ১৪ ॥
 পদ্মেতি । পদ্মরাগমণি প্রখ্যং পদ্মরাগমণি খচিতং । চন্দ্র চন্দ্রাতপং
 চন্দ্রবদুজ্জ্বল বিভানং ॥ ১৫ ॥ চন্দ্রাতপেতি । চন্দ্রাতপস্য চতুর্দিকুলস্বপ্নান

চন্দ্রাতপং বররোহে মুক্তাদান বিভূষিতং !
 শ্বেতচামরসংযুক্তং চতুর্দিক্ সুসহস্রশঃ ।
 চন্দ্রাতপং মহেশানি কোটি চন্দ্রাংশু সংযুতং । ১৬
 যোজনত্রয় মধ্যেতু যোজনৈকং মহৎপদং ।
 নিত্যানন্দময়ং তত্তু শিবশক্তি যুতং সদা ॥ ১৭ ॥
 তত্রতিষ্ঠসি ভো কৃষ্ণ নানাতরণ ভূষিতঃ ।
 কৌস্তভোহি মণিঃ কৃষ্ণ হৃদয়ে তব শোভতে । ১৮
 চূড়াননো হরা রম্যা নাগরী চিত্ত কর্ণণী ।
 মহাবিদ্যা মূর্তিনয়ী চূড়া য়া তবতিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! ঐ চন্দ্রাতপ মুক্তাদানে বিভূষিত । চতুর্দিকে
 শ্বেত রক্ত চামর, দোতুল্য মান হইতেছে ঐ চন্দ্রাতপ জ্যোতি
 কোটি চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ॥ ১৬ ॥

যোজন এয় মধ্যে এক যোজন অতি মহাকাম নিত্যানন্দ
 ময় শিবশক্তি যুক্ত ॥ ১৭ ॥

সেই স্থানে কৃষ্ণ নানাতরণে ভূষিত হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন ।
 কৌস্তভ মণি কৃষ্ণ হৃদয়ে শোভা পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের শিরোপরি মহাবিদ্যার মূর্তি স্বরূপা নাগরী চিত্ত-
 কর্ণণী মনো হরা চূড়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

মৌক্তিকং ॥ ১৬ ॥ যোজনত্রয়েতি । মহৎপদং মহাকাম । নিত্যানন্দ-
 ময়ং সদানন্দপূর্ণং ॥ ১৭ ॥ তত্রৈতি । তত্র দ্বারকাপুরে তিষ্ঠসি । তব
 হৃদয়ে বক্ষসি কৌস্তভোমণিঃ শোভতে ॥ ১৮ ॥ চূড়ৈতি । নাগরীচিত্ত
 কর্ণণী যুবতি জন মনোহারিণী । মূর্তিনয়ী বিগ্রহধারিণী ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছেন শোভিতং পরমাদ্ভুতং ।
 চূড়ায়। বন্ধনং রজ্জুঃ স্থিরসৌদামিনী স্বয়ং ॥ ২০ ॥
 নীলকণ্ঠ পুচ্ছ মধ্যে নাগরী মোহিনী প্রভা ।
 যোনি রূপা মহায়াপ্রকৃতিঃ পরমা কলা ॥ ২১ ॥
 এবস্তূতো মহাবিশু দ্বারি কায়া মুবাসহ ।
 সর্বাভরণ বেশাঢ্যঃ সর্বনারী নয়ঃ সদা ॥ ২২ ॥
 এতস্মিন্তরে দেবি রাধা রাধেতি বীণয়া ।
 গীয়মানো মুনি শ্রেষ্ঠো নারদঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

চূড়া বন্ধন ময়ূর পুচ্ছে শোভিত । বন্ধন রজ্জু স্থির সৌদা-
 মিনীর ন্যায় উজ্জ্বল ॥ ২০ ॥

ময়ূর পুচ্ছ মধ্যে নাগরী মনে মোহিনী পরমাকলাপ্রকৃতি
 আছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকারে কৃষ্ণ সর্বভরণে ভূষিত ও নাগরীগণে বেষ্টিত
 হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতেছেন ॥ ২২ ॥

এমত সময়ে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ বীণাতে রাধা রাধা এই শব্দ
 গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।

নীলেতি । নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য । স্থির সৌদামিনী অচঞ্চল বিদ্যা ॥ ২০ ॥
 নীলকণ্ঠেতি । তস চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছমধ্যে পরমা কলা প্রকৃতি রজ্জ্বাৎ
 শেষঃ ॥ ২১ ॥ এবমিতি । উবাস বসতিবিক্ষেপে । সর্বনারীনয়ঃ সর্বদা
 নারী মধ্যগতঃ ॥ ২২ ॥ এতস্মিন্তি ইত্যবসরে নারদোমুনিঃ বীণয়া
 রাধা রাধেতি গীয়মানঃ সন্ সমুপাগতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ প্রণমোতি

প্রণম্য শিরসাদেবং পপ্রচ্ছ দ্বিজ সত্তমঃ ।
 মৎ প্রশ্নং দেব দেবেশ বৃহি ত্বং জগদীশ্বর । ২৪।
 এতচ্চূড়া কুতোলক্কা বিশ্বস্য মোহিনী সদা ।
 সর্বাভিব্রজনারীভিঃকিশোরীভিঃসুশোভিত ২৫
 কুণ্ডলং শ্রবণো পেতং তব যদৃশ্যতে হরে ।
 এতত্ত্বু পরমাশ্চর্য্যং কুণ্ডলী বিগ্রহং প্রভো ২৬।
 নাসাগ্রসংস্থিতা মুক্তা তড়িৎ পুঞ্জ সমপ্রভা ।
 নাসাগ্র সংস্থিতা যন্তে কলা সাবন মোহিনী ২৭।

ভাষা ।

অনন্তর কৃষ্ণ দেবকে প্রণাম করিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করি-
 তেছেন ॥ ২৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! সমস্ত ব্রজ নারী শোভিত এই মোহিনী চূড়া
 তুমি কোথায় লাভ করিয়াছ ॥ ২৫ ॥

হে হরে ! তোমার শ্রবণে যে কুণ্ডল দেখিতেছি তাহা
 পরমাশ্চর্য্য ও কুণ্ডলী বিগ্রহ ॥ ২৬ ॥

তড়িৎ পুঞ্জ সমপ্রভ নাসাগ্রে যে মোক্তিক দেখিতেছি ইহা
 প্রকৃতির মোহিনী কলা কোথা হইতে পাইয়াছ ॥ ২৭ ॥

অস্বার্থঃ ।

দ্বিজসত্তমঃ দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ । দেবং বাসুদেবং । পপ্রচ্ছ প্রউবান্ । ক্রহি
 কথয় ॥ ২৪ ॥ এতদ্বিতি । এষা তবশিরঃস্থিতা চূড়া কুতো লক্কা প্রাপ্তা ।
 ॥ ২৫ ॥ কুণ্ডলম্বিতি । শ্রবণো পেতং কর্ণ সম্বলিতং । কুণ্ডলীবিগ্রহং
 কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপং ॥ ২৬ ॥ নাসেতি । তড়িৎপুঞ্জ সমপ্রভ বিদ্যুৎসমুহ
 সমুজ্জ্বলা । বনমোহিনী । অতি মনোরমা ॥ ২৭ ॥ অঙ্গদম্বিতি ।

অঙ্গদং বলয়ং কৃষ্ণং লুপ্তরং লঙ্কবান্ কুতঃ ।
 বেণু শৃঙ্গং কুতো নক্রে কস্তুরী তিলকং কুতঃ ।
 রক্তিমং সপ্তধা কৃষ্ণং অত্যন্ত জন মোহনং ॥২৮॥
 এষা পীতধটী কৃষ্ণং কুণ্ডলী প্রকৃতিঃ পরা ।
 কিক্কিনী বর সংযুক্তা বিচিত্রা নগ্না নির্মিতা ॥২৯॥
 এতৎশ্যাম শরীরংহি ধ্বজবজ্রাদি সংযুতং ।
 কুতোলঙ্কং যদুশ্রেষ্ঠ সদা বিগ্রহ বর্জিত ॥ ৩০ ॥

ভাস্য ।

এবং অঙ্গদ, বলয়, কৃষ্ণ, লুপ্তর, বেণু, শৃঙ্গ ও কস্তুরী তিলক এই সকল জন মোহন দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে ॥ ২৮ ॥

এই যে তোমার ধটী দেশে কিক্কিনী যুক্ত চিত্রনির্মিত পীত ধরা দেখিতেছি তাহা স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ২৯ ॥

হে যদু বর ! তুমি সর্বদা বিগ্রহ বর্জিত ; তবে এই ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্নিত শ্যাম শরীর কোথায় পাইলে বল ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ।

অঙ্গদং তাড়ক যুগলং । হে কৃষ্ণ ! এতৎ সমস্তং কুতো লঙ্কং কস্তুরী প্রাপ্তং স্বয়েতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ এষেতি । পীতধরাপরিধেয় পীত বস্ত্রং । কিক্কিনী কুণ্ডলচিহ্নকং ॥ ২৯ ॥ এতদিতি । বিগ্রহবর্জিত নির্দেহ । যদুশ্রেষ্ঠ যাদব প্রধান ॥ ৩০ ॥ দণ্ডেতি । চিত্ররং কুণ্ডলং বিগ্রহং শরীরং । যদুব্রহ

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাতং চিকুরং বিশ্বমোহনং ।
যত্রয বিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং কালী যদুদহ ।
যতো নিরঞ্জন স্ত্রংহি তৎকথং স্ত্রীনয়ঃ সদা ॥ ৩১ ॥
জ্ঞাতং সনাগতোনাথ কুলা চারু শাস্বতং ।
কুলাচারং বিনাদেব ব্রহ্মত্বং নহি জায়তে ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যদুক্তং মম সন্নিধৌ ।
যত্ত্বয়া দ্বিজ শার্দূল দৃষ্টং মে বিগ্রহং কিল ।
সর্বংহি প্রকৃতিং বিদ্ধি নান্যথা দ্বিজনন্দন ॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাত তোমার কেশ বিশ্বমোহন । হে যদুবর !
তোমার শরীর স্বয়ং কালী তুমি সদা নিরঞ্জন : তবে কেন তোমাকে
স্ত্রীময় দেখিতে পাই ॥ ৩১ ॥

হে দেব ! আমি কুলাচার পরিজ্ঞানার্থ আসিয়াছি কুলাচার
ব্যতিরেকে ব্রহ্মত্ব হয় না ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন । হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নারদ ! তুমি আমার
নিকট যাহা বলিলে তাহা সত্য । আমার যে শরীর দেখিতেছ
তাহা প্রকৃতি ॥ ৩৩ ॥

অর্থার্থঃ ।

যদুকুল পুত্রকর । ত্বং নিরঞ্জনঃ নির্বিকার স্ত্র্যদাকথং স্ত্রীময়ঃ ॥ ৩১ ॥
জ্ঞাত্বিনিতি । কুলাচারং জ্ঞাত্ব মহাগতঃ কুলাচার ব্যতিরেকেণ ব্রহ্ম
ত্বং ন জায়তে । ব্রহ্মজ্ঞানং নলভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচেতি ।
বিপ্রেন্দ্র নারদ । মম যৎশরীরাদিঃ দৃষ্টং তৎপ্রকৃতিঃ বিদ্ধি নান্যং হি ।

ততো বহু বিধৈঃ পুষ্পৈরতি গন্ধৈশ্চনোহরৈঃ ।
 অতিপ্রবৃত্ততোভক্ত্যা পূজয়ানাস কালিকাং ॥ ৩৪ ॥
 ততস্তুষ্টামহা মায়াশ্চয়ং মহিষমর্দিনী ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ॥ ৩৫ ॥
 নভয়ং কুত্র পশ্যামি কুলাচার প্রভাবতঃ ।
 গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো সত্ত্বরং রত্ন মন্দিরং ।
 মন্দিরস্য প্রভাবেন সর্বং তব ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

ভাষা ।

তদনন্তর বহুবিধ সুগন্ধ মনোহার পুষ্প দ্বারা কালিকার
 অর্চনা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তাহাতে মহামায়া মহিষ মর্দিনী কালী তুষ্টা হইয়া কৃষ্ণকে
 বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! কুলাচার প্রভাবে তোমার কুদ্রাপি ও ভয় নাই ।
 তুমি শীঘ্র রত্ন মন্দিরে গমন কর মন্দির প্রভাবে তোমার মর্দ
 কার্য সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৬ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

॥ ৩৬ ॥ ৩৬ ইতি । বহুবিধৈঃ নানা প্রকারৈঃ ॥ ৩৪ ॥ তত ইতি ॥
 ওষ্টা প্রসন্ন মহিষমর্দিনী মহিষাসুরঘাতিনী ॥ ৩৫ ॥ নেতি । কুলাচার
 প্রভাবাতব ভয়ং কুদ্রাপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রণম্যেতি । পুরং দ্বারক-

প্রণম্য শিরসা দেবীং প্রবিবেশ পুরং ততঃ ।
 দৃষ্ট্বা পুরং মহদ্রম্যং সমুদ্র পরিখাবৃতং ।
 নবরত্ন সমূহেন পূরিতং সর্বতো গৃহং ॥ ৩৭ ॥
 ততঃকতি দিনা দূর্দ্ধং রুক্ষিণ্যাদ্যা বরস্ত্রিয়ঃ ।
 বিবাহমকরোৎ কৃষ্ণে রুক্ষিণী প্রভৃতি স্ত্রিয়ঃ ৩৮।
 অতি গুহ্যং শূণু প্রোঢ়ে হৃদিস্থং নগনন্দিনি ।
 যেনকৃষ্ণে মহাবাহুঃসিক্কাহভূৎকনলেক্ষণঃ ৩৯

ভাষা ।

কৃষ্ণ মহাকালীকে নমস্কার করিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন
 সেই পুরী চতুর্দিকে সমুদ্র পরিখা বেষ্টিত ; গৃহ সকল নানা রত্নে
 পরি পূরিত ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যে কৃষ্ণ ককিণী প্রভৃতি প্রধানা
 যুবতিগণকে বিবাহ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে নগ নন্দিনি । কৃষ্ণ যে রূপে সিদ্ধ হইলেন সেই অতি
 গুহ্য কথা প্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

পুরং প্রবিবেশ জগাম । সর্বতঃ সর্বাসুদিক্শু গৃহং রত্ননির্মিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
 তত ইতি । দ্বারকায়াং কতিপয়দিনানি স্থিত্বা রুক্ষিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ । বিবাহ
 মকরোৎ ॥ ৩৮ ॥ অতীতি । নগনন্দিনি পার্শ্বতি ; যেন কৃষ্ণঃ সিক্কাহ-
 ভূজদ্রবস্যং শূণু ॥ ৩৯ ॥ ইথর উবাচেনি । রুক্ষিণ্যাদ্যা অষ্টৌনার্যঃ

ঈশ্বর উবাচ ।

রুক্মিণী সত্যভামাচ সৈব্যা জাম্বুবতী তথা ।
 কালিন্দী লক্ষণা জ্যেষ্ঠা মিত্র বিষ্ণাচ সপ্তমী ।
 নাগ্রজিত্যা মহেশানি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ৪০
 ততঃ কৃষ্ণে মহাবাহু রুদ্ৰাহ নকরোৎ প্রভুঃ ।
 কৃত্বা বিবাহ মে তাসাং বহু যত্নেন নাধবঃ ।
 অন্যানিচ মহেশানি সহস্রাণিচ ষোড়শ ।
 স্ত্রীণাং শতানি চার্বঙ্গি নানা কপাশিতানি চ ৪১।
 এতাঃ কৃষ্ণস্য দেবেশি ভাৰ্য্যাঃ সার বিলোচনাঃ ।
 প্রধানা স্তা মহিষ্যোক্ষৌ রুক্মিণাদ্যা বরাননে ৪২

ভাষা ।

মহাদেব বলিছেন । ককিণী, সত্যভামা, সৈব্যা, জাম্বুবতী, কালিন্দী, লক্ষণা মিত্রবিষ্ণ্যাও নাগ্রজিত্যা কৃষ্ণের এই অষ্ট প্রকৃতি ছিল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ, ইহাদিগকে বিবাহ করিলেন বহু যত্নে উক্ত অষ্ট যুবতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হইলে বহুকণ সম্পন্ন অন্য ষোড়শ সহস্র নারী বিবাহ করিলেন ॥ ৪১ ॥

এই ষোড়শ সহস্র অষ্ট রমণী কৃষ্ণের ভাৰ্য্যা ছিল, তন্মধ্যে ককিণী প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধানা ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিবাহেনাগ্রহীদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ ওত ইতি । উদ্ভাহং বিবাহং । অন্যানি রুক্মিণ্যাদ্যষ্টমীগরী ভিন্নানি । নানারূপধরানি বিবিধবেশভূষণ শোভিতান্যত্যাঃ ॥ ৪১ ॥ এতাইতি । রুক্মিণ্যাদ্যাঃ কৃষ্ণস্য বহুতরামহিষ্য আসন্ তাসাং রুক্মিণ্যাদ্যা অষ্টৌ প্রধানাঃ ॥ ৪২ ॥ পূৰ্ব্বোক্তমিতি ।

পূর্বোক্তঞ্চ মহেশানি কথয়ামাস তদ্রতঃ ।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতবান্ দ্বিজঃ ৪৩

নারদ উবাচ ।

নমস্করোগ্যহং দেবীং প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ।

যস্যঃ কটাক্ষমাত্রেন নিগুণো হপি গুণী ভবেৎ

॥ ৪৪ ॥

শূণু কৃষ্ণ মহাবাহো মথুরাং গচ্ছ সত্বরং !

বৈকুণ্ঠ সদৃশাকারাং রত্নমালা বিভূষিতাং ৪৫।

দ্বারকা প্রকৃতি স্মায়া মহাসিদ্ধি প্রদায়িনী ।

তব যোগ্য্য যদু শ্রেষ্ঠ নান্যথা কনলেক্ষণ ।

অষ্টাভি নায়িকাভিশ্চ সহিতা সর্বদা বিভো ৪৬

ভাষা ।

অনন্তর কৃষ্ণ পূর্বোক্ত কথা সকল নারদের নিকট বলিলেন,
নারদ তাহা শুনিয়া বিস্ময়াব্বিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

নারদ বলিছেন । আমি প্রকৃতি দেবীকে প্রণাম করি ;
যাহার কটাক্ষমাত্রেন নিগুণ সগুণ হয় ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ শ্রবণ কর তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন কর । মথুরা
পুরী বৈকুণ্ঠ সদৃশ ॥ ৪৫ ॥

হে যদুবর মহামায়া প্রকৃতিময়ী মহাসিদ্ধি প্রদায়িনী দ্বারকা
পুরী তোমার যোগ্য্য; এখানে অষ্টনায়িকা সदा বিদ্যমান আছে ॥৪৬

অন্ত্যর্থঃ ।

পূর্বোক্তং পূর্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস কৃষ্ণ ইতি শেষঃ । দ্বিজঃ নারদঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদউবাচেতি । প্রকৃতিং দেবীং নমস্করোমি নমস্যামি ত্রিগুণং গুণাতীতঃ
॥ ৪৪ ॥ শূনিতি । বৈকুণ্ঠসদৃশাকারাং বৈকুণ্ঠতুল্যাং ॥ ৪৫ ॥ দ্বারকেতি ।

মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী মনোভিলাষ সিদ্ধিকরী । অষ্টাভিনায়িকাভিঃ সহিতা

গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো সত্তরং মথুরাপুরীং ।
 তবযোগ্যং ন পশ্যামি স্থান মন্যদ্বদৃদ্বহ ১৪৭ ।
 তত্র গত্বা মহাদেবী নীশ্বরীং ভবনাশিনীং ।
 সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা উপচারৈশ্চানোহরৈঃ ।
 তদৈব সহসা কৃষ্ণ নিশ্চিতাং সিদ্ধি মাধুয়াঃ ৪৮
 ক্রতং গচ্ছ মহাবাহো দ্বারকাং প্রকৃতিং পরাং ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রঃ সদা সেচ্ছাময়ো দ্বিজঃ ৪৯

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ তুমি মথুরাতে গমন কর তোমার যোগ্য স্থান অন্য
 দেখিতে পাইনা ॥ ৪৭ ॥

মথুরাতে গমন করিয়া বিবিধ উপচারে ভক্তিপূর্বক মহাদেবী
 নগনন্দিনীর অর্চনা করিলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পা-
 রিবে ॥ ৪৮ ॥

হে কৃষ্ণ তুমি শীঘ্র গমন কর এই বলিয়া কামচারী নারদ
 তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অন্যার্থঃ ।

মথুরাপুরীতি শেষঃ । মথুরায়াং সতৈব অষ্টনায়িকা বিদ্যন্তে ইতি
 ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ গচ্ছতি যদৃদ্বহ যদুকলশ্রেষ্ঠ । মথুরাভিন্নং তবযোগ্যমন্যং
 স্থানং ন পশ্যামিভ্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্রৈতি ভবনাশিনীং পুনরুৎপত্তি বিনা-
 শিনীং মোক্ষকরী মিত্যর্থঃ । সিদ্ধিমাধুয়াঃ অভিলষিতং ফলং প্রাপ্তো-
 য়ীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্রতমিতি । সেচ্ছাময়ঃ কামচরঃ । কৃষ্ণায় ইত্যুক্ত্বা
 প্রযযৌ গত্যন ॥ ৪৯ ॥ ঈশ্বরউবাচেতি । কৃষ্ণ ন মথুরাং গত্বা বৎসাদীন

ঈশ্বর উবাচ

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু ব্ৰহ্মনাদায় সত্ত্বরং ।
 নিহত্য অসুরান্ ক্লৃষ্ণ কংসাদীন বরবর্ষিণি ।
 দ্বারকাং প্রযযৌ শীঘ্রং যত্রাস্তে পরমেশ্বরী ৫০
 যত্রাস্তে মহতী দ্বায়া যোগনিদ্রাং সনাতনীং ।
 প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তুত্বা যুক্তেন যোষিতা ৫১
 বন্ধুভিঃ সহ চার্বাকি ক্লৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
 পূজয়ন্ বিবিধৈর্ভোগৈঃ সর্ব ব্রতপরায়ণঃ ৫২।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন । অনন্তর মহাশ্য কৃষ্ণ উদ্ধবাদি সমন্তি-
 ব্যাহারে মথুরাতে গমন করিলেন তথাতে কংসাদি দৈত্য বিনাশ
 করিয়া পুনর্বার দ্বারকাতে আসিলেন ॥ ৫০ ॥

যথায় যোগ নিদ্রাক্রপা সনাতনী মহামায়া বিদ্যমান আছেন,
 কৃষ্ণ স্ত্রীগণের সহিত মহামায়াকে নমস্কার করিলেন ॥ ৫১ ॥

হে কমলান্ধ্র প্রতিদিবস নিশীথ সময়ে কৃষ্ণ অষ্টপ্রকৃতির
 সহিত রত্নমন্দির মধ্যবর্তী হইয়া স্নানোভন পরমায় প্রভৃতি নানা-

অস্ত্যর্থঃ ।

দৈত্যান্ নিহত্যপুনর্বারকায়াং প্রযযৌ ॥ ৫০ ॥ যত্রৈতি । মহতীমায়া
 মহামায়া প্রকৃতি রিত্যর্থঃ । যত্র দ্বারকায়াং ॥ ৫১ ॥ বন্ধুভিরিতি ।
 বন্ধুভিঃ স্নানোৎসবগিত্যর্থঃ । সর্বব্রতপরায়ণঃ চাক্ষায়ণাদি কঠোর ব্রতমাচর
 ঞ্চিত্যর্থঃ । ৫২ ॥ দিবসেইতি । নিশীথে অর্করাত্রি সময়ে । অষ্টপ্রকৃতিভিঃ

দিবসে দিবসে রাত্রৌ নিশীথে কমলেক্ষণে ।
 রত্নমন্দিরগঃ কৃষ্ণ স্তম্ভ প্রকৃতিভিঃ সহ । ৫৩ ।
 পূজয়ন বিবিধৈর্ভোগৈঃ পরমাত্মৈঃ সুশোভনৈঃ
 অষ্ট তণ্ডুল দুর্ভাভিঃ পূজয়ন পরমেশ্বরীং ।
 দশাক্ষরীং মহাবিদ্যাং প্রজপেৎ সততং হরিঃ ৫৪
 এবং নিত্য ক্রিয়াং কৃত্বা দ্বারকায়াং যদুদ্বহঃ ।
 অনিমাধ্যষ্ট সিদ্ধীনাং সিদ্ধো হুভুদ্বারীশ্বরঃ ৫৫
 ইত্যেতৎ কথিতং তত্ত্বং কেশবস্য বরাননে ।
 এতত্ত্ব কেশবং তত্ত্বং সর্বতত্ত্বোত্তমোত্তমং ৫৬

ভাষা ।

বিধ উপহারে ও অষ্ট তণ্ডুল দুর্ভাদ্বারা মহাকালীর অর্চনা করতঃ
 সর্বদা মহাবিদ্যার দশাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥৫২॥
 ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যদুকুল ধুরন্ধর কৃষ্ণ এইরূপে নিত্যক্রিয়া করিয়া অনিমাদি
 অষ্টবিদ্যা সিদ্ধি করিলেন ॥ ৫৫ ॥

হে সুন্দরি এই তোমাকে কেশবতত্ত্ব বলিলাম । এই কেশব-
 তত্ত্ব সর্ব তত্ত্বোত্তম ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

অষ্টনাগিকান্ধিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ পূজয়নমিতি । অষ্টতণ্ডুল দুর্ভাভিঃ যব-
 গোধূম তিলপ্রভৃতিভিঃ দুর্ভাভিঃ মহামায়াং পূজয়ন দশাক্ষরীবিদ্যাং
 মনুং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ এবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ । যদুদ্বহ
 যদুশ্রেষ্ঠ । সিদ্ধঃ পূর্ণকামঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যেদমিতি । কেশব তত্ত্বং বাসুদেব

অজ্ঞাত্বা কেশবং তত্ত্বং পূজয়েদ্যন্তু পার্বতি ।
 বিষ্ণুং বা পূজয়েদ্যন্তু রূপং বা পরমেশ্বরীং ।
 সর্বং তস্য বৃথা দেবি হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরং । ৫৭
 অতি গুহ্যং বরারোহে শৃণু তত্ত্বং মনোহরং ।
 রাধাকৃষ্ণস্য তত্ত্বঞ্চ শ্রদ্ধা গুরু মুখাং প্রিয়ে । ৫৮

পার্কৃত্যুবাচ ।

যদুক্তং মন্দিরং দেব বিস্তার্য কথয় প্রভো ।
 রূপয়া কথয়েশান মৃত্যুঞ্জয় সনাতন । ৫৯ ।

ভাষা ।

হে পার্কতি যে ব্যক্তি কেশব তত্ত্ব না জানিয়া বিষ্ণুর কিম্বা
 নহাবিদ্যার আরাধনা করে তাহার সৰ্বার্থ হানি হয় ॥ ৫৭ ॥

হে সুন্দরি অতি গোপনীয় মনোহর রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব গুরুর
 নিকট শ্রবণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

পার্কতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে সনাতন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব
 তুমি যে মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহা সবিস্তর বর্ণন
 কর ॥ ৫৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ব্রহ্মসং ॥ ৫৬ ॥ অজ্ঞাত্বৈতি । বাসুদেব তত্ত্ব মজ্ঞাত্বা যঃ কেশবং পূজয়েৎ
 কিম্বা প্রকৃতিং দেবীং চিন্তয়েৎ তস্য সর্বং বৃথাস্তবেদিতি ॥ ৫৭ ॥ অতীতি ।
 অতিগুহ্যং অতি গোপনীয়ং । ৫৮ । পার্কৃত্যুবাচেতি । হে দেব যন্মন্দিরমুক্তং
 তদ্বিচার্য বাহুল্যেন কথয় ॥ ৫৯ ॥ ভাষ্যউবাচেতি । সৰ্ব্বরত্নবিনির্মিতং

ঈশ্বর উবাচ ।

মন্দিরং পরমেশানি সৰ্ব্ব রত্ন বিনিৰ্মিতং ।
 ষড়্‌বৰ্গ সংযুতং দেবি নিত্যরূপ মকুত্ৰিমং । ৬০ ।
 যত্র কুণ্ডলিনী দেবী কৌলিকী নিত্য মুক্তমা ।
 জননীং কল্পবৃক্ষস্য দেব মাতৃ স্বরূপিণী । ৬১ ।
 কদাপি শুক্লবর্ণা সা কদচিত্তক্ততাং ব্রজেৎ ।
 ক্রমেণ ধত্তে ষড়্‌বৰ্গং ভদ্রে পরম সুন্দরং ।
 সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশং মণিনা নিৰ্ম্মিতং সদা । ৬২ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে পার্ৱতি এই মন্দির ষড়্‌বৰ্গ সংযুত,
 রত্ন নিৰ্ম্মিত, নিত্য ও অকৃত্ৰিম । যেখানে কল্পবৃক্ষজননী দেব
 মাতৃ স্বরূপা কুলদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান আছেন ।
 ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

ঐ মন্দির কখন শুক্লবর্ণ কখন বা রক্তবর্ণ এইরূপে ষড়্‌বৰ্গ
 ধারণ করে । ইহা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও মণি
 নিৰ্ম্মিত ॥ ৬২ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

সৰ্ব্বরত্ন খচিতং । অকৃত্ৰিমং অসাধারণং ॥ ৬০ ॥ যত্রোতে । কৌশিকী
 কুলদেবতা । কল্পবৃক্ষস্য জননী অন্তিলম্বিতপ্রসবিনী ॥ ৬১ ॥ কদাপিতি ৭
 কদাচিত্ত শুক্লবর্ণা কদাচিত্তক্তবর্ণা এবং ক্রমেণ ষড়্‌বৰ্গ ধারিণী কুণ্ডলিনী শক্তি
 রিত্যর্থঃ । মন্দিরং সহস্রসূর্য্য সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য বদতি তেজবন্ধরং । ৬২ ।

ঋতবঃ পরমেশানি বসন্তাদ্যাশ্চ পার্বতি ।
 তত্র সন্তি বরারোহে সদা বিগ্রহ ধারিণঃ । ৬৩ ।
 অষ্টদ্বার সমায়ুক্ত মণিমাди সুসেবিতং ।
 অঙ্গনা যত্র বিদ্যন্তে সতং কোটি কোটিশঃ ।
 শ্বেতচামর হস্তাভি বিজ্যতে মন্দিরং সদা । ৬৪ ।
 গৃহস্য তস্য দশসু সন্তি দিক্শু বরাননে ।
 দিক্‌পালাঃ পরমেশানি স্তম্ভ রূপা ইব প্রিয়ে ৬৫

ভাষা ।

ঐ মন্দিরে সৰ্বদা বসন্তাদি ছয় ঋতু সশরীরে বর্তমান আছে ॥ ৬৩ ॥

ঐ মন্দিরের অষ্টদিকে অষ্টদ্বার আছে তাহা অনিমাди অষ্ট-
সিদ্ধি দ্বারা পরিসেবিত । এবং কোটি কোটি যুবতীগণ সতত
শ্বেতচামর হস্তে করিয়া ব্যজন করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

ঐ গৃহের দশদিকে দশ দিকপাল স্তম্ভরূপে বিদ্যান
আছে ॥ ৬৫ ॥

অন্ত্যার্গঃ ।

ঋতবর্ষতি । বসন্তাদ্যাঋতবঃ সন্নিবতত্র সম্ভীত্যর্থঃ । বিগ্রহধারিণঃ দেহ-
বস্ত্রঃ ॥ ৬৩ ॥ অষ্টৈতি । অষ্টদ্বারযুক্তং অনিমাди অষ্টৈশ্বৰ্য্য যুক্তঞ্চ ।
মঙ্গলনা যুবতয়ঃ । শ্বেতচামর হস্তাভি রঙ্গনাভিরিতি শেষঃ । বিজ্যতে বাহু-
সঞ্চারঃ ক্রিয়তে ॥ ৬৪ ॥ গৃহস্যেতি । দশসু দিক্শু ইন্দ্রাদ্যা দশদিকপালা
স্তম্ভরূপেণ সন্তি বিদ্যন্তে ॥ ৬৫ ॥ বহুরূপেতি । বহুরূপং বিবিধাকারং ।

বহুৰূপ মিবা ভাতি মন্দিরং নগনন্দিনি ।
 সৰ্বগং সৰ্বদং দেবি চতুৰ্ভগশ্চ মূৰ্ত্তিমান্ ।
 কৈবল্যং পরমেশানি সদা ব্রহ্ম সূখাস্পাদং । ৬৬
 বহুনা কিমিহোক্তেন সৰ্বদেবাঃ সৰ্বাসবাঃ ।
 সহস্র বক্ত্রে ব্রহ্মাচ যত্রাস্তে নগনন্দিনি । ৬৭ ।
 যস্মিন্ গেহে মহেশানি কোটিশো হুণ্ড রাশয়ঃ ।
 তিষ্ঠন্তি সততং দেবি তস্য কা গণনা প্রিয়ে । ৬৮

ভাষা ।

হে নগনন্দিনি ! উহা নানা রূপধারি, সৰ্বগ, সৰ্বপ্রদ,
 ও মূৰ্ত্তিমান্ চতুৰ্ভগ । উহা কৈবল্যপ্রদ সৰ্বদা নিত্য সূখা-
 লয় ॥ ৬৬ ॥

হে নগনন্দিনি ! এই মন্দিরের বিষয় অধিক কি বলিব,
 এখানে সৰ্বদা ব্রহ্মা, অনন্ত ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিদ্যমান
 আছেন ॥ ৬৭ ॥

হে মহেশানি ! ঐ গৃহেতে কোটি কোটি ডিম্ব রাশি আছে
 তাহার গণনা করা অসাধ্য ॥ ৬৮ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

মূৰ্ত্তিমান্ সশরীরঃ । চতুৰ্ভগঃ ধৰ্ম্মার্থ কামমোক্ষ স্বরূপঃ । কৈবল্যং
 মুক্তিঃ । ব্রহ্মসূখাস্পাদং নিত্যসুখস্থানং ॥ ৬৬ ॥ বহুনেতি । বহুনা উক্তেন
 কিং প্রতিব্যক্তি ভেদ বর্ণনয়াকিং ফলং । সৰ্বাসবাঃ সশক্ৰাঃ । সহস্রবক্ত্রে
 অনন্তঃ ॥ ৬৭ ॥ যস্মিন্মিতি । অণ্ডরাশয়ঃ ব্রহ্মাণানি । কাগণনা কা-
 সংখ্যা ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মেতি । যত্র কোটি কোটি ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরঃ সম্ভী-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যত্রাস্তে কোটি কোটিশঃ ।
 সৰ্বতীৰ্থময়ং দেবি পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং । ৬৯
 ত্রিপুরা মন্দিরং কুষো দৃষ্ট্বা মোহ মবাপ্নুয়াৎ ।
 যন্তু শ্রীমন্দিরং ভদ্রে স্বয়ং ত্রিপুর সুন্দরী । ৭০ ।
 এবং মুক্তি গ্রহং প্রাপ্য কুষঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 নসাধয়েৎ কিং দেবেশিত্রিপুরাপদপূজনাৎ । ৭১
 কুষো মোক্ষ গৃহং প্রাপ্য ষোড়শ স্ত্রী সহস্রকং ।
 শত মৰ্যোত্তরৈশ্চৈব রেমে পরম যত্নতঃ । ৭২ ।

ভাষা ।

যেখানে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন। এবং উহা
সৰ্বতীৰ্থময় পঞ্চাশৎ পীঠ সংযুক্ত ॥ ৬৯ ॥

কুষ এইকপ ত্রিপুরা মন্দির দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ঐ
শ্রীমন্দির সাক্ষাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

হে দেবেশি ! কুষ এইকপ মন্দির পাইয়া ত্রিপুরা পদার্চন
প্রভাবে কোন্ কার্য্য না সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

ত্রিপুরাদেবীর পদার্চন প্রভাবে কুষ প্রতিকল্পে এইকপ মন্দির
লাভ করিয়া ছিলেন ॥ ৭২ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

তৃত্বঃ । পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং পঞ্চাশৎ পীঠস্থান তুল্যং ॥ ৬৯ ॥
 ত্রিপুরেতি । কুষত্রিপুরা মন্দিরং দৃষ্ট্বা মোহিতো ভবতীত্যর্থঃ । মন্দিরং
 তেবে স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ এবমিতি । মুক্তি গৃহং কৈবল্য
 নিকেতনং । কিং ন সাধয়েৎ অপিত সৰ্ব্বাণি সাধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥
 কুষইতি । ষোড়শ স্ত্রীসহস্রকং ষোড়শ সহস্র যুবতী বৃন্দং । রেমে ক্রীড়তি

কৃষ্ণসৈবং মহেশানি ত্রিপুরা পদ পূজনাং ।
প্রতিকল্পে ভবেদেবি দ্বারকা মন্দিরং প্রিয়ে ৷৭৩৷

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণ এই প্রকার মোক্ষ গৃহ পাইয়া ষোড়শ শত অষ্ট রমণীর
সহিত বিহার আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

ইতি উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

অস্বার্থঃ ।

৷৭২ ৷ কৃষ্ণস্যোতি । প্রতিকল্পে কল্পে কল্পান্তরে । উক্ত প্রকারেণ
কৃষ্ণলীলা ভবেদিতি ॥ ৭৩ ॥

ইতি উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

—

দেবুবাচ ।

কিঞ্চিদন্য মহেশান প্রচ্ছামি যদি রোচতে ।
 পদ্মিন্যাঃ পরমেশান যদ্যস্তি পূজনে বিধিঃ । ১।
 রূপয়া পরমেশান শূলপাণে পিনাক ধৃক্ ।
 যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং । ২ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

উপবিদ্যা মহেশানি পদ্মিনী রাধিকা প্রিয়ে ।
 উপবিদ্যা ক্রমেনৈব কথয়ামি বরাননে । ৩ ।

ভাষা ।

পার্কীতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব ! পদ্মিনীর পূ-
 জনে যে বিধি আছে তাহা যদি অভিকৃতি হয় বল ॥ ১ ॥

হে শূলপাণে ! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থিত বিষয়
 বল ; নচেৎ আমি তোমার নিকট তনু ত্যাগ করিব ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্কীতি ! পদ্মিনী রাধিকা উপ-
 বিদ্যা । উপবিদ্যাক্রম তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রচ্ছামি । পদ্মিন্যাঃ পূজনে যদ্বিধি-
 রস্তি তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ কৃপয়েতি । যদি নো কথ্যতে বর্ণ্যতে তদাতনুং
 দেহং বিমুঞ্চামি ত্যজামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি পদ্মিনী উপবিদ্যা
 অতঃ উপবিদ্যা ক্রমেণ উপবিদ্যা পদ্ধত্যনুসারেণ কথয়ামি ॥ ৩ ॥ যথোক্তি ।

যথাচ বিজয়া মন্ত্রং জয়া মন্ত্রং তথা প্রিয়ে ।
 যথা পরাজিতা মন্ত্রং যথা তাম পরাজিতাম্ ।
 রাধাতন্ত্রং তথা দেবি কবচেন যুতং সদা । ৪ ।
 স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং রাধায়া নিগদামিতে ।
 ন্যাসাদি রহিতং তন্ত্রং সাবধানা বধায় ৫ ।
 আদৌ ছন্দ স্ততো মন্ত্রং কবচন্ত ততঃ শৃণু ।
 শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি রাধিকায় বরাননে । ৬ ।

ভাষা ।

বেকপ জয়া মন্ত্র, বিজয়া মন্ত্র ও অপবাজিতা মন্ত্র সেইরূপ
 কবচযুক্ত রাধা মন্ত্র ॥ ৪ ॥

রাধার সহস্রনামাখ্য স্তোত্র তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ৫ ॥

আদিতে ছন্দঃ তৎপরে মন্ত্র তদনন্তর কবচ পাঠ করিবে ।
 হে সুন্দরি ! রাধিকার মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

অন্যার্থঃ ।

জয়াবিজয়াদি মন্ত্রঃ যথা তথা তন্ত্রং রাধামন্ত্রঃ কবচেন যুতং পল্লিনীকবচ
 সহস্রনামাদি সংযুতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ স্তোত্রমিতি । ন্যাসাদি রহিতং
 ন্যাসাদিকং বিনাকৈবলং রাধায়াঃ সহস্রনাম স্তোত্রং নিগদামি ॥ ৫ ॥
 আদাবিতি । আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং জপ্ত্বা কবচঞ্চ পঠিত্বা সহস্রনাম
 স্তোত্রং পঠেদिति ॥ ৬ ॥ মন্ত্রোক্তার মাহ কামবীজমিতি । কামবীজং ককার
 লকার দীর্ঘঈকার বিন্দুযুতং বাগন্তবং সাংবন্দু দশমস্বরঃ । এতেন ক্লীং ঞ্

কামবীজং সমুদ্ধৃত্য বাগ্ধবং তদনন্তরং !
 রাধাপদং চতুর্থ্যন্ত মুদ্ধরে দ্বরবর্ণিনি ।
 পূর্ববীজদ্বয়ং ভদ্রে যত্নতঃ পুনরুদ্ধরেৎ ৷ ৭ ৷
 ইদ মর্টাক্ষরং প্রোক্তং রাধায়াঃ কমলেক্ষণে ।
 শূণু দেবেশি রাধায়া মনুমেকাক্ষরং পরং ৷ ৮ ৷
 রঙ্গিনী বীজ মুদ্ধৃত্য বনবীজযুতং কুরু ।
 বিকুর্ক সংযুতং কুত্ব পরমেকাক্ষরী প্রিয়ে ৷ ৯ ৷
 ইয় মেকাক্ষরী বিদ্যা রাধা হৃদয় সংস্থিতা ।
 পরমেকং মহেশানি রাধামন্ত্রং শূণু প্রিয়ে ৷ ১০ ৷
 মন্যথ দ্বয়ং মুদ্ধৃত্য বাগ্ধব দ্বয় মুদ্ধরেৎ ।
 নারাদ্বয় সমুদ্ধৃত্য রাধা শব্দঞ্চ ও যুতং ।
 পূর্ব বীজানি চোদ্ধৃত্যকিশোরীষোড়শীপ্রিয়ে ৷ ১১ ৷
 প্রণবং পূর্ব মুদ্ধৃত্য রাধাচ ও যুতং সদা ।
 অন্তে নারায়ণ সনাদায় ষড়ক্ষর মিদং প্রিয়ে ৷ ১২ ৷

অন্ত্যার্থঃ ।

রাধিকায়ৈ ক্লী ঐ ইতি মন্ত্রোচ্চারণোভাবৎ ॥ ৭ ॥ ইদমিতি । ইদমেকা-
 ক্ষর যুক্তং পুনরেকাক্ষরং কথয়ামি শূণু ॥ ৮ ॥ রঙ্গিনীতি । রঙ্গিনী বীজং
 বন বীজং মেলয়িত্বা নাদবিন্দুং যোজয়েৎ এতেন ক্লী ইতি একাক্ষরো
 মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ৯ ॥ ইয়মিতি । ইয়মেকাক্ষরী বিদ্যা উক্তা পরমন্যং
 মন্ত্রঃ শূণু ॥ ১০ ॥ মন্যথেতি এতেন ক্লী ক্লী ঐ ঐ ক্লী ক্লী রাধিকায়ৈ
 ক্লী ক্লী ঐ ঐ ক্লী ক্লী এষ ষোড়শাক্ষর মন্ত্রঃ উক্তঃ । প্রণবেতি । এতেন
 ও রাধিকায়ৈ ক্লী ইতি ষড়ক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১২ ॥ প্রণবেতি । এতেন

প্রণবং পূর্ব মুদ্ধৃত্য কূর্চবীজদ্বয়ং ততঃ ।
রাধা শব্দং ও যুতঞ্চ পূর্ববীজানি চোদ্ধরেৎ ।
এষা দশাক্ষরী বিদ্যা পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে ১৩৷

দেবুবাচ ।

শূনু পার্ধতি বক্ষ্যামি জয়া মন্ত্রং বরাননে ।
প্রসঙ্গাৎ পরমেশানি কথয়ামি তবানঘে । ১৫ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

বাগ্ধবং বীজ মুদ্ধৃত্য যয়া বীজং সমুদ্ধরেৎ ।
জয়া শব্দং চতুর্থান্তং পূর্ববীজং সমুদ্ধরেৎ ।
এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা জয়ায়াঃ কমলেক্ষণে ১৬
শিবা বীজং সমুদ্ধৃত্য বনবীজযুতং কুরু ।
বিন্দুর্দ্ধ চন্দ্রযুক্ত মেকাক্ষর মিদং স্মৃ তং । ১৭ ।
প্রণব দ্বয় মুদ্ধৃত্য জয়া শব্দং ততঃ পরং ।
ও যুতং কুরু যত্নেন পুনঃ প্রণব মুদ্ধরেৎ ।
এষা ষড়ক্ষরী বিদ্যা জয়ায়া নগনন্দিনি । ১৮ ।

অস্ত্যর্থঃ ।

ও° হ° হ° রাধিকায়ৈ ও° হ° হ° ইতি দশাক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥

দেবুবাচেতি । রাধামন্ত্রঃ ময়াশ্রুতঃ ইদানীং জয়ামন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি তবা

দেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । প্রসঙ্গাৎ রাধিকা প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥

বাগ্ধবমিতি । এতেন ঐ° হ্রী° জয়াদেবৈ ঐ° হ্রী° ইত্যষ্টাক্ষরে। মন্ত্রঃ

কথিতঃ ॥ ১৬ ॥ শিবেতি । শিববীজং হকারঃ বনবীজ মুকারস্তেন হ° ইতি

একাক্ষরোমন্ত্রো ভবতীতি ॥ ১৭ ॥ ত্রাণবেতি । এতেন ও° জয়াদেবৈ

ও° ইতি ষড়ক্ষরোমন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ মায়াদ্বয়মিতি । এতেন হ্রী°

মায়া দ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য কূর্চ যুগ্ম মতঃ পরং ।
 বাগ্ভবঞ্চ ততো দেবি যুগলশ্চোদ্ধরেৎ প্রিয়ে ।
 চতুর্থান্তং জয়া শব্দং কুরু যত্নেন যোগিনি ।
 পূর্ববীজানি চোদ্ধৃত্য অন্তে প্রণব মুদ্ধরেৎ ।
 ষোড়শী পরমেশানি কালী ভুবনমোহিনী ।
 এষান্ত ষোড়শী বিদ্যা কিশোরী বয়সী তব ॥১৯॥
 মায়া দ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য জয়া শব্দং তথা প্রিয়ে ।
 চতুর্থান্তং ততঃ ক্লৃৎ বীজদ্বয় মতঃ পরং ।
 ইয় মষ্টাক্ষরী বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা । ২০ ।
 আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা দশাক্ষর মিদং স্মৃতং ।
 অনেনৈব বিধানেন বিজয়াদিসু কামিনি । ২১ ।
 পদ্মাসু পরমেশানি তথা পদ্মাবতীষু চ ।
 আদ্যন্তে বীজ মুদ্ধৃত্য নামানি ঙে যুতানি চ ॥২২॥
 এতন্তে কথিতং তত্ত্বং দূতী তত্ত্বং শুচিস্মিতে ।
 দূতী তত্ত্বং বিনা দেবি পূজয়েদ্যন্ত পার্শ্বতি ।
 বিফলা তস্য সা পূজা সফলা ন কদাচন ॥২৩॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ত্রী'হ'হ'এ'এ'জয়াটয় ত্রী'ত্রী'হ'হ'এ'এ'ও' ইতি জয়ায়াঃ ষোড়-
 শাক্ষর মন্ত্রঃ ॥ ১৯ ॥ মায়েতি । এতেন ত্রী ত্রী'জয়াদেব্যা ত্রী'ত্রী'
 ইত্যষ্টাক্ষর মন্ত্রঃ । ২০ ॥ আদ্যন্ত ইতি । পূর্বমষ্টাক্ষর মন্ত্রাদ্যন্তে প্রণব
 যোগেন দশাক্ষর মন্ত্রে ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥ পদ্মাস্বিতি । পদ্মায়াঃ
 পদ্মাবত্যাশ্চ চতুর্থান্তনাং প্রাক্ প্রণব যোগেনৈব মন্ত্রে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।
 ॥ ২২ ॥ এতন্নিতি । এতদদতী তত্ত্বং বিনা জপ পূজাদিকং বিফলং ভবে-

পদ্মিন্যাদিষু দেবেশি ন্যাসাদি নৈব কারয়েৎ ।
 উপবিদ্যাসু সৰ্বাসু ন্যাসো নাস্তি বরাননে । ২৪ ।
 ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ মাতৃকান্যাস পূৰ্ব্বকং ।
 ধ্যানং কুর্য্যাত্তোদেবি কৃত্বাচ্ছন্দোবরাননে । ২৫ ।
 ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবেশি রাধায়াঃ শৃণু সাদরং ।
 উপবিদ্যা ক্রমেণৈব নিগদামি বরাননে । ২৬ ।
 রক্ষিণী কুম্ভাকারা পদ্মিনী পরমা কলা ।
 চমরী বালকুটীলা নিশ্চল শ্যামকেশিনী । ২৭ ।
 সূর্য্যকান্তেন্দু কান্তাত্য স্পর্শাস্য কণ্ঠভূষণা ।
 বীজপূর ক্ষুরদ্বীজ দন্তপঙ্ক্তি রত্নভূষণা ।
 কাম কোদণ্ডকা ভূগ্ন ব্রুকটাক্ষ প্রবর্ষিণী । ২৮ ।
 মাতঙ্গ কুম্ভ বক্ষোজা লসৎকোকনদেক্ষণা ।
 মনোজ্ঞ সুকলী কর্ণা হংসী গতি বিড়ম্বিনী । ২৯ ।

অস্যার্থঃ ।

দ্বিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ পদ্মিন্যাদিহিতি । পদ্মিন্যাদি দেবতায়্য ন্যাসো
 নাস্তি উপবিদ্যাত্মক উপবিদ্যাসু ন্যাসো নাস্তিতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥ ভূত-
 তি । ঋষিচ্ছন্দঃ ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাসঃ সৰ্ব্বাসাং দেবতানাং নবশ্যু কৰ্ত্তব্যঃ
 অতন্তানের কারয়েদिति ॥ ২৫ ॥ ধ্যানমিতি । পদ্মিনী উপবিদ্যা অত
 উপবিদ্যা ক্রমেণ ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু ॥ ২৬ ॥ রক্ষিণীতি । রক্ষিণী কুম্ভা-
 কারা শতমূলী পুষ্পাতা । চমরীবৎ কুটীল নিশ্চল শ্যামকেশা ॥ ২৭ ॥
 সূর্য্যেতি । সূর্য্যকান্তমনি বদুচ্ছল চন্দ্রকান্তমণিবৎ সুখ স্পর্শেত্যর্থঃ ।
 দাঙ্ঘিষ বীজবৎ দন্তপঙ্ক্তি শোভিতা । কাম ধনুরাকার কুটীল জ যুতা চে-
 ত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ মাতঙ্গতি । গজকূটবৎ স্তনযুগলাঘিতা । কোকনদে

নানা মণি পরিচ্ছন্ন বস্ত্র কাঞ্চন কঙ্কণা ।
 নাগেন্দ্র দন্তু নির্মাণ বলয়াক্ষিত পাণিনী । ৩০ ।
 পীতবর্ণা কদাচিৎস। কদাচিৎ কৃষ্ণবর্ণিনী ।
 শ্বেতবর্ণা কদাচিৎস। কদাচিদ্ভক্তবর্ণিনী । ৩১ ।
 কপূরা গুরু কস্তুরী কুঙ্কুম দ্রবলেপিতা ।
 বহুবর্ণময়ী রাধা প্রহরে প্রহরে প্রিয়ে । ৩২ ।
 এবং ধ্যানা যজেদেবীং চতুর্ভগ প্রদায়িনীং ।
 সততং পদ্মিনী রাধা ত্রিপুরা নিকটে স্থিতা । ৩৩ ।
 এতত্তে কথিতং দেবি ধ্যান তত্ত্বং মনোহরং ।
 অপরঞ্চ অবক্ষ্যামি কবচং রাধিকা মতং । ৩৪ ।
 যমোক্তং সর্ব তন্ত্ৰেষু উপবিদ্যামু পার্শ্বতি ।
 ইদানীং পরমেশানি কবচং নিগদামিতে ।
 ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মনুখোদিতং । ৩৫

অম্বার্থঃ ।

রক্তোৎপলে ইব আকর্ষণী বস্যাঃ সা । সুস্কনী কর্ণচিহ্নঃ । হংসীবগতি
 শীলেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ নানেন্দি । নানামণিখচিত বস্ত্রা স্বর্ণকঙ্কণাক্ষিত হস্তা ।
 গজদন্তনির্মিত বলয় ভূষিতা ॥ ৩০ ॥ পীতেন্দি । কদাচিৎ পীতবর্ণা কদা-
 চিৎ কৃষ্ণবর্ণা ইত্যাদি বহুবর্ণ শোভিতেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ কপূরেন্দি ।
 কপূরা গুরু কস্তুরী প্রভৃতিভিঃ প্রলেপন জটৈব লিপ্তগাত্রা প্রহরেপ্রহরে
 যামাস্তর এব রূপবেশ পরিবর্তনবতী । ৩২ ॥ এবমিতি । এব মুক্তরূপাং
 রাধাং চিত্তয়িত্বা যজেৎ পূজয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ এতদ্বিতি । ধ্যানতত্ত্বঃ স্বরূপ
 বাখ্যার্থঃ । অপরং অতঃপরং রাধিকা কবচং বক্ষ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
 যমোক্তি । উপবিদ্যায়াঃ কবচং কুত্রাপি তস্মৈ ন দৃশ্যতে তৎ তব কথয়ামি

কবচং পরমেশানি পদ্মিনী বশকারকং ।

এতন্মু কবচং দেবি উপবিদ্যাসু দুর্লভং । ৩৬ ।

যত্র যত্র বিনির্দিষ্টা উপবিদ্যা বরাননে ।

তাস্তাঃ সৰ্বা মহেশানি কবচে নচ বজ্জিতাঃ । ৩৭ ।

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে

ত্রিংশৎ পটলঃ ।

অন্ত্যার্থঃ ।

ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ কবচমিতি । এতৎ কচ পাঠে নৈব পদ্মিনী বশ্য ।
ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্রৈতি । যেসু যেসু তন্ত্রেষু উপবিদ্যাঃ প্রক-
টিতাঃ কুত্রাপি কবচং নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি ত্রিংশৎ পটলঃ ।

অথ রাধিকা কবচং ।

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারক ।
রাধিকা কবচং দেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি বরারোহে কবচং জন মোহনং ।
গোপিতং সৰ্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতং ॥
যারাধা ত্রিপুরাদূতী উপবিদ্যা সদান্তমা ।
উপবিদ্যা ক্রমা দেবি কবচং শৃণু পার্শ্বতি ॥
জপ পূজা বিধানস্তা ফলং সৰ্ব্বস্ব সিদ্ধিদং ।
যত্র তত্রন বক্তব্যং কবচং গোপিতং মহৎ ॥
ভক্তি হীনায় দেবেশি দ্বিজ নিন্দা পরায়চ ।
নশূদ্র যাজি বিপ্রায় বক্তব্যং পরমেশ্বরী ॥
শিষ্যায় ভক্তি যুক্তায় শক্তি দীক্ষা রতায়চ ।
বৈষ্ণবায় বিশেষেণ গুরু ভক্তি পরায়চ ॥
বক্তব্যং পরমেশানি মম বাক্যং নচান্যথা ।

অস্ত্র শ্রীরাধা ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচস্ত গোপিকা ঋষি-
রনুষ্ঠুপছন্দঃ শ্রীরাধিকা দেবতা মহাবিদ্যা সাধন গোপ্যার্থে
বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্বে চ পান্তমা দেবী রুক্মিণী শুভদা-
য়িনী । হ্রীং পশ্চিমে পান্তমত্যা সৰ্ব্বকাম প্রপূর্ণিণী ।
যাম্যাং হ্রীং জায়ুবতী পান্ত সৰ্ব্বকাম ফলপ্রদা । উত্তরে
পান্তভদ্রা হ্রীং ভদ্র শক্তি সমন্বিতা । উর্দ্ধেপান্ত মহাদেবী
ক্লীং কৃষ্ণপ্রিয়া যশস্বিনী ॥ অধশ্চ পান্তমাং দেবী ঐং পা-

তাল তলবাসিনী । অধরে রাধিকা পাত্ত ঐং পাত্ত হৃদয়ং
 মম । নমঃ পাত্তচ সৰ্ব্বাঙ্গং ও যুতাচ পুনঃ পুনঃ । সৰ্ব্বত্র
 পাত্তমে দেবী ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী । ঐং হ্রীং রাধিকায়ৈ
 হ্রীং ঐং শিরঃ পাত্তমাং । ক্রীং ক্রীং রাধিকায়ৈ ক্রীং ক্রীং
 দক্ষবাহুং রক্ষত মম । হ্রীং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং
 বামাঙ্গং রক্ষত পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী । ঐং হ্রীং রাধি-
 কায়ৈ ঐং ঐং দক্ষপাদং রক্ষত মম । ক্রীং ক্রীং ঐং
 ঐং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং ক্রীং ক্রীং ও সৰ্ব্বাঙ্গং
 মম রক্ষত । ক্রীং রাধিকায়ৈ ক্রীং বামপাদং রক্ষত সদা
 পদ্মিনী । হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং অক্ষিযুগ্মং রক্ষত মম । ঐং
 রাধিকায়ৈ ঐং কর্ণযুগ্মং সদা রক্ষত মম । হ্রীং রাধিকায়ৈ
 হ্রীং নাশ্যযুগ্মং সদা রক্ষত মম । ও হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং
 ও দন্তপঙ্ক্তিং সদা পাত্ত সরস্বতী । হ্রীং ভুবনেশ্বরী ল-
 লাটং পাত্ত হ্রীং কালী মে মুখমণ্ডলং সদা পাত্ত । হ্রীং
 হ্রীং হ্রীং মহিষমর্দিনী হ্রীং হ্রীং মহিষমর্দিনী দ্বারকাবা-
 সিনী সহস্রারং রক্ষত সদা মম । ঐং হ্রীং ঐং মাতঙ্গী
 হৃদয়ং সদা মম রক্ষত । হ্রীং ঐং হ্রীং উগ্রতারা নাভিপদ্মং
 সদা রক্ষত মম । ক্রীং ঐং ক্রীং স্তনদ্বয়ী ক্রীং ঐং ক্রীং স্বাধি-
 ঠানং লিঙ্গমূলং রক্ষত মম । লং ঐং লং পৃথিবী গুদ-
 মণ্ডলং রক্ষত মম । ঐং ঐং ঐং বগলা ঐং ঐং ঐং
 স্তনদ্বয়ং রক্ষত মম । হেসাঃ ভৈরবী সেহাঃ স্কন্ধদ্বয়ং
 রক্ষত মম । হ্রীং অন্নপূর্ণা হ্রীং ঘাটাং রক্ষত মম । ঐং
 হ্রীং ঐং বীজত্রয়ং সদাপাত্ত পৃষ্ঠদেশং মম । ও মহাদেবঃ
 পাত্ত সৰ্ব্বাঙ্গং মে ও নারায়ণঃ পাত্ত সৰ্ব্বাঙ্গং সদামম । ও
 ও কৃষ্ণঃ পাত্ত সদাগোত্রং রুক্মিণীনাথঃ । রুক্মিণী সত্য-

ভামাচ সৈব্যা জায়ুবতী তথা । লক্ষণা মিত্রবিদ্ভাচ ভদ্রা-
নাগ্রজিতা তথা । এতাঃ সর্বাযুবতয়ঃ শোভনাশ্চ। সুলো-
চনাঃ । রক্ষ্যুর্নামস্তু দিক্ষু সততং শুভদর্শনাঃ । ওঁ
নারায়ণশ্চ গোবিন্দঃ শিরঃপদ্ম দলেক্ষণঃ । সর্বাঙ্গং মে
সদারক্ষেৎ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ । ইতীদং কবচং ভদ্রে
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং শুভং । পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি উপবিদ্যা
সুসঙ্গতং । যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি সততং ভক্তি তৎপরঃ ।
নিরাহারো জলত্যাগী অযুতং বৎসরে যদা । তদৈব পর-
মেশানি পদ্মিনী বশতামিয়াৎ । এতত্তে কথিতং দেবি-
কবচং ভূবিভুলভং । ফলমূল জলংত্যক্ত্বা পঠেৎ সংবৎ-
সরং যদি । পদ্মিনী বশমায়াতি তদৈব নগনন্দিনি ।
অনেনৈব বিধানেন যঃ পঠেৎ কবচং পরং । বিষ্ণুলোক
মবাপ্নোতি নান্যথা বচনং মম । সংগোপ্য পূজয়েদ্বিদ্যাং
মহাবিদ্যাং বরাননে । প্রকটার্থ মিদং দেবিকবচং প্রপঠেৎ
সদা । মহাবিদ্যাং বিনাভদ্রে যঃ পঠেৎ কবচং প্রিয়ে ।
তদৈ সহসাভদ্রে কুন্তীপাকে ব্রজেৎ প্রিয়ে ॥

ইতি বাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে হরপার্শ্বতী সংবাদে

ত্রৈলোক্যমোহনং নামকবচং সমাপ্ত

মেকত্রিশং পটলঃ ।

অথ রাধিকা সহস্র নাম স্তোত্রং ।

ঈশ্বর উবাচ । ইতিতে কথিতং দেবি কিমন্যং কথয়ামিতে । শ্রোত্রোত্ত্বং পরমেশানি অহং বক্তাচ সাম্বতঃ । দেবুবাচ । কিয়দন্যগ্রহাদেব প্রচ্ছামি যদিরোচতে । হৃদয়ে তব দেবেশ নানাতন্ত্রাণি সন্তিবৈ নানাতন্ত্রাণি মন্ত্রাণি রহস্ত্রাণি পৃথক্ পৃথক্ । বহুনি তব দেবেশ হৃদয়ে দেব সূত্রত । রূপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে । ঈশ্বর উবাচ । পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি রহস্ত্রং নাস্তি সুন্দরি । ত্বয়ি সৰ্ব্বং মহেশানি কথিতং পরমেশ্বর । কিঞ্চিদন্যগ্রহেশানি নাস্তি মে গোচরে প্রিয়ে । যদ্বদাস্তি মহেশানি রহস্ত্রং কথিতং ময়া । দেবুবাচ । পদ্মিন্যাঃ পরমেশান রহস্ত্রং কথয় প্রভো । যদি নো কথ্যতে দেব ত্যজামি বিগ্রহং তদা । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু প্রিয়ে কুরঙ্গাক্ষি এতং প্রৌঢ়ং কথং তব । প্রৌঢ়ত্বং যদি চার্ব্বাক্ষি রহস্ত্রং কথয়ামিতে । রহস্ত্রং শৃণু চার্ব্বাক্ষি স্তোত্রং পরমদুর্লভং । স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং উপবিদ্যা স্তম্ভতং । উপবিদ্যাসু দেবেশি অতি গুপ্তং মনোহরং । এতং স্তোত্রং মহেশানি পদ্মিনী সম্মতং সদা । এতত্তু পদ্মিনী স্তোত্র মাশ্চর্য্যং পরমাদুতং । যন্মোক্তং সৰ্ব্বতন্ত্রেষু তব ভক্ত্যা প্রকাশিতং । অস্ত্র শ্রী পদ্মিনী সহস্রনাম স্তোত্রস্ত্রা শ্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ মহিষমর্দিন্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দে । মহাবিদ্যাসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । ওঁ হ্রীঁ ঐঁ পদ্মিন্যৈ রাধিকায়ৈ । রাধারমণীকৃপা নিরূপম কৃপতী কৃপাধনা বস্ত্রা-বাসা রজোগুণা । রক্তাক্ষী রক্তপুষ্পাভারাধ্যারাম পরা-য়ণা । রম্ভাবতী কৃপশীলা রজনী রঞ্জনী রতিঃ । রতিপ্রিয়া

রমণীয়া রসপুণ্ডা রসায়না । রাসমধ্যে রাসরূপা রসবেশা
 রসোৎসুকা । রসবতী রসোল্লাসা রসিকা রসভূষণা ।
 রসমালাধরী রঙ্গী রক্তপটুপরিচ্ছদা । কমলা কম্পলতিকা
 কুলত্রত পরায়ণা । কামিনী কমলাকুন্তী কলিকল্লোল
 নাশিনী । কুলিনা কুলবতীকামী কামসন্দীপনী তথা ।
 কৌমারী কৃষ্ণবনিতা কামার্ভা কামরূপিণী । কামুকী
 কলুষশীচ কুলজ্ঞা কুলপাণ্ডিতা । কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণাঙ্গীচ কৃষ্ণ-
 বস্ত্র পরিচ্ছদা । কান্তাকাম স্বরূপাচ কামরূপা রূপাবতী ।
 ক্ষেমা ক্ষমাবতীচৈব খেলৎখঞ্জন গামিনী । খস্কা খগা
 খগস্থাত্রী খগনস্ত্র বিহারিণী । গরিষ্ঠা গরিমা গঙ্গা গয়া
 গোদাবরী গতিঃ । গাঙ্গারী গুণিনী গৌরী গঙ্গা গোকুল-
 বাসিনী । গান্ধারী গানকুশলা গুণাগুণ বিলাসিনী । ঘর্ঘরা
 ঘর্ম্মদা ঘর্ম্মা ঘনস্থা ঘনবাসিনী । ঘৃণা ঘৃণাবতী ঘোরা ঘোর
 কর্ম্ম বিবর্জিতা চন্দ্রাচন্দ্র প্রভাচৈব চন্দ্রমূর্তি পরিচ্ছদা ।
 চন্দ্ররূপাচ চন্দ্রাখ্যা চঞ্চলা চারুভূষণা । চতুরা চারুশীলাচ
 চম্পা চম্পাবতী তথা । চন্দ্রেখা চন্দ্রকলা চারবেশা
 বিনোদিনী । চন্দ্রচন্দন ভূষাঙ্গী চার্বকী চন্দ্রভূষণা ।
 চিত্রিণী চিত্ররূপাচ চিত্রমূর্তিধরা সদা । ছদ্মরূপা ছদ্ম-
 বেশী শ্বেতছত্র বিহারিণী । ছত্রাত পাচ ছত্রাঙ্গী ছত্রঙ্গী
 ছত্রপালিনী । ছুরিতামৃত ধারোঘা ছদ্মবেশ নিবাসিনী ।
 ছটীকৃত মরালোঘা ছটীকৃত নিজামৃত্য । জয়ন্তীচ জগ-
 ন্নাতা জননী জন্মদায়িনী । জয়া জেত্রীচ জয়ন্তী জীবনী
 জগদম্বিকা । জীবাজীব স্বরূপাচ জাড্য বিধ্বংসকারিণী ।
 জগজ্জানির্জন শ্রেষ্ঠা জগদ্ভেদজগন্ময়ী । জগদানন্দ জননী
 জনয়িত্রী জনসম্পদাৎ । ঝঙ্কার বাহিনী ঝঞ্জা ঝঙ্কার নির্ঝ-

রাবতী । টঙ্কার টঙ্কিনী টঙ্কাটঙ্কিতা টঙ্করূপিণী । উষরা
 উত্তরা উষা উম উষাচ উষুরা । চৌকিতাশেষ নির্ঘোষা
 চলচেলিত লোচনা । তপিনী ত্রিপথা তীর্থবাসিনী ত্রিদ-
 শেশ্বরী । ত্রিলোকত্রয়ী ত্রৈলোক্যতরণী তরণে তরুঃ । তাপ-
 হত্নী তপাতাপা তপনীয়া তপাবতী । তাপিনী ত্রিপুরাদেবী
 ত্রিপুরাজ্জাকরীসদা । ত্রিলক্ষা তারিণীতারা তারানায়ক
 মোহিনী । ত্রৈলোক্যগমনা তীর্ণা ত্ত্বক্টিতা ত্ত্বরিতা ত্ত্বরা ।
 ত্ত্বক্টি ত্ত্বরঞ্জিনীতীর্থা ত্ত্বিবিক্রম বিহারিণী । তমোময়ী তামসীচ
 তপস্তা তপসঃ ফলা । ত্রৈলোক্য ব্যাপিনী ত্ত্বক্টি ত্ত্বপ্তিস্তৃত্যা
 ত্ত্বলাতথা । ত্রৈলোক্যমোহিনী ত্ত্বর্ণা ত্রৈলোক্য বিভব প্রদা ।
 ত্রিপদীচ তথা তথ্যা তিমির ধ্বংস চন্দ্রিকা । তোজোকপা
 তপঃ পারা ত্রিপুরা ত্রিপদাস্থিতা । ত্রয়ীতম্নী তাপহরা তপ-
 নাজ্জ বাহিনী । তরিস্তরগি তারুণ্যা তপিতা তরণী
 প্রিয়া । তীত্রপাপহরা ত্ত্বল্যা ত্ত্বনপাপ ত্ত্বনূনপাৎ । দারিদ্র্য
 নাশিনীদাত্রী দক্ষাদেয় দয়্যবতী । দিব্যাদিব্য স্বরূপাচ দীক্ষা
 দক্ষা দয়া দ্রবা । দিব্যরূপা দিব্যমূর্তি দৈত্যেন্দ্র প্রাণনা-
 শিনী । দ্রুতাচ দ্রুতরূপাচ দন্দশূক বিনাশিনী । দুর্বারা
 দময়াদ্যাচ দেবকার্য্য করী সদা । দেবপ্রিয়া দেবযাজ্যা
 দৈবা দৈবধিয়া সদা । দিক্‌পাল পদদাত্রীচ দীর্ঘাদ্যা দীর্ঘ-
 লোচনা । দুষ্টদেষ কামদুষ্ণা দোক্ষী দুষণ বর্জ্জিতা । দুক্ষা
 দুস দুশাভাষা দিব্যাদিব্য গতি প্রিয়া । দু্যনদী দীন শরণা
 দিব্যা দেহবিহারিণী । দুর্গমা দরিমা দামা দূরস্বী দূরবা-
 সিনী । দুর্ধ্বগাদ্যা দয়াধারা দূরসম্ভাপ নাশিনী । দুরাশয়া
 দুরাধারা দ্রাবিণী দ্রুহিনঃ স্তুতা । দৈত্যশুদ্ধিকরী দেবী
 সদাদানব সিদ্ধিদা । দুর্ধ্বুদ্ধি নাশিনী দেবী সততং দান

দায়িনী । দানদাত্রীচ দেবেশী দ্যাবাভূমি বিগাহিনী । দৃষ্টিদা
দৃষ্টিফলদা দেবতা গৃহসংস্থিতা । দীর্ঘত্রতকরী দীর্ঘা দীর্ঘ
ঘর্মা দয়াবতী । দণ্ডিনী দণ্ডনীতিশ্চ দীপ্তদণ্ড ধরার্চিতা ।
দানার্চিতা দ্রবদ্রব্য। দ্রবৈব্যক নিয়মা পরা । দুষ্ক সন্তাপ
শাম্যাদাত্রী দবথু রোধিনী । 'দেবী দিব্যবলবতী দান্তাদান্ত
জন প্রিয়া । দারিদ্র্যাদি তটাত্তর্গা ত্তর্গাদন্য প্রচারিণী ।
ধর্মরূপা ধর্মধুরা ধেনুরূপা ধৃতিঃ ধ্রুবা । ধেনুদানা ধ্রুব-
স্পর্শা ধর্মকামার্থ মোক্ষদা । 'ধর্মিণী ধর্মমাতাচ ধর্মধাত্রী
ধনুর্ধরা । ধাত্রী ধেয়া ধরা ধোয়ী ধারিণী ধৃতকলমসী
ধনদা ধর্মদা ধন্যা ধান্যদা ধন্যদা ধনা । 'ধন্যা- ধান্যাদি
রূপাচ ধরিত্রী ধনপূরিতা । ধারণা ধনরূপাচ ধর্মাদর্ম
প্রচারিণী । ধর্মিণী ধর্মতন্ত্রাস্তা ধর্মিণী মল কেশিনী ।
ধর্ম প্রচার নিরতা ধর্মরূপা ধুরন্ধরী । ধনুর্বিদ্যাধরী ধাত্রী
ধনুর্বিদ্যা বিশারদা । নিরানন্দা নিরাহাচ নির্বাণ দ্বার
সংস্থিতা । নির্বাণ পদবী দাত্রী নন্দিনী নাকনায়িকা ।
নারায়ণী নিষিদ্ধা নিকরূপ প্রকাশিনী । নমস্তা নিদ্রয়া
নন্দনতা নূতন রূপিণী । নির্মলা নির্মলাভাষা নিরখ্যা
নিরপজ্ঞপা নিত্যানন্দ ময়ী নিত্যা নিত্য নূতন বিগ্রহা ।
নিষিদ্ধা নীতিধৈর্যাচ নির্বাণ পদদীপিকা । নিঃশঙ্কাচ
নিরাতঙ্কা নির্নাশিত মহামনাঃ । নির্মলা নন্দজননী নি-
র্মল শ্রামবেশিনী । নিরবদ্য কুলশ্রেষ্ঠা নিত্যানন্দ স্বরূ-
পিণী । নির্ণয়া নির্ণয় পিতা নিষিদ্ধ কর্ম বর্জিতা ।
নিত্যোৎসবী নিত্যতপ্তা নমস্কার্যা নিরঞ্জন। নিষ্ঠাবতী
নিরাতঙ্কা নির্লেপা নিশ্চলাঙ্গিকা । নিরবদ্যা নিরীশাচ
নিরঞ্জন পুরস্থিতা পুণ্যপ্রদা পুণ্যকরী পুণ্যগর্ভা পুরাতনী ।

পুণ্যরূপা পুণ্যদেহা পুণ্যগীতাচ পাবনী । পূজাপচিত্রা
 পরমাপরা পুণ্য বিভূষণা । পুণ্যদাত্রী পুণ্যধরা পুণ্যাপুণ্য
 প্রবাহিনী । পুণ্যদেহা পুণ্যবতী পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রমা । পৌর্ণ-
 মাসী পরাপদ্মা পথভ্রা পদ্মগন্ধিনী । পদ্মিনী পদ্মবজ্রাচ
 পদ্মমালা ধরা সদা । পদ্মোদ্ভবা পরথাচ পরমানন্দ
 রূপিনী । প্রকাশ্যা পরমাশ্চর্যা পদ্মগর্ভ নিবাসিনী । পাব-
 নীচ তথ পূতা পবিত্রা পরমাকলা । পদ্মার্চিতা পদ্ম সংস্থা
 পদ্মমাতা পুরাতনী । পদ্মাসন গতা নিত্যা পদ্মাসন পরি-
 ছদা । শূরপদ্মাসন গতা রক্তপদ্মাসনা তথা । পীতপদ্মা-
 সন গতা কৃষ্ণ পদ্ম স্থিতা তথা । পদার্থ দায়িনী পদ্মাবন
 দাস পরায়ণা । প্রকাশিনী প্রগম্ভাচ পুণ্যশ্লোকাচ পাবনী ।
 ফলহন্তা ফলহরা ফলিনী ফলরূপিনী । ফুলেন্দী লোচনা
 ফুল্লা ফুল্লকোরক গন্ধিনী । ফলিনী ফালিনী ফেনা কুল্ল-
 ছাটিত পাতকা । বিশ্বমাতাচ বিশ্বেশী বিশ্বাবিশ্ব বর
 প্রিয়া । ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মী ব্রহ্মজ্ঞা বিমল মলা ।
 বহুলা বাহুলা বল্লীবল্লরী বনদায়িনী । বিক্রান্তা বিক্রমা
 মালা বহুভাগ্য বিলোচনা । বিশ্বাবিত্রা বিষ্ণুসখী বৈষ্ণবী
 বিষ্ণু বল্লভা । বিক্লপাক্ষ প্রিয়া দেবী বিভূতির্বিশ্বতো
 মুখী । বেদ্যবেদ রতা বাণী বেদাক্ষর সমন্বিতা । বিদ্যা বিদ্যা-
 বতী বন্দ্যা বৃহতী ব্রহ্মবাদিনী । বরদা বিপ্র হৃদাচ বরিষ্ঠাচ
 বিশোধিনী । বিদ্যাধরী বসুমতী বিপ্ররূক্ষা বিশোধিতা ।
 ষোমস্থানবতী বামা বিধাত্রী বিবুধ প্রিয়া । বুদ্ধির্বিবনা-
 শিনী বিভ্রা ব্রহ্মরূপবরাননা । বাসিনী ব্রহ্মজননী ব্রহ্ম-
 হতাপহারিণী । ব্রহ্ম বিষ্ণু স্বরূপাচ সদাবিভববর্দ্ধিনী ।
 বিভাষিণী ব্যাপিনীচ ব্যাপিকা পরিচারিকা । বিপন্নার্তিহরা-

ବେଦୀ ବିନୟ ବ୍ରତଚାରିଣୀ । ବିପଲ୍ଲଶୋକ ସଂହତୀ ବିପକ୍ଷୀ ବାଦ୍ୟ-
 ତଂପରୀ । ବେଣୁବାଦ୍ୟପରୀ ଦେବୀ ବେଣୁଶ୍ରୁତି ପରାୟଣୀ । ବର୍ଚ୍ଚାସ୍ତ୍ରୀ
 ବଳକରୀ ବଳମୂଳା ବିବସ୍ତ୍ରୀ । ବିପାପୁଷା ବିଶିଖା ଟେବ ବିକମ୍ପ-
 ପରିବର୍ଜିତା । ବୁଦ୍ଧିଦା ବୃହତୀଦେବୀ ବିଧି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟା ।
 ବିଚିତ୍ରାକ୍ଷୀ ବିଚିତ୍ରାଭା ବିଚ୍ଛା ବିଭବ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ । ବିଗୟା ବିନୟା
 ବନ୍ଦ୍ୟା ବାମଦେବୀ ବରପ୍ରଦା । ବିଷଣ୍ଣୀଚ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ବିଜ୍ଞାନ
 ବିହ୍ୱଳାମାନିନୀ । ଭଦ୍ରା ଭୋଗବତୀ ଭବ୍ୟାଭବାନୀ ଭକ୍ତ ବାସି-
 ନୀ । ଭୂତଧାତ୍ରୀ ଭୟହରୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧାଭୟା ପହା । ଭକ୍ତିଦା
 ଭୟହା ଭେରୀ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଗପ୍ରଦାୟିନୀ । ଭାଗୀରଥୀ ଭାନୁମତୀ
 ଭାଗ୍ୟଦା ଭଗନିର୍ହିତା । ଭବପ୍ରିୟା ଭୂତଭୂମି ଭୂତିଦା ଭୂତ-
 ଭୂଷଣୀ । ଭୋଗୋବତୀ ଭୂତିମତୀ ଭବ୍ୟରୂପା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମା ।
 ଭୂରିଦା ଭକ୍ତିସୁଲଭା ଭାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକରୀ ମଦା । ଭିକ୍ଷୁମାତା
 ଭିକ୍ଷୁ ନିୟା ଭବ୍ୟାଭବ ଅରୂପିଣୀ । ମହାମାୟା ମାତୃପ୍ରିୟା ମହା-
 ନନ୍ଦା ମହୋଦରୀ । ମତିର୍ମୁକ୍ତିର୍ମନୋଞ୍ଜାତ ମହା ମଞ୍ଜୁଳଦାୟିନୀ ।
 ମହାପୁଣ୍ୟା ମହାଦାତ୍ରୀ ମୈଥୁନ ପ୍ରିୟାଲୀଳା । ମନୋଞ୍ଜା
 ମାଲିନୀ ମାନ୍ୟା ମଗି ମାଗିକା ଧାରିଣୀ । ମୁନିସ୍ତୁତା ମୋହକରୀ
 ମୋହହନ୍ତ୍ରୀ ମଦୋଽକଟା । ମଧୁପାନରତା ମଦ୍ୟା ମଦା ସ୍ୱର୍ଗିତ
 ଲୋଚନା । ମଧୁପାନ ପ୍ରମତ୍ତାତ ମଧୁଲୁକ୍ତା ମଧୁବ୍ରତା । ମାଧବୀ
 ମାଲିନୀ ମାନ୍ୟା ମନୋରୁଥ ପଥାତିଗା । ମୋକ୍ଷେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଦା-
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ମହାପଦ୍ମ ବନାସ୍ଥିତା । ମହାପ୍ରଭାବ ମହତୀ ମୃଗାକ୍ଷୀ
 ଶ୍ୟାମଲୋଚନା । ମହାକାଠିନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାକ୍ଷୀ ମହତୀ କଳା ।
 ସୁକ୍ତିରୂପା ମହାମୁକ୍ତା ମଗିମାଗିକା ଭୂଷଣୀ । ମୁକ୍ତାକଳ ବିଚି-
 ତ୍ରାକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତାରଞ୍ଜିତ ନାସିକା । ମହାପାତକ ରାଶିଶ୍ରୀ ମନୋ-
 ନୟନ ନନ୍ଦିନୀ । ମହାମାଗିକା ରଚିତା ମହାଭୂଷଣ ଭୂଷିତା ।
 ମାୟାବତୀ ମୋହହନ୍ତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାବିଧାରିଣୀ । ମହା ମେଧା ମହା-

ভূতি স্মাহামায়া প্রিয়া সখী । মনোধরী মহোপায়া মহা-
 মণি বিভূষণা । মহামোহপ্রণয়িনী মহামঙ্গলদায়িনী । যশ-
 স্বিনী যশোদাচ যমুনা বারিহারিণী । যোগসিদ্ধিকরী যজ্ঞা
 যজ্ঞেশ বন্দিতপ্রিয়া । যজ্ঞেশী যজ্ঞ ফলদা যজনীয়া যশ-
 স্করী । যোগযোনি যোগসিদ্ধা যোগিনী যোগবুদ্ধিদা ।
 যোগযুক্তা যমাদ্যষ্ট সিদ্ধি যজ্ঞেক ধারিণী । যমুনা জল
 সেব্যাচ যমুনা জলবিহারিণী । যামিনী যমুনা বাম্যা যম-
 লোক নিবাসিনী । লোলালোক বিলাসাচ লোলং কল্লোল
 মালিকা । লোলান্ধী লোক মাতাচ লোকানন্দ প্রদায়িনী ।
 লোকবন্ধু লোকধাত্রী লোকালোক নিবাসিনী । লোকত্রয়
 নিবাসাচ লক্ষলক্ষণ লক্ষিতা । লীলালোকাচ লাবণ্য
 লঘিমা কমলেক্ষণা । বাসুদেব প্রিয়া বামা বসন্ত সময়
 প্রিয়া । বাসন্তী বসুদা বজ্রা বেণুবাদপরায়ণা । বীণাবাদ্য
 প্রমত্তাচ বীণানাদ বিভূষণা । বেণুবাদ্যরতা চৈব বংশীনাদ
 বিভূষণা । শুভাশুভরতিঃ শান্তিঃ শৈশবা শান্তি বিগ্রহা ।
 শীতলাশোষিতা শোভা শুভদা শুভদায়িনী । শিবপ্রিয়া
 শিবানন্দা শিবপূজাসু তৎপরা । শিবভৃত্যা শিব সত্য
 শিবনিত্য পরায়ণা । শ্রীমতী শ্রীনিবাসাচ শ্রুতি রূপা শুভ-
 ব্রতা । শুদ্ধ বিদ্যা জপকরী শুভকরী শুভাশয়া । শ্রুতানন্দা
 শ্রুতিঃ শ্রোত্রী শিবপ্রেম পরায়ণা । শোষণী শুভবার্তাচ ।
 শালিনী শিবনর্তকী যড়গুণা সুপদাক্রান্তা যড়ঙ্গশ্রুতি-
 রূপিণী । সরস্যা সুপুভা সিদ্ধা সিদ্ধসিদ্ধি পুদায়িনী । সেব্যা-
 সঙ্গা সতি স্মৃতি স্মৃতিরূপা মদপ্রিয়া । সম্পৎ পুদাস্ততিঃ
 স্তুত্যা স্তবনীয়া স্তবপুিয়া । স্বেৰ্য্যদা স্বেৰ্য্যগা সৌখ্যা-
 স্ত্রেনসৌভাগ্য দায়িনী । সূক্ষ্মা সূক্ষ্মা স্বধা স্বাহা স্বধালেপ

প্রমোদিনী । স্বর্গপ্রিয়া । সমুদ্রাভা । সর্ব পাতকনাশিনী ।
 সংসার বারিণী রাধা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী সদা । হরপ্রিয়া
 হিরণ্যভা । হরিলক্ষ্মী হিরন্ময়ী । হংসরূপা হরিদ্রাভা
 হরিদ্বর্ণাশুচিস্মিতে । ক্ষেমদা ক্ষালিতা ক্ষোমা ক্ষুদ্র ঘণ্টা
 বিধারিণী । অপরৈকং শৃণু প্রৌঢ়ে স্বরাক্ষর সমন্বিতং ।
 স্তোত্রং সহস্র নামাখ্যং স্বরবাঞ্জন সংযুতং অজরা
 অতুলা নন্তা অনন্তামৃতদায়িনী । অন্নদারা অশোকাচ
 অলকা অমৃতপ্রবা । অনাথ বল্লভা অন্তা অঘোনি সন্তুবা
 প্রিয়ে । অব্যাকুলক্ষণা ক্ষুণ্ণা বিচ্ছিন্না চাপরাজিতা । অনা
 থানা মভীষ্ঠার্থ সিদ্ধিদানন্দবর্দ্ধিনী । অনিমাди গুণাধারা
 অগণ্যালিক হারিণী । অচিন্ত্য শক্তি বলয়াদুত রূপাচ
 হারিণী । অদ্রিরাজ সূতাদূতী অষ্টযোগসমন্বিতা । অচ্যুতা
 অনবিচ্ছিন্না অক্ষুণ্ণশক্তি ধারিণী । অনন্ততীর্থরূপাচ অনন্তা-
 মৃত রূপিণী । অনন্তমহিমাপারা অনন্ত সুখদায়িনী ।
 অর্থদা অন্নদা অর্থ্য সদা অমৃত বর্ষিণী ॥ আবিদ্যা জাল
 শমনী অপ্রতর্কগতি প্রদা । অশেষ বিঘ্ন সংহন্ত্রী অশেষ গুণ
 গুন্ধিতা । অজ্ঞান নাশিনী দেবী অনন্ত সিদ্ধিদায়িনী ।
 অশেষ পাপসংহন্ত্রী অশেষ দেবভাময়ী । অঘোরা
 অমৃতাদেবী অজ্ঞান তিমির প্রদা । অনুগ্রহ পরাদেবী
 অভিরাম বিনোদিনী । অনবদ্য পরিচ্ছিন্না অত্যনন্ত কল-
 ক্ষিণী । আরোগ্য দাত্রী আনন্দা 'অপরণার্তি বিনাশিনী ।
 আশ্চর্য্য রূপা আদ্যস্থা আপ্তবিদ্যা সদা প্রিয়া । আপ্যা-
 য়িনীচ আলম্ব্য আপদাহা মৃতপ্রদা । ইচ্ছারতি রিষ্টি-
 দাত্রী ইচ্ছাপন্ন ফলপ্রদা । ইতিহাস স্মৃতি শ্বেতা ইহামুত্র
 ফলপ্রদা । ইচ্ছাচ ইচ্ছরূপাচ ইত্যাদি পরিবন্দিता । ই-

ন্দ্রি়া রচিতাক্ষীচ ইলঙ্কার ইধারিণী । ইন্দ্রাণী সেবিত
 পদা ইন্দ্রিয় প্রীতিদায়িনী । ঈশ্বরী ঈশজননী ঈশ ঐশ্বর্য্য
 দায়িনী । উতক্ শক্তিসংযুক্তা উপমান বিবর্জিতা ।
 উত্তম শ্লোক সংসেবা উত্তমোত্তম রূপিণী । উক্ষা উষা
 উধারাধা উর্নিলাচ শুচিস্মিতে । উহা উহ বিতর্কাচ উর্দ্ধ-
 ধারাচ উর্দ্ধগা । উর্দ্ধধারা উর্দ্ধযোনি উপপাপ বিনাশিনী ।
 ঋষিবৃন্দ স্তুতাঋদ্ধি করুণত্রয় নাশিনী । ঋতস্তুবা ঋদ্ধিদাত্রী
 ঋক্ ঋকস্বরূপিণী । ঋতুপ্রিয়া ঋক্ষমাতা ঋক্ষার্চি ঋক্ষ
 মার্গগা । ঋতুলক্ষণরূপাচ ঋতুমার্গ প্রদর্শিনী । এষিতা খিল
 সর্ব্বস্বা একৈকায়ুত দায়িনী । ঐশ্বর্য্য তর্প্য রূপাচ ঐতি
 রৈন্দ্র শিরোমণিঃ । ওজস্বিনী ওষধীচ ওজোনাদো জদা-
 য়িনী । ওঁকার জননী দেবী ওঁকার প্রতিপাদিতা । ঔদার্য্য
 প্রকরা ভদ্রে ঔপেন্দ্রোষধি বিগ্রহা । অশ্ববহ্নাচ অমৃত
 অম্বা অম্বালিকা তথা । অম্বুজাক্ষীচ অম্বানা অম্বু স্নিগ্ধাম্বু-
 জাননা । অংশুমালী অংশুমতি অংশীত্যংশাংশ সম্ভবা ।
 অঙ্কতা মিশ্রহাভদ্রে অত্যন্ত শোভন স্বরা । অর্থেশা অর্থ-
 দাত্রীচ অর্থরূপা অনাহতা । শৃণু নামান্তরং ভদ্রে ককা-
 রাদি বরাননে । অত্যন্ত সুন্দরং শুদ্ধং নির্মলোৎপল
 গন্ধিনী । কুটম্বা করুণা কান্তা কর্ন্মজাল বিনাশিনী ।
 কমলা কল্পলতিকা কলি কলুষনাশিনী । কমনীয় কলা
 কণা কপর্দি পূজন প্রিয়া । কদম্ব কুম্ভমাভাষা সদা কোক-
 নদেক্ষণা । কালিন্দী কেলিকলিতা কনা কাদম্ব মালিকা ।
 কান্তালো কত্রয়া কন্থা কন্থরূপা মনোহরা । খড়্গিণী
 খড়্গধারাতা খগা খগেন্দ্রু ধারিণী । খেখেল গামিনী
 খড়্গা খড়্গেন্দ্রু তলকাষ্ঠিতা । খেচরী খেচরী বিদ্যা খ-

গতিঃ খ্যাতিদায়িনী । খণ্ডিতাশেষ পাপৌষা খলবুদ্ধি
 বিনাশিনী । খাতেন কন্দ সন্দৌহাখড়্গ খট্টাঙ্গধারিণী ।
 খর সম্ভাপশমনী খরমন্ত নিকুন্তনী । গুহাগন্ধগতি গৌরী
 গন্ধর্ষ নগরপ্রিয়া । গূঢ়কপা গুণবতী গুৰ্বীগৌরব রঙ্গিনী ।
 গ্রহপীড়াহরা গুপ্তাগদ স্নিগ্ধমনা প্রিয়া । চাম্পায় লোচনা
 চারু চার্বঙ্গী চারুৰূপিণী । চন্দ্র চন্দন সিন্ধুঙ্গী চৰ্শনীয়া
 চিরস্থিতা । চারু চম্পক মালাঢ্যা চলিতা শেষ দুষ্কৃতা ।
 চারিতা শেষ বৃজিলা চারুতাশেষ মস্তলা । রক্তচন্দন
 সিন্ধুঙ্গী রক্তাঙ্গী রক্তমালিকা । শুক্ল চন্দন সিন্ধুঙ্গী শু-
 ক্লাঙ্গী শুক্লমালিকা । পীতচন্দন সিন্ধুঙ্গী পীতাঙ্গী পীত-
 মালিকা । কৃষ্ণচন্দন সিন্ধুঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণমালিকা ।
 শুক্লবস্ত্র পরিধানা শুক্লবস্ত্র পরীয়ণী । রক্তবস্ত্র পরিধানা
 রক্তবস্ত্রোত্তরায়ণী । পীতবস্ত্র পরিধানা পীতবস্ত্রোত্তরা-
 যণী । কৃষ্ণপট পরিধানা কৃষ্ণপটোত্তরীয়ণী । বৃন্দাবনে-
 শ্বরী রাধাকৃষ্ণ কার্য্য প্রকাশিনী । পদ্মিনী নাগরী গোপী
 কালিন্দী অবগাহিনী । গোপীশ্বর প্রিয়া ভূত্যা সদা নগর
 মোহিনী । ত্রিপুরা ত্রিপুরাদেবী ত্রিপুরাঙ্গ করী সদা । ত্রি-
 পুরা সন্নিকর্ষস্থা ত্রিপুরা অনুচারিকা । ত্রিপুরা পুর সং-
 স্থাত্ত যা রাধা পদ্মিনী পরা । নানা মৌভাগ্য সম্পন্না নানা-
 ভরণ ভূষিতা । স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং কথিতং তব ভ-
 ক্তিতঃ । এতং স্তোত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ কবচঞ্চ বরারনে । কপ্পে
 কপ্পেচ দেবেশি প্রপঠেদ্যদি মানবঃ । উপাস্ত রাধিকাং
 বিদ্যাং কেবলং কমলেক্ষণে । বহুকালেন দেবেশি উপ-
 বিদ্যাপি সিদ্ধতি । পদ্মিনী রাধিকা বিদ্যা উপবিদ্যাসু নি-
 শ্চিতা । মহাবিদ্যাং মহেশানি উপাস্ত যত্নতঃ স্বয়ং ।

কটং পরমেশানি রাধামন্ত্রেণ সুন্দরি । শূণ্যাম সহ-
 ানি প্রকটে যত্ন শাস্ত্রেতে । কৃষ্ণস্ত কালিকা সাক্ষাৎ রাধা
 কৃতি পদ্মিনী । কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ইদমুচ্যার্য্য যত্নতঃ ।
 দাসৌ বৈষ্ণবো দেবী সৰ্ব্বত্রৈব প্রকাশ্যতে । গোবিন্দো
 হু দেবেশি স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী । বিনা মন্ত্রং বিনা হোমং
 ন পূজাং বিনা বলিং । বিনা গন্ধং বিনা পুষ্পং বিনা
 মতো্যাদিতাং ক্রিয়াং । প্রাণায়ামং বিনা ধ্যানং বিনা
 সূত বিশোধনং । বিনা জাপং বিনা দানং যেন রাধা
 প্রসীদতি । রাধা সহস্রনামাখ্য স্তোত্র মার্গেন পার্জতি ।
 যাজপেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং রাধিকা মন্ত্র মেবচ । সপতেন্নরকে
 ঘারে যাবদ্ভিদ্ভাশ্চতুর্দশ । শ্রদ্ধা গুরুমুখাগ্নস্তং বৈষ্ণবং
 ক্তি তৎপরঃ । ততঃ পুরশ্চরীং কুর্য্যাদেক বিংশতি সংখ্যা-
 ং । পূর্ণাভিষেক সিন্ধুস্ত ততো গুরু পদার্চনং । বিনা
 পূর্ণাভিষেকঞ্চ ভবাক্কেঃ পারমিচ্ছতি । অজ্ঞস্ত তস্ত দুৰ্দ্ধ-
 ক্তি নিরয়ে পতনং ভবেৎ । সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং
 ত্যং বদাম্যহং । ভবাক্তি তরণং নাস্তি বিনা পূর্ণাভিষে-
 বং । নানাগম পুরাণানি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রতঃ । ময়ো-
 তং মহেশানি সারং পূর্ণাভিষেচনং । তস্মাৎ সৰ্ব প্র-
 ত্নন কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনং । কৃদ্বা পূর্ণাভিষেকঞ্চ পঠেৎ
 াস্তবং প্রিয়ে । স্তব পাঠা মহেশানি সতবেদন্তবনন্দনঃ ।
 াত্রং সহস্রনামাখ্যং ন যন্ত জপতো মনুং । রাধাকৃষ্ণস্ত
 বেশি তন্ত পাপ ফলং শূণ । কুন্তীপাকে সপচেত যাব-
 ত্রক্ষণঃ শতং । বিমগ্নানাং যথাপ্রার্থা ভবেদ্ভাগী রথী
 য়ে । বৈষ্ণবানাং যথা শঙ্কুঃ প্রকৃতিনাং যথা সতী ।
 ক্ৰমাণাং যথা বিষ্ণু নক্ষত্রাণাং যথা শশী । স্তবানাঞ্চ

তথা শ্রেষ্ঠং রাধাস্তোত্র মিদং প্রিয়ে । জপ পূজাদিকং
যদ্বদ্বলি হোমাদিকন্তথা । শ্রীরাধাস্তোত্র পাঠস্য কলাং
নাইতি ষোড়শীং ।

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে সহস্র নাম স্তোত্র ।

স্বৈকত্রিংশৎ পটলঃ ।

দেব্যুবাচ। ভূয় এব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ।
 হরিনাম মহাদেব বিশেষেণ বদপ্রভো ॥ ১ ॥ পূর্বং যৎ
 স্মৃতিতং দেব হরিনাম সদাশিব । তৎসর্বং পরমেশান
 বিস্তরাদদশঙ্কর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । হরিনামদ্বিধাদেবি
 বৃহৎ সামান্যমেবচ । সামান্যং ভারতে শস্তং বৃহন্মাম
 বরাননে । স্বর্গে মর্ত্যেচ পাতালে সর্বত্রৈব প্রশস্ততে ॥ ৩ ॥
 যদুক্তং বাসুদেবায় ত্রিপুরা জগদীশ্বরী । সামান্যং ভারতে
 শস্তং তেনৈব স্মৃচ্যতে নরঃ ॥ বৃহন্মাম মহেশানি সর্বশক্তি
 সমন্বিতং ॥ ৪ ॥ ৩ নমঃ শিবরামঃ শিবরামঃ শিবঃ
 শিবঃ । ঐ ক্লী হ্রা শিবঃ শিবঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিবোরাম
 হরিঃ দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং হরিনাম প্রকীর্তিতং ॥ ৫ ॥
 ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্ণে সর্বদেশে স্মৃসঙ্গতং । এতন্মাম
 মহেশানি প্রথমং কর্ণশুদ্ধিদং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপকং নাম
 হরিনাম মনোহরং । দ্বাত্রিংশদক্ষরং নৈব পাষণ্ডায় প্রশ-
 স্ততে ॥ ৭ ॥ আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাদি ত্রয়েশুভে ।
 নশৃদ্রস্ত মহেশানি মন্ত্রমেত তুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥ হরিনাম
 জপেদেবি দশধা দশধাসদা । কর্ণশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থং সামান্যং
 ষোড়শাশ্রয়ং ॥ ৯ ॥ দেব্যুবাচ । সামান্যং পরমেশান
 দোষদং হরিনামচেৎ । তৎকথং ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায়
 শূলভূৎ । ইদমুক্তং মহাবাহো রূপয়া বদশঙ্কর ॥ ১০ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । হরিনাম রহস্যঞ্চ সর্বশক্তি যুতং সদা ।
 ত্রিপুরা বাসুদেবায় বৃহন্মাম বরাননে । অত্রবীৎ প্রথমং
 ভদ্রে পশ্চাত্তু ষোড়শাশ্রয়ং ॥ ১১ ॥ প্রণবেত্ত ত্রয়োদেবা
 ব্রহ্ম বিষ্ণু পিতামহাঃ । শিবস্ত কালিকা সাক্ষাৎ রাম
 ত্রিপুর ভৈরবী ॥ ১২ ॥ মহাকালী মহামায়া দ্বয়ং কৃষ্ণস্বক-

পিনী । বিজ্ঞেয়া দশনামান্তে শক্তয়ঃ স্ত্রিবিধাঃ পরাঃ ॥ ১৩ ॥
 ভৈরবীচ তথা কালী মহাকালী বরাননে । সৰ্বশক্তি ময়ং
 নাম হরেশ্বৰহিষমর্দ্দিনী ॥ ১৪ ॥ যন্নাম পরমেশানি
 সামান্যং ষোড়শাশ্রয়ং । সূতকল্পয় সংযুক্তং শূদ্রার্গে
 প্রশস্ততে । অধমেষুচ শূদ্রেষু সামান্যং শস্ততে সদা ॥ ১৫ ॥
 রাম নাম মহেশানি ধনুঃশক্তি যুতং সদা । কৃষ্ণ নাম মহে-
 শানি সৰ্বশক্তি যুতং প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥ অপরৈকং ব্রহ্মনাম
 সাবধানা বধায়য় । ওঁ হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ ওঁ হ্রীঁ জনার্দন
 কৃষীকেশ হ্রীং ওঁ ॥ ১৭ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি হরিনাম
 স্তুশোভনং । এতন্নাম বরারোহে সদাবিভব বর্দ্ধনং ॥ ১৮ ॥
 অনেনৈব বিধানেন গুহ্যং যঃকারয়েৎ সদা । তস্য তস্ত্যচ
 দেবেশি মহাবিদ্যা হি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৯ ॥

ইতি বাসুদেব ব্রহ্মে রাধাতন্ত্রে ।

দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ ।

সমাপ্তঃ ।

